৺ অক্ষয়কুমার দত্ত।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

দ্বিতীয় ভাগ।

৺ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত।
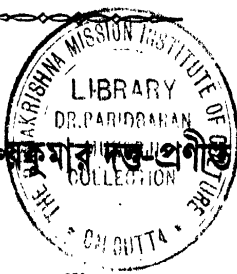
দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,—৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরী হইতে প্রকাশিত।

১৩১৪। মূল্য তিন টাকা আট আনা

কলিকাতা

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,
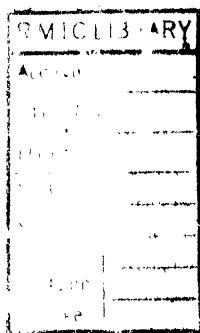
মেট্কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পূর্ব্ব সংস্করণে যে সকল বিবরণ পরিশিষ্টাংশে সন্নিবেশিত ছিল, এবারে সে সমুদায় মূল গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে দেওয়া গেল।

নানকপন্থী, জৈন প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায় বিবরণ, যাহা স্বর্গীয় অক্ষয় বাবুর জীবদ্দশায়, এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল।

প্রকাশক।

শুদ্ধিপত্র।

উপক্রমণিকা।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	৮	অপসর্পণমুপসর্জ্জণম্	অপসর্পণমুপসর্পণম্
২০	৩	কোণ্ড্	কোন্ত্
৩৮	৩১	জুড়ি	জুরি
৪৭	৯	বৈদ্যান্তিক	বৈদান্তিক
৪৯	১৪	বল্যামোদ	বাল্যামোদ
৫৩	২	ন ব	ন চ
৫৪	২৭	সুনিপু	সুর্মিষু
১২২	১২	আগ্রায়	আগ্রার
১৪২	২৬	উচ্ছ্বাসে	উচ্ছ্বাসে
১৮৪	৯	পুষ্কয়	পুষ্কর
১৬৭	২৯ পংক্তির পর এই কয় পংক্তি বসিবে ঃ—		

কিরূপে শূদ্র শব্দ শোকোৎপত্তি-প্রতিপাদক হইল এইটি বিজ্ঞাপনার্থ বেদান্তসূত্রকার উল্লিখিত সূত্রের মধ্যে "তদা দ্রবণাৎ" বলিয়া শূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি করেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, জানশ্রুতি শোক দ্রাবিত অর্থাৎ প্রাপ্ত হন, অথবা শোক জানশ্রুতিকে প্রাপ্ত হয়, কিম্বা জানশ্রুতি শোকাবিষ্ট হইয়া রৈক্ক-সমীপে দ্রবণ অর্থাৎ গমন করেন। এই নিমিত্ত রৈক্ক তাঁহাকে শূদ্র অর্থাৎ শোক-প্রাপ্ত বলিয়া সম্বোধন করেন।

শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে শূদ্রবর্ণ বেদাধিকার হইতে এরূপ ভ্রষ্ট হইয়া যায় যে, শূদ্র শব্দের উল্লিখিত রূপ ব্যুৎপত্তি না করিয়া পার পাইবার উপায় ছিল না।

সূচী।

উপক্রমণিকা।

সম্প্রদায় বিবরণ।

শৈব।

শাক্ত।

সৌর ও গাণপত্য।

গাণপত্য

পরিশিষ্ট।

টিপ্পনি।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

উপক্রমণিকা।

প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ১০৫ পৃষ্ঠার ৮ পঙক্তির পর।

উপনিষদে হিন্দু জাতির বুদ্ধি-বিকাশের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বুদ্ধি-জ্যোতিঃ একবার প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে, আর স্থির থাকে না; নানা দিকে কিরণ-জাল বিকীর্ণ করিতে থাকে। তদনুসারে, বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে পরমার্থ-সংক্রান্ত কয়েকটি মত উৎপাদিত হয়, তাহার নাম দর্শন। তাহার মধ্যে ছয়টি দর্শন প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত আছে; সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত।

পরমার্থ-তত্ত্ব-অনুসন্ধানই ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র সমুদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। জগতের কারণ-নিরূপণ ও মনুষ্যের মুক্তি বা পারলৌকিক সদ্গতি-সাধনের উপায়-নির্দ্ধারণ-বিষয় সেই সমুদায়ে বিচারিত হইয়াছে। এ প্রবন্ধটি পরমার্থ-বিষয়ক; অতএব এ স্থলে সেই দুইটি পারমার্থিক বিষয় ক্রমশঃ অতি সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

সাঙ্খ্য।

মহর্ষি কপিল সাঙ্খ্য-মতের প্রবর্ত্তক। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই,

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।

সাঙ্খ্যপ্রবচন। ৯২ সূত্র।

কেন না ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না *।

যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ না হইল, তবে কিরূপে জগতের সৃষ্টি

---

* কপিল ঋষির এই নাস্তিকতা-বাদ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে সাংখ্যপণ্ডিতেরা

হয়, এ বিষয় সুতরাং তাঁহাকে বিবেচনা করিতে হইয়াছিল। তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন,

नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः।

সাঙ্খ্যপ্রবচন। ১। ৭৮ সূত্র।

পূর্ব্ব-স্থিত বস্তু না থাকিলে, কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না।

नासदुत्पादो नृशृङ्गवत्।

সাঙ্খ্যপ্রবচন। ১। ১১৪ সূত্র।

মনুষ্যের শৃঙ্গ থাকা যেমন অসম্ভব, অসৎ অর্থাৎ অবস্তু হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব।

उपादाननियमात्।

সাঙ্খ্যপ্রবচন। ১। ১১৫ সূত্র।

ভাষ্য। मृदेव घट उत्पद्यते तन्तुभ्य एव पट इत्येवं कार्य्याणामुपादानकारणं प्रति नियमोऽस्ति।

কেন না, প্রত্যেক বস্তুরই উপাদান-কারণ* থাকে এইরূপ নিয়ম আছে; যেমন মৃত্তিকা ঘটের ও সূত্র পটের উপাদান।

সগুণ অর্থাৎ নানাপ্রকার গুণ বিশিষ্ট; অতএব নির্গুণ ঈশ্বর হইতে কিরূপে সগুণ সংসারের উৎপত্তি হইল?

साङ्ख्याचार्य्या आहुः निर्गुणत्वादीश्वरस्य कथं सगुणाः प्रजा जायेरन्।

৬১ সাংখ্য-কারিকার ভাষ্য।

সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা বলিয়া গিয়াছেন, নির্গুণ ঈশ্বর হইতে কিরূপে সগুণ প্রজা উৎপন্ন হইল।

কোন কোন ব্যক্তি বলেন, জগতে কেহ বা সুখী ও কেহ বা দুঃখী হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে জীবের সুখ দুঃখের এরূপ বৈষম্য-দোষ ঘটিত না। অতএব ঈশ্বর নাই। কিন্তু ঘটিকা-যন্ত্র, বাষ্পীয় যন্ত্র, গ্রন্থকারের গ্রন্থ ইত্যাদি বস্তুতে যেরূপ বুদ্ধি-কৌশল বিদ্যমান আছে, যাঁহারা এই বিশ্ব-যন্ত্রে তদপেক্ষা শত সহস্র গুণ কৌশল রাশি দর্শন করিয়া প্রজ্ঞাবান্ বিশ্ব-কারণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন, এবং সেই সমস্ত অদ্ভুত কৌশল অনির্ব্বচনীয়-কৌশল-সম্পন্ন নৈসর্গিক আদিম নিয়মের কার্য্য জানিয়া বিশ্ব-নিয়ন্তার অচিন্ত্য মহিমার অতিমাত্র আধিক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সাংখ্য-পণ্ডিতদিগের উল্লিখিত আপত্তি তাঁহাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিতে পারেন, ঐ আপত্তি ঈশ্বরের স্বরূপনির্দ্ধারণ বিষয়ে একদিন উত্থাপিত হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব-নিরূপণবিষয়ে কোন রূপেই নিয়োজিত হইতে পারে না।

নাশঃ কারণলয়ঃ ॥

সাঙ্খ্যপ্রবচন। ১। ১২১ সূত্র।

কারণে লয় পাওয়াকে নাশ বলে।

এই কয়েকটি সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে কিছু না থাকিলে, অকস্মাৎ অমনি কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। সকল বস্তুই পূর্ব্ব-স্থিত কোন না কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়; যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট, দুগ্ধ হইতে দধি, রজত হইতে মুদ্রা ইত্যাদি।

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, সে সময়ের পক্ষে এই ভাবটি অতীব প্রগাঢ়। ইহা কপিল ঋষির গুরুতর চিন্তার ফল। উল্লিখিত সূত্র-গুলির ভাবার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, মহর্ষি যেন বুদ্ধি-যোগে জগতের সৃজন-রহস্যের তল-স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু তাহার উপায় নাই!

কপিল ঐ কয়েক মূল সূত্রানুসারে প্রকৃতিপুরুষ নামে দুইটি নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন। প্রকৃতি অচেতন-স্বরূপ অর্থাৎ জড়। ইহারই পরিণাম অর্থাৎ বিকার দ্বারা সমুদায় বিশ্ব-ব্যাপার উৎপন্ন হইয়াছে।

এই প্রকৃতি আদি কারণ; ইহার আর কারণ নাই। কপিল ইহাকে অমূল-মূল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্।

সাঙ্খ্যপ্রবচন। ১। ৬৭ সূত্র।

মূলের অর্থাৎ প্রকৃতির মূল নাই, অতএব প্রকৃতি মূল-শূন্য।

ফলতঃ সেই আদি কারণ হইতে ক্রমশঃ কার্য্য-পরম্পরার উৎপত্তি হয় বলিয়াই, কপিল ঋষি তাহারই নাম প্রকৃতি * রাখিয়াছেন। উহা আদি কারণের নামমাত্র।

পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্।

সাংখ্যপ্রবচন। ১। ৬৮ সূত্র।

কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অন্য কারণ এইরূপ যদি কারণ-পরম্পরা

---

* প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ।

থাকে, তাহা হইলেও একস্থানে গিয়া কারণের পর্য্যবসান হইবে। প্রকৃতিই সেই আদি কারণের সংজ্ঞামাত্র বই আর কিছুই নয়*।

যেমন দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত ও নবনীত হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, সকল বস্তুই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে ঐ প্রকৃতিরই পরিণাম দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতের যাবতীয় পদার্থ মূল প্রকৃতিরই কার্য্য-পরম্পরা মাত্র †।

জগতের বস্তু সমুদায়ের উত্তম, মধ্যম, অধম তিন প্রকার স্বভাব দেখিয়া মহর্ষি কপিল উহার মূল-স্বরূপ উত্তম, মধ্যম, অধম তিনটি গুণ স্বীকার করেন; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। পূর্ব্বোক্ত মূল প্রকৃতি এই তিনের সাম্যাবস্থা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः।

সাঙ্খ্যপ্রবচন। ১।৬১ সূত্র।

প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা-স্বরূপ।

প্রকৃতি জড় পদার্থ, অথচ কিরূপে গুণের স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। সংশয় কেন? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অক্লেশেই বলিতে পারেন, এ কথাটি তো বুঝিবার কথা নয়। কিন্তু সহসা শুনিলে এ বিষয়টি যতদূর অবোধ-গম্য বোধ হয়, বাস্তবিক ততদূর নয়। সচরাচর গুণ শব্দের যেরূপ অর্থ প্রচলিত আছে, সাঙ্খ্য-শাস্ত্রোক্ত ঐ তিন গুণের সেরূপ অর্থ নয়। ঐ তিনটি উত্তম, মধ্যম, অধম তিন প্রকার বস্তু-স্বরূপ। লোকে যেমন গুণ অর্থাৎ রজ্জু দিয়া গো-মহিষাদি পশু বন্ধন করে, সেইরূপ, পুরুষ অর্থাৎ জীব ঐ সত্ত্ব রজঃ প্রভৃতি তিন বস্তু দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছে; এই নিমিত্ত ঐ তিনটি পদার্থ গুণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব সাঙ্খ্য-শাস্ত্রোক্ত ঐ তিনটি গুণ প্রকৃত গুণ নয়; গুণবিশিষ্ট বস্তু।

---

* प्रकृतिरिति मूलकारणस्य संज्ञामात्रमित्यर्थः॥

বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য।

† অধুনাতন বিজ্ঞানবিৎ সর্ব্বপ্রধান ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের সৃষ্টিবিষয়ক মত The Theory of Evolution. কিয়দংশে কি এই সাংখ্য-মতের অনুরূপ বোধ হয় না? তাঁহারা বলেন, যেমন শূক কীট রূপান্তরিত হইয়া প্রজাপতি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক বস্তু ও এক প্রাণী পরিণত হইয়া অন্য বস্তু ও অন্য প্রাণী উৎপন্ন হইয়া আসিয়াছে। কপিল ঋষি তাঁহাদের ঐ মতের একটি সঙ্কুচিত অঙ্কুর রোপণ করিয়া গিয়াছেন একথা বলিলে কি বলা

সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি ন বৈশেষিকা গুণাঃ সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ লঘুত্বচলত্বগুরুত্বাদি-ধর্ম্মকত্বাচ্চ। তেষ্বত্র শাস্ত্রে শ্রুত্যাদৌ চ গুণশব্দঃ পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষপশুবন্ধক-ত্রিগুণাত্মকমহদাদিরজ্জুনির্ম্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে॥

সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি পদার্থ দ্রব্য; বৈশেষিক-মতানুযায়ী গুণ নয়, কেন না তাহারা সংযোগ, বিয়োগ, লঘুত্ব, চলত্ব, গুরুত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট। লোকে যেমন গুণ অর্থাৎ রজ্জু দিয়া বন্ধন করে, সেইরূপ, পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মারূপ পশু সেই সত্ত্বাদি তিন দ্রব্যে প্রস্তুত মহত্ত্বাদি * ত্রিগুণ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইযা আছে, এই নিমিত্ত সাংখ্য ও বেদাদি শাস্ত্রে সেই তিন দ্রব্য গুণ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে।

জগতের চেতনাচেতন সমুদায় বস্তুতে ঐ তিন গুণের শক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে; যেমন সত্ত্ব গুণের শক্তিতে অগ্নির উর্দ্ধ-গতি এবং মনুষ্যের সুখ ও পুণ্যের উৎপত্তি হয়। রজোগুণের প্রভাবে বায়ুর প্রচণ্ড বেগ এবং মনুষ্যের পাপ জন্মে। তমোগুণের পরাক্রমে জল ও মৃত্তিকার অধোগতি এবং মনুষ্যের মূঢ়তা ও মনস্তাপ উৎপন্ন হয়।

এই তিনটি গুণের কার্য্য ও পরস্পর সম্বন্ধাদি লইয়া সাংখ্য-শাস্ত্রে সবিশেষ আন্দোলন সহকারে অনেক তর্ক, বিতর্ক, বিচার ও সিদ্ধান্ত আছে। সেই সমস্ত কুটিল ও জটিল অবাস্তবিক বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিলে, পাঠকগণের অসুখ বই সুখের বিষয় হইবে না। ফলতঃ একবার মনে হয়, চিরকাল এই সমস্ত ভ্রান্তি-ভার বহন করিবারই বা প্রয়োজন কি? পুনর্ব্বার ভাবি, ইতিহাস-রচয়িতা-দিগকে সত্য মিথ্যা সকলই কীর্ত্তন করিতে হয়। সূর্য্য-জ্যোতিঃ বিশুদ্ধাশুদ্ধ সকল বস্তুই স্পর্শ করিয়া থাকে। মানবীয় মনের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে কখন বা সুখী ও কখন দুঃখিত হইতে হয়। এই পুস্তকের অধিকাংশই তো ভ্রান্তি-ভূধরের বর্ণনা বই আর কিছুই নয়। মানুষে বুঝি ঐ অতি দুর্ভেদ্য ভূধর-শ্রেণীর বহুতর শৃঙ্গ অতিক্রম না করিলে, তত্ত্ব ভুবন আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। অনেকেই ভৃগুপাত-ঘটনা প্রযুক্ত চিরদিন পর্ব্বতে পর্ব্বতে লুণ্ঠিত হইতে থাকে।

পুরুষ চেতন-স্বরূপ, কিন্তু সুখ-দুঃখাদি-শূন্য। ইনি অপরিণামী অর্থাৎ বিকার-শূন্য, এবং অকর্ত্তা অর্থাৎ কোন কার্য্যই করেন না। সমুদায় বিশ্ব-ব্যাপারই প্রকৃতির কার্য্য। এই পুরুষই প্রাণীদিগের আত্মা-স্বরূপ; সুতরাং

যত প্রাণী, ততই পুরুষ বলিতে হয়। কপিল ঋষি জগতের সচেতন অচেতন দুই প্রকার পদার্থ দেখিয়া তাহার মূলস্বরূপ ঐ দুইটি পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বোধ হয়।

ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর-সাপেক্ষ। লৌহ যেমন চুম্বক-সমীপস্থ হইলে চুম্বকের দিকে গমন করে, সেইরূপ, প্রকৃতি ঐ পুরুষ-সন্নিধান প্রযুক্ত বিশ্ব-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পঙ্গু ও অন্ধ প্রত্যেকে যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইচ্ছা-মত কোন স্থানে গমন করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু যদি অন্ধ ব্যক্তি পঙ্গুকে নিজ স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া তাহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে উভয়েই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইতে সক্ষম হয়। সেইরূপ, প্রকৃতি নিজে জড় হইলেও পুরুষ-সহযোগে সংসার-ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

সাঙ্খ্য-শাস্ত্রকার ঐ প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি পঁচিশটি পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহার নাম তত্ত্ব রাখিয়াছেন। সেই পঁচিশ তত্ত্ব এই ; প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ *, অহঙ্কার † মন, এবং পশ্চাল্লিখিত পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র।

মহাভূত	জ্ঞানেন্দ্রিয়	কর্ম্মেন্দ্রিয়	তন্মাত্র
মৃত্তিকা	চক্ষু	হস্ত	রূপ
জল	কর্ণ	পদ	রস
বায়ু	নাসিকা	বাক্	গন্ধ
অগ্নি	রসনা	পায়ু	স্পর্শ
আকাশ	ত্বক্	উপস্থ	শব্দ

এই দর্শনে ঐ পঁচিশটি তত্ত্বের সংখ্যা আছে, এই নিমিত্ত ইহা সাঙ্খ্যদর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

যে অবস্থায় সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ সমান ভাবে থাকে, অর্থাৎ উহার কোনগুণের উদ্রেক বা ক্রিয়া থাকে না, সেই অবস্থাকে তাহাদের সাম্যাবস্থা বলে। পরে ক্রমশঃ গুণের উদ্রেক হইয়া জগতের সৃষ্টি হইতে থাকে।

* মহত্তত্ত্ব বুদ্ধি-স্বরূপ। তদ্দ্বারা যাবতীয় বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারিত হয়।

† আমি করিতেছি, আমার গৃহ, আমার পুত্র, আমি ধনী, আমি পণ্ডিত ইত্যাদি

সাঙ্খ্য-শাস্ত্রে যেরূপ সৃষ্টি-প্রক্রিয়া লিখিত আছে, পশ্চাৎ বিবরণ করা যাইতেছে।

"প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার হয়, সত্ত্ব-গুণোদ্রিক্ত ঐ অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয়, রজোগুণোদ্রিক্ত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র জন্মে এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত জন্মে। তাহারও প্রণালী এইরূপ; শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশ হয়, আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ-তন্মাত্র ও স্পর্শ-তন্মাত্র এই উভয় হইতে বায়ু জন্মে, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। ঐ দুই তন্মাত্রের সহিত রূপ-তন্মাত্র হইতে তেজ জন্মে, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। ঐ তিন তন্মাত্রের সহিত রস-তন্মাত্র হইতে জল হয়, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ আর রস। ঐ চারিটি তন্মাত্র সহকারে গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী হয়, পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পঞ্চ মহাভূত হইতেই চতুর্দ্দশ ভুবন ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী কার্য্যজাত হয়।"

সাঙ্খ্য-শাস্ত্রের কোন কোন অংশে সমধিক বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অংশটি নিতান্ত মনঃকল্পিত একথা এখন বলা বাহুল্য। যে সময়ে, ভূমণ্ডলে বিজ্ঞান-রাজ্যের পথ-প্রদর্শক বেকন্ ও কোম্তের জন্ম হয় নাই, সে সময়ে আর অধিক প্রত্যাশা করাই বা কেন?

সাঙ্খ্য-পণ্ডিতেরা সংসারের যাবতীয় তাপ অর্থাৎ দুঃখ তিন ভাগে বিভক্ত করেন; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। জ্বরাদি রোগ, প্রিয় বস্তুর বিয়োগ ও অপ্রিয় বস্তুর সংঘটন, এবং কাম, ক্রোধ, লোভাদি দ্বারা যে সকল দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। অগ্নি, বায়ু, জলাদি স্থাবর এবং পশু, পক্ষী, কীটাদি অস্থাবর বস্তু হইতে যে সমস্ত দুঃখ-ঘটনা হয়, তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, বজ্রপাতাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখ সমুদায় আধিদৈবিক দুঃখ বলিয়া উল্লিখিত হয়।

দुःखत्रयम्। आध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकञ्चेति। तत्राध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसञ्चेति। शारीरं वातपित्तश्लेष्मविपर्य्ययकृतं ज्वरातिसारादि। मानसं प्रियवियोगाप्रियसंयोगादि। आधिभौतिकं [illegible]

সকাশাদুপজায়তে। আধিদৈবিকং দেবানামিদং দৈবিকম্। দিবঃপ্রভবতীতি বা দৈবং তদধিকৃত্য যদুপজায়তে শীতোষ্ণবাতবর্ষাশনিপাতাদিকম্॥

ঈশ্বরকৃষ্ণ-প্রণীত সাংখ্যকারিকার অন্তর্গত প্রথম কারিকার গৌরপাদকৃত ভাষ্য।

দুঃখ তিন প্রকার; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ঐ আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার; শারীরিক ও মানসিক। বাত পিত্ত ও শ্লেষ্ম-ধাতুর ব্যতিক্রম জনিত জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগের নাম শারীরিক দুঃখ। স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি প্রিয় পদার্থের বিয়োগ এবং কারারোধ ও কলঙ্ক ঘটনাদি অপ্রিয় ঘটনার নাম মানসিক দুঃখ। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ-জনিত চারি প্রকার দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। তাহা মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ, দংশ, মশক, উৎকুণ, মৎকুণ, মৎস্য, মকর, কুম্ভীর ও বৃক্ষাদি স্থাবর বস্তু হইতে উদ্ভূত হয়। দেবতা অথবা দিব্, অর্থাৎ আকাশ হইতে উৎপন্ন দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে; যেমন শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, বজ্রপাতাদি নিবন্ধন দুঃখ।

ব্যক্তিমাত্রেই এই তিন প্রকার তাপে সন্তপ্ত। মনুষ্যদিগকে এই ত্রিতাপ হইতে মুক্ত করা সাঙ্খ্য-দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য।

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা॥

সাংখ্যকারিকা। ১।

ত্রিবিধ-দুঃখ-বিনাশের উপায় জিজ্ঞাস্য।

বিবেক অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানই এই রূপ মুক্তি-সাধনের একমাত্র উপায়।

জীবের সুখ-দুঃখ পূর্ব্বোল্লিখিত মূল প্রকৃতির কার্য্য। ঐ উভয়ের নিঃশেষে নিবৃত্তি হওয়াকেই মুক্তি কহে। তত্ত্বজ্ঞান ঐ মুক্তির কারণ। প্রকৃতির সহিত পুরুষের ভেদ-জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান বলে।

এই দর্শনের মতে ধর্ম্ম দুই প্রকার; অভ্যুদয়-হেতু ও নিঃশ্রেয়স-হেতু। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম্ম-সাধন হয়, তাহাকে অভ্যুদয়-হেতু বলে; তদ্দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সম্পন্ন হয়। অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহাকে নিঃশ্রেয়স-হেতু কহে; তদ্দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া মুক্তি লাভ হয়।

তত্ত্ব জ্ঞানের আবির্ভাব হইলে মুক্তি লাভ হয়, ঈশ্বরকৃষ্ণ তাহার পশ্চা-

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্ অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্।

সাংখ্যকারিকা। ৬৪।

এইরূপ তত্ত্বানুশীলন করিলে, আমি নাই; আমার শরীর নাই, কেন না আমি ভিন্ন, শরীর ভিন্ন; আমি অহঙ্কার-বর্জ্জিত এই শেষ-সিদ্ধান্ত-স্বরূপ এবং নিঃসংশয়িতা-প্রযুক্ত বিশুদ্ধ একমাত্র জ্ঞানটি উৎপন্ন হয়। (এই জ্ঞানে মুক্তি হয়)।

চিরকাল হিন্দু-সমাজে বেদের কি অতুল প্রভাব ও দুর্জ্জয় পরাক্রমই চলিয়া আসিয়াছে! কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব অক্লেশে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু বেদের মহিমা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তিনিও বেদার্থ প্রামাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাদ্বাক্যার্থোপদেশঃ ॥

সাংখ্যপ্রবচন। ১। ৯৮ সূত্র।

ভাষ্য—হিরণ্যগর্ভাদীনাং সিদ্ধরূপস্য যথার্থস্য।

বেদবাক্যের অর্থোপদেশ প্রমাণ, কেন না তদীয় কর্ত্তা যথার্থ অর্থ জানিতেন।

সাংখ্য একটি প্রাচীন দর্শন। সুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎ, মহাভারত ও অন্যান্য অনেক শাস্ত্রে উহার প্রসঙ্গ আছে।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৬।১৩

যিনি সমুদয় অনিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্য ও সমস্ত সচেতন পদার্থের চেতনস্বরূপ এবং যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কামনা পূর্ণ করেন, সেই সাংখ্যযোগের অধিগম্য ও কারণ-স্বরূপ ঈশ্বরকে জানিতে পারিলে সকল পাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

কেবল সাংখ্যযোগ কেন? ঐ যোগ-প্রবর্ত্তক কপিল ঋষির নাম পর্য্যন্ত ঐ উপনিষদে বিনিবেশিত আছে।

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৫। ২।

যিনি প্রসূত কপিল ঋষিকে প্রথমে জ্ঞান দ্বারা পোষণ করেন।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে সাংখ্যযোগের সবিশেষ বিবরণ ও যার পর নাই প্রশংসাবাদ সন্নিবেশিত আছে *।

নাস্তি সাঙ্খ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্।

মহাভারত। শান্তিপর্ব্ব। মোক্ষধর্ম্ম। ৩১৮ অ। ২।

সাঙ্খ্য বিদ্যার পর আর বিদ্যা নাই। যোগ-বলের পর আর বল নাই।

পশ্চাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে, মনুসংহিতা-রচনার সময়েও সাংখ্যদর্শন প্রচারিত থাকিবার বহুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে।

কপিল সগর-বংশ ধ্বংস করেন * এইরূপ লিখিত আছে। গঙ্গাসাগরে কপিলাশ্রম নামে একটি স্থানও বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতি বৎসর তথায় কার্ত্তিক মাসে ও মকর সংক্রান্তিতে মহাসমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। কপিল সুপ্রসিদ্ধ নাস্তিকতাবাদী হইলেও, স্বধর্ম্ম-পক্ষপাতী হিন্দুজাতির পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন ইহা সামান্য কৌতুকের বিষয় নয়।

কপিল-প্রণীত সাংখ্যপ্রবচন ও তত্ত্বসমাস, বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত সাংখ্য-সার ও সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য, ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত সাংখ্যকারিকা, গৌড়পাদ-কৃত সাংখ্য-কারিকা-ভাষ্য, নারায়ণতীর্থ-কৃত সাংখ্যচন্দ্রিকা, ত্রিহুতনিবাসী বাচস্পতি মিশ্র কৃত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ইত্যাদি অনেকানেক সাংখ্যশাস্ত্রে এই দর্শনের বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পাতঞ্জল দর্শন।

পতঞ্জলি মুনি এই দর্শন প্রবর্ত্তিত করেন এই নিমিত্ত ইহাকে পাতঞ্জল দর্শন বলে। ইহা যোগ-শাস্ত্র।

সাংখ্যদর্শনের সহিত এই দর্শনের অনেক বিষয়ের ঐক্য আছে। কপিল যেমন প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি পঁচিশটি মূল তত্ত্ব স্বীকার করেন, পতঞ্জলিও সেইরূপ অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ এই যে, কপিল মুনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন নাই, পতঞ্জলি বিশ্বাতীত বিশ্ব-নির্ম্মাতা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকার পূর্ব্বক মনুষ্যের পরিত্রাণ-সাধন উদ্দেশে যোগশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন। এই নিমিত্ত পাতঞ্জলদর্শন সেশ্বর ও কপিল-দর্শন নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

---

* ভাগবত-পুরাণ-কর্ত্তা এই কথাটি অবিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। তিনি এইরূপ বলেন, রাজপুত্রেরা মুনির কোপানলে দগ্ধ হইয়াছিল এ প্রবাদটি সত্য নয়। যিনি মুমুক্ষু লোকের

পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর লইয়া ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব হয়। তিনি বলিয়া গিয়াছেন জগদীশ্বর স্বেচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া জগৎ নির্ম্মাণ করেন। অতএব তাঁহাকে একরূপ সাকারবাদী বলিলেও বলিতে পারা যায়।

ষড়্‌বিংশস্তু পরমেশ্বরঃ ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষঃ স্বেচ্ছয়া নির্ম্মাণকায়মধিষ্ঠায় লৌকিকবৈদিকসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ সংসারাঙ্গারে তপ্যমানানাং প্রাণভৃতামনুগ্রাহকশ্চ।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ। পাতঞ্জল।

পরমেশ্বর ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব। সেই পুরুষ ক্লেশ*, কর্ম্ম, বিপাক† ও আশয়‡ বর্জ্জিত; বিশ্ব-রচনার্থ স্বেচ্ছানুসারে শরীর ধারণ পূর্ব্বক বৈদিক ও লৌকিক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন এবং সংসারানলে দহ্যমান প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মনুষ্যের নানারূপ চিত্তবৃত্তি আছে এবং সেই সমস্ত বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্দ্ধারিত আছে; যেমন দর্শনের বিষয় রূপ, শ্রবণের বিষয় শব্দ, ঘ্রাণের বিষয় গন্ধ ইত্যাদি। অন্তঃকরণকে ঐ সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া পরমেশ্বরাদি ধ্যেয় বস্তুতে সংস্থাপন পূর্ব্বক তন্মাত্র ধ্যান করাকে যোগ বলে। ঐ যোগের যম নিয়মাদি আটটি অঙ্গ আছে। পাঠকগণ এই পুস্তকের অন্তর্গত যোগি-সম্প্রদায়ের বিবরণ মধ্যে তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবেন।

পাতঞ্জলের মতেও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা জড়ময় জগৎ হইতে নিতান্ত পৃথক্‌ভূত এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলে। ইহার অন্য একটি নাম বিবেকখ্যাতি। স্ফটিক যেমন স্বভাবতঃ শুভ্র, সেইরূপ জীব স্বভাবতঃ চিন্ময়মাত্র। অজ্ঞানবশতঃ সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্ত্তা ইত্যাদি বোধ হইতে থাকে। উল্লিখিতরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানের উদ্রেক হইলে অজ্ঞান রহিত হইয়া কেবল ঐ চিন্ময় স্বরূপই বিদ্যমান থাকে। ইহাকেই কৈবল্য ও ইহাকেই মুক্তি বলে। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে তাঁহার এইরূপ বোধ হইতে থাকে, আমি যাহা কিছু জানিবার জানিয়াছি, আমার সমুদয় ক্লেশ ও সমুদয় অনিষ্ট বিনষ্ট হইয়াছে, আমার

---

* ক্লেশ পাঁচ প্রকার; (১) অনিত্যে নিত্য-বোধ, দুঃখে সুখ-বোধ ইত্যাদি ভ্রম, (২) আমি দেহাদির স্বরূপ এইরূপ বোধ, (৩) রাগ, (৪) দ্বেষ, (৫) মরণ-ত্রাস।

† বিপাকের অর্থ জন্ম, আয়ু ও সুখ-দুঃখ-ভোগরূপ কর্ম্ম-ফল।

‡ আশয়ের অর্থ কর্ম্ম-জনিত বাসনা-নামক সংস্কার-বিশেষ। উহা অন্তঃকরণে অবস্থিতি

বুদ্ধির গুণ সকল চরিতার্থ হইয়াছে, আমার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন ও সমাধি সুসম্পন্ন হইয়াছে, এবং আমার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

এক পতঞ্জলি পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য করেন। উহা ফণিভাষ্য ও মহাভাষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ঐ গ্রন্থ সুন্দর কৌশলক্রমে খৃ, পূ, দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিরচিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে *। উল্লিখিত গ্রন্থ ও

---

* অভিমন্যু নামে এক নৃপতি ন্যূনাধিক বাট্ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর রাজ্যে রাজত্ব করেন; তিনি তথায় পতঞ্জলি-কৃত পাণিনি-ভাষ্য প্রচারিত করিয়া যান। অতএব ঐ সময়ের পূর্ব্বে উহা বিরচিত ও প্রচলিত হয় বলিতে হইবে। ইহা হইলে, পতঞ্জলি ঐ সময়ের পূর্ব্বকার লোক বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত হন। তাহার কত পূর্ব্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, এখন তাহা লিখিত হইতেছে।

পতঞ্জলি মহাভাষ্যের উদাহরণ-স্থলে লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ে যবনেরা অযোধ্যা নগর ও মাধ্যমিকদিগকে অবরোধ করে।

পাণিনি ব্যাকরণে এই একটি সূত্র আছে যে,

অনদ্যতনে লঙ্।

৩। ২। ১১১।

অনদ্যতন ভূতকালে, অর্থাৎ অদ্যকার পূর্ব্ব-ঘটিত বিষয় বুঝিতে লঙ্ সংজ্ঞক বিভক্তি হয়। (পাণিনির লঙ্ মুগ্ধবোধে দী বলিয়া উক্ত হইয়াছে)।

পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রযোক্তুর্দর্শনবিষয়ে।

কাত্যায়ন-কৃত বার্ত্তিক।

যদি কোন বিষয় লোক-প্রসিদ্ধ হয় ও বক্তার পরোক্ষে অর্থাৎ অসাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইয়া থাকে, অথচ তাঁহা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও হইতে পারিত, তাহা হইলে সে স্থলে ঐ লঙ্ সংজ্ঞক বিভক্তি হইবে।

পতঞ্জলি ইহার দুইটি উদাহরণ প্রদর্শন করেন, তাহার একটি এই যে,

অরুণদ্যবনঃ সাকেতম্॥

যবনে অযোধ্যা অবরোধ করিয়াছে। অপর একটি এই যে,

অরুণদ্যবনোমাধ্যমিকান্॥

যবনে মাধ্যমিকদিগকে (অর্থাৎ মধ্যদেশীয় লোকদিগকে অথবা মাধ্যমিক নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে) অবরোধ করিয়াছে (১)।

---

(১) মাধ্যমিক শব্দের একটি অর্থ মধ্যদেশীয়। ঐ দেশের উত্তর সীমা হিমালয়, দক্ষিণ সীমা বিন্ধ্যাচল পশ্চিম সীমা বিনশন অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র এবং পূর্ব্ব সীমা প্রয়াগ। (মনু ২। ২১।)

পাতঞ্জলদর্শন উভয়ই এক ব্যক্তির প্রণীত বলিয়া ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের

যে ঘটনা পতঞ্জলির দৃষ্টি-গোচর হইলে হইতে পারিত, তিনি তাহারই ঐ দুইটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকগণ পশ্চাৎ দেখিতে পাইবেন, বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা গ্রীকদিগকেই যবন বলিয়া জানিতেন। এখন, কোন্ সময়ে কোন্ গ্রীক নরপতি অযোধ্যা নগর অবরোধ করেন ইহা নিরূপিত হইলেই, পতঞ্জলির সময় নিরূপিত হইবে।

জগদ্বিখ্যাত গ্রীক সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষ মধ্যে পঞ্জাব দেশ পর্য্যন্ত আগমন করেন এবং সেই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। অতএব তাঁহার বিষয় উল্লেখ করা পতঞ্জলির ঐ দুই উদাহরণের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তাহার পরে অন্য কোন গ্রীক নৃপতি অযোধ্যা নগর ও মাধ্যমিকদিগকে অবরোধ করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই।

খ্রীষ্টাব্দের ২৫০ (সার্দ্ধ দুই শত বৎসর) পূর্ব্বে গ্রীকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তরাংশে বাল্‌খ্ প্রদেশে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। ঐ রাজ্য ক্রমশঃ ভারতবর্ষের মধ্যে সিন্ধু, পঞ্জাব ও তাহার পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ঐ রাজ্যের নয় জন গ্রীক নৃপতি খৃ, পূ, ১৬০ এক শত ষাট অবধি খৃ, পূ, ৮৫ পঁচাশি পর্য্যন্ত ৭৫ পঁচাত্তর বৎসর ভারতবর্ষ-মধ্যে রাজত্ব করেন। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার স্ট্রেবো লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মেনেণ্ডর্ নামক রাজা যমুনা নদীর নিকট পর্য্যন্ত অধিকার করেন। ইদানীং মথুরায় তাঁহার একটি মুদ্রাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শ্রীমান্ লেসেন্ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ রাজা খৃষ্টাব্দের ন্যূনাধিক ১৪৪ একশত চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বিংশতি বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করেন। অতএব ইঁহাকেই অযোধ্যার অবরোধক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারা যায়।

যে ঘটনা পতঞ্জলির দৃষ্টিগোচর হইলে হইতে পারিত, তিনি তাহারই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি ঐ সময়ে অর্থাৎ খৃ, পূ, দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়।

পাণিনির অন্য একটি সূত্রে লিখিত আছে।

বর্ত্তমানে লট্।

৩ অ, ২ পা, ১২৩ সূত্র।

বর্ত্তমান কালে লট্ সংজ্ঞক বিভক্তি হয়। (পাণিনির লট্ মুগ্ধবোধের তী সংজ্ঞক বিভক্তি।)

কোন্ কোন্ স্থলে এই বিভক্তির প্রয়োগ হইবে, পতঞ্জলি তাহার একটি নিয়ম করিয়া দেন। তিনি লিখেন, যে ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু শেষ হয় নাই, তাহাতেই এই বিভক্তি প্রয়োজিত হইবে। তিনি তাহার পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করেন।

ইহাধীমহে। ইহ বসামঃ। ইহ পুষ্যমিত্রং যাজয়ামঃ॥

মহাভাষ্য।

এস্থলে আমরা অধ্যয়ন করি, এস্থলে আমরা বাস করি, এস্থলে আমরা পুষ্যমিত্রকে

দৃঢ় সংস্কার আছে *। তাহা হইলে যোগশাস্ত্রের বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর হয়। কিন্তু ঐ উভয় গ্রন্থ যে এক পতঞ্জলিরই কৃত, পণ্ডিতগণের চিরসংস্কার ব্যতিরেকে তাহার অন্য কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পতঞ্জলি-কৃত যোগসূত্র, বেদব্যাস-কৃত বলিয়া প্রচলিত পাতঞ্জলভাষ্য, বিজ্ঞান-ভিক্ষু-কৃত যোগবার্ত্তিক, ভোজরাজ রণরঙ্গমল্ল-কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ রাজমার্ত্তণ্ড, নাগোজী ভট্ট-কৃত পাতঞ্জল-সূত্র-বৃত্তি ইত্যাদি যোগশাস্ত্রে এই দর্শনের মত বিবৃত ও বিচারিত হইয়াছে।

এই শেষোক্ত উদাহরণ-পাঠে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পতঞ্জলি যে সময়ে উল্লিখিত সূত্রের ভাষ্য লিখেন, সে সময়ে তিনি পুষ্পমিত্রের যজ্ঞে যাজন করিতে ছিলেন।

পুষ্পমিত্র মগধ রাজ্যের অধীশ্বর। মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণানুসারে খৃষ্টাব্দের ১৪২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রাজত্ব শেষ হয়। ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে যবন রাজা অযোধ্যা আক্রমণ করেন, তিনি খৃষ্টাব্দের ১৪৪ বৎসর পূর্ব্বে রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই দুইটি ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া বিবেচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া উঠে যে, পতঞ্জলি খৃ, পূ, ১৪৫ বৎসরের পরে এবং খৃ, পূ, ১৪১ বৎসরের পূর্ব্বে মহাভাষ্যের ঐ ঐ অংশ রচনা করেন (১)।—Theodor Goldstucker's Preface to Ma'nava-Kalpa-Sutra, pp. 229—235 and an Article by Ra'mkrishna Gopa'l Bha'nda'rkar in the Indian Antiquary for October 1872, pp. 299—302.

* ষড়্গুরুশিষ্য কাত্যায়ন-কৃত অনুক্রমণিকার ভাষ্যে লিখিয়া গিয়াছেন,

यत्प्रणीतानि वाक्यानि भगवांस्तु पतञ्जलिः ।
व्याख्यत् * * * * * * ॥
योगाचार्य्यः स्वयं कर्त्ता योगशास्त्रनिदानयोः ।

যাঁহার (অর্থাৎ পাণিনির) প্রণীত বাক্য সমুদায় ভগবান্ পতঞ্জলি ব্যাখ্যা করেন। * * *। তিনি স্বয়ং যোগাচার্য্য এবং নিদান ও যোগশাস্ত্রের প্রণয়ন-কর্ত্তা।

---

(১) পুষ্পমিত্র সংক্রান্ত প্রমাণটি শ্রীযুত রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকরের প্রদর্শিত। ঐ রাজার রাজত্ব-কালের বৎসর-সংখ্যাটি পুরাণোক্ত; কোন প্রামাণিক ইতিহাসে লিখিত নয়। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সে বিষয়ে মত-ভেদও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সংখ্যাটি মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণানুসারে ৩৬ ছত্রিশ এবং বায়ু পুরাণানুসারে ৬০ ষাট্। (Wilson's Vishnu Purana 1840, p. 471) যদিও এই উভয় সংখ্যার কোনটি একবারে অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু কেবল মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণানুসারে পুষ্পমিত্র ও পতঞ্জলির

বৈশেষিক।

কণাদ ঋষি এই দর্শনের প্রবর্ত্তক। কিছু পরেই দৃষ্ট হইবে, তিনি বিশেষ নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন এই নিমিত্ত ইহাকে বৈশেষিক দর্শন বলে।

কপিল যেমন প্রকৃতি পুরুষকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, কণাদ সেইরূপ জল, বায়ু, মৃত্তিকাদি প্রভৃতি নয়টি পদার্থ নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই নয়টির নাম দ্রব্য পদার্থ *।

---

* বৈশেষিক পণ্ডিতেরা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব এই সাতটির নাম পদার্থ রাখিয়াছেন। দ্রব্য তাহারই প্রথম পদার্থ।

গুণ।—গুণ-পদার্থ চব্বিশটি; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, (১অ, ১আ, ৬সূ।) শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার (১) পাপ ও পুণ্য।

কণাদ প্রথম ১৭টি গুণ পদার্থ গণনা করিয়া যান; পরে তাহার সহিত শেষ সাতটি সংযোজিত হয়।

কর্ম্ম।—সমুদায়ে পাঁচটি কর্ম্ম; উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন।—১ অ ১ আ, ৭সূ।

সামান্য।—বস্তুর জাতি অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম্মকে সামান্য পদার্থ বলে; যেমন ঘটত্ব, গোত্ব, পশুত্ব ইত্যাদি। ঘট-জাতির নাম ঘটত্ব, গো-জাতির নাম গোত্ব, পশু-জাতির নাম পশুত্ব ইত্যাদি।—১ অ, ২ আ, ৩সূ।

বিশেষ।—বিশেষ-পদার্থের বিষয় পশ্চাৎ লিখিত হইবে।—১অ, ২আ, ৩সূ।

সমবায়।—সম্বন্ধ-বিশেষের নাম সমবায়; যেমন গুণের সহিত গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের সম্বন্ধ, দ্রব্যের সহিত তদীয় পরমাণুর সম্বন্ধ, ঘটের সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ, বস্ত্রের সহিত তদীয় সূত্রের সম্বন্ধ, দ্রব্যের সহিত তদীয় অংশের সম্বন্ধ, জাতির সহিত তদন্তর্গত ব্যক্তির সম্বন্ধ, কর্ত্তার সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ ইত্যাদি।—৭অ, ২আ, ২৬ সূত্র।

অভাব।—অভাবের অর্থ নিষেধ অথবা না থাকা। ইহা চারি প্রকার। প্রথমতঃ—ঘটাদি কোন বস্তু উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহার যে অভাব থাকে, তাহাকে প্রাগভাব বলে। দ্বিতীয়তঃ—ঘট পটাদি কোন বস্তু নষ্ট হইলে তাহার যে অভাব হয়, তাহার নাম ধ্বংসাভাব। তৃতীয়তঃ—গৃহ ঘট নয় এইরূপ কথায় দুই বস্তুর পরস্পর যে প্রভেদ বোধ হয়, তাহা ভেদাভাব বলিয়া

---

(১) সংস্কার তিন প্রকার; স্মরণ-শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা ও বেগ। [illegible]

পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশঃ কালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি।

বৈশেষিক দর্শন। ১ অধ্যায়। ১ আহ্নিক। ৫ সূত্র।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন এই গুলি দ্রব্য পদার্থ।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে বৈশেষিক শাস্ত্রের মতে এই নয়টি পদার্থই নিত্য*। কিন্তু তন্মধ্যে জল, বায়ু, মৃত্তিকা, তেজ এই চারি প্রকার জড় পদার্থের পরমাণু মাত্র নিত্য; আর পরমাণু সমষ্টি-স্বরূপ ঘট পটাদি সাবয়ব দ্রব্য সমুদায় অনিত্য।

নিত্যাঽনিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা।
অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী॥

ভাষাপরিচ্ছেদ॥ ৩৫ ও ৩৬ শ্লোক।

পৃথিবী দুইপ্রকার; নিত্য ও অনিত্য। পৃথিবীর পরমাণু নিত্য, আর (সেই পরমাণুর সমষ্টি-স্বরূপ ঘট-পটাদি) সাবয়ব পার্থিব দ্রব্য সমুদয় অনিত্য।

জলত্বং দ্বিবিধং নিত্যমনিত্যঞ্চ। পরমাণুরূপং নিত্যম্। দ্ব্যণুকাদিকং সর্ব্বমনিত্যম্ অবয়বসমবেতঞ্চ॥

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। (ভা, প, ৩৯ শ্লোকের টীকা।)

উল্লিখিত হয়। চতুর্থতঃ—এ গৃহে বস্ত্র নাই এরূপ কথা বলিলে যে অভাব বুঝায়, তাহা অত্যন্তাভাব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বৈশেষিক শাস্ত্রে প্রথমে অভাব-পদার্থ পরিগণিত ছিল না; শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক কণাদ ঋষি সূত্রের মধ্যে কেবল ছয়টি পদার্থ গণনা করিয়া যান।

ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।

বৈশেষিক দর্শন। ১ অ। ১ আ। ৪ সূ।

ধর্ম্ম-বিশেষ হইতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে এবং তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই কয়েক পদার্থের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য হইতে ঐ তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

জগতের যথার্থ স্বরূপ ও প্রাকৃতিক নিয়ম দৃষ্টে এ বিভাগগুলি নির্দ্ধারিত হয় নাই। অন্যান্য পদার্থের কথা দূরে থাকুক, অধুনাতন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কাল ও মৃত্তিকা এক শ্রেণীভুক্ত বলিয়া ভ্রমেও মনে করিতে পারেন না।

* বৈশেষিক দর্শন। ২ অধ্যায়। ২ আহ্নিক, ৭ সূত্র। ২ অ, ২ আ, ১১ সূ। ২ অ,

জল দুই প্রকার; নিত্য ও অনিত্য। জলের পরমাণু নিত্য, আর (তদীয় পরমাণুর সমষ্টি-স্বরূপ) দ্ব্যণুকাদি * সমুদায় সাবয়ব বস্তু অনিত্য।

তদ্দ্বিবিধং নিত্যমনিত্যঞ্চ। নিত্যং পরমাণুরূপম্। তদন্য দনিত্যমবয়বি॥

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। (ভা, প, ৪০ শ্লোকের টীকা।)

তাহা অর্থাৎ তেজ দুই প্রকার; নিত্য ও অনিত্য। তাহার পরমাণু নিত্য, আর (ঐ পরমাণুর সমষ্টি-স্বরূপ) সাবয়ব তেজ সমুদয় অনিত্য।

বায়ুর্দ্বিবিধো নিত্যোঽনিত্যশ্চ। পরমাণুরূপোনিত্যস্তদন্যোঽনিত্যঃ সমবেতশ্চ।

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। (ভা, প, ৪২ শ্লোকের টীকা।)

বায়ু দুই প্রকার; নিত্য ও অনিত্য। বায়ুর পরমাণু নিত্য, আর ঐ পরমাণুর সমষ্টি সমুদয় অনিত্য।

মনও সূক্ষ্ম পরমাণু-বিশেষ। মহর্ষি কণাদই এই পরমাণুবাদ প্রবর্ত্তিত করেন এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। পরমাণু রূঢ় ও মূলপদার্থ। উহা নিত্য; কাহার কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় নাই।

সদকারণবন্নিত্যম্॥

বৈশেষিক দর্শন। ৪ অ, ১ আ, ১ সূত্র।

পরমাণু সৎ-স্বরূপ নিত্য পদার্থ; তাহার আর কারণ নাই।

প্রত্যক্ষ-গোচর যাবতীয় জড়-পদার্থ উহারই সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, কুণ্ডল, কটাহ প্রভৃতি সমুদয় বস্তুর আকার দেখিলেই তাহা-দিগকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু পরমাণুর তো আকার দেখা যায় না, তবে কিরূপে জল, বায়ু ও মৃত্তিকাদি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বলিয়া নিশ্চয় হয় এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া কণাদ ঋষি কল্পনা করিলেন, বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে, তাহারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্নরূপ পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া নিশ্চয় হয়।

তাঁহার মতে, অদৃষ্ট অর্থাৎ অদৃষ্ট কারণ-বিশেষ দ্বারা উল্লিখিত পরমাণু সমুদায়ের সংযোগ হইয়া বিশ্ব-সংসার উৎপন্ন হয়। পশ্চাৎ কয়েকটি সূত্র উদ্ধৃত হইতেছে; পাঠ করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

नोदनाभिघातात् संयुक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां कर्म्म। तद्विशेषेणादृष्टकारितम्॥

৫ অ, ২ আ, ১ ও ২ সূ।

পৃথিবীতে সঞ্চালন, অভিঘাত ও সংযুক্ত বস্তুর পরস্পর সংযোগ হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ইহা ভিন্ন অন্যরূপে (ভূমি কম্পাদি) যে কোন ক্রিয়ার ঘটনা হয়, অদৃষ্ট তাহার কারণ।

वृक्षाभिसर्पणमित्यदृष्टकारितम्॥

৫ অ, ২ আ, ৭ সূত্র।

বৃক্ষেতে যে রস সঞ্চরণ হয়, অদৃষ্ট তাহার কারণ।

अपसर्पणमुपसर्पणमशितपीतसंयोगाः कार्य्यान्तरसंयोगाश्चेत्यदृष्टकारितानि॥

৫ অ, ২ আ, ১৭ সূত্র।

অপসর্পণ *, উপসর্পণ †, ভুক্ত ও পীত বস্তুর সংযোগ, অন্য অন্য কার্যের সংযোগ ‡ এই সমুদায় ব্যাপার অদৃষ্ট হইতে উৎপন্ন হয়।

अग्नेरूर्द्ध्वज्वलनं वायोस्तिर्य्यक् पवनमणूनां मनसश्चाद्यं कर्म्मादृष্টकारितम्॥

৫ অ, ২ আ, ১৩ সূত্র।

অগ্নি-শিখার, ঊর্দ্ধ্বগমন, বায়ুর তির্য্যক্ গতি, পরমাণু ও অন্তঃকরণের আদিম অর্থাৎ সৃষ্টি-কালীন ¶ ক্রিয়া অদৃষ্ট হইতে উৎপন্ন হয় §।

এইরূপ অদৃষ্ট কারণ-বিশেষ দ্বারা, অথবা কোন কোন গ্রন্থানুসারে ঈশ্বরেচ্ছা, কাল বা অন্য কারণ দ্বারা জড়-পরমাণু সমুদায়ের সংযোগ হয়। দুই

---

* মৃত্যু-কালে দেহ হইতে মনের বহির্গমন।—শঙ্করমিশ্র-কৃত উপস্কার।

† দেহান্তরে মনের প্রবেশ।—শ, উ।

‡ कार्य्यान्तराणामिन्द्रियप्राणानां देहेन सह संयोगाः॥

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন-কৃত কণাদ-সূত্র-বিবৃতি।

দেহের সহিত অন্য অন্য কার্য্যের অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সংযোগ।

¶ आद्यमिति सर्गाद्यकालीनमित्यर्थः॥

৫। ২। ১৩ সূত্রের উপস্কার।

আদ্য শব্দের অর্থ সৃষ্টির প্রথম-কালীন।

§ অদৃষ্ট-প্রতিপাদক সূত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, দুই প্রকার অদৃষ্ট কারণ অথবা অদৃষ্ট কারণের দুই প্রকার স্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। এস্থলে যেরূপ

পার্থিব পরমাণু সংযুক্ত হইয়া এক দ্ব্যণুক হয়। তিন দ্ব্যণুকে এক ত্রসরেণু হয়। এইরূপ উত্তরোত্তর স্থূলতর অবয়ব উৎপন্ন হইয়া অবশেষে সমুদয় পার্থিব বস্তু বিরচিত হয়। এই প্রকারে জলীয় পরমাণুর যোগে জলের অবয়ব, তৈজস পরমাণুর যোগে তেজের অবয়ব ও বায়বীয় পরমাণুর যোগে বায়ুর অবয়ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে বিশ্বসংসার সৃষ্ট হইয়াছে।

ইয়ুরোপের মধ্যে পরমাণুবাদ এখন সর্ব্ববাদি-সম্মত। শ্রীমান্ ডেল্‌টন্ ইদানীং * ইহার পুনরুদ্ভাবন করেন এবং রসায়ন-বিদ্যা-সংক্রান্ত বিচারক্রমে একরূপ সপ্রমাণ অথবা অতিমাত্র সম্ভাবিত করিয়া তুলেন। তাহার দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মহর্ষি কণাদ এই মত প্রবর্ত্তিত করেন তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে গ্রীস্ দেশে শ্রীমান্ ডেমক্রিটস্ এই-রূপ পরমাণুবাদ প্রকাশ করিয়া যান। কণাদের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ, স্থির করা কঠিন। এই উভয়ের মধ্যে কেহ কাহার নিকট ঋণ-বন্ধনে বদ্ধ আছেন কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্ব স্ব দেশে নিজ নিজ মত প্রচলিত করেন, নিশ্চয় বলা যায় না। ডেমক্রিটস্ গ্রীস-দেশীয় কণাদ এবং কণাদ ভারতবর্ষীয় ডেমক্রিটস্।

অন্যান্য দর্শনকার অপেক্ষা কণাদের জড় পদার্থের জ্ঞানানুশীলনে সমধিক প্রবৃত্তি জন্মে দেখা যাইতেছে। তিনি পরমাণুবাদ সংস্থাপন করিয়া সেই বিষয়ের সূত্রপাত করেন। মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, বৃক্ষের রস-সঞ্চরণ, করকা ও হিমশিলা, চুম্বক ও চৌম্বকাকর্ষণ, জড়ের সংযোগ-বিভাগাদি গুণ ও গত্যাদি ক্রিয়া প্রভৃতি নানা ব্যাপারে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ হয়। † কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সূত্রপাতেই অবশেষ হইল। অঙ্কুর রোপিত হইল,

---

অনুষ্ঠান দ্বারা উৎপন্ন হয় এইরূপ লিখিত আছে। বোধ হয়, যেরূপ কারণ দৃষ্ট হয় না তাহাই অদৃষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। টীকাকারেরাও দৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই উভয় প্রকার কারণের পরস্পর প্রভেদ ও বৈপরীত্য প্রদর্শন করিযাছেন এবং যে বিষয়ের কারণ দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহারই সেই কারণ অদৃষ্ট বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন।

দৃষ্টে কারণে সত্যদৃষ্টকল্পনানবকাশাৎ॥

ঐ উপস্কার।

কেন না, দৃষ্ট কারণ সত্ত্বে অদৃষ্ট কারণ কল্পনার প্রয়োজন নাই।

* অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দের উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তিনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

† বৈশেষিক দর্শনের। ১ অ, ১ আ, ৬ সূত্র। ১ অ, ১ আ, ৭ সূ। ৪ অ, ১ আ,

কিন্তু বৰ্দ্ধিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইল না। উহা সংস্কৃত, পরিবৰ্দ্ধিত ও বহুলীকৃত করিয়া ফল-পুষ্প-শোভায় সুশোভিত করা ভারতভূমির ভাগ্যে ঘটিল না। কালক্রমে সে সৌভাগ্য বেকন্, কোম্‌্‌ ও হম্বোল্‌টের জন্মভূমিতে গিয়া প্রকাশিত ও প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিল। তথাপি আমাদের সুশ্রুত, চরক, আর্য্যভট্টাদির পদকমলে বার বার নমস্কার!

জগতের কারণ নিরূপণ দর্শন-শাস্ত্রের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে, কণাদ পদার্থ-গণনার মধ্যে আস্তিক-মাত্রেরই স্বীকৃত পরম-পদার্থ পরমেশ্বরের নাম উল্লেখ না করিলেন কেন? কেবল গণনা কেন, সমুদায় বৈশেষিক সূত্রের মধ্যে কুত্রাপি পরমেশ্বরের নাম সুস্পষ্ট উল্লিখিত নাই। উত্তরকালীন বৈশেষিক পণ্ডিতেরা দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত আত্মা শব্দের দুই প্রকার অর্থ করেন; জীবাত্মা ও পরমাত্মা। টীকাকারেরা কণাদ-কৃত সূত্র-বিশেষের শব্দ-বিশেষ হইতে ঈশ্বরের বিষয় নিষ্পন্ন করেন * একথা যথার্থ বটে, কিন্তু যখন জগতের কারণ নির্দ্ধারণ করা দর্শন-শাস্ত্রের একটি প্রধান প্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশ্ব-কারণ বলিয়া তাঁহার স্থির নিশ্চয় থাকিত, তাহা হইলে সে বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ না করা তাঁহার পক্ষে কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

ঈশ্বর-বিষয়ে যেরূপ বিশ্বাস থাকাতে টীকাকারেরা সূত্রের মধ্যে তদীয় প্রসঙ্গ না দেখিয়াও তাহা হইতে যোগে যোগে কোনরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কণাদ ঋষির সেইরূপ বিশ্বাস থাকিলে,

---

* এ বিষয়ে একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় সূত্রের অন্তর্গত 'তৎ' শব্দের নিম্ন-লিখিতরূপ অর্থ করেন।

तदित्यनुपक्रान्तमपि प्रसिद्धिसिद्धतयेश्वरं परामृशति ॥

তৎশব্দের অর্থ ঈশ্বর ইহা প্রসিদ্ধই আছে অতএব পূর্ব্বে সূচনা না থাকিলেও, এস্থলে উহা ঈশ্বর-বাচক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

কিন্তু যখন উহার পূর্ব্ব সূত্রে ধর্ম্মের প্রসঙ্গ আছে, তখন এই "তৎশব্দ" ধর্ম্মবাচকই বলিতে হইবে। পশ্চাৎ উভয় সূত্র উদ্ধৃত করিয়া যথাশ্রুত অর্থ করা হইতেছে, পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন।

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म्मः ॥

১ অ, ১ আ, ২ সূ।

যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম ধর্ম্ম।

तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम् ॥

সূত্রের মধ্যে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ সুস্পষ্ট না লিখিয়া তাহার অন্তর্গত শব্দ বিশেষের অভ্যন্তর-গুহায় তাহা প্রচ্ছন্ন রাখা কি কোনরূপে সম্ভব হয়? টীকাকারেরা যদি নিজে ঐ সূত্রগুলি রচনা করিতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, একবার ভেবে দেখিলেই হয়। বারংবার ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতেনই করিতেন তাহার সন্দেহ নাই। না করিবেনই বা কেন? যাঁহার যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচলিত ভক্তি থাকে, সুযোগ ও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তিনি তাহা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেবল ঈশ্বরের নাম তো অল্প কথা; তাঁহারা 'গোপবধূটীদুকূলচৌরায়' ও অন্য অন্য বিশেষণে বিশেষিত কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ষষ্ঠী, পঞ্চানন প্রভৃতি কত কত দেবতার পদ-যুগলে প্রণিপাত করিয়া গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সম্পাদন করিতে পারিতেন। যদি তাঁহাদের ন্যায় কণাদ ঋষির ঈশ্বরেতে আস্থা থাকিত, তাহা হইলে তিনি পদার্থ-গণন সৃষ্টি-প্রক্রিয়া-বর্ণন ও মুক্তি সাধনাদি সংক্রান্ত কোন না কোনসূত্রে ঈশ্বরের বিষয় সুস্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রত্যুত তাঁহার মতে পরমাণু-পুঞ্জের সংযোগে জড়ময় জগতের উৎপত্তি হয়; অদৃষ্ট অর্থাৎ অদৃষ্ট কারণ বিশেষ সেই সংযোগের প্রবর্ত্তক। তাহাতে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব-প্রসঙ্গও কিছুমাত্র লিখিত নাই। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতেন না এইরূপই প্রতীয়মান হইয়া উঠে।

যদিও বৈশেষিক দর্শনে অচেতন সচেতন নানাবিধ পদার্থের বিষয়ই সমধিক বর্ণিত ও বিচারিত হইয়াছে, তথাচ ধর্ম্ম-নিরূপণ ও মুক্তি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণই এ শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।

কণাদ প্রথম সূত্রেই লিখেন,

অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥

বৈশেষিক দর্শন। ১ অ, ১ আ, ১ সূত্র।

অতঃপর ধর্ম্মের বিষয় ব্যাখ্যা করিব।

ধর্ম্ম দুই প্রকার: অভ্যুদয়-হেতু ও নিঃশ্রেয়স-হেতু *। ইহার মধ্যে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি পরম পুরুষার্থ। অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির নাম মুক্তি। মুক্তি-লাভ হইলে কোন কালেই কিছুমাত্র দুঃখ থাকে না। শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ-নাশ হইলেই উহার উৎপত্তি হয়।

অয়মেব শরীরমনোবিভাগঃ।

৬ অ, ২ আ, ১৬ সূত্রের উপস্কার।

শরীর ও মনের বিচ্ছেদই মোক্ষ।

কণাদ এ বিষয়ের নিম্নলিখিত সূত্রটি প্রণয়ন করেন।

আত্মকর্ম্মসু মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ॥

বৈশেষিক দর্শন। ৬ অ, ২ আ, ১৬ সূত্র।

আত্ম-কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে মুক্তি হয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে। *

টীকাকারেরা শ্রবণ, মনন, যোগাভ্যাস, নিদিধ্যাসন, আসন, প্রাণায়াম, শম, দম, আত্ম-সাক্ষাৎকার, পূর্ব্বোৎপন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ইত্যাদি কতকগুলি বিষয় আত্ম-কর্ম্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রুত্যাদি-প্রতিপন্ন আত্মার গুণ ও স্বরূপ শ্রবণকে শ্রবণ বলে এবং কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক দর্শনে উপদৃষ্ট দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মাদি পদার্থ চিন্তনকে মনন বলে। এইরূপ মননই প্রথম আত্ম-কর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ষট্‌পদার্থতত্ত্বজ্ঞানমাদ্যমাত্মকর্ম্ম॥

ঐ সূত্রের উপস্কার।

(পূর্ব্বোক্ত) ছয় প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রথম আত্ম-কর্ম্ম।

এইরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি সম্পন্ন হইলে, তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ দেহাদি যে আত্মা নয় এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানের উদয় হইলে রাগ-দ্বেষ থাকে না; রাগ-দ্বেষ নষ্ট হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না; ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্তি রহিত হইলে আর পুনরায় জন্ম-গ্রহণ হয় না, তাহা হইলেই আর কিছুমাত্র কোন রূপ দুঃখ থাকে না। এইরূপ আত্যন্তিক দুঃখ-বিনাশই মোক্ষ।।

ন্যায় দর্শন।

মহর্ষি গোতম এই দর্শন প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার অন্য একটী নাম অক্ষপাদ, এই নিমিত্ত ইহা গোতম-দর্শন ও অক্ষপাদ-দর্শন বলিয়াও প্রচলিত আছে।

---

* আগমিষ্যন্তি।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন-কৃত বিবৃতি।

গোতম ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিতেন এমন বোধ হয় না। পশ্চাৎ সে বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। উত্তরকালীন নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মতে, তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা * নন, নির্ম্মাণকর্ত্তা।

তাঁহারাও বৈশেষিক পণ্ডিতদের সহিত একমতস্থ হইয়া, পরমাণুবাদ স্বীকার করেন, বিশেষ পদার্থ ব্যতিরেকে অপরাপর সমস্ত পদার্থ অঙ্গীকার করেন এবং মৃত্তিকাদি চারিটি জড় পদার্থের পরমাণু এবং অবশিষ্ট সমুদয় দ্রব্য-পদার্থ নিত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। বৈশেষিক দর্শনেব বিবরণ-মধ্যে সে সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, অতএব এ স্থলে আর পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই।

স্থপতিরা যেমন ইষ্টকাদি লইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে, পরমেশ্বর সেইরূপ ঐ মৃত্তিকাদি জড়-পরমাণু লইয়াই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন। তিনি অশরীরী অর্থাৎ মনুষ্যাদির ন্যায় তাঁহার শরীর নাই, সুতরাং শরীর-সাধ্য সুখ, দুঃখ রাগ দ্বেষাদিও বিদ্যমান নাই। জীবের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার ইচ্ছার উৎপত্তি ও ভঙ্গ হয় না। তাঁহার জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্নাদি সকলই নিত্য। তিনি যাহা জানিবার ও ইচ্ছা করিবার, একবারেই জানিয়া ও করিয়া রাখিয়াছেন।

বৈশেষিক শাস্ত্রোক্ত উল্লিখিত পদার্থ সমুদয় ব্যতিরেকে ন্যায়-শাস্ত্রে আর একরূপ ষোলটি পদার্থ পরিগণিত হইয়াছে। পদার্থ শব্দ শুনিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, ঐ ষোলটি বুঝি জল, বায়ু, মৃত্তিকাদির মত কোনরূপ জড় পদার্থ হইবে। না, তা নয়। ন্যায়-দর্শন প্রকৃত তর্ক শাস্ত্র। উহাতে তর্ক অর্থাৎ বিচার প্রণালী বিশেষরূপে উপদৃষ্ট হইয়াছে। সেই বিচার-প্রণালী প্রদর্শনই প্রকৃত ন্যায় দর্শন। তাহারই প্রমাণ, প্রমেয়, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ষোলটি অঙ্গ ষোল পদার্থ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। যাহার দ্বারা কোন বিষয়ের নির্ণয় করা যায়, তাহাকে প্রমাণ বলে; যেমন প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানই বলবৎ প্রমাণ। অনুমান খণ্ড ন্যায়-দর্শনের প্রধান অংশ। তাহার আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত বিচার-প্রণালী লইয়াই ঐ দর্শনের বাহুল্য ও গৌরব-বৃদ্ধি হইয়াছে।

অনুমানের লক্ষণ সহজ করিয়া বলিলে এইরূপ বলা যায় যে, কার্য্য দেখিয়া কারণ নিরূপণ করাকে অনুমান বলে; যেমন কুত্রাপি ধূম দৃষ্টি করিলে তথায় তাহার কারণ স্বরূপ অগ্নি বিদ্যমান আছে এইরূপ নিশ্চয় হয়।

অনুমানের পাঁচটি অঙ্গ, তাহার নাম অবয়ব। সেই পাঁচটির নাম প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। পশ্চাৎ সেই সমুদায়ের উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। প্রত্যেক অবয়বের অর্থ ও লক্ষণ লেখা অপেক্ষায় ঐ উদাহরণ দ্বারাই তাহার তাৎপর্য্যার্থ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা হইতেছে।

১—প্রতিজ্ঞা। পর্ব্বতে অগ্নি আছে।

২—হেতু। কেননা ইহা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে।

৩—উদাহরণ। যাহা হইতে ধূম নির্গত হয়, তাহা অগ্নি-বিশিষ্ট; যেমন রন্ধন-শালা।

৪—উপনয়। এই পর্ব্বত হইতে ধূম নির্গত হইতেছে।

৫—নিগমন। অতএব এই পর্ব্বতে অগ্নি আছে *।

গ্রীস-দেশীয় ন্যায়দর্শন-প্রবর্ত্তক শ্রীমান্ এরিস্‌টটল এইরূপ অনুমান-প্রণালী প্রচার করেন। গোতমের সহিত তাঁহার বিশেষ এই যে, তাঁহার তর্ক-প্রণালীতে প্রথম দুইটি অবয়ব বিদ্যমান নাই। ফলতঃ সে দুইটি তাদৃশ আবশ্যকও বোধ হয় না। গোতম-কৃত অনুমান-প্রণালী শোধন করিয়া গ্রহণ করিলে যেরূপ হয়, এ অংশে এরিস্‌টটলের অনুমান-প্রণালী সেইরূপ।

কোন জ্ঞাত বস্তুর সাদৃশ্য দ্বারা কোন জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান-সাধনকে উপমান বলে; যেমন গো সদৃশ গবয়। এস্থলে গোটি জ্ঞাত অর্থাৎ জানা বস্তু এবং গবয় জ্ঞেয় বস্তু। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে শুনিয়াছে, গবয় পশু গো-সদৃশ, সে সহসা ঐরূপ কোন অজ্ঞাত পশু দেখিলে বুঝিতে পারে, ঐটি গবয়।

বেদাদি আপ্ত-বাক্যের উপদেশকে শব্দ বলে।

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥

ন্যায়সূত্র। ১।৭ সূত্র।

---

* ন্যায়শাস্ত্রে কার্য্য কারণ স্থলে দুইটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ব্যাপ্য ও ব্যাপক। উক্ত উদাহরণে ধূম ব্যাপ্য এবং অগ্নি ব্যাপক। কোন স্থানে ধূম থাকিলেই তথায় অগ্নি থাকে; কুত্রাপি তাহার ব্যভিচার নাই; এই নিমিত্ত অগ্নি ধূমের ব্যাপক এবং ধূম অগ্নির ব্যাপ্য বলিয়া উল্লিখিত হয়। তদ্ভিন্ন আরও দুইটি শব্দ প্রয়োজিত হয়; সাধ্য ও

আপ্ত ব্যক্তির উপদেশকে শব্দ বলে *।

প্রমাণ দ্বারা যে সকল বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রমেয় বলে; যেমন আত্মা, দুঃখ, মুক্তি ইত্যাদি। ন্যায়শাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের বিষয় বিচারিত হইয়াছে।

আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্।

ন্যায়সূত্র। ১ অ, ৯ সূ।

আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-বিষয়, বুদ্ধি; মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব (অর্থাৎ বারংবার মরণোৎপত্তি), ফল, দুঃখ, অপবর্গ এই সমুদয় প্রমেয়।

অনিশ্চিত বিষয়ের নিশ্চয় করাকে সিদ্ধান্ত বলে। এইরূপ, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, বাদ, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতি অপর তেরটি পদার্থ অর্থাৎ বিচারের অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার মধ্যে অনেক গুলি তর্কপ্রবাহ বৃদ্ধি করিবার প্রবল উপায়।

মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদের এই ষোড়শ পদার্থের বিষয় বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। জানিলে কি হয়? না, শরীর যে আত্মা নয় এইটি নিঃসংশয়ে জানিতে পারা যায়। জানিলে মুক্তি লাভ হয়।

দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর-পদার্থ পরিগণিত নাই কেন একথাটি বিবেচ্য। উত্তরকালীন নৈয়ায়িকেরা উহার অন্তর্গত আত্মা শব্দটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়-প্রতিপাদক বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন †। কিন্তু যখন বিশ্ব-কারণ নিরূপণ দর্শন-শাস্ত্রের একটি প্রধান প্রয়োজন, তখন প্রমেয় পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরেব নাম পৃথক নির্দ্দেশ না করা কোনরূপেই সঙ্গত ও সম্ভাবিত নয়। একটি সূত্রে ঈশ্বরকে কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহার পর-সূত্রেই আবার মনুষ্য-কৃত কর্ম্মকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পশ্চাৎ ঐ উভয় সূত্র যথাক্রমে উদ্ধৃত হইতেছে, পাঠ করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে, প্রথম সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ ও পর সূত্রটি সিদ্ধান্ত।

---

* কণাদ এই চারি প্রমাণের মধ্যে উপমান ও শব্দ পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। চার্ব্বাকেরা কেবল প্রত্যক্ষ এবং সাঙ্খ্য-পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

† আস্তিকতাবাদী গ্রন্থ-ব্যাখ্যাতা পণ্ডিতেরা মূল গ্রন্থে সুস্পষ্ট ঈশ্বর-প্রসঙ্গ নাই দেখিলে, শব্দ বিশেষ হইতে তদীয় সত্তা নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইবেন ইহা অসম্ভব নয়।

পূর্ব্বপক্ষ।

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ।

ন্যায়সূত্র। ৪ অ, ১৯ সূ।

ঈশ্বর কারণ; কেন না মনুষ্য-কৃত কর্ম্ম সর্ব্বদা সফল হয় না।

সিদ্ধান্ত।

ন, পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ।

ন্যায়সূত্র। ৪ অ, ২০ সূ।

না, তা নয়। মনুষ্য কৃত কর্ম্ম ব্যতিরেকে ফলোৎপত্তি হয় না *।

অতএব গোতম কণাদের ন্যায় নাস্তিকতাবাদী ছিলেন এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া উঠে। এ দিকে ত নাস্তিক, কিন্তু বেদ উভয়ের পরম শিরোধার্য্য বস্তু। এ তো একটি সামান্য কৌতুকের বিষয় নয়। ভাবিলে বোধ হয় যেন, কণাদ ও গোতম নামে দুইটি গুপ্ত বুদ্ধ বেদ-বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন †।

---

* গোতম অন্য সূত্রেও লিখিয়াছেন,

পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ।

৩।১৩২।

পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্ম-ফলে জীবের শরীরোৎপত্তি হয়।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য উপরোক্ত দুই সূত্রের টীকায় ঈশ্বর ও পুরুষ-কৃত কর্ম্ম উভয়কেই জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই বা কি? একে ঈশ্বর পরমাণু প্রভৃতি মূল পদার্থের স্রষ্টা নন, তাহাতে আবার তিনি জীবের পূর্ব্ব-কৃত কর্ম্মের সহকারিতা ব্যতিরেকে কিছুই করিতে পারেন না, ইহাতে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কি রহিল? ফলতঃ ঐ উভয় সূত্রের উল্লিখিত রূপ যথাশ্রুত সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে, গোতমকে নিরীশ্বর বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

† বৌদ্ধ শাস্ত্রের সহিত ন্যায় বৈশেষিকাদি হিন্দু শাস্ত্রের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। উভয় শাস্ত্রের মতেই, কর্ম্ম-ফলে জন্ম গ্রহণ ও নানাবিধ যোনি ভ্রমণ হয়; উভয়ের মতেই, জন্ম গ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়; উভয়ের মতেই, জীবে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে নানাপ্রকার নরক ও সুখাস্পদ জীবলোকে গিয়া দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; উভয়ের মতেই জন্ম গ্রহণ নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি (১) লাভই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়; এবং উভয়ের মতেই, মুক্তি পরম পুরুষার্থ ও জ্ঞানোদয় হইলে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী ইহা প্রসিদ্ধ আছে। গোতম ও কণাদও যদি তাঁহার ন্যায় নিরীশ্বরবাদী হন, তাহা হইলে, বুদ্ধের সহিত তাঁহাদের মূল বিষয়ে অধিক প্রভেদ থাকে না।

---

(১) বৌদ্ধমতানুযায়ী মুক্তির নাম নির্ব্বাণ। হিন্দুশাস্ত্রে উহা মুক্তি, মোক্ষ, নিঃশ্রেয়ঃ,

এই দর্শনের মতেও, তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। কিন্তু এ শাস্ত্রে শরীর যে আত্মা নয় এইরূপ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञानादहङ्कारनिवृत्तिः।

ন্যায়সূত্র। ৪ অ, ৬৮ সূত্র।

দোষাকর শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ শরীরাদি যে আত্মা নয় এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান * হইলে অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য স্পষ্ট বলিয়াছেন, ন্যায় দর্শনের মতে জীবাত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানাকেই বিবেক বলে।

अस्मन्मते तु देहादिभिन्नात्मसाक्षात्कारः।

১১১ ন্যায়সূত্রের বৃত্তি।

আমাদিগের মতে দেহাদি হইতে ভিন্ন জীবাত্মার সাক্ষাৎকারই বিবেক।

সমাধি-বিশেষ অভ্যাস করিলে ঐ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় †। নৈয়ায়িকেরা নিজে উহার কোন সাধন উদ্ভাবন না করিয়া যোগশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন‡।

तदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चात्मविध्युपायैः।

ন্যায়সূত্র। ৪ অ, ১১১ সূ।

সমাধি সাধনার্থ যম নিয়মাদি যোগানুষ্ঠান ও আত্মসাক্ষাৎকার বিধায়ক বাক্য দ্বারা মুক্তি-লাভের ক্ষমতা জন্মে।

এক দিকে বেদ ও বেদান্ত, অপর দিকে বৌদ্ধ ও চার্ব্বাকশাস্ত্র, গোতম ও কণাদ দর্শন ঐ উভয়ের মধ্য-স্থল-বর্ত্তী।

গোতমসূত্র ও কণাদসূত্র ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মূল গ্রন্থ। পরে শঙ্কর মিশ্র কৃত কণাদ সূত্রোপস্কার, বল্লভাচার্য্য-কৃত লীলাবতী, উদয়নাচার্য্য কৃত বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি, বাচস্পতি-মিশ্রকৃত বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা, কেশব-মিশ্র কৃত তর্ক-ভাষা, গোবর্দ্ধনমিশ্র-কৃত তর্ক-ভাষা-প্রকাশ, কোণ্ডভট্ট-কৃত পদার্থ-দীপিকা, গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত চিন্তামণি, জয়দেবমিশ্র-কৃত ঐ চিন্তামণির আলোক নামক টীকা, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন-কৃত কণাদসূত্র-বিবৃতি ইত্যাদি

---

* तत्र दोषनिमित्तानां शरीरादीनां तत्त्वस्य अनात्मत्वस्य ज्ञानान्निवर्त्तते।

বৃত্তি।

† समाधिविशेषाभ्यासात्।

ন্যায়সূত্র। ৪ অ, ১০৩ সূ।

সমাধি-বিশেষের অভ্যাস হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

‡ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য ন্যায়সূত্র-বৃত্তির মধ্যে মুক্তি-প্রকরণে বারংবার যোগসূত্র ও যোগ-ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অনেক গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মত ব্যাখ্যাত, সঙ্কলিত ও বিচারিত হইয়াছে।

ন্যায় দর্শনে বাঙ্গালা দেশকে ও বিশেষতঃ সরস্বতীর গৌড় পীঠ-স্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ নবদ্বীপ ভূমিকে জগদ্বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে। এক সময়ে ঐ স্থানে ঐ দর্শন ও উহার প্রিয় সহোদর বৈশেষিক দর্শনের সবিশেষ অনুশীলন ও সমধিক আন্দোলন সহকারে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ হইতেছিল। তথায় অনেকানেক প্রধান পণ্ডিত উৎপন্ন ও প্রাদুর্ভূত হইয়া বহুতর প্রগাঢ় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া যান। পণ্ডিত-প্রবর মথুরানাথ তর্কবাগীশ কৃত চিন্তামণি-টীকা *, সার-গ্রাহী ও ফল সংগ্রাহী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য-রচিত ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ও ন্যায়সূত্র-বৃত্তি এবং কুশাগ্রবুদ্ধি রঘুনাথ শিরোমণি-প্রণীত চিন্তামণি-দীধিতি, এবং তদীয় সহযোগিস্বরূপ গদাধর, জগদীশ, কৃষ্ণদাস, ভবানন্দ প্রভৃতি-বিরচিত দীধিতি-টীকা ইত্যাদি নবদ্বীপ-সম্ভূত বহুবিধ পুস্তক-রত্নে ন্যায়-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, পঞ্জাব প্রভৃতি নানাদিকের নানাস্থানের পাঠার্থিগণ ঐ সরস্বতী-পীঠ নবদ্বীপ-ভূমি সমাগমন পূর্ব্বক শিক্ষা-গুরুর আশ্রয়ে অধিবাস করেন এবং তদীয় সন্নিধানে পাঠ স্বীকার করিয়া অপ্রচলিত পুরাতন ব্রহ্মচর্য্যের যেন পুনরুদ্ভাবন করিয়া যান।

মীমাংসা দর্শন।

এই দর্শন মহর্ষি জৈমিনি-প্রণীত। এই নিমিত্ত ইহাকে জৈমিনি-দর্শনও বলিয়া থাকে। তর্ক-প্রণালীর উদ্ভাবন করা যেমন ন্যায়দর্শনের উদ্দেশ্য, সেইরূপ, শ্রুতি-বিশেষের অর্থ-সমর্থন ও স্থল-বিশেষে শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করা এই দর্শনের প্রধান প্রয়োজন। তদর্থ শ্রুতি-বিশেষের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ এবং শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধ সংক্রান্ত কোনরূপ সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করিয়া তাহার বিচার ও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই ব্যাপারকে অধিকরণ বলে †। এই দর্শনে এইরূপ অনেক অধিকরণ আছে।

---

* পূর্ব্বোক্ত গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত চিন্তামণি গ্রন্থের টীকা।

† ন্যায়শাস্ত্রোক্ত অনুমানের ন্যায় মীমাংসা-শাস্ত্রোক্ত অধিকরণেরও পাঁচটি অঙ্গ; বিষয়, বিশয় (অর্থাৎ সংশয়), পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর ও সঙ্গতি (অর্থাৎ মীমাংসা)। পশ্চাৎ এই পাঁচ অঙ্গের উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলেই অধিকরণের বিষয় সহজে

এই দর্শনে কর্ম্মকাণ্ড-বিষয়ক শ্রুতিরই সবিশেষ আন্দোলন, বিচার ও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই নিমিত্ত ইহাকে কর্ম্মমীমাংসা বলে। ইহার মতে স্বর্গভোগই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে, উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাবিধানে ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অবশ্যই অবশ্য ফল-লাভ ঘটে ; তদ্ভিন্ন অন্য কোন ফলদাতা নাই।

পশ্চাৎ কোন কোন মীমাংসক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের প্রীতি-কামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যে কোন কর্ম্ম করিবে তাহা ঈশ্বরকে অর্পণ করিবে। করিলে মুক্তি লাভ হয়।

এই দর্শনের মতে বেদ নিত্য। বেদের যে অংশ যে ব্যক্তির কৃত স্পষ্টই লিখিত আছে, এবং তন্মধ্যে নানা স্থানে ও নানা কালে বিদ্যমান লোকসমূহের ভক্তি শ্রদ্ধা, রাগ দ্বেষ, কাম ক্রোধ, বিপদ আপদ, যুদ্ধ বিবাদ, ব্যসন বাণিজ্য ইত্যাদি অশেষ প্রকার ব্যাপারের বিবিধ বৃত্তান্ত বিনিবেশিত রহিয়াছে, তথাপি জৈমিনি মহাশয়ের মত-প্রভাবে তাহা অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোন পুরুষের কৃত নয়, স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থ, তাহার আদিও নাই অন্তও নাই এইরূপ অঙ্গীকার করিতে হইবে। দর্শনকার বেদের নিত্যতা সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশে শব্দও নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সেই নিত্য শব্দ, সমুদায় অনিত্য শব্দের অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।

জৈমিনিসূত্র ১। ১। ১৮ সূত্র।

শব্দ নিত্য, কেননা অন্যকে উহার অর্থ বোধ করাইবার উদ্দেশে উচ্চারণ করা হয়। যদি

বেদে ব্যবস্থা আছে, ইন্দ্রযাগে ঔডুম্বরী স্পর্শ করিবে, কিন্তু কাত্যায়নস্মৃতিতে লিখিত আছে, যাগে ঔডুম্বরীকে আবৃত করিবে। এখন এইরূপ শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধ-স্থলে কিরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ইহার মীমাংসাবিষয়ক অধিকরণের পাঁচটি অঙ্গ পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

বিষয়।—ঔডুম্বরী আবরণ ও স্পর্শ করণ বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিধি।

বিশয়।—ঔডুম্বরী স্পর্শ কি আবরণ করা কর্ত্তব্য এই সংশয়।

পূর্ব্ব পক্ষ।—উক্ত শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধ প্রতিপাদন করা ; যেমন ঔডুম্বরী স্পর্শমাত্র করিলে স্মৃত্যুক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করা হয়, এবং আবরণ করিলে, শ্রুত্যুক্ত বিধানের অন্যথাচরণ করা হয়।

উত্তর।—পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন।

সঙ্গতি।—শ্রুতিতে ঔডুম্বরীর যে যে স্থান স্পর্শ-যোগ্য বলিয়া লিখিত আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর সমস্ত স্থান আবৃত করা কর্ত্তব্য।

এই অধিকরণকে বিরোধাধিকরণ বলে। এক এক বিষয়ে অধিকরণ অবলম্বন করিয়া

উচ্চারণ মাত্রেই উহার বিনাশ হইত তাহা হইলে কেহ কাহাকে উহার অর্থ-বোধ করাইতে সমর্থ হইত না * ।

এরূপ দর্শনের কাল অতীত হইয়া যে, বিজ্ঞানের অধিকার বিস্তৃত হইতেছে, ইহাতে বিশুদ্ধ-বুদ্ধি সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা এক প্রকার নিস্তার পাইতেছেন। সাধে কি রামমোহন রায় সংস্কৃতকালেজ সংস্থাপনের বিরোধী হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ অনুরোধ করেন † ? তিনি বলেন, কেবল সংস্কৃত শিক্ষা দিলে লোককে নির্ব্বোধ করিয়া রাখা হইবে। ২৩,678

Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta ;—in what manner is the soul absorbed in the deity ? What relation does it bear to the Divine Essence ? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother &c. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better. Again, no essential benefit can be derived by the student of the *Mimansa* from know[ing] what it is that makes the killer of a goat sinless by pronouncing certain passages of the Vedanta, and what is the rea[l] nature and operative influence of passages of the Vedas, &c.

The student of the Nyaya Shastra can not be said to hav[e] improved his mind after he has learned from it into how man[y] ideal classes the objects in the universe are divided and wh[at] speculative relation the soul bears to the body, the body t[o] the soul, the eye to the ear, &c.

---

* মানুষের মনের গতি অনেক স্থানে একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। চীনেদেরও এ[ক]রূপ একটি বচন আছে যে, একবার শব্দোচ্চারণ করিলে, গগন-মণ্ডলে চির দিন তাহ[া] প্রতিধ্বনি চলিতে থাকে।

† ইংলণ্ডস্থ রাজপুরুষেরা এদেশীয় লোকের শিক্ষা-সাধনার্থ এক লক্ষ চল্লিশ হাজ[ার] টাকা প্রদান করেন এবং অত্রত্য রাজপুরুষেরা তদ্দারা একটি সংস্কৃতকালেজ সংস্থাপন করি[তে] উদ্যত হন। এই সংবাদ অবগত হইয়া, রামমোহন রায় সে সময়ের শাসনকর্ত্তা লর্ড এমহর্ষ্ট[কে] এক খানি পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি সংস্কৃতকালেজের পরিবর্ত্তে একটি ইংরে[জী] বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া নানাবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন এবং সংস্ক[ৃত] [illegible] অধ্যাপনা প্রচলিত রাখিবার উদ্দেশে এদেশীয় চতুষ্পাঠী সমু[illegible]

In order to enable Your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as above characterized, I beg Your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote.

If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a College furnished with necessary books, instruments and other apparatus.

In representing this subject to Your Lordship, I conceive myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen and also to that enlightened sovereign and legislature which have extended their benevolent care to this distant land. *

সংস্কৃত একটি প্রধান ভাষা। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকাংশ সেই ভাষায় রচিত। এদেশীয় লোকের তাহাতে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। অতএব উল্লিখিত বাক্যগুলি অনেকের রুচিকর না হইলে না হইতে পারে। কিন্তু না হইলেই বা কি হইবে? ঐ কথাগুলি অবিনশ্বর হীরকময় অক্ষরে লিখিত। উহার এক একটি বাক্য এক এক গাছি হীরক-মালা। "ভাষা-শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নয়; জ্ঞান শিক্ষার উপায় মাত্র। ভাষা জ্ঞানরূপ ভাণ্ডারের দ্বার-স্বরূপ। সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে হয়। চির জীবনই কেবল দ্বার দেশে দণ্ডায়মান থাকিলে, কিরূপে জ্ঞানরূপ মহারত্ন লাভের

সম্ভাবনা থাকে ? জ্ঞানরত্ন লাভার্থে যত্ন না করিয়া কতকগুলি ভাষা শিক্ষায় কালক্ষেপ করিলে, অসিদ্ধ কাম ভিক্ষুকের ন্যায় কেবল দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা হয় *।" যে ভাষা প্রকৃত জ্ঞানরূপ বিশুদ্ধ রত্নে পরিপূর্ণ, তাহাই সমধিক আদরণীয় ও সর্ব্বতোভাবে শিক্ষণীয়। যেরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন করিলে, বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, ভ্রম ও কুসংস্কার দূরীকৃত হয়, এবং জগতের প্রকৃত নিয়ম-প্রণালী অবগত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ পূর্ব্বক নিজের ও জন-সমাজের সর্ব্ব-বিধ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞান শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ভ্রম, কল্পনা ও কুসংস্কার সংস্কৃত শাস্ত্রের সর্ব্ব স্থানে ওতপ্রোত-ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। যাঁহারা ইংরেজী, ফরাসী অথবা জর্মেন্ ভাষায় সুশিক্ষিত হন, প্রকৃত জ্ঞান-লাভ উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের শিক্ষণীয় অল্পই বিষয় আছে। সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান-সংজ্ঞার উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা বিদ্যমান আছে, উল্লিখিত তিনটি ইউরোপীয় ভাষার একটিতে অধিকার থাকিলে, তাহার শত সহস্রগুণ অক্লেশে একত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্তূপাকার শুভ্র অন্ন প্রস্তুত পাইলে, তুষাবঘাত করিয়া কতকগুলি কণিকামাত্র সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন কি ? তাহাও নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া ইউরোপীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত বিশুদ্ধ বুদ্ধির কার্য্য। যদি কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি শব্দবিদ্যার বা ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত বিদ্যার অথবা অত্রত্য কোন দেশ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে কৃত-সংকল্প হন, কিংবা ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে উত্তম উত্তম ঔষধ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সংস্কৃতাদি অন্য অন্য ভাষার অনু-শীলন করা উচিত বটে, কিন্তু জ্ঞান-রত্নের আকর-স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত তিনটি ভাষার একটি শিক্ষা করিবার উপায় থাকিলে প্রকৃত জ্ঞান-লাভ উদ্দেশে অপর সাধারণ সকলের সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া কাল-ক্ষেপ ও আয়ুক্ষয় করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইউরোপীয়েরা খ্রীষ্টাব্দের উনবিংশ শতাব্দী বলিয়া মনের তেজে যে জ্ঞানোজ্জ্বলিত সময়ের মহিমা প্রকাশ করেন, এই সেই সময়ে নিষ্প্রয়োজন কেবল ভাষা শিক্ষা করাকে বাস্তবিক শিক্ষা মনে করা উপহাসের বিষয়।

এই কারণেই রামমোহন রায় সংস্কৃত কালেজ সংস্থাপনের পরিবর্ত্তে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন। তিনি কোন্

কালে কিরূপ বিজ্ঞানোৎসাহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ভাবিলে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। যে সময়ে ভারতবর্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিলে হয়, এবং যখন হিন্দু-সমাজে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নামোচ্চারণমাত্রও ঘটিয়াছিল কি না সন্দেহ, এই দেশে সেই অন্ধকারময় সময়ে বিজ্ঞান বিষয়ে এরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ আশ্চর্য্যের বিষয় *। ধন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধিজ্যোতিঃ ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়া এতদূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছ চিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময় পঙ্কিল-ভূমি পরিবেষ্টিত একটি অগ্নিময় আগ্নেয়গিরি ছিল; তাহা হইতে পুণ্য পবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণ-কুহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তূবরীধ্বনি অদ্যাপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই অযোগ্য দেশেও জয় সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশ-ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার উদ্দেশে আততায়ি-স্বরূপে রণ-দুর্ম্মদ বীর পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিচার-যুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্যক্‌রূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তোমাকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়-ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমান কাল হিন্দু জাতির মনো-রাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে † পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়-পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হইল না, হইবেও না, নিয়তই একভাবেই উড্ডীয়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা

* এখন তো বিদ্যালোক-প্রকাশে সেই তিমির-রাশির কিয়দংশে ছেদ-ভেদ হইয়াছে, তথাপি এখনও তাঁহার সাম্প্রদায়িক লোক বলিয়া পরিচিত কয়েক ব্যক্তি আমার সমক্ষে বিলজ্জভাবে ও মক্তকণ্ঠে বিস্ত[illegible]তি বিরাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। ধিক। ধিক। শতবার ধিক।

তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু।

"The promotion of human welfare and especially the improvement of his own countrymen, was the habit of his life.

Rev. Carpenter.

"An ardent well-wisher to the cause of freedom and improvement everywhere." *

এক দিকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত করিয়া জন্ম-ভূমিকে উজ্জ্বল করিবার যত্ন করিয়াছ, অপর দিকে সঙ্কটময় সুগভীর সমুদ্রসমূহ উত্তরণ পূর্ব্বক বৃটিস্-রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া নানাবিষয়ে রাজশাসনপ্রণালীর সংশোধন ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ †। সে সময়ের পক্ষে এ কি কাণ্ড!

---

* Miss. Lucy Aikin's letter to Dr Channing.

† স্বদেশের কল্যাণ-সাধন ও বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় রাজ্য-শাসন-প্রণালীর সংশোধনই রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-পক্ষপাতী ব্যক্তিরা সহমরণ-নিবারণ-বিষয়ক রাজনিয়মের প্রতিকূল পক্ষে ইংলণ্ডে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন; সেই বিষয়ের সুবিচার সম্পাদন উদ্দেশে, ও ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির চার্টার্ পরিবর্ত্তন সময়ে তৎসংক্রান্ত বিচারে লিপ্ত হইয়া যদি ভারতবর্ষীয়দের হিত-সাধন করিতে সমর্থ হন এই অভিপ্রায়ে, এবং বিশেষতঃ ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার ধর্ম্মাদি বিষয়ের অনুসন্ধানার্থে তিনি ইংলণ্ড গমন করেন। দিল্লীর বাদসাহ একটি মোকদ্দমার ভারার্পণ করিয়া তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া দেন; ইহাতেই তাঁহার মনোরথ পূরণের সুবিধা ও সদুপায় ঘটিয়া উঠে। তিনি যত দিন তথায় অবস্থিতি করেন, তত দিনই ঐ সকল মহৎ ব্যাপার সাধনার্থই ব্যস্ত ও চিন্তিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব ও বিচার-প্রণালী সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল্ নামক রাজকীয় কার্য্যালয়ে অর্পণ করেন এবং সেই কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষেরা হৌস্ অব কমন্স্ নামক সভায় সেই সমস্ত পাঠাইয়া দেন। তদ্ভিন্ন তিনি রাজপুরুষদের অনুরোধক্রমে পার্লিএমেণ্ট ভবনে নিজে বার২ উপস্থিত হইয়া শাসন-প্রণালী সংক্রান্ত আপন অভিপ্রায় প্রকাশ ও সৎপরামর্শ প্রদান করেন এবং ভারতবর্ষীয় রাজকীয় ব্যাপারের গুণাগুণ বিচার ও উত্তরকালীন শাসন-পদ্ধতি বিষয়ক নানাবিধ প্রস্তাব, যুক্তি ও পরামর্শ লিখিয়া বিভাগাদির নক্সা-সম্বলিত একখানি পুস্তক প্রস্তুত করেন। ঐ সমুদায় ব্যতিরেকে, হিন্দুদের দায়াধিকার ও ভারতবর্ষীয় বিচার-প্রণালীসংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তকও রচনা করেন।

তিনি উল্লিখিত সমুদায় গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির মধ্যে ভারতবর্ষীয় লোকের পদ-বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ ও ব্যাকুল চিত্তে কৃষিজীবীদের দুঃখ-হরণার্থ প্রার্থনা করেন।

সেই সময়ে পার্লিএমেণ্টে ভারতবর্ষের শাসনসংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলী প্রস্তাবিত হয়; তিনি তদর্থে এত চিন্তিত থাকিতেন যে, অনেকে স্বার্থ-সাধন বিষয়েও তত চিন্তিত থাকে কি না সন্দেহ।

তাঁহার ঐ পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি অল্প উপকারী হয় নাই। বৃটিস্ রাজপুরুষেরা তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে ক্রমে ক্রমে অনেক কার্য্য করিয়াছেন ও তদ্দ্বারা বিশেষ উপকারও দর্শিয়াছে

কি ব্যাপার! স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা! তুমি ইংলণ্ডে গিয়া অধিষ্ঠান করিলে, তথাকার সুপণ্ডিত সাধু লোকে তোমার অসাধারণ গুণ-গ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, একবার তথাকার কোন সজ্জন-সমাজে চমৎকার-সম্বলিত এরূপ একটি অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিস্ বা নিউটন্ ধরণী-মণ্ডলে পুনরায় উপস্থিত হইলেন *। তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু। কেবল সময়েরই কেন? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্ম-গ্রহণ অবনী-মণ্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল বোধ হয় না †।

"They" (Ram Mohun Roy's Communications to British Legislature) "show him to be at once the philosopher and the patriot. They are full of practical wisdom; and there is reason to believe that they were highly valued by our Government, and that they aided in the formation of the new system."
Dr. Carpenter.

* "Monthly Repository" of June, 1831.

† যে সময়ে গুরুপাঠশালায় শুভঙ্করী অঙ্ক ও কচিৎ পার্সী কায়্দা (১) শিক্ষাবধি সর্ব্বসাধারণ বিষয়ী-লোকের বিদ্যাশিক্ষার চরম সীমা ছিল, সেই সময়ে যিনি পৃথিবীর প্রাচীন ও অপ্রাচীন বহুতর প্রধান প্রধান ভাষা প্রভৃতি দশ ভাষায় ও বিবিধ বিজ্ঞানে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন (২); যিনি ভিন্ন ভিন্ন নানা ভাষায় স্বদেশের কল্যাণকর বিবিধ পুস্তক প্রস্তুত করেন, আপনার দেশ-ভাষায় রীতিমত গদ্য-গ্রন্থ-রচনার পথ প্রদর্শন করেন, সেই ভাষায় ব্যাকরণ-রচনাদি দ্বারা তাহার শিক্ষা-প্রচলনের উপায়ানুষ্ঠান করেন (৩) এবং যেরূপ শিক্ষায় লোকের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও কুসংস্কার বিনষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান-পথে প্রবৃত্তি জন্মে, ইংরেজী বিদ্যালয়-সংস্থাপনাদি দ্বারা স্বদেশে সেইরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা পান যে সময়ে তাহারা ঘোরতর অজ্ঞান ও অশেষ প্রকার কুসংস্কারে অন্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে যিনি আপনার বুদ্ধি, বিদ্যা ও তেজস্বিতা প্রভাবে সমুদায় কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মাদি সংশোধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, ও সে বিষয়ে সুনিপুণ ও কৃতকার্য্য হইবার উদ্দেশে স্থল-পথে ও সমুদ্র-পথে কত কত অতিদূর-স্থিত দুর্গম দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানাজাতির ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রীতি নীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করেন (৪); যিনি স্বদেশীয় স্ত্রীলোকের ব্যথায় ব্যথিত ও কারুণ্য-রসে অভিষিক্ত হইয়া তদীয় শিক্ষা বিষয়ে

---

(১) পার্সী ব্যাকরণ

(২) "The wide field over which his acquirements spread comprising sciences and languages, which individual knowledge rarely associates together." W. J. Fox.

(৩) রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় গৌড়ীয় ব্যাকরণ ব্যতিরেকে খগোল ও জ্যাগ্রাফী নামে জ্যোতিষ ও ভূগোল বিদ্যা বিষয়ক অপর দুইখানি শিক্ষা-পুস্তক প্রস্তুত করেন।

"Strange is it that such a man should have been given by India to the world. * *
Strange it is—but he was not of India, so much as for India."

Rev. W. J. Fox's Sermon.

"Such an instance is probably unparalleled in the history of the world."

Mary Carpenter.

সহমরণ-নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংস্থাপন, দেশীয় লোকের পদোন্নতি সাধন ইত্যাদি তোমার কত জয়স্তম্ভ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। না জানি কি কল্যাণময়ী মহীয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপন উদ্দেশে অর্দ্ধ-ভূমণ্ডল অতিক্রম করিতে* কৃতসংকল্প ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলে। তাদৃশ সুদূর-স্থিত ভূখণ্ড-বাসী সুপ্রতিষ্ঠিত সাধু লোকেও তোমার অসামান্য মহিমা জানিতে পারিয়া, প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র ছিল। মনে মনে কতই শুভ সঙ্কল্প সঞ্চারিত ও কতই দয়াস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলে। কিন্তু ভারতের কপাল মন্দ! সে সমুদায় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইল না।

সমুচিত যুক্তি প্রদর্শন ও নিতান্ত সানুকূল ভাব প্রকাশ করেন, বহুবিবাহ-রীতি ও বর্ত্তমান দায়াধিকার বিষয়ক ব্যবস্থা তাহাদের অশেষ ক্লেশের মূল ও অনেক অনর্থের কারণ বলিয়া প্রচার করেন, অসঙ্গত নিগ্রহ সহ্য করিয়াও প্রাণপণে সহমরণরূপ বিষময় প্রথা নিবারণ করেন এবং দেশময় এই জন-প্রবাদ প্রচলিত হয় যে, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বিধবা-বিবাহ প্রচলনের উদ্যোগ পাইবেন এইরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন; যে সময়ে স্বদেশীয় লোকে সাধারণ হিতানুষ্ঠান ধর্ম্মের মর্ম্ম-গ্রহণ করিতেই পারিত না, সেই সময়ে যিনি ঐ ধর্ম্মটি আপনার চিরজীবনের একমাত্র নিত্যব্রত-স্বরূপ অবলম্বন করেন ও তাহাদের বিষম বিদ্বেষ ও ঘোরতর প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া তাহাদেরই দুঃখ-হরণ, সুখ বর্দ্ধন ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন করিতে নিরন্তর প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন; কেবল স্বজাতির শুভান্বেষণ নয়, যিনি ভূমণ্ডলের অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্ম্ম সংশোধন ও অন্য দেশীয় লোকের হিতানুষ্ঠান বিষয়েও উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশ করেন; কেবল ধর্ম্মাদির পরিবর্ত্তন নয় যিনি স্বয়ং স্বাধীন দেশের অধিবাসী ও রাজপুরুষের মধ্যে পরিগণিত না হইলেও নিজের বুদ্ধি বিদ্যা ও ক্ষমতা প্রভাবে রাজশাসন-প্রণালীর সংশোধন ও উন্নতি সাধন করিয়া স্বদেশীয় লোকের দুঃখহরণ ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থ অতিশয় সাহসিকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে চেষ্টা পান, ও অসাধারণ বুদ্ধি-গৌরব, রাজনীতিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও উপচিকীর্ষা প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ সমস্ত অসামান্য বিষয়ে চিরজীবন অনুরক্ত থাকিয়া সে সময়ে ও আপনার জীবিত-কাল মধ্যে যতদূর সম্ভব কৃত-কার্য্য হন, এবং যিনি উল্লিখিতরূপ মহৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান, সর্ব্ব-হিতৈষিতা সদাশয়তা শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপগুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুসভ্য-জাতীয় বিশিষ্ট লোকের প্রীতি-পাত্র ও ভক্তি-ভাজন হইয়া যান, তাঁহার সদৃশ উক্তরূপ অসাধারণ বহুতর গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ব্যক্তি ভূমণ্ডলে এবং বিশেষতঃ এরূপ অযোগ্য দেশে আর কখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না। একাধারে এরূপ অশেষ প্রকার অসামান্য-বিষয়িণী অলোক-সামান্য বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষিতার একত্র সংযোগ [illegible] পাই নাই বোধ হয়।

বৃস্টল!—বৃস্টল্ *! তুমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছ! আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছ! যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদ ফল-রাশি উৎপৎস্যমান হইয়াছিল, সেই অলোক-সামান্য বৃক্ষমূলে সাজ্যাতিক কুঠার প্রহার করিয়াছ!

সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিনই গিয়াছে! আমাদের সেই দিনের মৃতাশৌচ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে! সেই দিন ভারতরাজ্যের কল্যাণ শিরে বজ্রাঘাত হইয়াছে! এদেশীয় নব্য সম্প্রদায়! সেই দিন তোমরা নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া রণজিৎ-শূন্য শিক্ সৈন্যের অবস্থায় পতিত হইয়াছ! দুঃখজীবী কৃষিজীবিগণ যে সময়ে তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপর্য্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াও নিজে স্বচ্ছন্দ মনে ও নিরশ্রুনয়নে অত্যপকৃষ্ট তণ্ডুল গ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময়ে যিনি ঐ দুঃসহ দুঃখ-রাশি পরিহার করিয়া তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, এবং তজ্জন্য বৃটিস রাজ্যের রাজধানীতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তোমাদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক রাজপুরুষের নিকট স্বহস্তে লিখিয়া বিশেষরূপ কাতরতা প্রকাশ করেন, † সেই দিনে তোমরা সেই করুণাময় আশ্রয়ভূমির আশ্রয় লাভে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইয়াছ! ভারতবর্ষীয় চির-নিগ্রহ-ভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষরূপ দুঃখ বিমোচন ও বিশেষরূপ উন্নতি-সাধন যাঁহার অন্তঃকরণের একটি প্রধান সঙ্কল্প ছিল, এবং যে হৃদয়-বিদীর্ণ-কারী ব্যাপার স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যিনি নিতান্ত অযাচিত ও অশেষরূপ নিগৃহীত হইয়াও তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত ব্যবস্থা ‡ ও তন্নিবন্ধন স্বজনবর্গের শোক-সন্তাপ, আর্ত্তনাদ ও অশ্রু-বারি সমস্তই নিবারণ পূর্ব্বক ভারতমণ্ডলের মাতৃ-হীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান, সেই দিনে তোমার সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারা হইয়াছ। বিবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত জননী ভারতভূমি! যে আশা নরলোকের জীবন-স্বরূপ, সেই দিন তোমার সেই আশাবল্লী বুঝি নির্মূল হইয়াছে!

পূর্ব্বতন শোক-সংবাদ নবীভূত হইয়া উঠিল! অশ্রু-জল নিবারণে একে-

* ইংলণ্ডের অন্তর্গত বৃস্টল নামক স্থানে রামমোহন রায়ের মৃত্যু ও সমাধি হয়।

† Appendix to the Report from the Select Committee of the House of Commons on the affairs of the East India Company, published in 1831.

বারেই অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। এ সময়ে বিষয়ান্তর স্মরণ করিয়া উহা বিস্মৃত হওয়া আবশ্যক। একটি প্রবোধের বিষয়ও আছে। আমাদের রাজা একেবারে নির্ব্বাণ হইবার বস্তু নন। তিনি ভূ-লোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন তথাচ চিরাবলম্বিত হিত-ব্রত উদ্যাপন করিয়া যান নাই। তদীয় সমাধি-ক্ষেত্র হইতে কতবার কত পরম শ্রদ্ধেয় সুপবিত্র মহানাদ বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া কতই হিতোৎসাহ উদ্দীপন ও কতই শুভ সঙ্কল্প সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে *! অতএব তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই; জীবৎ-কালের সদভিপ্রায়-বলে ও নিজ চরিতের দৃষ্টান্ত-প্রভাবে মৃত্যুর পরেও উপকার সাধন ও উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া রহিয়াছেন। কেবল আমাদের নয়, ইয়ুরোপ ও আমেরিকাও ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

" 'Being dead, he yet speaketh' with a voice to which not only India but Europe and America will listen for generations"

Fox's Sermon.

" 'Though dead, he yet speaketh'; and the voice will be heard impressively from the tomb, which, in his life, may have excited only the passing emotions of admiration or respect."

Dr. Carpenter's Sermon.

তিনি জীবদ্দশায় স্বদেশীয় লোক কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, উত্তরকালীন লোকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। কিন্তু এ কাল পর্য্যন্ত তাহার তাদৃশ কিছু দৃশ্যমান চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। ভাগ্যে সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলণ্ড ভূমিতে গমন করেন, তাই তাঁহার একটি রীতিমত সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হয়। ভাল, ভারতবর্ষীয়গণ! তোমরা তো মধ্যে মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের স্মরণার্থ তদীয় প্রতিরূপাদি প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হও, কিন্তু রামমোহন রায়ের একটি সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের দক্ষিণ হস্তের দিকে সংস্থাপন করিতে কি অভিলাষ

* অর্থাৎ রামমোহন রায়ের অভিপ্রেত, তাঁহা কর্ত্তৃক সূচিত, প্রস্তাবিত, অথবা তাঁহার প্রার্থনা, যত্ন ও পরিশ্রমে রাজনিয়মে বিনিবেশিত অনেক বিষয় তাঁহার মৃত্যুর পরেও আন্দোলিত, প্রচলিত বা প্রবল হয়; যেমন স্ত্রী-শিক্ষা বিজ্ঞান-শিক্ষা, ইংরাজি শিক্ষার সুবিস্তার, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি, বিষয় বিশেষে স্ত্রীলোকের শ্রীবৃদ্ধি, কৃষিজীবীদের দুঃখোপশম বিষয়ক

হয় না? স্বদেশীয় গ্রন্থকারগণ! সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জীবন-চরিত সঙ্কলন করিয়া স্বীয় লেখনী সার্থক ও পবিত্র করা এবং তদ্দ্বারা তাঁহার ঋণের লক্ষাংশের একাংশ পরিশোধ করা কি অতিমাত্র উচিত বোধ হয় না? আমরা কি অকৃতজ্ঞ! কি নরাধম!

আনুষঙ্গিক কথা-প্রবাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে সত্য বটে, কিন্তু প্রিয়তম পাঠকগণ! যিনি ভারতভূমির দুঃখহরণ ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণ, মন, ধন সমর্পণ করেন, "মানব কুলের-হিত-সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা" এই মহার্থ-বোধক পরম পবিত্র পার্সিক বচনটি যিনি সতত আবৃত্তি করিয়া নিজ চরিতে নিরন্তর সম্যকরূপে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষিতা গুণের একত্র সংযোগ ভূমণ্ডলে আর কখন ঘটিয়াছিল, এমন বোধ হয় না; যিনি একাধারে সেইরূপ ঐ সমস্ত গুণ ধারণ পূর্ব্বক যাবজ্জীবন মহৎ মহৎ কল্যাণকর ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন *, এবং ভূ-স্বর্গ সমান ইয়ুরোপ ও আমেরিকা ভক্তি পূর্ব্বক যে অসামান্য পুরুষের নিকট উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়, মনের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শ্রদ্ধা সহকারে যাঁহার গুণ বর্ণন ও মহিমা কীর্ত্তন করে, যাঁহার সর্ব্ব-শুভকর উদার চরিত্র আদর্শ-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অন্তঃকরণের সহিত তাহার অনুকরণ প্রার্থনা করে এবং এক সময়ে যাঁহার সহিত সহবাস ও সদালাপ বহুমূল্য সম্পত্তি বিবেচনা করিয়া তল্লাভার্থে যার পর নাই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে ও পরে যাঁহার অসদ্ভাবে শোকাকুল হইয়া দুঃসহ ক্লেশানুভব পূর্ব্বক বিলাপ ও ক্রন্দন করে, উল্লিখিত কথাগুলি তাঁহারই পুণ্য-প্রসঙ্গ বলিয়া আমারে ক্ষমা করিও। †

এখন, বেদ-প্রাণ হিন্দুমণ্ডলি! শ্রবণ কর। তোমাদের প্রাচীন মীমাংসকগণ অর্থাৎ বেদ-মন্ত্রের মীমাংসাকারী পূর্ব্বকালীন আচার্য্যগণ না ঈশ্বরই মানিতেন, না দেবতাই স্বীকার করিতেন। তাঁহারা নির্দেব ও নিরীশ্বর।

যে মীমাংসায় যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে এবং সেই বিষয়েরই বিধি, নিষেধ ও ফলাফল বিশেষরূপে বিচারিত হইয়াছে, সেই মীমাংসাদর্শন যে নাস্তিকতাবাদী একথা শুনিলে আপাততঃ অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইবেন বোধ হয়। কিন্তু একথার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। মীমাংসা-পণ্ডিতেরা বিশেষতঃ

---

* ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

† এ প্রস্তাবে রামমোহন রায়ের গুণ-গ্রাম-সংক্রান্ত যে কয়েকটি কথা ইঙ্গিতমাত্রে লিখিত হইল, রেবেরেণ্ড কার্পেণ্টর ও বিশেষতঃ মেরি কার্পেণ্টর কর্ত্তক বিরচিত তদীয় জীবন-বৃত্তান্ত

প্রাচীনতর মীমাংসকগণ, মুক্তকণ্ঠে ও সুস্পষ্টরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চসংখ্যক জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যে বেদ পৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণীত কি না এই বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে, ভাষ্যকার শবর স্বামী বৃত্তিকারের কথিত অনুরূপ অভিপ্রায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'অপৌরুষেয়: এষ: সম্বন্ধ:' ইতি পুরুষস্য সম্বন্ধাভাবাত্। কথং সম্বন্ধো নাস্তি। প্রত্যক্ষস্য প্রমাণস্যাভাবাত্ তত্পূর্ব্বকত্বাচ্চে-তরেষাম্।

এই শব্দার্থের সম্বন্ধ * অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত নয়, কেননা ঐরূপ সম্বন্ধকারী পুরুষ বিদ্যমান নাই। যদি বল, সম্বন্ধকারী পুরুষ বিদ্যমান নাই কেন? তাহার উত্তর এই যে, সে বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে, অন্যান্য প্রমাণেরও সম্ভাবনা থাকে না †।

পূর্ব্বেই এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, কেবল ঈশ্বর নয়, এই দর্শনের মতে দেবতাও নাই বলিলে বলা যায়। যাবতীয় দেবতা মন্ত্র-স্বরূপ; শরীর-বিশিষ্ট নয়। মীমাংসাদর্শনে এই অভিপ্রায়ের উপযুক্ত যুক্তি-প্রদর্শনেরও ত্রুটি হয় নাই। যদি ইন্দ্রদেব যজমানের আহ্বান গ্রহণ করিয়া ঘটে বা প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত হইতেন, তাহা হইলে ঐরাবতের ভার-বলে ঘট ও প্রতিমা একবারে চূর্ণায়মান হইয়া যাইত।

জৈমিনিসূত্র, শবর স্বামি-কৃত শাবরভাষ্য, কুমারিল ভট্ট-কৃত বার্তিক, সোম-নাথ-কৃত ময়ূখমালা, পার্থসারথি-কৃত শাস্ত্রদীপিকা, ভবনাথ মিশ্র-কৃত মীমাংসা ন্যায় বিবেক, রাঘবানন্দকৃত ন্যায়াবলী দীধিতি, মাধবাচার্য্যকৃত ন্যায়-মালাবিস্তার ইত্যাদি বহুতর গ্রন্থে এই দর্শনের মত প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বেদান্ত।

অবশিষ্ট প্রধান দর্শনটির নাম বেদান্ত। মীমাংসা যেমন কর্ম্ম-মীমাংসা, বেদান্ত সেইরূপ ব্রহ্ম-মীমাংসা ‡।

---

* বেদোক্ত শব্দ-বিশেষের যে অর্থ-বিশেষ নিরূপিত আছে, সেই শব্দ ও অর্থের ঐরূপ সম্বন্ধ।

† পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, মীমাংসার মতে একটি নিত্য শব্দ সকল অনিত্য শব্দের অন্ত-র্ভূত আছে; কেহ কেহ সেই শব্দকেই ব্রহ্ম বলেন।

যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও ভঙ্গ হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

জন্মাদ্যস্য যতঃ॥

বেদান্তসূত্র ১অ। ১পা। ২সূ।

যাঁহা হইতে এই জগতের জন্মাদি (অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ) হয়, তিনি ব্রহ্ম।

বেদান্তের ভাষায় ইহাকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলে। তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত-স্বরূপ। তিনি অদ্বিতীয়, অর্থাৎ তাঁহা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। তিনিই সত্য, অপর সমস্তই মিথ্যা। যেমন রাত্রিকালে সহসা রজ্জু দেখিলে, সর্প বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, অথবা শুক্তিকা দেখিলে, রজত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, সেইরূপ, সৎ স্বরূপ পরব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন বলিয়া জগৎও বিদ্যমান আছে এইরূপ ভ্রম হইতেছে।

যিনি কোন সামগ্রী প্রস্তুত করেন, তিনি তাহার নিমিত্ত-কারণ। আর যে বস্তুতে ঐ সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহা উহার উপাদান-কারণ। কুম্ভকার কলসীর নিমিত্ত-কারণ ও মৃত্তিকা উহার উপাদান-কারণ। এরূপ উপাদানকে পরিণাম-উপাদান বলে। প্রথমে একমাত্র অদ্বিতীয়-স্বরূপ পরমেশ্বরই ছিলেন, আর

আছে। বেদান্তসূত্রের মধ্যে পুনঃ পুনঃ জৈমিনির নামোল্লেখও দেখা যায় (১)। ইহাতে অগ্রে মীমাংসা এবং পশ্চাৎ বেদান্ত দর্শন প্রকাশিত হয় এইরূপ প্রতীয়মান হইতে পারে, অথচ জৈমিনিসূত্রের মধ্যেই বেদান্ত-প্রণেতা বাদরায়ণ, ব্যাসের নাম বিনিবেশিত আছে। (মীমাংসা ৫ম সূত্র)।

এই উভয়কে সমকালবর্ত্তী বলিয়া মনে করিলে, এ বিরোধের একরূপ ভঞ্জন হইয়া যায়। কিন্তু কেবল মীমাংসা ও বেদান্ত নয়, ভিন্ন ভিন্ন নানা দর্শনের সূত্র-গ্রন্থের মধ্যেই পরস্পরের মত-প্রসঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। বেদান্তসূত্রের অনেক স্থানে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মত ও অভিপ্রায় উল্লিখিত আছে (২), সেইরূপ আবার ন্যায়সূত্রের মধ্যেও অর্থাপত্তি প্রভৃতি (৩) বেদান্ত মতের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় (৪)। এই বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ সমস্ত দর্শনের সমুদয় সূত্রগুলি একসময়ে ও একজনের কৃত বলিয়া কদাচ প্রতীয়মান হয় না।

---

(১) বেদান্তসূত্র। ১অ, ২পা, ২৮ ও ৩১ সূত্র ; ১অ, ৩পা, ৩১ সূত্র ইত্যাদি।

(২) বেদান্তসূত্র। ২অ, ২পা। ১১, ১৩, ১৪ সূত্র ইত্যাদি।

(৩) স্থূলকায় দেবদত্ত দিবাভাগে ভোজন করেন না, একথা বলিলে এইটি বোধ হয় যে, তিনি রাত্রিযোগে ভোজন করেন ; কেননা একেবারে নিরাহার থাকিলে, স্থূলকায় হওয়া সম্ভব নয়। এই বিষয়টি উল্লিখিত বাক্যের অর্থাধীন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ইহাকেই অর্থাপত্তি-প্রমাণ বলে। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষাদি চারি প্রমাণ ব্যতিরেকে বৈদান্তিকেরা এইরূপ অতিরিক্ত কয়েকটি প্রমাণ স্বীকার করেন। ন্যায় ও বৈশেষিকের মতে, সে গুলি বাস্তবিক স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়।

(৪) ন্যায়সূত্র। [illegible]

কিছুই ছিল না; অতএব তাঁহাকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই বলিতে হয়। কিন্তু তিনি নিজে পরিণত অর্থাৎ বিকৃত হইয়া জগৎ উৎপাদন করেন নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে মৃত্তিকা যেমন কলসীর পরিণাম-উপাদান, তিনি জগতের সেরূপ পরিণাম-উপাদান হইতে পারেন না।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের মত পরব্রহ্মে জগদ্-ভ্রম হইতেছে *। রজ্জুকে সর্পের ও পরব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ উপাদানকে বিবর্ত্ত-উপাদান বলে। পরব্রহ্ম জগতের বিবর্ত্ত-উপাদান কারণ।

এই মতকেই মায়াবাদ বলে। বেদে অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণে এ মতের কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। উপনিষদ-ভাগই বেদান্ত-দর্শনের প্রধান প্রমাণ। তাহাতে পরব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন † কিন্তু মায়াবাদের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। প্রথমকার বৈদান্তিকেরাও এ মতটি প্রবর্ত্তিত করেন নাই। বেদান্তসূত্র এই দর্শনের আদি গ্রন্থ; তাহাতেও মায়াবাদের প্রসঙ্গ নাই। উত্তরকালীন শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাপক বৈদান্তিকেরা উহা উদ্ভাবন বা সংগ্রহ করিয়া বেদান্তমতে বিনিবেশিত করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম

---

* বেদান্তের ভাষায় এইরূপ ভ্রমকে অধ্যারোপ বা অধ্যারোপ-ন্যায় বলে।

অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্ত্বারোপঃ অধ্যারোপঃ।

বেদান্তসার।

রজ্জু সর্প নয় অথচ তাহাতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, সেইরূপ পরব্রহ্মে জগদ্-ভ্রম হওয়াকে অধ্যারোপ বলে।

আর যেমন ঐ সর্প ভ্রম দূরীকৃত হইলে রজ্জুমাত্র বোধ হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ঐ সংসার-ভ্রম বিনষ্ট হইয়া পরব্রহ্মমাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে। বেদান্তশাস্ত্রে ইহা অপবাদ বা অপবাদ ন্যায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

অপবাদোনাম রজ্জুবিবর্ত্তস্য সর্পস্য রজ্জুমাত্রত্ববৎ, বস্তুবিবর্ত্তস্যাবস্তুনোঽজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুমাত্রত্বম্।

বেদান্তসার।

যদি রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয়, তবে সেই ভ্রম বিনষ্ট হইলে যেমন রজ্জুমাত্র বোধ হয়, সেইরূপ পরব্রহ্মেতে যে সংসার-ভ্রম জন্মিয়াছে, তাহা দূরীকৃত হইলে, ব্রহ্মমাত্রের প্রকাশ থাকে ইহাকেই অপবাদ বলে।

† যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।

যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

মুণ্ডোপনিষৎ। ১। ৭।

উর্ণনাভি যেমন উর্ণজাল সৃজন ও গ্রহণ করে, পৃথিবী হইতে যেমন ওষধি সকল উৎপন্ন হয়, এবং জীবিত মনুষ্যের শরীর হইতে কেশ ও লোম সমুদায় সমুদ্ভূত হয়, সেইরূপ, অবিনাশী পরব্রহ্ম হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রবর্ত্তক শাক্য সিংহ এইরূপ মত প্রচার করেন; তাহা হইতে ইহা হিন্দুধর্ম্মে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব নয়।

মায়া পরব্রহ্মের শক্তি-স্বরূপ; তিনি মায়াবচ্ছিন্ন হইলেই জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু স্থলান্তরে তিনি আবার নিত্য-মুক্ত-স্বভাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বৈদান্তিকেরা একটি উপমা দিয়া এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন। যেমন বৃক্ষ-শ্রেণীর অভ্যন্তর দিয়া উহার অন্তরালস্থ মহান্ আকাশ দর্শন করিলে, সেই আকাশ খণ্ড খণ্ড দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেও বাস্তবিক অবচ্ছিন্ন হন না; তিনি যেমন স্বভাবতঃ পূর্ণ ও মুক্তস্বরূপ, সেই রূপই থাকেন।

বেদান্তের মতে পরব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার ও চিন্ময়-স্বরূপ। জগৎ যদি ভ্রমমাত্র হইল তাহা হইলে, তিনি আর জগৎ-কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারেন না। তবে তিনি সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া যে উক্ত হইয়াছেন, তাহা আরোপমাত্র; বাস্তবিক স্বরূপ নয়। যদি জগতের সৃষ্টিই মিথ্যা হইল, তবে আর সৃষ্টিকর্ত্তা কিরূপে সম্ভবে? ঐ সকল বিশেষণ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অধ্যারোপ ন্যায়ানুসারে তাহার আরোপিত স্বরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। আর তিনি অকর্ত্তা, অরূপ, অস্থূল, অসূক্ষ্ম, অদীর্ঘ, অহ্রস্ব, নির্গুণ, নির্বিশেষ ও বাক্যমনের অগোচর বলিয়া যে উক্ত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপের বর্ণন।

জীব বাস্তবিক পরব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়। এই উভয়ের অভেদজ্ঞান সাধন পূর্ব্বক আনন্দ-লাভই এই দর্শনের প্রয়োজন। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" অর্থাৎ এই জীবাত্মা ব্রহ্ম, "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমি ব্রহ্ম, "তত্ত্বমসি" তুমি সেই ব্রহ্ম, এইরূপ জীব-ব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদক কতকগুলি বাক্য উপনিষদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এই সকল বাক্যকে মহাবাক্য বলে। এইরূপ মহাবাক্য সমুদায়ের অর্থ চিন্তন পূর্ব্বক জীব-ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান করাকেই তত্ত্বজ্ঞান বলে। এই জ্ঞানের উদয় হইলেই জীব-ব্রহ্মে আর প্রভেদ থাকে না। "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ স্থির নিশ্চয় হইয়া কেবল চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মমাত্রেরই স্ফূর্ত্তি থাকে। এই অবস্থা হইলেই মুক্তি-লাভ হয়। ইহাকেই নির্ব্বাণ মুক্তি বলে।

যাঁহারা একেবারে এরূপ জ্ঞানাভ্যাসে অসমর্থ, তাঁহারা প্রথমে প্রণব অর্থাৎ ওঁকার অবলম্বনপূর্ব্বক পরমাত্মার উপাসনা করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা আছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদে এই উপাসনার সবিস্তর বিবরণ আছে। ঐ উপনিষদের সমগ্র

স্থিতি-প্রলয়-কারণ অদ্বিতীয়-স্বরূপ পরমাত্মাই প্রণবের প্রতিপাদ্য। ঐ প্রণব অর্থাৎ ওঁকার অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করা দুর্ব্বলাধিকারী ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्।
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥

কঠোপনিষৎ।২।১৭।

এই অর্থাৎ প্রণব অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ইহাই পরম অবলম্বন। এই অবলম্বন জ্ঞাত হইলে, ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মলোকে গিয়া পূজিত হন।

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्॥

মুণ্ডকোপনিষৎ। ২। ২। ৪।

প্রণব ধনু-স্বরূপ, জীবাত্মা শর-স্বরূপ এবং ব্রহ্ম লক্ষ্য-স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব প্রমাদ-শূন্য হইয়া পরব্রহ্মরূপ লক্ষ্যে জীবাত্মারূপ শর বিদ্ধ করিবে, এবং শর যেমন লক্ষ্যেতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবাত্মা পরব্রহ্মেতে প্রবিষ্ট অর্থাৎ লীন হইয়া থাকিবে।

ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি অভ্যাস করিতে হয়।

शमदमाद्युपेतः स्यात्तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात्।

বেদান্তসূত্র। ৩অ। ৪পা। ২৭সূ।

জ্ঞান-সাধনার্থ শম-দমাদি-বিশিষ্ট হইবে, কেন না শম-দমাদি জ্ঞান-সাধনের অঙ্গ-স্বরূপ এই নিমিত্ত তাহার অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে *।

---

* কেবল জ্ঞান-সাধনের সময়ে কেন? পরমহংস সদানন্দের মতে শমদমাদি-বিশিষ্ট না হইলে এ শাস্ত্রে অধিকারই হয় না। যিনি বেদ-বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ জানিয়াছেন, ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহার পাপ-ক্ষয় ও চিত্ত-শুদ্ধি ঘটিয়াছে, এবং যাঁহার সাধন চতুষ্টয় অর্থাৎ পশ্চাল্লিখিত চারিপ্রকার সাধন সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি এই বেদান্ত শাস্ত্রে অধিকারী।

সাধন চতুষ্টয়।

১। নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক অর্থাৎ ব্রহ্মই নিত্য এবং অন্য সমুদয় বস্তু অনিত্য এইরূপ বিচার।

অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ দমন করাকে শম, বহিরিন্দ্রিয়ের শাসন করাকে দম, জ্ঞানাভ্যাসের সময়ে কর্ম্ম ত্যাগ করাকে উপরতি, শীতোষ্ণাদি সহ্য করাকে তিতিক্ষা, এবং আলস্য ও প্রমাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রমনে পরব্রহ্ম চিন্তন করাকে সমাধি বলে।

একটি বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্রের সমধিক ঔদার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেটি এই যে, হিন্দুধর্ম্মোচিত আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া না চলিলেও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান-সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার থাকে। আপন আপন বর্ণ ও আশ্রমের উপযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান কর আর না কর, তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনের ইচ্ছা হইলেই সে বিষয়ে সম্যক্ অধিকারী হইবে।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ।

বেদান্তসূত্র। ৩অ। ৪পা। ৯সূ।

বর্ণাশ্রমাচার পরিত্যাগ করিলেও, ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনে অধিকার থাকে, কেন না রৈক্য বাচক্নবী প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-রহিত ব্যক্তিদিগেরও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে দেখা গিয়াছে।

ইহার অনুরূপ অন্য একটি বিষয়েও বিশুদ্ধ বুদ্ধির অনুমোদিত তাদৃশ উদার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।

বেদান্তসূত্র। ৪অ, ১পা, ১১সূ।

যে স্থানে ও যে সময়ে মন স্থির হয়, সেই স্থানে ও সেই সময়েই উপাসনা করা বিধেয়; কেননা ব্রহ্মোপাসনায় দেশ-কালাদির বিচার নাই।

বিশ্ব ও বিশ্ব-কারণ সম্বন্ধে যিনি যে কোন মনঃকল্পিত মত উদ্ভাবন করুন না কেন, সংসারের দুঃখ-রাশির পরাক্রম-চিন্তা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না এবং বিশ্ব-বিরাজিত সুখ-দুঃখ-ঘটিত সমস্যা * পূরণেও প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

২। ইহামুত্র ফল ভোগ-বিরাগ অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-ভোগ-বিরাগ।

৩। শম-দমাদি সাধন-সম্পত্তি অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণাদিতে একাগ্রচিত্ততা এবং শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরূপদেশে ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিশ্বাস

৪। মোক্ষাভিলাষ।

এই চারি সাধনকে সাধন-চতুষ্টয় বলে।—পরমহংস সদানন্দ-কৃত বেদান্তসার।

* যদি পরমেশ্বরের দয়াও অনন্ত এবং শক্তিও অনন্ত হইল, তবে সংসারে দুঃখনাবস্তি-

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে * সাংখ্য-পণ্ডিতেরা জগতে ক্লেশ ও জীবের সুখ-দুঃখের ইতর বিশেষ দেখিয়া অন্যান্য অনেক দার্শনিক পণ্ডিতের স্বীকৃত ঈশ্বরীয় স্বরূপের প্রতি নৈর্ঘৃণ্য ও বৈষম্য দোষ অর্পণ করেন। বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা তাহার নিম্ন-লিখিত রূপ প্রত্যুত্তর দিয়া গিয়াছেন।

জীবগণ স্বকৃত কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ ফল ভোগ করে, পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ কর্ম্ম করে, পর জন্মে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব পরমেশ্বর নিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করেন না; তাহাদের সেই সমস্ত সুকৃত-দুষ্কৃতসাপেক্ষ হইয়া কার্য্য করেন, অর্থাৎ তাহারা যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুরূপ সুখ-দুঃখ বিতরণ করিয়া থাকেন।

सापेक्षोहीश्वरो विषमां सृष्टिं निर्मिमीते। किमपेक्षत इति चेद्धर्म्माधर्म्मावपेक्षत इति वदामः। अतः सृज्यमानप्राणिधर्म्माधर्म्मापेक्षा विषमा सृष्टिरिति नायमीश्वरस्यापराधः। ईश्वरस्तु पर्ज्जन्यवद्द्रष्टव्यः यथा हि पर्ज्जन्यो व्रीहियवादिसृष्टौ साधारणं कारणं भवति व्रीहियवादिवैषम्ये तु तत्तद्बीजगतान्येवासाधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति एवमीश्वरो देवमनुष्यादिसृष्टौ साधारणं कारणं भवतिदे वमनुष्यादिवैषम्ये तु तत्तज्जीवगतान्येवासाधारणानि कर्म्माणि कारणानि भवन्ति। एवमीश्वरः सापेक्षत्वान्न वैषम्यनैर्घृण्याभ्यां दुष्यति।

শারীরিক ভাষ্য। ২অ, ১পা, ৩৪ সূত্রের ভাষ্য।

ঈশ্বর সাপেক্ষ হইয়াই অসমান সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যদি বল, কাহার অপেক্ষা করেন? আমরা বলি, ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা করেন। সৃজ্যমান প্রাণি-বর্গের (পূর্ব্ব-কৃত) ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে এই অসমান সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে ঈশ্বরের অপরাধ নাই। ঈশ্বরকে মেঘের ন্যায় দেখিতে হইবে। মেঘ, যেরূপ ব্রীহি-যবাদির পুষ্টি-সাধনের সাধারণ কারণ, আর ব্রীহি-যবাদি সমুদায় যে পরস্পর সমান হয় না, তাহাদের বীজগত শক্তি-ভেদই যেমন তাহার অসাধারণ কারণ, সেইরূপ, ঈশ্বর দেব-মনুষ্যাদি-সৃষ্টির সাধারণ কারণ; আর সেই দেব-মনুষ্যাদির যে সমান হয় না, তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মই তাহার অসাধারণ কারণ।

১। ——

বিচার। ...

এইরূপ সাপেক্ষতা প্রযুক্ত ঈশ্বর বৈষম্য ও নৈঘৃণ্য দোষে দূষিত হইতে পারেন না।

বৈদান্তিকদের বিচার-প্রণালী একেবারে অগ্রাহ্য না করিয়া, সাংখ্যপণ্ডিতেরা এইরূপ প্রত্যুত্তর করিতে পারেন, জীব যে সময়ে প্রথম সৃষ্ট হইল, সে সময়ে তো তাহার পূর্ব্ব-কৃত সুকৃত দুষ্কৃত থাকা কোন রূপেই সম্ভবে না। অতএব উল্লিখিত যুক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? বৈদান্তিকেরা বলেন ঈশ্বরও অনাদি, সৃষ্টিও অনাদি। ইহাতে সাংখ্য-পণ্ডিতেরা এইরূপ বলিতে পারেন, যে বস্তু সৃষ্ট হইল, তাহা আবার অনাদি এ কথাটি সুনির্ম্মল সরল বুদ্ধির গম্য নয়। বিশেষতঃ বৈদান্তিক মতের প্রমাণভূত উপনিষদে স্পষ্টই লিখিত আছে প্রথমে এক মাত্র অদ্বিতীয়-স্বরূপ পরব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন, তিনি সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

ফলতঃ অতর্কনীয় বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিলেই বুদ্ধি বিপাক ঘটিয়া উঠে। যে বিষয় অজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয়, তাহা জানিতে ও নির্ব্বাচন করিতে গিয়া, মানুষে বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। লোকে পরমেশ্বরকে একটি অসামান্য মনুষ্যের মত * মনে করিয়া এই বিপদ উপস্থিত করিয়াছে। রোমকরাজ্য-বিনাশের অবিনশ্বর-ইতিহাস-রচয়িতা শ্রীমান্ গিবন্ মুসলমান ধর্ম্মের বিষয়ে যে নিম্নলিখিত কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন, নিরপেক্ষ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা প্রধান প্রধান অনেক ধর্ম্মের বিষয়েই তাহা নিয়োজন করিতে পারেন।

"They struggle with the common difficulties, *how* to reconcile the prescience of God with the freedom and responsibility of man; *how* to explain the permission of evil under the reign of infinite power and infinite goodness."

Gibbon, 1820, Vol, IX, Chap. L, p. 263.

পরমার্থ-পরায়ণ ভক্ত লোকের মধ্যেও কেহ লিখিয়াছেন,

"To think that God is, as we can think him to be, is blasphemy."

আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ মনে করিতে পারি, তাঁহাকে সেইরূপ বলিয়া বিবেচনা করিলে, তাঁহার নিন্দা করা হয়।

---

* মনুষ্যের যেরূপ উৎকৃষ্ট মানসিক বৃত্তি আছে, অনেকেই ঈশ্বরকেও সেইরূপ মনোবৃত্তি-

"A God understood would be no God at all."

ঈশ্বর যদি বুদ্ধি-গম্য হইলেন, তবে তিনি আর ঈশ্বর নন।

উপনিষৎ-কর্ত্তারা সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় এক একবার এ কথা স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন *।

यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ব্রহ্মবল্লী। ৯ শ্রুতি।

যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়।

যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি, তলবকার ঋষি তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছেন,

यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्।

তলবকারোপনিষদ্। ৯।

যদি মনে কর, আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপ জানিয়াছি, তাহা হইলে তুমি ব্রহ্ম-স্বরূপ অল্পই জানিয়াছ।

ফলতঃ অবিজ্ঞেয়-স্বরূপ বিশ্ব-কারণের অতলস্পর্শ স্বরূপ-সাগরের তলস্পর্শ করিতে পারি এরূপ মনে করিতেও নাই। অন্য একজন অনির্ব্বচনীয় বিশ্ব-কারণকে নির্ব্বাচন করিতে গিয়া তদর্থ অপরাধ-মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়াছেন।

रूपं रूपविवर्ज्जितस्य भवतो ध्यानेन यद्वर्णितं
स्तुत्यानिर्व्वचनीयताखिलगुरो दूरीकृता यन्मया।
व्यापित्वञ्च विनाशितं भगवतो यत्तीर्थयात्रादिना
क्षन्तव्यं जगदीश तद्विकलतादोषत्रयं मत्कृतम्॥

তোমার রূপ নাই, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপ বর্ণন করিয়াছি; বিশ্ব-গুরু! স্তুতি করিয়া তোমার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের খণ্ডন করিয়াছি; এবং তীর্থ-যাত্রাদি করিয়া তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব-গুণের নিরাকরণ করিয়াছি। অতএব জগদীশ! আমার সেই বিকলতা-নিবন্ধন তিনটি অপরাধ মার্জ্জনা কর।

কিন্তু যদিও বিশ্ব-করণ অজ্ঞেয়-স্বরূপ তাহার সন্দেহ নাই, তথাচ সে বিষয় চিন্তা না করিয়া একেবারে নিরস্ত থাকা উচিত নয়। তাহাতে স্থির-নিশ্চয় হইবার উদ্দেশে যত দূর সাধ্য জানিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। জ্ঞানাচল

* [illegible] প্রথম ভাগের উপক্রমণিকাংশের ১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

আরোহণ করিতে করিতে যখন শিখর-দেশ তিমিরময় কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন দেখিবে, তখন জানিবে আর আরোহণ করিবার অধিকার নাই।

"Man is not born to solve the mystery of Existence; but he must nevertheless attempt it, in order that he may learn how to keep within the limits of the Knowable."

Goethe.

সাকারবাদীরাও সদসৎ পাঁচ কথা বলিতে বলিতে এক একটি অতি প্রধান কথা বলিয়া বসেন এবং কখন কখন বিশ্ব-কারণকে সুস্পষ্টরূপে অজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করেন।

কে জানে কালী কেমন। ষড়্‌দর্শনে না পায় দর্শন। * * * প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু-গমন। আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধোবে শশী হোয়ে বামন *।

রামপ্রসাদ।

ঈশ্বরের স্বরূপ বাক্যমনের অগোচর, বিশুদ্ধ বুদ্ধির পক্ষে এটি অতীব সহজ কথা। তবে তাঁহার শারীরিক বা মানসিক রূপ কল্পনা করিয়া প্রবীণ বয়সেও বাল্যক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া বল্যামোদে আমোদিত থাকিলে আর উপায় কি?

বেদান্তের কোন কোন সূত্রে † বৌদ্ধধর্ম্মের মত-প্রসঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। ভাষ্যকারেরা ও টীকাকারেরাও স্পষ্টই তাহা লিখিয়া গিয়াছেন।

---

* রামপ্রসাদ সেন একটি সরল লোক ছিলেন; তাঁহার যখন যেরূপ নিশ্চয় বোধ হইত, সেইরূপ কীর্ত্তন করিতেন। ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ প্রধানতম পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এখন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানুষের ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয়; লোকে নিজ প্রকৃতি ও অন্য অন্য কারণের বশীভূত হইয়াই কার্য্য করে। যিনি যে অবস্থায় যে কারণে যে কার্য্য করেন, তিনি কিছুতেই তাহা না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহা হইলে, মানুষে আর অপরাধী হইতে পারে না। রামপ্রসাদ রামপ্রসাদীভাবে ইহার অনুরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

মন গরিবের দোষ কি আছে? তুমি বাজীকরের মেয়ে গো শ্যামা, যেমন নাচাও তেমনি নাচে। তুমিই ধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম মর্ম্ম-কথা বুঝা গেছে। তুমিই ক্ষিতি, তুমিই জল, ফল ফলাচ্ছ ফলাগাছে। * * * * * প্রসাদ বলে, কর্ম্ম-সূত্র সূতর কাটনা কে কেটেছে। মায়াডোরে বেঁধে জীব ক্ষেপা ক্ষেপী খেল্ খেলেছে (১)।

রামপ্রসাদ।

† বেদান্তসূত্র। ২অ, ২পা, ২৮, ২৯ ও ৩০ সূ ইত্যাদি।

ঐ দর্শন ও ন্যায়দর্শনের কোন কোন স্থল * শূন্যবাদীয় মত-প্রস্তাব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে প্রবর্ত্তিত হয়। নাগার্জ্জুন যে মাধ্যমিক নামক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন, শূন্য-বাদটি সেই সম্প্রদায়ের মত †। নাগার্জ্জুন উত্তরদেশীয় বৌদ্ধদিগের মতক্রমে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর চারিশত বৎসর পরে এবং দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধদিগের অভি-প্রায়ানুসারে ঐ ঘটনার পাঁচ শত বৎসর পরে বিদ্যমান ছিলেন। প্রচলিত মতানুসারে, ঐ বুদ্ধ শাক্য মুনি খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ পাঁচশত তেতাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন। তদনুসারে নাগার্জ্জুন খৃষ্টাব্দের ১৪৩ এক শত তেতাল্লিশ অথবা কেবল ৪৩ তেতাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত থাকিয়া শূন্যবাদ প্রচার করেন বলিতে হয়। কিন্তু শ্রীমান্ ম, মূলরের মতে, বুদ্ধদেব খ্রীষ্টাব্দের ৪৭৭ চারি শত সাতাত্তর বৎসর পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন। ইহা হইলে নাগার্জ্জুন ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত শূন্যবাদ এবং ন্যায় ও বেদান্তসূত্রের উল্লিখিত স্থল সমুদায়কে অধিকতর অপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ব্যাস-কৃত ব্রহ্মসূত্র, বোধায়ন-কৃত বলিয়া প্রচলিত তদীয় বৃত্তি, শঙ্করাচার্য্য-কৃত শারীরকমীমাংসাভাষ্য ও উপনিষদ্ভাষ্যাদি, আনন্দগিরি-কৃত তদীয় টীকা, অদ্বৈতানন্দ-কৃত ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, অনলানন্দ-কৃত বেদান্তকল্পতরু, বিদ্যানাথ ভট্টাচার্য্য-কৃত বেদান্তকল্পতরুমঞ্জরী, রঙ্গনাথ-কৃত ব্যাসসূত্রবৃত্তি, গোবিন্দানন্দ-কৃত ভাষ্যরত্নপ্রভা, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী-কৃত বেদান্তসূত্র মুক্তাবলী, ভাস্করাচার্য্য-কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ভবদেব মিশ্র-কৃত বেদান্তসূত্রব্যাখ্যাচন্দ্রিকা, ধর্ম্মরাজ দীক্ষিত-কৃত বেদান্তপরিভাষা, সদানন্দ-কৃত বেদান্তসার, রামকৃষ্ণ দীক্ষিত-কৃত বেদান্তশিখামণি, মধুসূদন-কৃত বেদান্তসিদ্ধান্তবিন্দু ও বেদান্তকল্পলতিকা ইত্যাদি অনেকানেক গ্রন্থে বেদান্ত দর্শনের মত বিবৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত রূপ দার্শনিক গ্রন্থকারেরা অনেকেই সতেজ বুদ্ধির সুপুষ্ট বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি তত্ত্বানুসন্ধানের প্রকৃত পথাবলম্বন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-মার্গে বিচরণ করিতে পারিতেন, তবে বহুকাল পূর্ব্বে ভারত-ভূমিও ইয়ুরোপ-ভূমির ন্যায় এ অংশে ভূ-স্বর্গ-পদে অধিরূঢ় হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিশ্বের যথার্থ প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিরূপণের নিশ্চিত উপায় চেষ্টা না করিয়া কেবল আপ-

* ন্যায়সূত্র। ৪অ, ১৪ সূ ইত্যাদি।

নাদের অনুধ্যান-বলে দুই একটি প্রকৃত মতের সহিত অনেকগুলি মনঃকল্পিত মত উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের একটি পথ-প্রদর্শকের অভাব ছিল। একটি বেকন্—একটি বেকন্—একটি বেকন্ তাঁহাদের আবশ্যক হইয়াছিল। একটি তাদৃশ গুরুর আশ্রয়-বিরহে, তাঁহারা মেঘাচ্ছন্ন ও তিমিরাবৃত নিশীথ সময়ে দুর্গম বনস্থলে পথ-ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় চিরজীবন পরিভ্রমণ করিয়াছেন। যদি কদাচিৎ এক একবার ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুল্লতা প্রকাশিত হইয়া অন্ধকারের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়, পরক্ষণেই আবার ঘোরতর তিমির-রাশি উপস্থিত হইয়া সমুদায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাঁহাদের চিরস্থায়ী সূর্য্য প্রভা আবশ্যক ছিল। সহস্র সেনাদল সুসজ্জীভূত হউক, সুকৌশলক্রমে ব্যূহ সমুদায় বিরচিত হউক, সুতীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্রের তড়িৎ-সমান জ্যোতিঃ-প্রকাশে রণ-স্থল চকমক্ করিতে থাকুক, রণ-পণ্ডিত সেনাপতি না থাকিলে, সে সকলই বিফল ও বিশৃঙ্খল। একটি রণজিৎ—একটি বোনাপার্ত্—একটি ওয়াশিংটন আবশ্যক! ধী-শক্তি অংশে তাদৃশ পরাক্রমশালী, দিগ্বিজয়ী, বীরপুরুষ প্রাপ্ত হইলে, ভারতভূমি অক্লেশে অজ্ঞানের অধিকার হরণ করিয়া বিজ্ঞানকে সিংহাসন প্রদান করিতে পারিতেন। কিন্তু বুঝি এ জল-বায়ু-মৃত্তিকায় প্রকৃত তত্ত্ব-পথ-প্রদর্শিনী, যুগ-প্রলয়-কারিণী, নবোদ্ভাবিনী, মহীয়সী বুদ্ধি-শক্তির সমুদ্ভাব হওয়া সম্ভব নয়। সে ব্যাপারটি বুঝি ইয়ুরোপেরই কার্য্য। রত্ন-গর্ভা ইয়ুরোপ দুই কালে যেরূপ দুইটি অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছেন, সেরূপ আর কস্মিন্ কালে কুত্রাপি হয় নাই। বেকন্ ও কোন্ত্, দুই ভূ-খণ্ডের * উপর দুই সূর্য্য। ঐ দুইটি পরম পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় শব্দ মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানেরই সংজ্ঞা। ঐ দুইটি নামের উজ্জ্বল মহিমায় বসুন্ধরা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছেন। ঐ উভয়ের অতি শুভ্র কিরণ-ঘটা বিকীর্ণ হইয়া অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে;—নিশান্ধকারে আচ্ছন্নবৎ অপরিজ্ঞাত বিশ্ব-প্রকৃতির তিমির-পুঞ্জ হরণ করিয়া অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত করিয়াছে, মানব-বুদ্ধির অধিকার-সীমা নির্দ্দেশ করিয়া পরম পরিশুদ্ধ তত্ত্ব-গিরি আরোহণে সুপ্রশস্ত সরল পথ প্রকাশ করিয়াছে, এবং তদবলম্বন পূর্ব্বক সামান্য জল-কণ-সমূহে শত সহস্র মত্ত হস্তীর বল অর্পণ করিয়াছে, সুচঞ্চল বিদ্যুল্লতাকে বশবর্ত্তিনী করিয়া দূত, ভাট ও ধাবকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূর্য্য-কিরণকে সুকৌশলক্রমে অবরুদ্ধ করিয়া সুনিপুণ চিত্রকরের ব্রতে ব্রতী করিয়াছে, বিশাল ভূধর-শ্রেণীকে এক কালের জলধি-

গর্ভ বলিয়া নিঃসংশয়ে পরিচয় দান করিয়াছে ও যেন কি কুহকবলে, অকিঞ্চিৎকর অঙ্গার-খণ্ডকে রাজ-মুকুট-বিরাজিত জগদ্বিখ্যাত কোহিনুরের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।—তথাপি, সুপ্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতগণ! তোমরা পূর্ব্বকালীন বুদ্ধিমান লোকের মধ্যে অগ্রগণ্য। তোমরাই মনুষ্যের বুদ্ধিচালনার পথ প্রদর্শন করিয়াছ। তোমাদের বিচার-প্রণালী ও তাহার ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া বিজ্ঞানবিৎ সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা মানবকুলের জ্ঞানাধিকারের চরম সীমা অক্লেশে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা যে কয়েকটি মূল বিষয়ের * তত্ত্বানুসন্ধানে অনুরক্ত ছিলে, তাহা মনুষ্যের জ্ঞেয় বিষয় নয় এবং যে তীর্থপর্য্যটনে † প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তাহাও তাঁহার অধিগম্য নয়।

এই ষড়্দর্শনের মধ্যে প্রায় কোন দর্শনকারই জগতের স্বতঃ-সৃষ্টিকর্ত্তা ‡ স্বীকার করেন নাই। কপিল-কৃত সাঙ্খ্য তো সুস্পষ্ট নাস্তিকতাবাদ, পতঞ্জলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিশ্ব-স্রষ্টা না বলিয়া বিশ্বনির্ম্মাতামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। গোতম ও কণাদের মতানুসারে জড় পরমাণু নিত্য; কাহারও কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। প্রাচীন মীমাংসাপণ্ডিতেরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তের মতে জগৎ সৃষ্টই হয় নাই, বিশ্বব্যাপার ভ্রমমাত্র, ইহাতে আর সৃষ্টিকর্ত্তার সম্ভাবনা কি?

প্রথমে কিছু ছিল না, কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই বিদ্যমান ছিলেন, তিনিই পশ্চাৎ সমুদয় জগৎ সৃজন করেন, যাঁহারা কেবল ইহাকেই আস্তিকতাবাদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে প্রায় সমুদয় ষড়্দর্শনকে নাস্তিকতা-প্রতিপাদক বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। উল্লিখিত ষড়্দর্শনের প্রতি অনেকানেক আস্তিক্য-বুদ্ধি ভক্তিমান্ লোকের বিশেষরূপ শ্রদ্ধা আছে। ঐ ছয়ের মধ্যে অধিকাংশই নাস্তিকতাবাদ ও কোন কোনটির মতে সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, এ কথা শুনিলে তাঁহারা চমৎকৃত হইয়া উঠিবেন বোধ হয়।

এই ছয় ব্যতিরেকে আরও কতকগুলি দর্শন-শাস্ত্র বিদ্যমান আছে; তাহার মধ্যেও সমুদয় আস্তিকতাবাদ নয়। চার্ব্বাক তো ঘোর নাস্তিক; না ঈশ্বরই মানেন, না পরকালই স্বীকার করেন।

---

* বিশ্ব-কারণের স্বরূপ, আদিম সৃষ্টি-প্রকরণ ইত্যাদি বিষয়ে।

† মুক্তি প্রভৃতি পারলৌকিক অবস্থার জ্ঞান-লাভে।

‡ প্রথমে একমাত্র পরমেশ্বরই ছিলেন, অপর কিছুই ছিল না, তিনিই সমুদায় সৃষ্টি করেন

न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः।
नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः॥
अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्।
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविका धातृनिर्म्मिता॥
पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति।
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते॥
मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम्।
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम्॥
स्वर्गस्थिता यदा तृप्तिं गच्छेयुस्तत्र दानतः।
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते॥
यावज्जीवेत् सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिबेत्।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥
यदि गच्छेत् परं लोकं देहादेष विनिर्गतः।
कस्माद्भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः॥
ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्विह।
मृतानां प्रेतकार्य्याणि न त्वन्यद्विद्यते क्वचित्॥
त्रयो वेदस्य कर्त्तारो भण्डधूर्त्तनिशाचराः।
जर्फरीतुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्॥
अश्वस्यात्र हि शिश्नन्तु पत्नीग्राह्यं प्रकीर्त्तितम्।
भण्डैस्तद्वत् परञ्चैव ग्राह्यजातं प्रकीर्त्तितम्॥
मांसानां खादनं तद्वन्निशाचरसमीरितम्॥

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ। চার্ব্বাক দর্শন।

স্বর্গও নাই, অপবর্গও নাই, পরলোকে আত্মাও থাকে না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম প্রভৃতির ক্রিয়াও ফলদায়ক হয় না। অগ্নিহোত্র, ঋক্ সামাদি তিন বেদ, ত্রিদণ্ড, গাত্রে ভস্ম-লেপন এ সমুদায় বিধাতা অবোধ কাপুরুষ ব্যক্তিদের জীবনোপায় করিয়া দিয়াছেন। যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশু হনন করিলে সে পশু স্বর্গলাভ করে, তবে যজমান যজ্ঞে নিজ পিতাকে কেন না বধ

করিলে, তাহার সঙ্গে পাথেয় দিবার ফল কি? যদি মর্ত্ত্য-লোকে দান করিলে, স্বর্গস্থিত ব্যক্তিদের তৃপ্তি-লাভ হয়, তবে নিম্নতলে আহার-সামগ্রী দিলে, গৃহের উপরিতলস্থ ব্যক্তিদিগের তৃপ্তি-লাভ হইতে পারে। যত কাল জীবন থাকে, ততকাল সুখে থাকিবে। ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে। দেহ ভস্মাবশেষ হইলে, তাহার আর পুনরাগমন কোথায়? যদি জীবাত্মা শরীর হইতে বিনির্গত হইয়া পরলোক গমন করিতে পারে, তবে বন্ধুগণের স্নেহ-পরবশ হইয়া পুনরাগমন না করে কেন? মৃত ব্যক্তিদের যে প্রেত-ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে, তাহা ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় জীবনোপায়ার্থ কল্পনা করিয়াছে; আর কিছুই নয়। ভণ্ড, ধূর্ত্ত, রাক্ষস এই তিনে তিন বেদ রচনা করিয়াছে। জর্ফরী তুর্ফরী প্রভৃতি (অনর্থ) বেদ-বাক্য পণ্ডিতগণের বাক্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ, এই যজ্ঞে যজমান-পত্নী অশ্বশিশ্ন গ্রহণ করিবে এই যে কথা আছে, তাহা এবং অন্যান্য ঐ রূপ গ্রাহ্য বস্তু-সমূহ ভণ্ড লোক কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। মাংস-ভোজন-পক্ষে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, তাহাও ঐরূপ নিশাচর কর্ত্তৃক প্রযোজিত হইয়াছে।

যে সময়ে উপনিষদ্ ও দর্শন-চর্চ্চার প্রাদুর্ভাব ছিল, সে সময়ের মধ্যে কাল-বাদ স্বভাববাদ প্রভৃতি আর কতকগুলি মত প্রবর্ত্তিত হয়। সে সমুদায়ও এক একরূপ নাস্তিকতাবাদ।

কালঃ স্বভাবোনিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ১। ২।

কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূত-সমূহ ও পুরুষ জগৎ-কারণ বলিয়া চিন্তিত হইয়া থাকে।

অপরে স্বভাবকারণিকাং ব্রুবতে। কেন শুক্লীকৃতা
হংসা ময়ূরাঃ কেন চিত্রিতাঃ। স্বভাবেনৈবেতি।

সাংখ্যকারিকা। ৬১। গৌড়পাদ-কৃত ভাষ্য।

অন্য অন্য লোকে স্বভাবকে সৃষ্টির কারণ বলে। কে হংসকে শুক্লবর্ণ করিয়াছে? কেই বা ময়ূরকে চিত্রিত করিয়াছে?—স্বভাবই করিয়াছে।

কেষাঞ্চিৎ কালঃ কারণমিত্যুক্তং চ
কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে জগৎ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ॥

কেহ কেহ কালকেও জগতের কারণ বলিয়া গিয়াছেন। কাল পঞ্চভূত-স্বরূপ; কাল জগতের সংহার-কারণ; সকলে নিদ্রিত হইলে, কাল জাগরিত থাকেন। কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।*

পূর্ব্বকালে গ্রীস্ দেশেও কতকগুলি দর্শন-শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার সহিত ভারতবর্ষীয় দর্শনের সৌসাদৃশ্যের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই কিছু কিছু সূচিত হইয়াছে †। ফলতঃ ঐ উভয় প্রকার দর্শন ঐক্য করিয়া দেখিলে, অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। বিশ্ব-কারণ, বিশ্ব-সৃজন, সৃষ্টি ও প্রলয় পরম্পরা, নিয়তি, জড় পদার্থের নিত্যতা, উহার সহিত মনের সম্বন্ধ, পরমাণু-বাদ, পরমেশ্বর স্বতন্ত্র, তাঁহা হইতে জড় ও জীবাত্মার উৎপত্তি, পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয়-প্রাপ্তি এই সমস্ত বিষয় হিন্দু ও গ্রীক্ উভয় জাতির বিভিন্ন দর্শনে উত্থাপিত ও বিচারিত হইয়াছে। একটি প্রধান বিষয়ে গোতমের সহিত গ্রীক্ পণ্ডিত এরিস্টটলের মত-সাদৃশ্য পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তাঁহার দর্শনে এবং ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে জল মৃত্তিকাদি মহাভূত ইন্দ্রিয়, জীব, কাল, দিক্ এই সমস্ত বিষয় বিচারিত হইয়াছে।

অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না, এই সাংখ্য মতটি এরিস্টট্ল্ ও লিউক্রিশিয়স্ প্রভৃতি অনেকানেক গ্রীক্ ও রোমক দার্শনিক পণ্ডিত স্বীকার করিতেন। প্লেটো, এরিস্টট্ল্, থেলিজ্, ডায়জিনিজ্, লিউক্রিশিয়স্, এনেক্সিমিনিজ্, হেরাক্লাইটস্, হিসিয়ড্, আনেক্সিমেণ্ডর্, এম্পেডোক্লিজ্, পার্ম্মেনাইডিজ্, ইহাঁরা সকলেই কপিল, গোতম ও কণাদাদির ন্যায় একটি

---

* এই সমস্ত দর্শন ব্যতিরেকে, এই পুস্তকে বর্ণিত বা বর্ণনীয় কোন কোন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নব্য দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে; যেমন রামানুজ দর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞ অর্থাৎ মধ্বাচার্য্য) দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন, শৈব দর্শন, রসেশ্বর দর্শন, নকুলীশপাশুপত দর্শন ও আর্হত দর্শন। রামানুজ দর্শন ও পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন বিষ্ণু-প্রধান। প্রত্যভিজ্ঞা, শৈব, রসেশ্বর ও নকুলীশপাশুপত দর্শন শিব-প্রধান। এই সমুদায় দর্শনের মত রামানুজ, মধ্বাচারী, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিবরণ-মধ্যে কিয়দংশ লিখিত হইয়াছে ও পশ্চাৎ কতক হইবার সম্ভাবনাও আছে। কোন দর্শনের (১) মতে বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে অঙ্গ-বিশেষে তপ্ত মুদ্রা গ্রহণ করা এবং অপর কোন দর্শনের (২) মতে মহাদেবের উপাসনার্থ শরীরে ভস্ম-লেপন, ভস্ম-শয্যায় শয়ন, হ হ হা-করিয়া হাস্য, ষাঁড়ের ন্যায় বিকট চীৎকার ও সুন্দরী স্ত্রীলোক দর্শনে কামাতুরের ন্যায় ভাব প্রদর্শন ও তাদৃশ অন্যান্য অনেক রূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। রসেশ্বর দর্শনের মতে পারদই পরমেশ্বর ও সংসার-সমুদ্রের পার-কর্ত্তা। এই সমুদায়ও মানুষের বুদ্ধি নিষ্পন্ন দর্শন শাস্ত্র। আর্হত দর্শন জৈনাদি-মত-প্রতিপাদক।

† ১৯ ও ২০ পৃষ্ঠা দেখ।

অনাদি উপাদান-কারণ অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। ইলিয়েটিক্ নামক সম্প্রদায়ীরা সৃষ্টি বিষয়ে বৈদান্তিক মতের অনুরূপ একটি অভিপ্রায় প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহারা বলিতেন, জগৎই ঈশ্বর, ঈশ্বরই জগৎ।

ভারতবর্ষীয় দার্শনিকেরা জীবের দুইটি শরীর স্বাকার করেন; স্থূলশরীর ও সূক্ষ্ম শরীর। স্থূল-শরীর নষ্ট হইলে, জীবাত্মা সূক্ষ্ম-শরীর লইয়া যোনি-ভ্রমণ করেন। প্লেটো ও অন্যান্য গ্রীক্ ও রোমক দার্শনিকেরা তদনুরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যান। তাঁহারাও বলেন, মৃত্যুর পরে জীবাত্মা একটি সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হইয়া বিচরণ করিতে থাকে।

গ্রীস্ দেশীয় পিথাগোরসের মত-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, হিন্দুশাস্ত্রই অধ্যয়ন করিতেছি বোধ হয়। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, জীবের বহুতর যোনি-ভ্রমণ ও স্বকৃত কর্ম্মের ফল-ভোগ পূর্ব্বক ঈশ্বরেতে লয়-প্রাপ্তি, দেব ও মনুষ্য ভিন্ন অন্তরীক্ষস্থ অন্য অন্য নানা প্রকার জীব-যোনির অস্তিত্ব, মন ও জীবাত্মা পরস্পর ভিন্ন পদার্থ, পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বত্র ব্যাপী, জীবকে দেহ-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেব-স্বরূপে মিলিত করা দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য, গুপ্ত মন্ত্রদীক্ষা, দীর্ঘ-কাল-ব্রহ্মচর্য্য, আমিষ ভক্ষণে অশ্রদ্ধা, বৃথামাংস-ভোজনের অবৈধতা, শিষ্যদের প্রতি বৃক্ষাদি ছেদন ও তাহাতে আঘাত প্রতিষেধ এই সমস্ত মত ও অভিপ্রায় পিথাগোরস্ স্বদেশে প্রচার করেন। তাঁহার সম্প্রদায়ীরা ও বিশেষত ওসেলস্ নামক গ্রীক্ পণ্ডিত বিশ্ব সংসার তিন ভাগে বিভক্ত করেন; পৃথিবী, স্বর্গ ও ঐ উভয়ের মধ্য-স্থল। এই তিনটি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" অর্থাৎ ভূলোক, স্বর্গলোক ও অন্তরীক্ষ বই আর কিছুই নয়। প্লেটোও পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েকটি মত ব্যতিরেকে যোনি-ভ্রমণের বিষয়ও বিশেষরূপ ব্যবস্থা করিয়া যান। লোকে মরণোত্তর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহ জন্ম-কৃত নিজ নিজ শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে, তিনি কেবল এই সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া নিরস্ত হন নাই; হিন্দুশাস্ত্রের অনুরূপ এইরূপ বিধান করেন যে, তাহারা আপন আপন অজ্ঞান ও অধর্ম্মের তারতম্যানুসারে পশু, পক্ষী, মৎস্যাদি বিশেষ বিশেষ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত যে ভারতবর্ষীয় মত ইহা প্রসিদ্ধই আছে।*

---

* এস্থলে যে সমস্ত গ্রীক্-মতের নামোল্লেখ মাত্র করা হইল, Enfield's History of Phlosophy, Stanley's School of Philosophy, Lewe's Biographical History of

নানা অংশে হিন্দু ও গ্রীক্ দর্শনের পরস্পর এরূপ অভেদ ভাব বিনা কারণে সহসা সংঘটিত হইয়াছে, ইহা মনে করা সুকঠিন। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা গ্রীক্‌দের নিকট ঐ সকল বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করেন, ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ ও সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত, গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দের নিকট দর্শন বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করেন, ইহাই অনেকে যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। পিথাগোরস্ স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, এইরূপ একটি প্রবাদও বহুকালাবধি প্রচলিত আছে।

That the Hindus derived any of their philosophical ideas from the Greeks seems very improbable ; and if there is any borrowing in the case, the latter were most probably indebted to the former.

H. H. Wilson.

The Indians were in this instance teachers rather than learners.

H. T. Colebrooke *

উপনিষদ্ ও দর্শন-শাস্ত্রে যেরূপ জ্ঞান-প্রকরণ ও যোগ-বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তত্ত্বপথাবলম্বী অল্প লোকেই এবং বিশেষতঃ তাদৃশ উদাসীন ব্যক্তিরাই তাহা সাধন করিতে সমর্থ হন। সাধারণ লোকে কোন না কোন প্রকার সাকার দেবতার উপাসনা ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছে। অতি প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি যে সমস্ত [illegible]ভূতাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে †। [illegible]র অনতিপ্রাচীন পৌরাণিক ধর্ম্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও তদীয় শক্তিগণের [illegible]রাধনাই সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া প্রচারিত হয়। ঐ পূর্ব্বকালীন বৈদিক ধর্ম্মের [illegible]ভূর্ভাব-কালের অব্যবহিত পরেই যে উক্তরূপ পৌরাণিক ধর্ম্ম একবারেই [illegible]বর্ত্তিত হয়, এমন নয়। ঐ উভয়ের মধ্যস্থলে হিন্দুধর্ম্মের আর একরূপ

* H. H. Wilson's preface to the Sânkhya Kârikâ, 1837, p. IX ; [illegible]T. Colebrooke's article in the Transactions of the Royal Asiatic [illegible]ciety, 1827, Vol. I. p. 579 ; H. M. Elphinstone's History of India, [illegible]66, pp. 137-138 ; M. William's Indian Wisdom, pp. 68. 72 and 7[illegible]

অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় ঐ অবস্থার সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অবস্থায় ব্রহ্মা সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন।

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র।

যে সময়ে মনুসংহিতা রচিত ও সঙ্কলিত হয়, সে সময়ের মধ্যে হিন্দুরা হিমালয় ও বিন্ধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত সমুদয় স্থান অধিকার পূর্ব্বক গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণ করিয়া উপনিবেশ করিয়াছেন *, হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণে ও নানাবিধ বর্ণসঙ্করে বিভক্ত হইয়াছে †, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন প্রধান জাতির মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, ভৈক্ষুক এই চারি আশ্রম ও ঐ সমস্ত বর্ণ ও বর্ণসঙ্করের অবলম্বিত নানাপ্রকার জীবন-বৃত্তি সুপ্রণালীক্রমে চলিয়া গিয়াছে, এবং তন্মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ীরা সমুদ্র-যাত্রাদি অবলম্বন ও দূর দূরান্তর গমন পূর্ব্বক বিভিন্নদেশী ও বিভিন্নভাষী নানাজাতীয় লোকের সহিত বিস্তৃত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ‡

> सारासारञ्च भाण्डानां देशानाञ्च गुणागुणान्।
> लाभालाभञ्च पण्यानां पशूनां परिवर्द्धनम्॥
> भृत्यानाञ्च भृतिं विद्यात् भाषाश्च विविधा नृणाम्।
> द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च॥

মনুসংহিতা। ৯। ৩৩১ ও ৩৩২।

বৈশ্যেরা দ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ, দেশের গুণাগুণ, পণ্য দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা লাভালাভের বিষয়, পশুদিগের উৎকর্ষ-সাধন, ভৃত্যদের ভৃতি, বিবিধ প্রকার ভাষা, দ্রব্যের স্থান-যোগ অর্থাৎ কোন্ দ্রব্য কিরূপে স্থাপন করিলে বহুকাল থাকে তদ্বিষয়, ও ক্রয় বিক্রয়ের রীতি অবগত হইবে।

> समुद्रयानकुशला देशकालार्थदर्शिनः।
> स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं सा तत्राधिगमं प्रति॥

মনুসংহিতা। ৮। ১৫৭।

---

* মনুসংহিতা। ২। ১৭—২৩।

† বেদসংহিতার প্রাচীনতম ভাগে যে বর্ণ-বিচার-ব্যবস্থার সুস্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হয় না, মনুসংহিতা-রচনার সময়ে তাহা এরূপ প্রাচীন বলিয়া গণ্য হইয়াছিল যে, সেই ব্যবস্থাটি ব্রহ্মার

সমুদ্র-গমন বিষয়ে নিপুণ এবং দেশ, কাল ও লাভালাভদর্শী বণিকেরা ভাড়ার বিষয়ে যে ব্যবস্থা দেন, তাহাই প্রমাণ।

কিন্তু সে সময়ে যে বর্ণ যত প্রবল হউক না কেন, ব্রাহ্মণের মহিমা ও ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব একবারে গগন স্পর্শ করিয়াছিল। এমন কি সে বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলে, মনুসংহিতাখানি কোন স্বজাতি-পক্ষপাতী সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের সঙ্কলিত বলিয়া স্বতঃই প্রতীয়মান হইয়া উঠে।

ব্রাহ্মণো জায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥

মনুসংহিতা। ১। ৯৯।

ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলের অধিপতি হন। তিনি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর; কেননা তিনি ধর্ম্মরূপ ধনাগার রক্ষা করেন।

লোকানন্যান্ সৃজেয়ুর্যে লোকপালাংশ্চ কোপিতাঃ।
দেবান্ কুর্য্যুরদেবাংশ্চ কঃ ক্ষিণ্বংস্তান্ সমৃধ্নুয়াৎ॥

মনুসংহিতা। ৯।৩১৫

যাঁহারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা রুষ্ট হইলে অন্য অন্য জীব-লোক ও লোকপাল. সৃজন করিতে পারেন, এবং দেবগণকেও অভিসম্পাত করিয়া অদেব অর্থাৎ মনুষ্যাদি নিকৃষ্ট জীব করিতে পারেন। কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিয়া সমৃদ্ধি-শালী হইতে পারে?

এইরূপ ভূরি ভূরি বচনে ব্রাহ্মণের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে *। অন্যে যদি ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ করিত, তাহা হইলে তাহার আর শাস্তির সীমা থাকিত না। কোন অপরাধে হস্ত-চ্ছেদন, কোন অপরাধে বা পদ-চ্ছেদন, কোন অপরাধে বা মুখে ও কর্ণ-যুগলে তপ্ত তৈল-ক্ষেপণ এবং কোন অপরাধে বা রজ্জু-বিশেষে বন্ধন করিয়া দগ্ধ করা হইত †। পরকালে তো তাহার আর আর নিস্তার থাকে না, এইরূপ লিখিত আছে ‡।

যে সময়ে গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম ও উপনয়নাদি সংস্কার, উপনয়ন-কালে প্রণব ও গায়ত্র্যুপদেশ-গ্রহণ, ব্রাহ্মণাদির নিজ গৃহে অগ্নি-স্থাপন, প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যা

---

* মনুসংহিতা। ১ অ, ৯৮; ১ অ, ১০০; ৮ অ, ৩৮০; ৯ অ, ৩১৩ ইত্যাদি শ্লোক দেখ।

এবং প্রতিদিন দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞাদি পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञञ्च सर्व्वदा।
नृयज्ञं पितृयज्ञञ्च यथाशक्ति न हापयेत्॥

মনুসংহিতা। ৪। ২১।

ঋষিযজ্ঞ *, দেবযজ্ঞ †, ভূতযজ্ঞ ‡, নৃযজ্ঞ §, পিতৃযজ্ঞ ¶ এই পঞ্চযজ্ঞ পার্য্যমাণে কখন পরিত্যাগ করিবে না।

সে সময়ে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, পৈশাচ, রাক্ষস এই আট প্রকার বিবাহ, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরস্পর উদ্বাহ-সম্বন্ধ অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা গ্রহণ এবং বিধবা-বিবাহ ও বিধবা-জাত পুত্রের বিধি-বিহিত পুত্রত্ব স্বীকার প্রচলিত ছিল।

आच्छाद्य चार्च्चयित्वा च श्रुतशीलवते स्वयम्।
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्म्मः प्रकीर्त्तितः॥
यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म्म कुर्व्वते।
अलङ्कृत्य सुतादानं दैवं धर्म्मं प्रचक्षते॥
एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्म्मतः।
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्म्मः स उच्यते॥
सहोभौ चरतं धर्म्ममिति वाचानुभाष्य च।
कन्याप्रदानमभ्यर्च्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः॥
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तितः।
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म्म उच्यते॥
इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च।
गान्धर्व्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः॥

---

* অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনা।

† অর্থাৎ দেবোদ্দেশে অগ্নিতে হোম।

‡ অর্থাৎ ভূতগণের উদ্দেশে বলি-প্রদান।

§ অর্থাৎ অতিথি-সেবা।

¶ অর্থাৎ জল অন্নাদি দ্বারা পিতৃ-লোকের তর্পণ।

হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

মনুসংহিতা। ৩। ২৭—৩৪।

সদাচারী সুপণ্ডিত পাত্রকে আহ্বান করিয়া ও কন্যা-পাত্র উভয়কে বিধি-বিহিত বস্ত্র পরিধান করাইয়া সেই পাত্রকে কন্যা দান করা হয়; ইহাকেই ব্রাহ্ম বিবাহ বলে। যে পাত্র আরব্ধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়া ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেছে, সেই পাত্রে অলঙ্কার-ভূষিতা কন্যা-দান করাকে দৈব বিবাহ বলে। ধর্ম্ম-সাধনার্থ পাত্রের নিকট হইতে এক বা দুই গো মিথুন অর্থাৎ এক একটি বা দুই দুইটি বৃষ ও গাভী উভয়ই গ্রহণ করিয়া যথাবিধি কন্যা-দান করাকে আর্ষ বিবাহ বলে। উভয়ে একসঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর এই কথা বলিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক কন্যা-দান করাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে। কন্যাকে ও কন্যার পিতা ভ্রাতা প্রভৃতিকে যথাশক্তি ধন-দান পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে কন্যা গ্রহণ করাকে আসুর বিবাহ বলে। পরস্পরের ইচ্ছা ও কামানুরাগ-বশতঃ সম্ভোগার্থ বর-কন্যার পরস্পর মিলনকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিয়া জানিবে। যে বিধানক্রমে লোকে কন্যা-পক্ষীয়দিগকে ছেদ, ভেদ ও বিনাশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোরুদ্যমানা কন্যাকে বল দ্বারা গৃহ হইতে হরণ করিয়া আনে, তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। যদি কোন কন্যা শয়ন করিয়া থাকে অথবা মদিরামত্ত বা প্রমত্ত হয়, আর কোন ব্যক্তি সেই সময়ে গুপ্ত ভাবে তাহার সংসর্গ করে, তাহা হইলে সেই বিবাহকে পৈশাচ বিবাহ বলে। সেই অষ্টম প্রকার পাপময় বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা অধম বিবাহ।

পৈশাচ ও রাক্ষস বিবাহ নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু বলপূর্ব্বক স্ত্রীসম্ভোগ যে বিবাহ-সংস্কারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, ইহা এক্ষণকার লোকের পক্ষে সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ॥

মনুসংহিতা। ৩। ১২ ও ১৩।

দ্বিজাতিগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের পক্ষে অগ্রে নিজ বর্ণেতেই বিবাহ করা প্রশস্ত। কিন্তু পরে যাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে পুনরায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা অনুলোম ক্রমে পশ্চাল্লিখিত নিয়মানুসারে বর্ণান্তরের কন্যা গ্রহণ করিবেন। শূদ্র-কন্যা শূদ্রের, শূদ্র ও বৈশ্যকন্যা বৈশ্যের, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়-কন্যা ক্ষত্রিয়ের, এবং শূদ্র, বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ-কন্যা ব্রাহ্মণের ভার্য্যা হইতে পারে।

यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः।
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः॥
यथाविध्यधिगम्यैनां शुक्लवस्त्रां शुचिव्रताम्।
मिथो भजेदाप्रसवात् सकृत् सकृदृतावृतौ॥

মনুসংহিতা। ৯। ৬৯ ও ৭০

যে কন্যার বাগ্দান হইলে, বিবাহের পূর্ব্বে তদীয় পতির মৃত্যু হয়, তাহার দেবর এই বিধান ক্রমে তাহাকে পুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণ করিবে। শুক্ল-বস্ত্র-পরিধানা ও কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারিণী সেই কন্যার যাবৎ সন্তান না জন্মে, তাবৎ তাহার দেবর যথাবিধি বিবাহ করিয়া প্রত্যেক ঋতু-কালে এক একবার তাহার সহিত নির্জ্জনে সহবাস করিবে।

यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीवस्य व्याधितस्य वा।
स्वधर्म्मेण नियुक्तायां स पुत्त्रः क्षेत्रजः स्मृतः॥

মনুসংহিতা। ৯। ১৬৭।

স্বামী যদি নপুংসক, বন্ধ্য, বা মৃত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র-বিধান ক্রমে, অন্য পুরুষ সংসর্গে গুরুজনের নিয়োগানুসারে তাহার ভার্য্যার যে পুত্র জন্মে, তাহাকে স্মৃতিকারেরা ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्त्रं जनयेद्रहः।
तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोढुः कन्यासमुद्भवम्॥

অবিবাহিতা কন্যা পিতৃ গৃহে থাকিতে গুপ্তভাবে পুরুষ-সংসর্গে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে কানীন পুত্র কহে।

या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती ।
वोढुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥

মনুসংহিতা । ৯ । ১৭৩ ।

যে ব্যক্তি জ্ঞাত-গর্ভা বা অজ্ঞাত-গর্ভা কোন স্ত্রীলোকের পাণি-গ্রহণ করে, সেই গর্ভ-জাত পুত্র সেই ব্যক্তির সহোঢ় পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হয়।

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया ।
उत्पादयेत् पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥

মনুসংহিতা । ৯ । ১৭৫ ।

যে স্ত্রীলোক বিধবা বা পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, সে যদি স্বেচ্ছানুসারে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্রকে পৌনর্ভব বলে।

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ।
पौनर्भवेण भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥

মনুসংহিতা । ৯ । ১৭৬ ।

সেই স্ত্রীলোক যদি পুরুষ-সংসর্গ না ঘটিতে অন্য ব্যক্তিকে অবলম্বন করে অথবা পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ব্যক্তির সহিত সহবাস করিয়া পুনর্ব্বার নিজ পতির নিকট প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বা সেই পতির সহিত তাহার পুনরায় উদ্বাহ-সংস্কার আবশ্যক।

दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत् ।
सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्म्मो व्यवस्थितः ॥

মনুসংহিতা । ৯ । ১৭৯ ।

নিজ দাসীর অথবা দাস-সম্বন্ধীয় কোন স্ত্রীলোকের সংসর্গে যদি কোন শূদ্রের পুত্রোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র নিজ পিতার আজ্ঞানুসারে তাহার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভ-জাত পুত্রের সহিত সমান ধনাধিকারী হইবে।

উদ্বাহ-সংক্রান্ত আর একটি বিষয়ও লেখা আবশ্যক হইতেছে। পূর্ব্বকালে

অবধি দ্বাবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের পক্ষে দ্বাদশ অবধি চতুর্বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল নিরূপিত ছিল *। তাঁহারা ঐরূপ বয়সে উপনয়ন-সংস্কারসম্পন্ন হইয়া গুরু-গৃহে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন; তথায় ছত্রিশ, অষ্টাদশ অথবা নয় বৎসর অধিবাসপূর্ব্বক পাঠ সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন † এবং পরে ইচ্ছানুসারে যথাবিধানে দার-পরিগ্রহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতেন। এরূপ হইলে, তখন পুরুষদের এখনকার মত দশম বা দ্বাদশ বর্ষে অথবা তাদৃশ অল্প বয়সে উদ্বাহরূপ লৌহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সংসার-ভারে ভারাক্রান্ত হওয়া সম্ভবই ছিল না বলিতে হয়।

সে সময়ে এক্ষণকার মত স্ত্রীলোকেরও বাল্য-বিবাহ যে আবশ্যক ছিল না, গান্ধর্ব্ব ও স্বয়ম্বর-বিবাহাদির ব্যবস্থায় সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। একটি বচনে লিখিত আছে, কন্যা ঋতুমতী হইয়া চিরজীবন পিতৃ-গৃহে বাস করিবে সেও ভাল, তথাচ তাহাকে নির্গুণ পাত্রে দান করিবে না।

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

মনুসংহিতা। ৯। ৮৯।

কন্যা ঋতুমতী হইয়া যাবজ্জীবন পিতৃ-গৃহে বাস করে সেও ভাল, তথাচ তাহারে গুণ-হীন পাত্রে সম্প্রদান করিবে না।

সে সময়ের হিন্দু-সমাজ সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ ছিল না সত্য বটে, কিন্তু কোন কোন অংশে এক্ষণকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। উহার কি অধোগতিই হইয়া আসিয়াছে! এখন বিধবা-বিবাহ রহিত, অসবর্ণ-বিবাহ রহিত, গান্ধর্ব্ব-বিবাহ রহিত, স্বয়ম্বর-বিবাহ রহিত, বাল্য বিবাহের ‡ প্রাদুর্ভাব, ও কৌলীন্য-প্রথার পৈশাচী কাণ্ড! ফলতঃ ঐ পুরাতন সমাজটি ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া এমন পচিয়া উঠিয়াছে যে, চতুর্দ্দিকে তাহার দুর্গন্ধে আর তিষ্ঠিতে পারা যায় না।

---

* মনুসংহিতা। ২। ৩৬ ও ৩৮।

† মনুসংহিতা। ৩। ১।

‡ কলিকাতার দক্ষিণে কোন স্থানে বর্ণ-বিশেষের সদ্যঃপ্রসূত শিশুর বিবাহের বিষয় প্রস্তাবিত এবং দুই তিন মাসের বালক বালিকার উদ্বাহ-সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের আতিশয্য ঘটিলে, তাহা উপহাস-স্থল হইয়া হাস্যোদয় করিতে থাকে। অতএব পাঠকগণ, এখন এই বিষয়-সূচক ইতিবৃত্তের মধ্যে পশ্চাল্লিখিত কথাটি পাঠ করিয়া কিছু হাস্য করিতে থাকুন। সন্তান গর্ভে থাকিতেই তাহার পিতা মাতা অন্য শিশুর পিতা মাতাকে

হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ অবস্থায় মদ্য-পান ও গো-মাংসাদি নানাবিধ মাংসভোজন সচরাচর প্রচলিত ছিল।

न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये नच मैथुने।
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला॥

মনুসংহিতা। ৫। ৫৬।

মাংস-ভোজন, মদ্য-পান ও স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গে দোষ নাই। এই সকল বিষয়ে প্রাণীদিগের স্বভাব-সিদ্ধ প্রবৃত্তিই আছে, কিন্তু নিবৃত্ত হইতে পারিলে মহাফল জন্মে।

मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवतकर्म्मणि।
अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यब्रवीन्मनुः॥

মনুসংহিতা। ৫। ৪১।

মধুপর্কে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে, পিতৃ-কৃত্যে ও দৈব-কর্ম্মে পশু বধ করা বিধেয়, কিন্তু অন্য স্থলে নয়, এই কথা মনু বলিয়াছেন।

পূর্ব্বে মধুপর্কে অতিথিকে গোমাংস দান করিবার রীতি ছিল। প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন অনেকানেক গ্রন্থে এবিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত অতিথির অন্য একটি নাম গোঘ্ন অর্থাৎ গোহত্যাকারী। ভবভূতি এক স্থলে এবিষয়টি অতীব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।

समांसो मधुपर्कः इत्याम्नायं बहुमन्यमानाः श्रोत्रियायाभ्यागताय वत्सतरीं महोक्षं वा महाजं वा निर्व्वपन्ति गृहमेधिन इति हि धर्म्मसूत्रकाराः समामनन्ति।

উত্তরচরিত, চতুর্থ অঙ্ক।

"সমাংসোমধুপর্কঃ" এই বেদ-বাক্যে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া গৃহস্থ লোকে বেদজ্ঞ অতিথিকে একটি নই-বাছুর বা বড় বৃষ অথবা বৃহৎছাগল প্রদান করে; ধর্ম্মসূত্ররচয়িতা পণ্ডিতেরা এই ব্যবস্থা দেন। *

ফলতঃ আমাদের ঋষি-মুনি প্রভৃতি সকলেই গো-খাদক ছিলেন তাঁহার

* এদিকে আবার গো-বধে গুরুতর পাপ ও তাহার সবিস্তর প্রায়শ্চিত্ত [illegible]

সন্দেহ নাই। সে বিষয়ে পাদ্রি উইল্‌সন্‌ ও শেখ অলিউল্লার সহিত ঋষিরাজ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কিছুমাত্র প্রভেদ দেখা যায় না।

তদ্ভিন্ন, সে সময়ে ছাগ, নানাপ্রকার মৃগ, শশারু, কূর্ম্ম, গণ্ডার, মেষ, বহুপ্রকার পক্ষী, শূকর ও মহিষের মাংস-ভোজন প্রচলিত ছিল। মহিষ-ভক্ষণটি বৈদিক ব্যবহার বোধ হয় *। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উল্লিখিত মাংস সমুদায় দ্বারা পিতৃ-লোকের তৃপ্তি-সাধন করিবার বিশেষরূপ ব্যবস্থা আছে †।

মনুসংহিতায় পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বপ্রধান পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এমন কি দ্বিজগণ অন্য অন্য সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥

মনুসংহিতা। ১২। ৮৫।

এই সমুদায়ের মধ্যে পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানই সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কেননা আত্মবিদ্যাই সকল বিদ্যার প্রধান; তাহা হইতে মুক্তি লাভ হয়।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

মনুসংহিতা। ১২। ৯২।

দ্বিজবরেরা শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে যত্নবান হইবেন।

জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেৎ ব্রাহ্মণোনাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাৎ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

মনুসংহিতা। ২। ৮৭।

প্রণবাদি জপ করিলেই ব্রাহ্মণের সিদ্ধি-লাভ হয় ইহাতে সংশয় নাই। তিনি অন্য কর্ম্ম করুন, বা নাই করুন, সর্ব্বপ্রাণীর মিত্র হইয়া পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে।

---

* ঋগ্বেদসংহিতায় দেবগণের মহিষ মাংস রন্ধন ও ভোজনের বিষয় পুনঃ পুনঃ লিখিত আছে। (৮ম, ১২ সূ, ৮ ঋ ও ৬৬ সূ ১০ ঋ)। তাঁহারা উহা ভক্ষণ করিলে, তদীয় উপাসকেরা কেননা প্রসাদ গ্রহণ করিবেন? বিশেষতঃ যখন মনুসংহিতায় তদ্দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি-সাধন করিবার ব্যবস্থা আছে, তখন পূর্ব্বতন হিন্দুসমাজে তাহা প্রচলিত ছিল ইহা

মনুসংহিতায় সাংখ্য ন্যায়াদি দর্শন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু শ্লোক-বিশেষে ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত মত ও অভিপ্রায় প্রচলিত থাকিবার সুস্পষ্ট লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। বচন-বিশেষে ব্যবহৃত অব্যক্ত, অহঙ্কার, মহৎ, ত্রিগুণ প্রভৃতি সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক শব্দে ও প্রত্যক্ষ অনুমানাদি তিন প্রকার সাংখ্য-প্রমাণের উল্লেখে ঐ শাস্ত্র-প্রচারের পরিচয় দিতেছে *। এমন কি মনুসংহিতার সৃষ্টি-প্রণালী অনেকাংশে সাংখ্য শাস্ত্রের অনুরূপ †।

শ্লোক-বিশেষে আন্বিক্ষিকী ও আত্মবিদ্যা ‡ অর্থাৎ ন্যায় শাস্ত্র ও ব্রহ্ম-বিদ্যা এবং হৈতুক ¶ ও তর্কি নামে দুই প্রকার ধর্ম্ম-মীমাংসক পণ্ডিতের নাম উল্লিখিত আছে §। কুল্লূকভট্ট এই শেষোক্ত দুইটি পদ ন্যায়জ্ঞ ও মীমাংসা শাস্ত্রোজ্ঞ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে, মনুসংহিতা রচনার সময়ে বৌদ্ধাদি নাস্তিক সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল।

पाषण्डिनो वेदवाह्यव्रतलिङ्गधारिण: शाक्यभिक्षुक्षपणकादय:।

মনুসংহিতা। ৪ অ। ৩০ শ্লোকের ব্যাখ্যা।

পাষণ্ডী শব্দের অর্থ বেদ-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-চিহ্নধারী অর্থাৎ শাক্য, ভিক্ষু, ও ক্ষপণকাদি ‖।

* মনুসংহিতা। ১ অ। ৬, ১৪, ১৫ ও ১৬ শ্লোক এবং ১২ অ। ১০৫ শ্লোক দেখ।

† বেদান্তের মতে, পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ। সাংখ্য-শাস্ত্রানুসারে, প্রকৃতি হইতে মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত প্রভৃতি ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। এই দুইটি মত একত্র মিলিত হইলে যেরূপ হয়, মনুসংহিতার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া-বর্ণন প্রায় সেইরূপ।

‡ মনুসংহিতা। ৭ অ। ৪৩ শ্লোক।

¶ স্থলান্তরে আবার হৈতুকদের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করা হইয়াছে।

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्द्विज:।

स साधुभिर्वहिष्कार्य्यो नास्तिको वेदनिन्दक:॥

মনুসংহিতা। ২ অ। ১১ শ্লোক।

যে ব্যক্তি হেতু শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রুতি ও স্মৃতির অবমাননা করে, সেই বেদ-নিন্দক নাস্তিককে সাধু-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।

§ মনুসংহিতা। ১২ অ। ১১১ শ্লোক।

‖ এই তিনই বৌদ্ধ-মতাবলম্বী। ঐ মত-প্রবর্ত্তক বুদ্ধের নাম শাক্য। মনুসংহিতায় অন্যান্য স্থলেও বেদ-বিরোধী কুতর্কী লোকের প্রতি কটাক্ষপাত আছে(১); তাহারও কিয়দংশ বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক হওয়া সম্ভব। বুদ্ধ খৃ, পূ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাণত্যাগ করেন। অতএব কুল্লূকভট্টের উল্লিখিত ব্যাখ্যানুসারে মনুসংহিতা ঐ সময়ের পরে রচিত বা সঙ্কলিত বলিতে হয়। ফলতঃ ঐ সংহিতাখানি তদপেক্ষা অধিক প্রাচীন বোধ হয় না। উহা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে [illegible]

হিন্দুধর্ম্মের উল্লিখিত অবস্থায় যেমন বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক ব্যবহারের প্রচার ছিল, সেইরূপ আবার পৌরাণিক অথবা ইদানীন্তন ধর্ম্ম ও ব্যবহারেরও

সভ্যতা-সুলভ দোষ সমুদয় পরিব্যাপ্ত এবং বহু-কাল-ব্যাপী বুদ্ধি-চালনার ফল-স্বরূপ ন্যায় সাংখ্যাদি দার্শনিক মতও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ একটি অতি প্রাচীন বৈদিক প্রথা (১)। মনুসংহিতা-রচনার পূর্ব্বে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঐ সংহিতা যদি সমধিক প্রাচীন হইত ও সে সময়ে যদি ঐ প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত বিবাহ-ব্যবস্থা ও পুত্রোৎপাদন-প্রকরণে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ থাকিতই থাকিত। কিন্তু যখন মনুসংহিতায় বিন্ধ্যাচল আর্য্যকুলের আবাস-ভূমির দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে (২), তখন ঐ গ্রন্থ অধিক অপ্রাচীন হওয়াও সম্ভাবিত নয়। বরাহমিহির খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তিনি বৃহৎসংহিতার মধ্যে বারংবার মনুর নামোল্লেখ ও এক স্থানে তদীয় গ্রন্থের ও প্রসঙ্গ করিয়াছেন। (বৃহৎসংহিতা। ৭৪।৬।) খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে কতকগুলি হিন্দু যবদ্বীপে ও পরে তথা হইতে বালিদ্বীপে গিয়া বাস করে। এখন ঐ শেষোক্ত দ্বীপে মনুসংহিতা নামে কোন পুস্তক বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু তথায় প্রবুমনু আদিম ব্যবস্থাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন (৩), এবং পূর্ব্বদিগম নামে একখানি গ্রন্থও তাঁহারই প্রণীত বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে। হিন্দুসমাজে সহমরণ-প্রথা প্রথমে বিদ্যমান ছিল না; কালক্রমে প্রচলিত ও প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠে (৪)। যে সময়ে গ্রীক্ দূত মিগেস্থিনিজ্ ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি সে সময়ে, অর্থাৎ খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে, উল্লিখিত প্রথা মগধ পর্য্যন্ত বলবৎ দেখিতে পান। মনুসংহিতায় সে বিষয়ের প্রসঙ্গ নাই। যদি ঐ গ্রন্থ রচনা ও সঙ্কলনের সময়ে ঐ রীতি প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে, বর্ণাশ্রমের বিবরণ ও শ্রাদ্ধ বিবাহাদি সমুদয় সংস্কারের ব্যবস্থা করা যে শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাতে উল্লিখিত রীতির বিধান না থাকা কোনরূপেই সম্ভব হইত না। অতএব মনুসংহিতা ঐ সময়ের পূর্ব্বে রচিত গ্রন্থ বলিয়া অক্লেশেই বিবেচনা করিতে পারা যায়। কিন্তু কত পূর্ব্বে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া

---

(১) প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(২) মনুসংহিতা। ২। ১৭—২৪।

(৩) The Journal of the Indian Archipelago, February, 1849. p. 137.

(৪) বেদসংহিতায় সে বিষয়ের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। কৌতুক দেখ, যে বেদ-মন্ত্রগুলি তাহার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহাতে সে প্রথার পোষকতা করা দূরে থাকুক, বিপরীত মতই সমর্থন করিয়া দিতেছি, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির শোকাকুল ভার্য্যাকে নিজ পতির অনুগমন-ব্যবস্থা না দিয়া পুনরায় সংসারে অর্থাৎ গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিতেছে।

উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভূব ॥

ঋগ্বেদসংহিতা। ১০ম। ২অনু। ২সূ। ৮ ঋ।

নারি! তুমি নির্জীবের নিকট শয়ন করিয়া আছ। উত্থিত হও; জীবলোকে (অর্থাৎ জীবিতদিগের স্থানে) আগমন কর। এস, পাণিগ্রাহী ও গর্ভাধানকারী পতি হইতে তোমার জননীত্ব সম্ভূত হইয়াছে।

এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ বিধবা পত্নীর গৃহ-প্রত্যাগমনাদেশ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই বোধ

সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে যে গায়ত্রী সবিতা অর্থাৎ সূর্য্যদেবের স্তুতি-মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল *, ঐ অবস্থায় তাহা ব্রহ্মগায়ত্রী বলিয়া পরিগণিত হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ ও কল্পাদি † কাল-বিভাগ সম্যক্‌রূপে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং স্ত্রীজাতির বেদ-পরিচিত বহুবিবাহ এক বারেই অপ্রচলিত হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় ব্রহ্মাদি-কয়েকটি পৌরাণিক দেবতাও হিন্দুদের দেব-মণ্ডলীর মধ্যে সন্নিবেশিত হন। পুরাণের মতে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেবতার মধ্যে শিব ও বিষ্ণুই প্রধান দেবতা। এমন কি ঐ শাস্ত্রে তাঁহারা প্রকৃত পরমেশ্বর বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। প্রামাণিক উপনিষদ্ ও মনুসংহিতা প্রচলিত পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; বাস্তবিকও তাহাই বটে। ঐ দুই শাস্ত্রে ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মারই প্রসঙ্গ ও প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ब्रह्मा देवानां प्रथम: सम्बभूव विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता।
स ब्रह्मविद्यां सर्व्वविद्याप्रतिष्ठामथर्व्वाय ज्येष्ठपुत्त्राय प्राह॥

মণ্ডূকোপনিষদ্। ১। ১।

দেবতাদিগের অগ্রে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তিনি জগতের কর্ত্তা ও পালয়িতা। তিনি অথর্ব্ব নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকল বিদ্যার আশ্রয়-স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন।

বলা যায় না। ঐ শাস্ত্রের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে, ব্রহ্মা নিজে উহা উৎপাদন করিয়া নিজ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে অর্থাৎ প্রথম মনুষ্যকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি পুনরায় ভৃগু মরীচি প্রভৃতিকে শিক্ষা দেন এবং তন্মধ্যে ভৃগু ঋষিগণকে উহা শ্রবণ করান (১)। ঐ গ্রন্থ অতিমাত্র প্রাচীন বলিয়া প্রচার করাই একথার উদ্দেশ্য। প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৯২ পৃষ্ঠায় ঐ পুস্তক-রচনার বিষয় দেখ। তথায় উহা মানব-কল্পসূত্র হইতে সংগৃহীত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহা হইলে, সংগ্রহকার মানব নামক ব্রাহ্মণ-কুলের কোন ব্যক্তি হইবেন বোধ হয়। কিন্তু উহাতে যে নানা সময়ের রচিত বচন-সমূহ সন্নিবেশিত আছে একথা ইতিপূর্ব্বেই একবার সূচিত হইয়াছে। (৬৫পৃষ্ঠা দেখ)। টীকাকারেরা বৃহন্মনু ও বৃদ্ধমনু নামে অপর একখানি পুস্তকের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

* ঋগ্বেদসংহিতা। ৩ম, ৬২ সূ, ১০ ঋ।

† বেদের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ভাগে অর্থাৎ উপনিষদে কাল-বিশেষ-বাচক কল্প শব্দের প্রয়োগ আছে॥

"पुराकल्पे प्रचीदितम्।"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ। ৬। ২২।

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व्वं योवै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ৬। ১৮।

যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃজন করেন ও তাঁহাতে বেদ সমুদায় সংস্থাপন করেন।

মনুসংহিতাতেও ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মাকেই প্রথম ও প্রধান দেব বলিয়া পরিচয় দিতেছে। বেদশাস্ত্রের প্রাচীনতম ভাগে ব্রহ্মার নাম মাত্রও বিদ্যমান নাই, কিন্তু মনুসংহিতায় তিনিই সৃষ্টি ও সংহারের কর্ত্তা প্রধান দেব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम्।
तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्व्वलोकपितामहः॥

মনুসংহিতা। ১। ৯।

(স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক জলে বিসৃষ্ট) সেই বীজ সহস্র সূর্য্য-সদৃশ স্বর্ণময় অণ্ডরূপে পরিণত হইল; তাহাতে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন।

यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्।
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्त्यते॥

মনুসংহিতা। ১। ১১।

সেই সৎ ও অসৎ-স্বরূপ, নিত্য, অব্যক্ত * কারণ হইতে উৎপন্ন সেই পুরুষ ভূ-মণ্ডলে ব্রহ্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।

तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्।
स्वयमेवात्मनोध्यानात्तदण्डमकरोद् द्विधा॥

মনুসংহিতা। ১। ১২।

ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে এক বৎসর অবস্থিতি করিয়া আপনার চিন্তাবলে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন।

ताभ्यां स शकलाभ्याञ्च दिवं भूमिञ्च निर्ममे।
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानञ्च शाश्वतम्॥

মনুসংহিতা। ১। ১৩।

---

* अव्यक्तं वहिरिन्द्रियागोचरं।

তিনি সেই দুই ভাগ দ্বারা ভূলোক ও দ্যুলোক এবং তাহার মধ্যস্থলে আকাশ, অষ্টদিক্ ও নিত্য জল-স্থান নির্ম্মাণ করিলেন।

প্রথমতঃ।—প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ অপেক্ষায় প্রাচীনতর মনুসংহিতায় ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ—পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে প্রামাণিক উপনিষদেরও স্থানে স্থানে তিনি জগৎকর্ত্তা ও প্রথম দেবতা বলিয়া লিখিত হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ।—বাল্মীকি রামায়ণ শিবপ্রধান ও বিষ্ণু-প্রধান প্রচলিত পুরাণ সমুদয় অপেক্ষা প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই। সেই রামায়ণের একখানি পুরাতন পুস্তকে * ব্রহ্মাই সমস্ত জগতের সৃজন-কর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

অসৃজচ্চ জগৎসর্ব্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ।

(ব্রহ্মা) কৃতাত্মা পুত্রগণ সম্বলিত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

চতুর্থতঃ।—পাঠকগণ বিষ্ণ্বতারের প্রসঙ্গে দেখিতে পাইবেন, এক্ষণকার পুরাণাদিতে যে সমস্ত কথা বিষ্ণুর মহিমা প্রকাশ উদ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে, প্রাচীনতর গ্রন্থে ও প্রাচীনতর উপাখ্যানে তাহা ব্রহ্মারই মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক বলিয়া বর্ণিত আছে।

পঞ্চমতঃ।—এক্ষণে নারায়ণ বলিলে কেবল বিষ্ণুকেই বুঝায়, উক্ত সময়ে ঐ শব্দটি কেবল ব্রহ্মারই প্রতিপাদক ছিল। নারা শব্দের অর্থ জল, ব্রহ্মা জলশায়ী ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম নারায়ণ।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

মনুসংহিতা। ১। ১০।

আপ অর্থাৎ জল নরের অর্থাৎ পরমাত্মার অপত্য-স্বরূপ এই নিমিত্ত উহা নারা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা উহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত ছিলেন এই নিমিত্ত তিনি নারায়ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

এই সমস্ত কারণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মাই প্রথম দেবতা। ঐ তিনের মধ্যে তাঁহার মহিমা ও তাঁহার উপাসনাই সর্ব্বাগ্রে প্রাদুর্ভূত হয়। পরে শিব ও বিষ্ণুর উপাসকেরা প্রবল হইয়া তাঁহার মহিমা

ছিল, মহাদেব ক্রোধ-পরবশ হইয়া তাহার একটি ছেদন করিয়া ফেলেন, এই পৌরাণিক উপাখ্যানে উল্লিখিত ব্যাপারই প্রকাশ করিতেছে বোধ হয়।

ব্রহ্মা একটি নূতন দেবতা কি কোন প্রাচীন বৈদিক দেবতার রূপান্তর ইহা সহজেই জানিতে ইচ্ছা হয়। বাজসনেয়ী সংহিতায়, ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলে ও শতপথ-ব্রাহ্মণে পুরুষ নামে একটি দেবতার প্রসঙ্গ আছে। তাঁহা হইতে এই জগৎ ও জগতের অন্তর্গত বস্তু সমুদায় উৎপন্ন হয়। সেই সৃষ্টি-প্রকরণের সহিত মনুসংহিতাপ্রোক্ত সৃষ্টি-প্রকরণের বেদ, বর্ণ, বিরাট্ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের এরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ উভয়কে কখনই অসম্বদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায় না। পশ্চাৎ ঐ উভয়ের অন্তর্গত সেই কয়েকটি বিষয় পার্শ্বাপার্শ্বী করিয়া লিখিত হইতেছে, দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

পুরুষ	ব্রহ্মা
ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत् स प्रजापतिः। শতপথ-ব্রাহ্মণ। ১১। ১। ৬। ২।	तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम्। तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्व्वलोकपितामहः॥ মনুসংহিতা। ১। ৯।
সম্বৎসর পরে সেই অণ্ড হইতে পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলেন, তিনিই প্রজাপতি।	সেই বীজ সহস্র-সূর্য্য-সদৃশ স্বর্ণময় অণ্ডরূপে পরিণত হইল; তাহাতে সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন।
तस्माद्विराड़जायत विराजो अधिपूरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः॥ ঋগ্বেদসংহিতা ১০ ম। ৯০ সূ। ৫ ঋ।	द्विधा कृत्वात्मनो देह- मर्द्धेन पुरुषोऽभवत्। अर्द्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः॥ মনুসংহিতা। ১। ৩২।

পুরুষ।

তাঁহা হইতে বিরাট জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং বিরাট হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। উৎপন্ন হইয়া, পশ্চাৎ ও সম্মুখ উভয় দিকেই ভূমণ্ডল অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত হইলেন।

तस्माद् यज्ञात् सर्व्वहुत-
ऋच: सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्
यजुस्तस्मादजायत॥

ঋগ্বেদ সংহিতা। ১০ ম। ৯০ সূ। ৯ঋ।

সেই সর্ব্বময় যজ্ঞ হইতে ঋক্, সাম, যজু ও ছন্দ সমুদায় উৎপন্ন হইল।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्
बाहू राजन्य: कृत:।
ऊरू तदस्य यद्वैश्य:
पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥

ঋগ্বেদসংহিতা। ১০ম। ৯০সূ। ১২ ঋ।

ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়কে তাঁহার বাহু করা হয় এবং বৈশ্য তাঁহার উরু। শূদ্র তাঁহার পদ-যুগল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মা।

ব্রহ্মা নিজ দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধে পুরুষ ও অপরার্দ্ধে নারী হইলেন, এবং সেই নারী-সহযোগে বিরাট্ উৎপাদন করিলেন।

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं
ब्रह्म सनातनम्।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजु:
सामलक्षणम्॥

মনুসংহিতা। ১। ২৩।

তিনি যজ্ঞ-সাধনার্থ অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতে ঋক্, যজু, সাম এই তিন সনাতন বেদ উদ্ধৃত করিলেন।

लोकानान्तु विवृद्ध्यर्थं
मुखबाहूरुपादत:।
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं
शूद्रञ्च निरवर्त्तयत्॥

মনুসংহিতা। ১। ৩১।

লোক-বৃদ্ধির উদ্দেশে আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উৎপাদন করিলেন।

পুরুষসূক্তের বচনানুসারে, পুরুষের সহস্র মস্তক *। ব্রহ্মারও চারি দিকেই মুখ। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের একাশী সূক্তে বিশ্বকর্ম্মার প্রসঙ্গ আছে। তাহাতে সকল দিকেই তাঁহার মুখ, সকল দিকেই চক্ষু, সকল দিকেই

বাহু ও সকল দিকেই পদ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনিই ভূলোক ও দ্যুলোক উৎপাদন করেন।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

ঋগ্বেদসংহিতা। ১০ম। ৮১ সূ। ৩ ঋ।

(বিশ্বকর্ম্মার) সকল দিকেই চক্ষু, সকল দিকেই মুখ, সকল দিকেই বাহু এবং সকল দিকেই পদ।

এই বচনানুসারেও ব্রহ্মার সকল দিকে মুখ ও সকল দিকে চক্ষু কল্পিত হওয়া অসম্ভব নয়।

ইতি পূর্ব্বেই দৃষ্টি করা গিয়াছে, মনুসংহিতায় যেমন অণ্ড হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি প্রসঙ্গ আছে, শতপথ-ব্রাহ্মণে পুরুষের বিষয়ও অবিকল সেইরূপ লিখিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি প্রজাপতির সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

সএব পুরুষঃ প্রজাপতিরভবদ্ অয়মেব স যোঽয়মগ্নিশ্চীয়তে।

শতপথ-ব্রাহ্মণ। ৬। ১। ১। ৫।

সেই পুরুষই প্রজাপতি হইলেন। এই যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেই পুরুষই এই অগ্নি।

উল্লিখিত শতপথ-ব্রাহ্মণ বা তাদৃশ কোন প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণানুসারে মনুসংহিতায় অণ্ডোৎপত্তির বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। পুরুষসূক্ত ও শতপথ-ব্রাহ্মণের পুরুষ মনুসংহিতার ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মারও অন্য একটি নাম প্রজাপতি।

এই দুই একরূপ দেবতার মধ্যে প্রাচীনতর শাস্ত্রে পুরুষের প্রসঙ্গ ও তদপেক্ষা অপ্রাচীন শাস্ত্রে ব্রহ্মার বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। অতএব অগ্রে পুরুষ পরে ব্রহ্মা হিন্দুদের দেব-মণ্ডলীর মধ্যে অবতীর্ণ হন। সুতরাং ব্রহ্মা পুরুষ দেবেরই পরিণাম বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইয়া উঠিতেছে। ব্রহ্মার অন্য একটি নাম পুরুষ * এবং জন-সমাজে তিনি আদি-পুরুষ বলিয়া প্রবাদও আছে।

---

* ভাগবতাদি অপ্রাচীন গ্রন্থে বিষ্ণুও পুরুষ ও পুরুষের অনুরূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (ভাগবত ২স্ক। ১, ৫ ও ৬অ)। পাঠকগণ পশ্চাৎ দেখিতে পাইবেন, এক্ষণে

ইতি পূর্ব্বে ব্রহ্মার বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা এইটি প্রতীয়মান হইয়া উঠিতেছে যে, পূর্ব্বকালে শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা প্রাদুর্ভূত হইবার অগ্রে ব্রহ্মার উপাসনা প্রচলিত ছিল। গ্রন্থ-বিশেষে ব্রহ্মমহোৎসব নামে একটি মহোৎসবের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তদুপলক্ষে মল্লগণ নানা স্থান হইতে উপস্থিত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিত এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি বলবান্ জন্তুর সহিতও যুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ বল-বিক্রমের পরিচয় দিত এইরূপ লিখিত আছে *। শঙ্করাচার্য্যের সময়েও ব্রহ্মার উপাসক-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল; তাহারা চতুর্ম্মুখ, কমণ্ডলু এবং শ্মশ্রু প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকিত।

চতুর্মুখকমণ্ডলুকূর্চ্চাদিচিহ্নধরোমুক্তঃ ক্রীড়তি।

শঙ্করবিজয়। ১১ একাদশ প্রকরণ।

চতুর্ম্মুখ, কমণ্ডলু, শ্মশ্রু প্রভৃতি চিহ্ন-ধারী হিরণ্যগর্ভোপাসক মুক্ত হইয়া ক্রীড়া করেন।

এক্ষণে ব্রহ্মার উপাসনা এক প্রকার লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই হয়। কেবল এদেশে গৃহ-দাহ-নিবারণ উদ্দেশে গ্রীষ্মকালে স্থানে স্থানে ব্রহ্মার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। আজমীরের অন্তর্গত পোথর ও দোয়াবের অন্তঃপাতী বিঠুর এই দুই স্থানে অদ্যাপি কিয়ৎপরিমাণে ব্রহ্মার পূজা প্রচারিত আছে। বিঠুরের মধ্যে ব্রহ্মবর্ত্তঘাট নামে একটি ঘাট আছে, তথায় প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণী পৌর্ণমাসীতে একটি উৎসব হইয়া থাকে। লোকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, ব্রহ্মা সৃষ্টি-ক্রিয়া সমাপন করিয়া সেই স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। নবদ্বীপের নিকট ব্রহ্মাণীতলা নামে একটি পীঠস্থান আছে, তথায় শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে একটি মহোৎসব হয়। চতুষ্পার্শ্বের অন্ত্যজ অবধি ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকল বর্ণেই তথায় ব্রহ্মাণীর পূজা দেয় এবং দূরদূরান্তর হইতে ব্যবসায়ী লোকে নানাবিধ দ্রব্যজাত লইয়া বিক্রয় করিতে যায়। এই উপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়া থাকে।

লি পূর্ব্বে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য প্রতিপাদক বলিয়া প্রচারিত ছিল। এস্থলেও অবিকল সেইরূপ টিয়াছে। পুরুষ দেবের যে সমস্ত গুণ প্রথমে ব্রহ্মার গুণ বলিয়া বর্ণিত হয়, সেই সমস্ত পরে াবার বিষ্ণুতে আরোপ করা হইয়াছে। রামায়ণের একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন স্থলে র্থাৎ যুদ্ধকাণ্ডের ১১৯ সর্গে রামও পুরুষ এবং নানা অংশে পুরুষ গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া র্ণিত হইয়াছেন।

* মহাভারত। বিরাট পর্ব্ব। ১৩ অধ্যায়।

ব্রহ্মার মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক মনুসংহিতায় শিব বিষ্ণুর নাম উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থের রচনা ও সঙ্কলনের সময়ে তাঁহারা এক্ষণকার মত উন্নত পদ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা ঐ শাস্ত্রে কেবল অঙ্গ-বিশেষের অধিষ্ঠাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরম্।
বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিম্॥

মনুসংহিতা। ১২। ১২১।

মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র, কর্ণের অধিষ্ঠাতা দিক্, পদের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, বলের অধিষ্ঠাতা হর, বাক্যের অধিষ্ঠাতা অগ্নি, পায়ু-দেশের অধিষ্ঠাতা মিত্র ও অপত্যোৎপাদন স্থানের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি। এই সমস্ত দেবতাকে ঐ ঐ অঙ্গের সহিত অভিন্ন বলিয়া ভাবনা করিবে।

উক্ত শ্লোকেই দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতি প্রধান বৈদিক দেবতাদের আর পূর্ব্ব-গৌরব ছিল না; তাঁহারা সে সময়ে সামান্য দেবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। অন্যত্র ইন্দ্র, বরুণাদি অন্যান্য বৈদিক দেবতারও প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাঁহারাও তথায় বেদ-প্রসিদ্ধ উচ্চ পদ হইতে প্রচ্যুত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন *। ঐ দুইটি সর্ব্বপ্রধান বৈদিক দেব প্রত্যেকে কেবল দিগ্বিশেষের অধিষ্ঠাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন †।

বচন-বিশেষে লক্ষ্মী ও ভদ্রকালীর নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে ‡। পৌরাণিক মতে লক্ষ্মী বিষ্ণু-শক্তি ও ভদ্রকালী শিব-শক্তি। এখন যে দুইটি বিষ্ণ্বতারের উপাসনা অতিমাত্র প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, মনুসংহিতায় সেই রাম ও কৃষ্ণের নাম গন্ধও বিদ্যমান নাই। কিন্তু উহা রচিত হইবার পূর্ব্বে প্রতিমা-পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বোধ হয়। উহাতে দেব প্রতিমা ও দেবল ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ আছে ¶, কিন্তু দেবলের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে। দেবগণকে ঘৃতাহুতি প্রদান করাই প্রচলিত ছিল, এক্ষণকার মত পুষ্পচন্দন নৈবেদ্যাদি প্রদানের রীতি থাকিবার কোন নিদর্শন লক্ষিত হয় না।

---

* ইন্দ্র, বায়ু, যম, বরুণ, ধন্বন্তরি, দ্যৌ, পৃথিবী, কুহূ, অনুমতি, জলদেবতা ও বনস্পতি অর্থাৎ বনদেবতার নামোল্লেখ এবং তাঁহাদের উদ্দেশে হোম ও বলি প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। (মনুসংহিতা। ৩। ৮৫—৮৮ এবং ৯। ৩০৩।)

† মনুসংহিতা। ৩। ৮৭।

‡ মনুসংহিতা। ৩। ৮৯।

যে বিষ্ণু ও শিব মনুসংহিতা-সঙ্কলনের সময়ে পদ ও বলের অধিষ্ঠাতা মাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রে তাঁহাদের মহিমা পরিবর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাদিগকে পরাৎপর পরমেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

যে প্রকার ভাষায় ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্র সমুদায় বিরচিত হয় এবং যাহা কিছু কিছু রূপান্তরিত ও পরিষ্কৃত হইয়া পশ্চাৎ সংস্কৃত নামে প্রসিদ্ধ হয় *, সেই সুপ্রাচীন আর্য্য-ভাষা পূর্ব্বকালে জনসমাজ-বিশেষের দেশ-ভাষা ছিল †। যেমন বাঙ্গালায় বাঙ্গলা, হিন্দুস্থানে হিন্দুস্থানী ও মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্রী ভাষা কথোপকথনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এককালে আর্য্য-সমাজে ঐ বৈদিক ভাষা সেইরূপ হইত। ঐ ভাষাই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া পালি ও প্রাকৃত ভাষা সমুদায় উৎপন্ন হয় তাহার সন্দেহ নাই ‡। বৈদিক ভাষার সহিত ঐ দুই

* যেমন বাঙ্গালার দেশ-ভাষা পরিষ্কৃত ও সংস্কৃতানুগত করিয়া তাহার নাম সাধুভাষা দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ, পূর্ব্বকালে কথোপকথনে ব্যবহৃত আর্য্যভাষা পরিষ্কৃত ও ব্যাকরণানুগত করিয়া তাহার নাম সংস্কৃত রাখা হয়। সংস্কৃত শব্দের অর্থ পরিষ্কৃত বই আর কিছুই নয়। রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর কোন গ্রন্থে এই নামটি বিদ্যমান নাই। এখন বৈদিক ও সারসিক উভয় প্রকার ভাষাই সংস্কৃত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; যেমন বৈদিক সংস্কৃত ও সারসিক সংস্কৃত। তদনুসারে, এই প্রবন্ধের মধ্যে স্থানে স্থানে বৈদিক ভাষাও সংস্কৃত বলিয়া লিখিত হইবে।

† যত সময় ব্যাপিয়া ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্র সমুদায় বিরচিত হয়, তাহার মধ্যে সিন্ধু নদের পশ্চিমোত্তর হইতে গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্গত অন্তর্ব্বেদী পর্য্যন্ত আর্য্যবংশীয় হিন্দুদের বসতি-বিস্তার হইয়া যায় (১)। এইরূপ বিস্তৃত ভূমি-খণ্ডে এরূপ একটিমাত্র অভিন্ন ভাষা প্রচলিত যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাহার শব্দ ও বিভক্তির কোন অংশে কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না এটি একটি অসম্ভব কথা। কথোপকথনে প্রচলিত ভাষা স্থান-ভেদে ও সময়-ভেদে পরিবর্ত্তিত না হইয়া যায় না, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরাও ইহা একরূপ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, উত্তর দেশের ভাষা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল। যাস্ক ঋষি বলেন; অন্য স্থানে অপ্রচলিত গত্যর্থ ক্রিয়া-বিশেষ কাম্বোজ দেশে প্রচলিত ছিল। দেশ বা প্রদেশ বিশেষে সংস্কৃত ভাষার যে অবস্থা বিশেষ উৎপন্ন হয়, ঐ সকল বাক্য-প্রমাণে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে (২)।

‡ লেসেন্ ও বিওর্ন্ফ্ প্রণীত Essai Sur le Pali নামক পুস্তকখানি এ বিষয়ের একখানি সুন্দর গ্রন্থ। শ্রীমান্ বেবের এবিষয়ের একটি স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রাকৃত ভাষা সমুদায় বৈদিক ভাষার সমকালবর্ত্তী। তাঁহার এই অভিপ্রায়টি না ভারতবর্ষীয় প্রাচীনপণ্ডিতগণের মতানুযায়ী না অধুনাতন ইউরোপীয় প্রধান প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ

(১) প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৬৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(২) প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৮ ও ৯ পৃষ্ঠায় এবিষয়ের প্রমান দেখিতে পাইবে।

প্রকার ভাষার অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় *। অতএব বৈদিক ভাষা হইতেই সেই সমুদায়ের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। সেই সমস্ত পুনরায়

পণ্ডিতগণেরই অনুমোদিত শ্রীমান্ ওফেট্ স্পষ্টাক্ষরে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন (১)। প্রাকৃত যে সংস্কৃতের রূপান্তর, একথা ভারতবর্ষীয় বৈয়াকরণেরাও অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, প্রাকৃতের মধ্যে তিন প্রকার শব্দ সন্নিবেশিত আছে; তৎসম অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংস্কৃত, তদ্ভব অর্থাৎ সংস্কৃতসম্ভূত এবং দেশ অর্থাৎ দেশ-প্রচলিত অসংস্কৃত শব্দ। তাঁহাদের এ অভিপ্রায়টি নিতান্ত প্রমাণ-সিদ্ধ। পূর্ব্বতন পালি ও প্রাকৃতে এবং অধুনাতন দেশ ভাষা সমুদায়ে এইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

* এবিষয়ের দুই চারিটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পালিতে গো শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে গোণাং হয়। এটি বৈদিক গোনাং পদেরই অনুরূপ। পালি ভাষায় ফল, অস্থি, মধু এই সকল ক্লীবলিঙ্গ শব্দের কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারকের বহুবচনে ফলা অথী ও মধু হয়। এ সমুদায়ই বৈদিক রূপ। সংস্কৃত কৃত্বা পদের পরিবর্ত্তে পালি ও প্রাকৃতে কর্ত্তান বা কাতুন হয়। এটিও বৈদিক শব্দরূপের অনুরূপ। সারসিক পীত্বা ও ইষ্ট্বা পদের স্থলে বেদে পীত্বাতম্ ও ইষ্টীনম্ পদের প্রয়োগ আছে। নিরুক্তে (৬।৭) লিখিত আছে, বয়ম্ পদের সকল কারকেই অস্মে হয়। পালিতেও সকল কারকেই অম্হে হইয়া থাকে; যেমন কর্ত্তা কারকে অম্হে কর্ম্ম কারকে অম্হে ও অম্হাকম্, করণে অম্হেভি অথবা অম্হেহি এবং সম্বন্ধ কারকে অম্হাকম্। সারসিক সংস্কৃতে অকারান্ত শব্দের করণ কারকের বহুচনে ঐ অকারের পরিবর্ত্তে ঐঃ আদেশ হয়। যেমন শিবৈঃ। বেদে ঐঃ এবং এভিঃ উভয়ই হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যোনূতনৈরুত। (ঋ—সং ২ ঋক।) পালিতেও এস্থলে এভি ও এহি আদিষ্ট হইয়া থাকে; যেমন বুদ্ধেভি বা বুদ্ধেহি।

ছন্দের অনুরোধেই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, দুই, তিন ও চারি অক্ষরের সংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষর-বিশেষের স্থানে অযুক্তাক্ষর আদিষ্ট হইয়া বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ যথাক্রমে তিন, চারি ও পাঁচ অক্ষরের শব্দ হইয়াছে, যেমন যত্নে, রত্নে, ধর্ম্মে, শ্বশ্রূঃ, কুব্জা, দর্শনে ও অদর্শনে পদের পরিবর্ত্তে যতনে, রতনে, ধরমে শাশুড়ী, কুবুজা; দরশনে ও অদরশনে পদ, বৈদিক ভাষাতেও অবিকল সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে; যেমন ত্বম্, তুর্য্যাম্, মত্যায়, বরেণ্যম্, অমাত্যম্ ইত্যাদি পদের স্থানে তুঅম্, তুরিয়ম্, মর্ত্তিআয়, বরেনিঅম্ ও অমাতিঅম্ পদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃত ভাষা সমুদায়েও শব্দ সমূহের ঐরূপ অক্ষর-বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রী, ত্বম্, জ্ঞাত্বা, চন্দ্রেণ, শক্নোমি, চৈত্রঃ, কায়স্থঃ, শ্যাল, ক্রিয়া, নিরাকৃত্য ইত্যাদি সংস্কৃত পদের স্থানে সিরি, তুমং, জাণিঅ, চাঁদএণ, সক্কণোমি, চইত্তো, কাঅথও, সালঅ, কিরিআ, ণিরাকরিঅ ইত্যাদি পদ প্রচলিত দেখা যায়।

এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৈদিক ভাষাই প্রাকৃত ভাষার মূল এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। পালি ও প্রাকৃত যে নিতান্ত অপ্রাচীন নয় তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে পালি যে, দেশ ভাষা ছিল ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (২)। ললিত বিস্তর নামক বুদ্ধচরিত গ্রন্থে গাথা নামক কতকগুলি বচন বিনিবেশিত আছে। চীন-দেশীয় বৌদ্ধদিগের পুস্তকে লিখিত আছে, ঐ গ্রন্থ ৭৬ খৃষ্টাব্দে চীন ভাষায় অনুবাদিত হয়। ইহা হইলে খৃষ্টাব্দ-প্রবর্ত্তনের অর্থাৎ ১৯০০ উনিশ শ বৎসরের পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ ও সুতরাং উহার

(১) Professor Aufrecht's remarks on Professor Weber's opinion inserted in Muir's Original Sanskrit Texts, Vol. II, 1871, p. 131.

(২) উপক্রমণিকাংশের ৮০ পৃষ্ঠা দেখ।

ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া অধুনাতন হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ-ভাষায় পরিণত হইয়াছে। সেই মূলীভূত বৈদিক ভাষা সমুদায় কথোপকথনে প্রচলিত না থাকিলে কখনই এরূপ ঘটিতে পারে না। লেসন্, ওয়েষ্টর্, বেন্‌ফি, কুন্, মিয়র্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা

অন্তর্গত গাথা সমস্ত প্রচারিত ছিল বলিতে হয়। পালিমহাবংশ নামক পুস্তকের ৩৭ সাঁইত্রিশ পরিচ্ছেদে গাথার প্রসঙ্গ আছে (১)। অশোক রাজার খোদিত অনুশাসনপত্রে মুনিগাথা অর্থাৎ মুনিপ্রণীত গাথার উল্লেখ আছে (২)। অতএব খৃষ্টাব্দের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে গাথার ভাষা প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। গাথার মধ্যে অনেকানেক অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ এবং অবিকল পালি ও প্রাকৃত পদ বা তাহার অনুরূপ শব্দ-সমূহ সন্নিবেশিত আছে। উহার ভাষা এক দিকে সংস্কৃত ও অপরদিকে পালি ও প্রাকৃত এই উভয়ের মধ্যস্থলবর্ত্তী। সংস্কৃত ভাষা কথোপকথন-ক্রমে ক্রমশঃ অপভ্রষ্ট হইয়া যে সকল ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, গাথা তাহার একটি সুপ্রাচীন ভাষা। সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃত অপেক্ষা পালি ভাষার অধিক সাদৃশ্য ও নৈকট্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন,—

সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত
জীবিতম্	জীবিতং	জীবিঅং, জীঅং
পিতা	পিতা	পিআ
কথয়িতুম্	কথেতুং	কধেদুং
ষষ্টিঃ	ষট্‌ঠি	ষট্‌ঠি

অতএব পালি ভাষা সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত সমুদায় প্রকার প্রাকৃত অপেক্ষা প্রাচীন এবং গাথার ভাষা পালি অপেক্ষা প্রাচীন হওয়াই সম্ভব।

যখন অশোক রাজার অনুশাসনপত্রে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ-প্রবর্ত্তনের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে একরূপ পালি ভাষা প্রচলিত ছিল দেখা গিয়াছে (৩), তখন গাথার ভাষা খৃ, পূ, পঞ্চম শতাব্দী অপেক্ষা অপ্রাচীন হওয়া সম্ভব নয়। ফলতঃ উহা শাক্যমুনির সময়ের অর্থাৎ খৃ, পূ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর দেশ ভাষা-বিশেষ বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে (৪)।

বেদের ব্রাহ্মণভাগের মধ্যেও নিকৃষ্ট ভাষা-কথনের প্রসঙ্গ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শ্যাপর্ণ নামক সত্ত্ব-বংশীয়েরা অপবিত্র-ভাষী (পূতায়ৈ বাচো বদিতারঃ) এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ব্রাত্যেরা ইতর-ভাষী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (৩, ২, ১, ২৪)

---

(১) Turnour's Mahavanso, 1837, p, 252.

(২) বিওর্নুফ এই "মুনিগাথা" মুনি-প্রণীত অর্থাৎ শাক্য-প্রণীত বলিয়া অর্থ করেন। কিন্তু প্রিন্সেপ্ ও উইলসন্ হিন্দু-শাস্ত্র-বিশেষ বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—Journal of the Royal Asiatic Society, Vol, XVI., pp. 359, 363 and 367.

(৩) বৌদ্ধ শাস্ত্রের পালি ও অশোক রাজার খোদিত লিপির পালি এই উভয়ে কিছু কিছু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি পালির কতকগুলি শব্দরূপ খোদিত লিপি অপেক্ষা প্রাচীন এবং খোদিত লিপির কতকগুলি শব্দরূপ পালি অপেক্ষা প্রাচীন।

(৪) Rajendra Lall Mitra's dissertation on the Gatha dialect in No 6 of the Journal As. Soc., Bengal. 1854. and Muir's Original Sanskrit Texts, Vol., II., 1871, chap. I., sec. VII পাঠ কর।

অনেকে এবিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ ও অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমান্ মিয়র্ তাঁহার সুপ্রমাণ-সিদ্ধ সমীচীন গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের একটি প্রবন্ধমধ্যে সুস্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন, লাটিন্-ভাষা যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া ইটালীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সংস্কৃত-ভাষা-সম্ভূত পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেও অনেক স্থলে অবিকল সেইরূপ শব্দ-পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয়টি বাঙ্গালা-দেশীয় পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার উদ্দেশে ঐ প্রবন্ধ হইতে তাহার কয়েকটি শব্দ এই প্রস্তাবসংক্রান্ত অন্য অন্য বিষয় সম্বলিত পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে।

সংস্কৃত ও লাটিন্ উভয় ভাষাব শব্দের ক্ত্ বা ক্ট্, প্ত্ বা প্ট্, প্ল্ বা ক্ল্, ক্ষ্ এই সমস্ত যুক্ত বর্ণ স্থানে পালি, প্রাকৃত ও ইটালীয় ভাষায় ত্ত বা ট্ট্, ত্ত্ বা ট্ট্, প্, বা ক্ক্ এবং জ্জ্ বর্ণের আদেশ হয়। শব্দ-বিশেষের ক্, প্, ল্, ও ব্ বর্ণ লুপ্ত হইয়া পর-বর্ণের ও কদাচিৎ পূর্ব্ব-বর্ণেরও দ্বিত্ব হয়।

লাটিন্	ইটালীয়	সংস্কৃত	পালি বা প্রাকৃত
পর্ফেক্টস্	পের্ফেট্টো	মুক্তস্	মুত্তো
জঙ্ক্টস্	জুণ্টো	ভক্তস্	ভত্তো
ট্রেক্টস্	ট্রাট্টো	ভুক্তস্	ভুত্তো
রপ্টস্	রোট্টো	উপ্তস্	উত্তো
কেপ্টাইবস্	কাট্টিবো	তৃপ্তিস্	তিত্তি

সুরেরা একরূপ নীচ ভাষী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। (১) যদি ঐ সমস্ত ইতর ভাষা অপভ্রষ্ট সংস্কৃত অর্থাৎ প্রাকৃতাদি দেশ-ভাষা হয়, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ-রচনের পূর্ব্বে অর্থাৎ সারসিক সংস্কৃত উৎপন্ন হইবার অগ্রেই বৈদিক ভাষা রূপান্তরিত হইয়া ক্রমশঃ গাথা, পালি ও প্রাকৃত ভাষা সমুদায়ের উৎপত্তি হয় একরূপ স্বীকার করিতে হইতেছে। কিছু পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ব্রাহ্মণেরা এক সময়ে দেব ও মনুষ্য উভয় ভাষাতেই কথোপকথন করিতেন। ইহা ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে লিখিত আছে। সেই মনুষ্য-ভাষা যদি প্রাকৃত হয়, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ-বচনকেও উক্ত সিদ্ধান্তেরই পোষক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়।

সারসিক সংস্কৃতে সন্ধি-সমাসের যেরূপ আড়ম্বর, কথোপকথনে ব্যবহৃত ভাষায় সেরূপ থাকা সম্ভব নয়। তাহা হইলে লোকের বোধগম্যই হয় না। বৈদিক সংস্কৃত সেরূপ নয়; অতি সরল। সুতরাং কথোপকথনে ব্যবহৃত হইবার নিতান্ত উপযুক্ত। এ বিবেচনা অনুসারেও, সারসিক অপেক্ষা বৈদিক সংস্কৃতই দেশভাষা স্বরূপ প্রচলিত থাকা অধিকতর সম্ভব ও সঙ্গত।

(১) Weber's History of Indian Literature, p 180.

লাটিন্	ইটালীয়	সংস্কৃত	পালি বা প্রাকৃত
এস্সম্প্টস্	আস্থন্টো	তপ্তস্	তত্ত
প্লেক্স্টস্	পিয়াণ্টো	বিক্লবস্	বিক্কবো
সব্জেক্টস	সোড্জেট্টো	কুব্জস্	খুজ্জো
অব্জেক্টস্	ওড্জেট্টো	অব্জস্	অজ্জো
ডিক্টস্	ডেট্টো	যুক্তস্	জুত্তো
ফ্রুক্টস্	ফ্রুট্টো	সিক্থক্	সিত্থও
ফ্রেক্টস্	ফ্রাট্টো	সক্তস্	সত্তো
এপ্টস্	আট্টো	সুপ্তস্	সুত্তো
সেপ্টেম্	সেট্টে	লুপ্তস্	লুত্তো
সব্টস্ *	সট্টো	সপ্তমস্	সত্তমো

উল্লিখিত লাটিন্ ও সংস্কৃত পদ সমূহের অন্তস্থিত অস্ভাগের স্থানে ইটালীয়, পালি ও প্রাকৃত পদে ওকারের আদেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এইরূপ বিভক্তি-পরিবর্ত্তনেরও সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

জগতের কোন পদার্থই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত নয়। ইটালি ও আর্য্যাবর্ত্তে ভাষার পরিবর্ত্তন একরূপই ঘটিয়াছে। যখন ইটালি দেশে কথোপকথন-ক্রমেই ভাষার ঐরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তখন আর্য্যাবর্ত্তেও ঐ কারণেই পালি ও প্রাকৃত শব্দরূপ উৎপন্ন হইয়াছে বই আর কি মনে করিতে পারা যায়?

একরূপ সংস্কৃত যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যকুলের দেশ-ভাষা স্বরূপ প্রচলিত ছিল, প্রাচীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যাস্ক ও পাণিনি নিজ নিজ সময়ের প্রচলিত সংস্কৃতকে ভাষা এবং বৈদিক সংস্কৃতকে অন্বধ্যায়, ছন্দস ও নিগম প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

तेषामेते चत्वार: उपमार्थे भवन्ति इति। 'इव' इति भाषायाञ्च अन्वध्यायञ्च 'अग्निरिव' 'इन्द्र: इव' इति। 'न' इति प्रतिषेधार्थीयो भाषायामुभयमन्वध्यायम्।

নিরুক্ত। ১। ৪॥

সেই সমুদায় নিপাত শব্দের মধ্যে চারিটি উপমার্থে ব্যবহৃত হয়। ভাষা ও অন্বধ্যায় (অর্থাৎ বেদ) উভয়েতেই ইব শব্দের এই অর্থ। অগ্নিরিব, ইন্দ্র-

---

* লাটিন শব্দ গুলির [illegible]

ইব, অর্থাৎ অগ্নিসদৃশ, ইন্দ্রসদৃশ। ন শব্দ ভাষায় কেবল প্রতিষেধার্থে প্রয়োজিত হয়। বেদে নিষেধ ও উপমা উভয়ার্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এইরূপ পাণিনি ব্যাকরণেরও 'ভাষায়াং সদবসশ্রুবঃ (৩।২।১০৮।), "স্থে চ ভাষায়াং" (৬।৩।২০।), "বিভাষা ভাষায়াং" (৬।১।১৮১।), "প্রথমায়াশ্চ দ্বিবচনে ভাষায়াং" (৭।২।৮৮।) এই সমুদায় সূত্রে ভাষার উল্লেখ করিয়া ভাষা পদ সমুদায় সিদ্ধ করা হইয়াছে। সে সমুদায় পদ এই, সেদিবান্, অধ্যূষিবান্, শুশ্রুবান, সমস্থঃ, কূটস্থঃ, পঞ্চভিঃ, তিসৃভিঃ, চতসৃভিঃ, যুবাং, আবাং, যুবয়োঃ, আবয়োঃ। এ সমুদায়ই সংস্কৃত পদ দেখা যাইতেছে। আর পাণিনি সূত্রবিশেষে যে সমস্ত বৈদিক পদ সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ছন্দস্, নিগম, মন্ত্রাদির প্রয়োগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে *। এই সমুদায় শব্দের অর্থ বেদ। অতএব যাস্কের ন্যায় তাঁহারও সময়ে বৈদিক পদ ও ভাষা পদ পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল ইহা স্পষ্টই জানিতে পারা যাইতেছে।

উল্লিখিত ভাষা শব্দ দেশ-ভাষা-বাচক ভিন্ন আর কি হইবে? অদ্যাবধি ভারতবর্ষে দেশ-ভাষা ভাষা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ব্রজভাষার অর্থ বৃন্দাবন অঞ্চলের দেশ-ভাষা। বাঙ্গলা-দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বাঙ্গলা গ্রন্থকে ভাষা-গ্রন্থই বলিয়া থাকেন। রামমোহন রায় মাণ্ডুক্যোপনিষদ ও বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভাষা-বিবরণ প্রচার করেন। সেই "ভাষা-বিবরণ" পদের অর্থ বাঙ্গলা অনুবাদ বই আর কিছুই নয়। অতএব যখন যাস্ক ও পাণিনি গ্রন্থে সংস্কৃত পদ সমুদায় ভাষা-পদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের সময়ে ভারতভূমিতে † সংস্কৃত ভাষা দেশ-ভাষা স্বরূপ প্রচলিত ছিল বলিতে হইবে।

---

* "বিভাষাচ্ছন্দসি" (১।২।৩৬।) "অয়স্ময়াদীনি ছন্দসি" (১।৪।২০।), "মন্ত্রে ঘসহ্বরণশবৃদহাদ্বৃচ্কৃগমিজনিভ্যো লেঃ" (২।৪।৮০।), "বহ্বামে চর্ষৌ" (৪।৪।৯৬।), "সাঢ্যৈ সাঢ্বা সাঢেতিনিগমে" (৬।৩।১১৩।), "ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং" (৬।৩।১৩৩।), "বা ষপূর্ব্বস্য নিগমে" (৬।৪।৯।) এই সমুদায় সূত্রে ছন্দঃ, মন্ত্র, নিগমাদি বেদ-বাচক শব্দের উল্লেখ করিয়া বৈদিক পদ সমুদায় সিদ্ধ করা হইয়াছে; যেমন অয়স্ময়, সাঢ্বা, সাঢা ইত্যাদি। সারসিক সংস্কৃতে এই সকল শব্দের স্থলে অয়োময়, সোঢ্বা, সোঢা ইত্যাদি প্রচলিত আছে।

† অশোক রাজার অনুশাসনপত্র যে কয়েক প্রকার দেশ-ভাষায় বিরচিত হয়, তাহার একটি আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব খণ্ডে, অন্য একটি পেসোয়ার প্রদেশে এবং অপর একটি গুজরাট অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। অতএব ঐ সময়ের পূর্ব্বে কথোপকথন ক্রমে উৎপন্ন সে সমস্ত ভাষার মূলীভূত সংস্কৃতও ভারতভূমির ঐ সমস্ত ভাগের দেশ-ভাষা ছিল বলিতে হইবে।

সিন্ধু নদের পশ্চিম প্রদেশের অনেকানেক গ্রাম নগরাদির সংস্কৃত নাম ছিল, ঐ অঞ্চলের অধুনাতন কোন কোন ভাষা সংস্কৃত-মূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রীদের

মনুসংহিতা-কারক আর্য্য ও ম্লেচ্ছ দুই প্রকার ভাষার প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতযো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥

মনুসংহিতা। ১০। ৪৫॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে যাহারা ক্রিয়া-লোপাদি দোষে সমাজ-বহির্ভূত হয়, তাহারা আর্য্য-ভাষী বা ম্লেচ্ছ-ভাষী হউক, সকলেই দস্যু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

নিরুক্ত-পরিশিষ্টের ভাষ্যে উদ্ধৃত একটি ব্রাহ্মণ-বচনে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণেরা দুই প্রকার ভাষায় কথোপকথন করেন; দেবভাষা ও মনুষ্য-ভাষা।

ব্রাহ্মণা উভযীং বদন্তি যা চ দেবানাং যা চ মনুষ্যাণাম্।

নিরুক্ত-পরিশিষ্ট-ভাষ্য। ১। ৯॥

বোধ হয়, এই ব্রাহ্মণ-রচনার সময়ে ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ও প্রচলিত সংস্কৃত অথবা প্রচলিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা * উভয়ই ব্যবহার করিতেন ইহাই নির্দ্দেশ করা এই বচনের উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বেই (২৫৮ পৃষ্ঠায়) অন্যান্য ব্রাহ্মণেও অসংস্কৃত-কথনের প্রসঙ্গ আছে দৃষ্ট হইয়াছে। অতএব শেষোক্ত কল্পই সর্ব্বতোভাবে সম্ভাবিত বোধ হয়। যাহা হউক, ব্রাহ্মণেরা যে এক সময়ে সংস্কৃত-ভাষী ছিলেন, এই বচনে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষীয় আর্য্যসমাজের যেরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোক ও শূদ্র-জাতীয়েরা বেদ-রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে †, সুতরাং যে অবস্থায় অপর সাধারণ সকলেই সংস্কৃতভাষী ‡ ছিল, উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-বচনটি তাহার উত্তরকালীন অবস্থার পরিচায়ক।

প্রমাণানুসারে জানিতে পারা যাইতেছে, পূর্ব্বকালে সংস্কৃতই ঐ প্রদেশে দেশ-ভাষা ছিল। অধুনাতন মহারাষ্ট্রীয় ভাষা সংস্কৃত-মূলক। সুতরাং পূর্ব্বকালে উহার মূল-স্বরূপ সংস্কৃত ভাষা সেখানেও প্রচলিত ছিল বলিতে হয়। অতএব এক সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত সম্বলিত বহু-বিস্তৃত ভূমি-খণ্ড-নিবাসী কোটি কোটি লোক একরূপ সংস্কৃত ভাষী ছিল ইহা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইতেছে। উজ্জয়িনী, কাশ্মীর, কান্যকুব্জ প্রভৃতি নানাস্থানে বিরচিত নাটক মধ্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত মূলক প্রাকৃত ভাষাতে ঐ সিদ্ধান্তেরই পোষকতা করিতেছে।

* ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা সর্ব্বপ্রকার সংস্কৃতকেই দেব-ভাষা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তদনুসারে, এস্থলে উল্লিখিত মনুষ্য-ভাষা প্রাকৃত ভাষাই বোধ হয়।

† এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৭৩ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ১৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

ভোজদেব প্রণীত বলিয়া প্রচলিত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের একটি শ্লোকে লিখিত আছে,

केऽभूवन्नाद्यराजस्य राज्ये प्राकृतभाषिणः ।
काले श्रीसाहसाङ्कस्य के न संस्कृतवादिनः ॥

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ। ২ পরিচ্ছেদ। ১৬ শ্লোক।

অবনিমণ্ডলে প্রথম রাজার রাজ্যে কে প্রাকৃত-ভাষী ছিল? সাহসাঙ্কের অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের সময়ে কে না সংস্কৃত কহিত?

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ-রচয়িতা খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর লোক। এককালে যে, হিন্দুরা সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিত, তাদৃশ অপ্রাচীন সময়ের পণ্ডিতেরাও ইহা বিশ্বাস করিতেন।

নাটক-নাটিকায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তি সকলে সংস্কৃত-ভাষী এবং স্ত্রীলোক ও নিকৃষ্ট-শ্রেণীস্থ লোক প্রাকৃত-ভাষী দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে ভারতবর্ষে ঐ শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়, সে সময়ে ভাষা-বিষয়ে জনসমাজের ঐরূপ অবস্থা বিদ্যমান ছিল ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই মনে করিতে পারা যায় না। তখনও উচ্চ শ্রেণীস্থ পুরুষেরা সংস্কৃত ভাষাতেই কথোপকথন করিতেন।

ভারতবর্ষে প্রাকৃত-ভাষা সমুদায় যেমন প্রচলিত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সংস্কৃত-ভাষা কথোপকথন স্থলে অপ্রচলিত হইয়া আসিল। শূদ্রাদি ইতর জাতীয়েরা সংস্কৃত-কথনে অসমর্থ হইয়া প্রাকৃতভাষী হইয়া উঠিল, কিন্তু সে সময়ে ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ জাতীয়েরা কিয়ৎকাল সংস্কৃত ভাষী ছিলেন। রামায়ণের কোন কোন স্থলে হিন্দু-সমাজের এইরূপ অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই উপক্রমণিকাংশের ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যভাষাকে বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাচীন সংস্কৃত বলিয়া উল্লেখ করি বটে, কিন্তু প্রথমে উহার এ নামটি বিদ্যমান ছিল না। সংস্কৃত শব্দের অর্থ পরিষ্কৃত। বোধ হয়, প্রাচীন আর্য্য-ভাষা যে সময়ে পরিষ্কৃত হইয়া সারসিক সংস্কৃতে পরিণত হইতে লাগিল, সেই সময়ে উহার ঐ নামটি উৎপন্ন হয়। রামায়ণে এই বিষয়ের সুন্দর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত শব্দ কোন স্থলে ভাষার গুণবাচক ও কোন স্থলে উহার সংজ্ঞা স্বরূপ উক্ত হইয়াছে।

संस्कृतं हेतुसम्पन्नमर्थवच्च यदुक्तवान् ।
प्रहस्तस्तद्वचः सर्व्वमस्मद्वाक्यैकतां गतम् ॥

সুন্দরকাণ্ড। ৮১। ৩ ॥

প্রহৃষ্ট হেতু-সম্পন্ন সদর্থ-বিশিষ্ট সংস্কৃত (অর্থাৎ পরিষ্কৃত) যে সমস্ত বাক্য বলিলেন, আমার বাক্যের সহিত তাহার ঐক্য আছে।

संस्कृतं मधुरं श्लक्ष्णमर्थवद्धर्मसंहितम्।
स्वयम्भूरिति भगवान् प्रहृष्टेनान्तरात्मना॥

যুদ্ধ-কাণ্ড। ১০৪। ২॥

ভগবান্ ব্রহ্মা হৃষ্টান্তঃকরণে সংস্কৃত, মধুর, নম্র, অর্থ-বিশিষ্ট ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য বলিলেন।

শ্রীমান্ জ, মিয়র্ বিবেচনা করেন, এই দুই স্থলের সংস্কৃত শব্দের অর্থ পরিষ্কৃত; ভাষা-বিশেষ বলিয়া বোধ হয় না।

সুন্দর কাণ্ডের ১৮ সর্গের ১৮ শ্লোকে লিখিত আছে,

दुःखेन बुबुधे चैनां हनूमान् मारुतात्मजः॥
संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरं गताम्।
निष्ठन्तीमनलङ्कारां दीप्यमानां स्वतेजसा॥

সুন্দরকাণ্ড। ১৮। ১৮ ও ১৯॥

বাক্য যেমন সংস্কার-শূন্য (অর্থাৎ ব্যাকরণ-দুষ্ট) হইয়া অর্থান্তর প্রাপ্ত ইলে, কষ্টে তাহার অর্থ-বোধ হয়, পবন-পুত্র হনুমান্ সেই রূপ কষ্টে সীতাকে ানিতে পারিলেন। তিনি বেশভূষা-বিবর্জ্জিত হইয়াও কেবল নিজ তেজঃ- াভাবে দীপ্তি পাইতেছিলেন।

এ স্থলে সংস্কার শব্দ ভাষা-বিশেষের পরিচায়ক বা সংজ্ঞা-প্রতিপাদক নয়। ন্তু শ্রীমান্ বেবের্ ও মিয়র্ বিবেচনা করেন, সংস্কৃত শব্দ যে, ক্রমে ক্রমে ত্তর কালে সংস্কৃত-ভাষা-বাচক হইয়া উঠে, উল্লিখিত সংস্কার শব্দে তাহাই ক্ষিত হইতেছে। কোন স্থলে সংস্কৃত পদ পরিষ্কৃত অর্থে, কোন স্থলে সংস্কার ব্দ ব্যাকরণ-শুদ্ধি অর্থে এবং অপর কোন কোন স্থলে সংস্কৃত শব্দ ভাষা-বিশেষ াচক অর্থে প্রযোজিত দেখা যাইতেছে। অতএব ঐ নামটি ক্রমশঃ যে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষার সংজ্ঞা হইয়া উঠিয়াছে, রামায়ণের মধ্যে ঐ সকল লে তাহারই নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে বোধ হয়। হয়তো উহার কোন কোন শ রচিত হইবার সময়ে সংস্কৃত-ভাষার নাম সংস্কৃত বলিয়া প্রচলিতই হয় নাই।

রামায়ণ ও মহাভারত।

রামায়ণ, মহাভারত ও বিশেষতঃ পুরাণ-প্রচারের সহিত শিব, বিষ্ণু ও তদীয় শক্তিদের উপাসনা প্রচারিত হয়। এই তিন প্রকার গ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বাস্তবিকও তাহাই বোধ হয়।

প্রথমতঃ। যে সময়ে আদিম রামায়ণ বিরচিত হয়, সেই সময়ে দক্ষিণাপথে অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আর্য্য-জাতীয়দের বাস-বিস্তার হয় নাই। তখন উহা অরণ্যময় ও স্থানে স্থানে অসভ্য অনার্য্য লোকের বাস-ভূমি ছিল *। রামায়ণে ঐ অরণ্য দণ্ডকারণ্য বলিয়া লিখিত আছে।

দ্বিতীয়তঃ। ঐ গ্রন্থের কোন কোন স্থানে উল্লিখিত আছে, ব্রাহ্মণাদি আর্য্য-জাতীয়েরা সে সময়ে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেন। অরণ্যকাণ্ডে লিখিত আছে, ইল্বল নামে এক রাক্ষস ব্রাহ্মণ-রূপ ধারণ পূর্ব্বক সংস্কৃত কথা কহিয়া বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিল।

धारयन् ब्राह्मणं रूपमिल्वल: संस्कृतं वदन्।
आमन्त्रयति विप्रान् स श्राद्धमुद्दिश्य निर्घृण:॥

অরণ্যকাণ্ড। ১১ সর্গ। ৫৬ শ্লোক।

নির্দ্দয়-স্বভাব ইল্বল ব্রাহ্মণ-রূপ ধারণ পূর্ব্বক সংস্কৃত কথা কহিয়া শ্রাদ্ধ উদ্দেশে বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করে।

সুন্দরকাণ্ডে লিখিত আছে, হনুমান্ লঙ্কাপুরী প্রবেশ পূর্ব্বক সীতার সহিত সাক্ষাৎকার বাসনায় ভাবিতেছেন,

अहं ह्यतितनुश्चैव वानरश्च विशेषत:।
वाचञ्चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्॥
यदि वाचं वदिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्।
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति॥
अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत्।
मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता॥

সুন্দরকাণ্ড। ৩০ সর্গ। ১৭, ১৮ ও ১৯ শ্লোক।

আমি ক্ষুদ্রকায়, তাহাতে আবার বানর, তথাচ মনুষ্যের ন্যায় সংস্কৃত কথা কহিব। যদি আমি দ্বিজগণের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় কথা কই, তাহা হইলে জানকী আমাকে রাবণ বিবেচনা করিয়া ভীত হইবেন। অতএব অপর মনুষ্যের ন্যায় অর্থ-সঙ্গত (সংস্কৃত) বাক্য বলাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপে ইহাঁকে সান্ত্বনা করিতে পারিব না।

খৃ, পূ, ২৬৩ অবধি ২২৩ পর্য্যন্ত অশোক নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ রাজা ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডে রাজত্ব করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং গিব্‌নার, পেশোয়ার, দিল্লি, প্রয়াগ, উড়িষ্যা প্রভৃতি নানাস্থানে আপনার ধর্ম্ম ব্যবস্থা ও রাজ্য-শাসন-প্রণালী সংক্রান্ত কতকগুলি অনুশাসনপত্র খোদিত করাইয়া যান। ঐ পত্রগুলি একরূপ পালি ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত ভাষা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া ঐ ভাষাটি উৎপন্ন হয় *। এরূপ ঘটনা কিছু একেবারেই ঘটিতে পারে না। ইহা সম্পন্ন হইতে অনেক কাল অতীত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহার সময়ে অর্থাৎ খৃ, পূ, তৃতীয় শতাব্দীতে ও সুতরাং তাহার পূর্ব্বেও ঐ ভাষা প্রচলিত অর্থাৎ সাধারণ লোকের কথোপকথনে ব্যবহৃত ছিল। রামায়ণে উল্লিখিত সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন-প্রসঙ্গ হিন্দুসমাজের তদপেক্ষা পূর্ব্বতন অবস্থার পরিচায়ক বলিতে হয়। যদি ঐ গ্রন্থ-রচনার সময়ে পালি ভাষা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে হনুমান্ অপর মনুষ্যের ন্যায় পালি-ভাষায় কথা কহিতে কৃতসংকল্প হইলেন এইরূপই লিখিত হইত। এই যুক্তি অনুসারে, আদি রামায়ণ খানি খৃ, পূ, তৃতীয় এবং বোধ হয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ব-বিরচিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কত পূর্ব্ব তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন।

তৃতীয়তঃ। সে সময়ে বৈদিক ভাষা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া সংস্কৃত অর্থাৎ পরিষ্কৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও সর্ব্বতোভাবে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয় নাই। রামায়ণের ভাষা শূদ্রক কালিদাসাদির অপেক্ষায় অনেক প্রাচীন। তাহাতে সারসিক প্রয়োগ-বিরুদ্ধ অনেকানেক পদ দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চাৎ উদাহরণ-স্বরূপ কতকগুলি প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে।

সর্গ	...	শ্লোক	...	সারসিক-প্রয়োগ-বিরুদ্ধ	...	সারসিক......

বালকাণ্ড

১	...	৮৫	...	প্রমুমোদ	...	প্রমুমুদে।
২	...	৯	...	অনপায়িনম্	..	অনপায়ি।
২	...	১৪	...	করুণবেদিত্বাৎ	...	করুণাবেদিত্বাৎ
২	...	২৯	...	হন্যাৎ	...	হতবান্।
৪	...	১৭	...	প্রশস্তব্যৌ	...	প্রশংস্তব্যৌ।
৯	...	২১	...	সোচ্যতাং	...	স-উচ্যতাং।
১০	...	১৫	...	আশ্রমপদঃ	...	আশ্রমপদং।
১৬	...	৯	...	পুত্রিয়াং	...	পুত্রীয়াং।
১৭	...	৩৪	...	অর্দ্দয়ন্	...	আর্দ্দয়ন্।
১৮	...	২৮	...	লক্ষ্মিবর্দ্ধনঃ	...	লক্ষ্মীবর্দ্ধনঃ।
১৯	...	২১	...	ততোত্থায়	...	তত-উত্থায়।
১৯	...	২১	...	ব্যষীদত	...	ব্যষীদৎ।
২১	...	৮	...	করিষ্যেতি	...	করিষ্যইতি।
২১	...	১৩	...	প্রশাসতি	...	প্রশাস্তি।
২১	...	১৭	...	দুরাক্রামান্	...	দুরাক্রমান্।
২৩	...	৬	...	তপ্যতাং	...	তপতাং।
২৩	...	৮	...	বসতে	...	বসতি।
২৩	...	২০	...	অভিরঞ্জয়ন্	...	অভ্যরঞ্জয়ন্।
২৬	...	২৭	...	অভিপূজয়ন্	...	অভ্যপূজয়ন্।
৩৭	...	১৯	...	অভিজায়ত	...	অভ্যজায়ত।
৩৮	...	২৩	...	সমভিজায়ত	...	সমভ্যজায়ত।
৩৯	...	১৪	...	অনুগচ্ছথ	...	অনুগচ্ছত।
৪০	...	৯	...	করিষ্যাম	...	করিষ্যামঃ।
৪০	...	১১	...	নিবর্ত্তত	...	নিবর্ত্তধ্বং।
৪৩	...	প্রথমে	...	সমুপাসত	...	সমুপাস্তে।
৪৩	...	৬	...	তস্যাবলেপনং	...	তস্যাঅবলেপনং।

সর্গ	...	শ্লোক	সারসিক-প্রয়োগ-বিরুদ্ধ	...	সারসিক......
৪৮	...	৯	উষ্য	...	উষিত্বা।
৪৮	...	১১	দৃশ্য	...	দৃষ্ট্বা।
			অযোধ্যাকাণ্ড।		
১	...	৩	স্মরতাং	...	অস্মরতাং।
৮	...	২৬	সপত্নি	...	সপত্নী।
১৬	...	২১	অভিদধ্যুষী	...	অভিধ্যায়ন্তী।
৩২	...	৮	গচ্ছতী	...	গচ্ছন্তী।
৩২	...	২১	মেখলীনাং	...	মেখলিনাং।
৩২	...	৪২	জিজ্ঞাসিতুং	...	জ্ঞাতুং।
৪১	..	৯	নপায়য়ন্	...	নাপায়য়ন্।
১	...	৮	ততোবাচ	...	তত উবাচ।
২	...	২৮	বৎস্যামহেতি	..	বৎস্যামহ ইতি।
২	...	৭৯	প্রণমৎ	...	প্রাণমৎ।
৫	...	৩১	আনয়ামাস	...	আনিন্যে।
৬	...	১৬	অভিবাদয়ন্	...	অভ্যবাদয়ন্।
৩	...	৫২	উদ্ধরং	...	উদধরং।
৭	...	২৬	সংবদন্তোপতিষ্ঠন্তে		সংবদন্তউপতিষ্ঠন্তে।*

অনেক স্থলে ছন্দের অনুরোধে এরূপ অশুদ্ধ-পদ-প্রয়োগ আবশ্যক হইয়াছিল নে হইতে পারে, কিন্তু কালিদাসাদির সময়ে কোন বিষয়ের অনুরোধেই এরূপ বেহার চলন-সহ হইতে পারিত না। অতএব, এরূপ অসারসিক-পদ-ব্যবহার ংস্কৃত ভাষার একরূপ পূর্ব্বাবস্থার পরিচায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

* যে সময়ে আমি বাল্মীকি রামায়ণ দেখিয়া যাই, সে সময়ে কুত্রাপি উহা সমগ্র মুদ্রিত য নাই। শ্রীমান গোরেশিও সমস্ত রামায়ণ মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন াহা সমাপ্ত হইয়া উঠে নাই। তাহার অনেক পূর্ব্বে শ্রীরামপুরে শ্রীমান কেরি ও মার্শমেন ই কাণ্ড ও তৃতীয় কাণ্ডেরও কিয়দংশ প্রচার করেন, এবং তাহার বিংশতি বৎসর পরে বিখ্যাত জর্মেন পণ্ডিত শ্রীমান শ্লেগেল প্রথম দুই কাণ্ড মাত্র প্রকাশ করিয়া যান। এই ময়ত আমি একখানি হস্ত-লিখিত রামায়ণ পাঠ করিয়া যাই। তাহা হইতে অন্য অন্য ষয়ের সহিত সারসিক-প্রয়োগ-বিরুদ্ধ কতকগুলি পদ লিখিয়া রাখি। তাহারই কিয়দংশ স্থলে উদ্ধৃত হইল। এখন আর নানারূপ মুদ্রিত পুস্তকের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিতে পারিলাম না। রামায়ণের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে পাঠ-ভেদাদি নানা বিষয়ের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উল্লিখিত পদগুলি যে সমস্ত শ্লোকের অন্তর্গত, রামায়ণের পুস্তক বিশেষে তাহার পাঠান্তর [illegible]

চতুর্থতঃ। রামায়ণ প্রায় অনুষ্টুপ্ নামক প্রাচীন সহজ ছন্দে বিরচিত। উহার ভাষা সরল, রীতি-শুদ্ধ এবং সমুচিত বিভক্তি-বিশিষ্ট। উহাতে নৈষধাদি আধুনিক সাহিত্যের ন্যায় দীর্ঘ ছন্দ, কৃত্রিমভাব, উৎকট বর্ণন এবং শব্দ ও অনুপ্রাসের আড়ম্বর নাই। এই কয় লক্ষণে উহাকে প্রাচীন বলিয়া পরিচয় দিতেছে।

পতঞ্জলি মহাভাষ্যের মধ্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ১২৮ সর্গের একটি শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকটি এই,

কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মাম্।
এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি॥

পাণিনি। ৩। ১। ৬৭ সূত্রের ভাষ্য।

পতঞ্জলি পাণিনি-সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের সাতষট্টি সূত্রের ভাষ্যে এই শ্লোকের শেষার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব তাঁহার সময়ে অর্থাৎ খৃ, পূ, দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাল্মীকি-রামায়ণের প্রাচীনতর অংশ বিদ্যমান ছিল বলিতে হয়। কিন্তু একটি কথা আছে। ঐ শ্লোকার্দ্ধটি একটি গাথা। গোরেশিও কর্তৃক প্রকাশিত রামায়ণে উহা পুরাতন গাথা বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে।

পৌরাণী চৈব গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মে।

যুদ্ধকাণ্ড। ১১০ সর্গ। ২ শ্লোক।

অতএব ঐ গাথাটি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল; বাল্মীকি ও পতঞ্জলি নিজ নিজ গ্রন্থে স্বতন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া লইয়াছেন ইহা অসম্ভব নয়।

রামায়ণের ভাষার প্রাচীনত্ব, তন্মধ্যে 'সংস্কৃত কথা-প্রচলনের নিদর্শন* তাহাতে লিখিত আর্য্য কুলের বাস-সীমা এই কয়েকটি বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পুরাণাদি পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবিধ গ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ সর্ব্বাধিক প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠে।

গ্রীক্ দূত মিগেস্থিনিজ্ যে সময় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগমন করেন, সে সময়ে অর্থাৎ খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে সহমরণ-গমনের প্রথা পূর্ব্ব দিকে মগধ দেশ পর্য্যন্ত প্রবল রূপে প্রচলিত ছিল। সমগ্র রামায়ণে এ বিষয়ে

* কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র হনুমানের অপশব্দ-শূন্য, ব্যাকরণ-শুদ্ধ, বিশুদ্ধ শিষ্টালাপের যেরূপ প্রশংসা করেন লিখিত আছে (৩ সর্গ, ২৮-৩২ শ্লোক), তাহাও পাঠ করিলে, সে [illegible] রচিত হইবার সময় সংস্কৃত-ভাষা প্রচলিত ছিল এইরূপ প্রতীয়মান হইতে থাকে।

একটি উদাহরণও দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি ঐ গ্রন্থ-রচনার সময়ে ঐ প্রথা বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে দশরথের মৃত্যু ঘটনার বিবরণ-স্থলে তাঁহার কোন না কোন মহিষী সহগামিনী বলিয়া বর্ণিত হইতেন *। অতএব ঐ মহাকাব্য খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীর সমধিক পূর্ব্বে বিরচিত হয় এ কথা সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা-সিদ্ধ বলিতে পারা যায়।

ডিয়ন্ ক্রিসস্টোমস্ খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর মধ্য ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে এইরূপ লিখিত ছিল যে, ভারতবর্ষীয়েরা হোমর্-কৃত কাব্যের অনুবাদ বা অনুকরণ-স্বরূপ মহাকাব্য-বিশেষ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীমান্ লেসেন্ প্রদর্শন করিয়াছেন, এই কথাগুলি মিগেস্থিনিজের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত বা অনুবাদিত। হোমর্-প্রণীত ইলিয়ড্ ও অডিসি কাব্যের সহিত রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে †। পূর্ব্ব কালে লোকে রামায়ণ গান ও কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইত ইহা ঐ গ্রন্থেই সুস্পষ্ট লিখিত আছে ‡। অতএব তাঁহার সময়ে অর্থাৎ খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে ও তাহার পূর্ব্বে ঐ দুই সংস্কৃত মহাকাব্যের মূল উপাখ্যান প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় §; তবে গ্রীকেরা যেমন দুইটি হিন্দু-দেবতাকে বেকস্ ও হরকিউলিজ্ বলিয়া উল্লেখ করেন, সেইরূপ, এস্থানে ঐ দুই ভারতবর্ষীয় মহাকাব্যকেও হোমরের অনুকরণ বা অনুবাদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া যান। নতুবা হিন্দুরা গ্রীক্ কাব্যের অনুবাদ করিয়া রামায়ণ ও মহাভারত প্রস্তুত করিয়াছেন এ কথাটি কোন রূপেই যুক্তি-সিদ্ধ নয়। ফলতঃ ঐ দুই গ্রীক্ গ্রন্থকারের উল্লিখিত কথাতেও রামায়ণকে খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ব-রচিত পুস্তক বলিয়া সাক্ষ্য দান করিতেছে।

যখন মনুসংহিতা-রচনার সময় পর্য্যন্ত শিব ও বিষ্ণুর মহিমা পরিবর্দ্ধিত

---

* অযোধ্যাকাণ্ডের ৬৬ সর্গের ১২ শ্লোকে লিখিত আছে, কৌশল্যা কহিতেছেন, আজি আমি স্বামীর এই শরীর আলিঙ্গন করিয়া অগ্নি-প্রবেশ করিব। এই কথাটি কৌশল্যার প্রবল শোক-বর্ণন হওয়াই সম্ভব। যদি বাস্তবিক সহমরণ-সূচক হইত, তাহা হইলে, হয়, কৌশল্যার প্রকৃত অনুমরণ-বৃত্তান্ত, নয়, সে প্রসঙ্গের সমধিক আন্দোলনের বিষয় বর্ণিত থাকিত। বরং বানর অর্থাৎ অনার্য্য বর্ব্বর লোকের মধ্যে ঐ প্রথা প্রচলনের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। (কিষ্কিন্ধ্যা ২১। ১৩—১৬)।

† Indian Wisdom by Monier Williams, Lecture XIV-দেখ।

‡ বালকাণ্ড। ৪ সর্গ। ৮ ও ২৮ শ্লোক।

হয় নাই *, তখন রামায়ণোক্ত সে বিষয়ের কথা গুলি ঐ সংহিতা অপেক্ষা অপ্রাচীন ইহা সহজেই স্বীকার করিতে হয়। রামায়ণে মনুর নাম সুস্পষ্ট লিখিত ও মনুসংহিতার শ্লোক প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चारित्रवत्सलौ।
गृहीतौ धर्म्मकुशलैस्तथा तच्चरितं मया॥
राजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः।
निर्म्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा॥
शासनाद्वापि मोक्षाद्वा स्तेनः पापात् प्रमुच्यते।
राजा त्वशासन् पापस्य तदवाप्नोति किल्विषम्॥

কিষ্কিন্ধ্যা। ১৮। ৩০, ৩১ ও ৩২।

ইহার মধ্যে শেষোক্ত দুইটি বচন মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ের ৩১৬ ও ৩১৮ শ্লোক।

পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, রামায়ণের প্রাচীনতর ভাগে বৈদিক ধর্ম্মই প্রধান ও প্রচলিত ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিদর্শন অতীব বিরল। শ্রীমান্ লেসেন উহার প্রাচীনতর ভাগ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারের পূর্ব্বতন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। যদিও উহার অন্তর্গত নিম্ন লিখিত বচনে বুদ্ধ-দেবের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু সেটি প্রক্ষিপ্ত বচন বোধ হয়।

यथा हि चौरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि।

অযোধ্যাকাণ্ড। ১০৯ সর্গ। ৩৪ শ্লোক।

চোর যেরূপ, বুদ্ধও সেইরূপ, নাস্তিককেও সেইরূপ জানিও।

যদি এই বচন আদিম রামায়ণের অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীর অপেক্ষায় অপ্রাচীন হইয়া পড়ে। কিন্তু ইয়ুরোপীয় প্রধান প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ঐ বচনটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

শাস্ত্রকারদের মতে অগ্রে রাম, পশ্চাৎ বুদ্ধাবতার। অতএব গ্রন্থকার সেই রামের উক্তির মধ্যে বুদ্ধের নাম সন্নিবেশিত করিবেন ইহা কোন রূপেই সঙ্গত ও সম্ভব নয়। জাবালি রামচন্দ্রকে চার্ব্বাক-মত উপদেশ দেন। তাহার

প্রত্যুত্তর-স্থলে বুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষ-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ঐ বচনটি প্রক্ষিপ্ত হওয়াই সম্ভব *।

আদিম রামায়ণ সমধিক প্রাচীন হইলেও অপরাপর অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের ন্যায় ইহাতেও উল্লিখিতরূপ নূতন নূতন বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই †। এই জন্য, এই মহাকাব্যের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভূরি ভূরি পাঠ-ভেদ

---

* স্থলান্তরের শ্লোক-বিশেষও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারের পরিচায়ক বোধ হইতে পারে। আদি-কাণ্ডের চতুর্দ্দশ সর্গের দ্বাদশ শ্লোকে শ্রমণ শব্দ আছে। ঐ শব্দের অর্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

ব্রাহ্মণা ভুঞ্জতে নিত্যং নাথবন্তশ্চ ভুঞ্জতে।
তাপসা ভুঞ্জতে চাপি শ্রমণাশ্চৈব ভুঞ্জতে।

ব্রাহ্মণ, শূদ্র, তপস্বী ও শ্রমণগণে নিরন্তর ভোজন করিতে লাগিল।
কিন্তু রামানুজ এই শ্রমণ শব্দ বিকল্পে সন্ন্যাসিমাত্র-বাচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যদ্বা শ্রমণপদং সন্ন্যাস্যুপলক্ষণম্।

বাল, ১৪, ১২ শ্লোকের টীকা।

† রামায়ণে যে মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন শ্লোক ও সর্গ-বিশেষ সন্নিবেশিত হইয়াছে এটি একটি প্রসিদ্ধ প্রথা। টীকাকারেরাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন ও অনেকানেক বচন ও কোন কোন সর্গ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন; যেমন আরণ্য, ৫স, ২৩; ৩১স, ৩৩ ও ৩৪, কিষ্কিন্ধ্যা, ৫৮স, ২৪ ও ২৫; সুন্দর, ১স, ৯৭ ও ৯৮; ২৪স, ৪২; ২৭স, ২০; ২৭স, ৩১ ও ৩২, ৫৭স, ৯; ৫২স, ১৮ ও ১৯ ইত্যাদি। রামচন্দ্রের অলৌকিক অথবা দেব সদৃশ-গুণ-বর্ণনাত্মক কতকগুলি শ্লোক ও তদ্বিশিষ্ট কয়েকটি সর্গ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কতকাদি টীকাকার তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই।

বস্তুতস্তু এতেষাং শ্লোকানাং তদ্বতাং সর্গাণাঞ্চ প্রক্ষিপ্তত্বাৎ ন তে প্রমাণভূতাঃ অতএব তে সর্গাঃ কতকাদিভিস্তীর্থেন চ ন ব্যাখ্যাতাঃ।

আরণ্যকাণ্ড। ৩১ সর্গের ৩৩ ও ৩৪ শ্লোকের রামানুজ-কৃত টীকা (১)।

বস্তুতঃ এই সমস্ত শ্লোক ও তদ্বিশিষ্ট সর্গ সমুদায় প্রক্ষিপ্ত। অতএব সে সমস্ত প্রামাণিক নয়। এই হেতু তীর্থ ও কতকাদি পণ্ডিতেরা তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই।

রামায়ণের পুস্তক-বিশেষে যে নূতন নূতন শ্লোক রচিত হইয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহাও টীকাকারেরা স্থানে স্থানে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

---

(১) রামানুজ যে প্রকার রামায়ণের টীকা করেন, এই প্রবন্ধে ঐ গ্রন্থ-সম্বন্ধীয় প্রমাণ

ও মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক দেশ-প্রচলিত রামায়ণের সহিত অন্য দেশ-প্রচলিত রামায়ণের সর্ব্বতোভাবে ঐক্য নাই। গৌড়ীয় রামায়ণের সহিত পশ্চিম-দেশীয় রামায়ণের এবং ঐ উভয়ের সহিত দক্ষিণ-দেশীয় রামায়ণের বিশেষ রূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল এই তিন প্রকার নয়, পাঠ-ভেদ ও শ্লোকভেদাদি বশতঃ বহুতর প্রকার রামায়ণ উৎপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই গ্রন্থ এখন যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সহস্র বা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অবিকল সেইরূপ ছিল এমন বলিতে পারা যায় না।

শ্রীমান্ বেবের তাঁহার রামায়ণ-বিষয়ক প্রবন্ধ মধ্যে লিখিয়াছেন, কবি-রামায়ণ প্রাচীন বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ নয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের তামিল্ তেলগু কর্ণাটি, মলয়ল্ প্রভৃতি ভাষায় বালরামায়ণ, সংগ্রহ রামায়ণ ও প্রসন্ন-রামায়ণ নামে কতকগুলি রামোপাখ্যান প্রচলিত আছে। কোন খানি ৭ সর্গ কোন খানি ২১ সর্গ ও কোন খানি ১০৬ শ্লোক মাত্রে সম্পূর্ণ। কবিরামায়ণও সেইরূপ একখানি রামোপাখ্যান মাত্র।—On the Ramayana by Dr. Albrecht Weber, translated from the German by the Rev. D. C. Boyd M. A., 1873, pp. 97–99.

কতকগুলি হিন্দু ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যব* ও বালিদ্বীপে গিয়া অধিবাস করেন। বালিদ্বীপে হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু শাস্ত্র অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে†। তথায় কবি-ভাষায় বিরচিত এক খানি রামায়ণ আছে। ভারতবর্ষের বাল্মীকি রামায়ণ যেরূপ কাণ্ডাদি বিভাগে বিভক্ত, বালিদ্বীপের বাল্মীকি

अत्र मध्ये साण्डं भुवनमित्यादयो बहवः श्लोका रामानुजसम्प्रदायपुस्तकेषु दृश्यन्ते ते प्रक्षिप्ता इति कतकादयोऽन्ये च।

সুন্দর কাণ্ড। ২৭ সর্গের ২৮ শ্লোকের রামানুজ-কৃত টীকা।

ইহার মধ্যে 'সাণ্ডং ভুবনং' ইত্যাদি বহুসংখ্যক শ্লোক রামানুজ সম্প্রদায়ীদের পুস্তকে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কতকাদি ও অন্য অন্য পণ্ডিতের মতে, সে সমুদায়ই প্রক্ষিপ্ত।

* যব অর্থাৎ যবদ্বীপ এই নামটি সংস্কৃতানুযায়ী। গ্রীক্ গ্রন্থকার টলেমি গ্রীক্ ভাষায় ঐ দ্বীপের নাম যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারও অর্থ অবিকল যবদ্বীপ। তিনি খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব হিন্দুরা তাহার পূর্ব্বে ঐ দ্বীপে গমন করাতে, উহার ঐ নামটি প্রচলিত হইয়াছে বোধ হয়। রামায়ণেও যবদ্বীপের প্রসঙ্গ আছে। (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড। ৪০। ৩০।) অতএব হিন্দুরা তথায় গমন করিবার পরে ঐ নামটি তাহাতে সন্নিবেশিত হয় বলিতে হইবে।

† এই প্রস্তাবের অন্তর্গত [illegible] সম্প্রদায়-বিবরণের ১৩–১৬ পৃষ্ঠা [illegible]।

রামায়ণ সেরূপ নয়। তাহাতে ক্রমাগত সমগ্র পুস্তক একত্র বর্ণনা করিয়া কয়েকটি সর্গে বিভাগ করা হইয়াছে। উত্তরকাণ্ড উহার সহিত সংযোজিত নাই; ঐ কাণ্ড খানি বাল্মীকি-কৃত একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক বলিয়া প্রচলিত আছে। বালকাণ্ডের অন্তর্গত গঙ্গাবতরণ ও সাগর-বংশ-বর্ণন প্রভৃতি অনেকানেক উপাখ্যানও বালিদ্বীপের রামায়ণে সন্নিবেশিত নাই *। যে সময়ে হিন্দুরা ঐ প্রাচীন গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া যবদ্বীপে গমন করেন, সে সময়ে ভারতবর্ষীয় রামায়ণের ঐ রূপ অবস্থাই বিদ্যমান ছিল এই কথা ব্যতিরেকে আর কি বলিতে পারা যায়? উত্তরকাণ্ড সে সময় পর্য্যন্ত উহার অঙ্গনিবেশিত হয় নাই। ঐ কাণ্ড অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বোধ হয়। টীকাকারেরাও উহার অন্তর্গত অনেক গুলি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া তাহার টীকা করেন নাই।

হিন্দুরা অগ্রে যবদ্বীপে, পশ্চাৎ বালিদ্বীপে গিয়া বাস করেন। চীন-দেশীয় তীর্থ-যাত্রী ফাহিয়ন্ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐ যবদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ও হিন্দু-দিগকেই প্রাদুর্ভূত দেখিতে পান †। যদি তাঁহারা প্রথমেই অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত ঐ মহাকাব্যও সঙ্গে লইয়া থাকেন, তাহা হইলে সে সময় অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ঐ মহাকাব্যের উল্লিখিত রূপ অবস্থা ছিল বলিতে হইবে।

রামায়ণের স্থানে স্থানে ফলিত-জ্যোতিষ সংক্রান্ত বহুতর শব্দ ‡ এবং তন্মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, ভরতাদির জন্ম-বিবরণে মীন কর্কটাদি রাশির নামও দেখিতে পাওয়া যায় ¶। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, হিন্দুরা গ্রীক্‌দের নিকট জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অন্তর্গত রাশিচক্রাদি নানা বিষয় শিক্ষা করেন। গ্রীকেরা খৃ, পূ, প্রথম শতাব্দীতে ঐ রাশিচক্রের বিষয় সম্পূর্ণ রূপ অবগত হন। অতএব রামায়ণের ঐ স্থলটি ঐ সময়ের পরে বিরচিত বলিয়া সহজেই স্বীকার করিতে হয়।

---

* The Journal of the Indian Archipelago, February 1849, pp. 131 & 132.

† The Pilgrimage of Fa Hian, 1848, pp. 358, 359 & 363.

‡ বালকাণ্ড। ৭১স, ২৪। অযোধ্যা। ৪স, ২১; ১৫ স, ৩ ও ৮০স, ১৭। আরণ্য। ৬৮স, ১৩ ইত্যাদি।

রামায়ণের বালকাণ্ডের ১৮ সর্গে কয়েকটি রাশির উল্লেখ আছে। হিন্দুরা গ্রীক্‌দিগের নিকট রাশিচক্রের বিষয় শিক্ষা করেন এই বিবেচনা করিয়া শ্রীমান্ বেবের্ সেই অংশ খৃ, পূ. প্রথম শতাব্দীর উত্তর কালে বিরচিত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন *। কিন্তু শ্রীমান্ লেসেনের অভিপ্রায় এই যে ভারতবর্ষীয়েরা কেল্‌ডিয়া † দেশীয় জ্যোতির্বিদদিগের নিকট ঐ বিষয় শিক্ষা করেন। তিনি বলেন, হিন্দুরা তাদৃশ সেমেটিক্ ‡ জাতি-বিশেষকেই যবন বলিয়া জানিত। কিন্তু শ্রীমান্ বেবের্ এই কথা বলিয়া প্রত্যুত্তর দেন যে, উক্ত অভিপ্রায়ের কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। এলেগ্‌জেণ্ডরের ভারতবর্ষ-আক্রমণের পর হিন্দুরা গ্রীক্‌দিগকে সবিশেষ অবগত হয়। প্রিয়দর্শীর খোদিতলিপি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। হিন্দুরা গ্রীক্‌দিগের নিকট জ্যোতিষ সংক্রান্ত নানাবিষয় শিক্ষা করে, হিন্দু শাস্ত্রেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা যে, কেল্‌ডিয়া-দেশীয় পণ্ডিতগণের সন্নিধানে ঐ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ঐ মতের অনুকূল পক্ষীয়েরা উহার প্রতিপোষক বচনাদি উদ্ধৃত করুন তখন বিবেচনা করা যাইবে ¶। হিন্দুরা প্রথমে গ্রীক্‌দিগকে যবন বলিয়া জানিত না এই বিষয় প্রতিপাদনার্থ রাজেন্দ্র-লাল বাবু একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন § বেবের্ সাহেব তাহাতেও অবজ্ঞা ও উপহাস-প্রকাশ করিয়াছেন **।

---

* উপক্রমণিকার ৯৫ পৃষ্ঠা দেখ।

† পারসীক উপসাগরের উত্তর দিকে বাবিরুষ অর্থাৎ ব্রেবিলন্ দেশ (১) ছিল। তাহারই অন্য নাম কেলডিয়া। এখন তাহাকে ইরাক্ আরবি কহে। খৃ, পূ, ৬৮০ অব্দে এসিরিয়া-দেশীয়েরা তাহা অধিকার করে। কিছু কাল পরে সেই দেশ আবার পারসীকদিগের অধিকারস্থ হয়। পরে গ্রীক্ সম্রাট্ এলেগজেণ্ডর্ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া তাহা জয় করিয়া লন। পূর্ব্বকালে কেলডিয়াতে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সবিশেষ চর্চ্চা ও সমধিক প্রাদুর্ভাব হয়। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ জ্যোতির্ব্বিদ টলেমির গ্রন্থে ঐ দেশীয় পণ্ডিতগণের কৃত কয়েকটি গ্রহণ গণনার বিবরণ আছে; খৃ, পূ, ৭২০ অব্দে তাহার একটি সংঘটিত হয়। এলেগ-জেণ্ডর্ তাহাদের কৃত ১৯০৩ বৎসরের গ্রহণ গণনা সংগ্রহ করেন এইরূপ লিখিত আছে। তাহা কতদূর প্রামাণিক বলিতে পারা যায় না।

‡ এসিরিয়া, কেলডিয়া, বেবিলন্, সিরিয়া, ফিনিশিয়া, আরব, ইথিওপিয়া এই সমস্ত দেশীয় লোক এবং য়িহুদিরা সেমেটিক জাতি বলিয়া উল্লিখিত হয়।

¶ Indian Antiquary, 1875, p. 244 and pp. 246-279.

§ Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1874

** Weber's History of Indian Literature, 1878, p. 220.

---

(১) ইহার উত্তর সীমা ইউফ্রেটিজ নদী ও মাদ অর্থাৎ মীডিয়া-দেশীয় দীর্ঘ প্রাচীর, পূর্ব্ব সীমা টাইগ্রিস্ নদী, দক্ষিণ সীমা পারসীক উপসাগর এবং পশ্চিমসীমা আরব-দেশীয় মরুভূমি।

ঐ মহাকাব্যের কোন কোন স্থলে শক যবনাদির প্রসঙ্গ আছে *। যবন অর্থাৎ গ্রীক্ জাতীয়েরা খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে সসৈন্য ভারতবর্ষে আগমন করে এবং পরে খৃ. পূ, তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বাহ্লিকরাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষেরও অন্তর্গত কয়েক প্রদেশের অধিকারী হয়। শক, জাট প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য জাতীয় লোকে খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ৫ম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত সিন্ধুনদের পশ্চিমভাগ অধিকার করিয়া থাকে †। ইহাতেই ভারতবর্ষীয়েরা ঐ সমস্ত জাতির সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হন। অতএব ঐ সমস্ত ঘটনার সূত্রপাত হইবার পর কোন সময়ে উল্লিখিত গ্রন্থের ঐ সকল স্থল রচিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রামায়ণে পরস্পর এত ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন নানা বিষয় বিরচিত ও সংযোজিত হইয়া আসিয়াছে ইহা বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না। উত্তরোত্তর এত বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, কোন প্রকার প্রচলিত রামায়ণ অধ্যয়ন করিয়া আদিম রামায়ণের ‡ তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করা সহজ কর্ম্ম নয়। রামচন্দ্রকে বিষ্ণু-অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা প্রচলিত রামায়ণের প্রধান উদ্দেশ্য বোধ হয়, কিন্তু প্রথমে উহার সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল এরূপ বলিতে পারা যায় না। রাজা দশরথ পুত্র-কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন ও তদর্থ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন পূর্ব্বক বরণ করেন। ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন হইল;

---

* বালকাণ্ড। ৫৪স, ২১ ও ২৪ এবং ৫৫স, ৩। কিষ্কিন্ধ্যা। ৪৩স, ১২।

এই উভয় স্থলে শক যবনাদির সহিত কাম্বোজদিগের নাম উল্লিখিত আছে। তাহারা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তরাংশের সংস্কৃতভাষী জাতি-বিশেষ ছিল (১)। অদ্যাপি হিন্দুকুশ পর্ব্বতে কামোজি, কামতোজ, কামোজ প্রভৃতি নামে কতকগুলি জাতির অধিবাস আছে; তাহাদেরও ভাষা সংস্কৃত-মূলক। অতএব যবন ও শক শব্দে বাহ্লিক দেশস্থ গ্রীক্ ও ভারতবর্ষ-আক্রমণকারী জাতিই বুঝিতে হইবে।

† এই পুস্তকের অন্তর্গত শৈব-সম্প্রদায়ের ৯ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি সংযোজিত হইবার পূর্ব্বে রামায়ণ যেরূপ অবস্থাপন্ন ছিল, এ প্রবন্ধে তাই আদিম রামায়ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

---

(১) এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৯ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্রাহ্মণগণ অপর্য্যাপ্ত ধন প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন: যজ্ঞের ফল-প্রত্যাশা ব্যতিরেকে আর কিছুই বর্ণনা করিবার প্রয়োজন রহিল না। শাস্ত্রের মতে যথাবিধানে সম্পন্ন এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অশ্বমেধের ফল অবশ্যই উৎপন্ন হয়। ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে না হইতেই এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ গৃহ-প্রত্যাগমন না করিতে করিতেই, মহারাজ ঐ যজ্ঞের ফলাফল প্রতীক্ষা না করিয়াই ঐ মহর্ষিকে পুত্র-লাভার্থ পুনরায় পুত্রেষ্টি যাগে ব্রতী করেন। এই উপলক্ষে দেবগণ ভগবান বিষ্ণুকে রাবণ-বিনাশার্থ দেহ পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন, এবং তদনুসারে তিনি রাজমহিষী কৌশল্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন।

বিশেষ হেতু নির্দ্দেশ ও কোন অভিনব প্রয়োজন উত্থাপন ব্যতিরেকে ঐ শেষোক্ত পুত্রেষ্টি যাগের বিবরণটি সহসা আরব্ধ হইয়াছে। উহা পরিত্যাগ করিলে রামোপাখ্যানের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। বালকাণ্ডের চতুর্দ্দশ সর্গে অশ্বমেধ-বিবরণ এবং অষ্টাদশ সর্গের প্রথমে অশ্বমেধ-ভঙ্গের পর দেবগণের স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ, রাজা দশরথ ও রাজমহিষীদের পুর-প্রবেশ ও নিমন্ত্রিত নৃপতিগণের স্বদেশ-প্রত্যাগমন-বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে অর্থাৎ ১৫, ১৬ ও ১৭ সর্গে পুত্রেষ্টি যাগ, বিষ্ণ্বতরণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক বানর-সৈন্য উৎপাদনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঐ শেষোক্ত তিনটি সর্গ না থাকিলে, কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় না, বরং সুসঙ্গতই হয়। যদি রামকে বিষ্ণ্বতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা আদিম রামায়ণের উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে পূর্ব্বেই অর্থাৎ অশ্বমেধ-বর্ণনা-স্থলেই এ কথার সূচনা করা হইত। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, রামলক্ষ্মণাদিকে বিষ্ণু-অবতার বলিয়া প্রচার করিবার উদ্দেশে, উত্তরকালে কোন ব্যক্তি রামায়ণের ঐ অংশগুলি তাহাতে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন এইটি প্রতীয়মান হইয়া উঠে।

রাম আপনাকে দশরথপুত্র প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়াই জানিতেন। যুদ্ধকাণ্ডের ১১৯শ সর্গে লিখিত আছে, তিনি যে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ এ কথাটি ব্রহ্মা তাঁহাকে অবগত করেন। ঐ স্থলে রামচন্দ্র যার পর নাই ঈশ্বরোচিত ভূরি ভূরি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। তাঁহাকে বিষ্ণু ও সীতাকে লক্ষ্মী বলিয়া প্রতিপন্ন করাই উহার উদ্দেশ্য। উহা পাঠ করিয়া দেখিলে বোধ হয়, ঐ সর্গটি রচিত হইবার পূর্ব্বে পৌরাণিক দেব-মণ্ডলী কল্পনা একরূপ সম্পন্ন হইয়া যায়। রামায়ণের ঐ অংশটিও প্রক্ষিপ্ত না হইয়া যায় না। উহার

মধ্যে কৃষ্ণের নামোল্লেখ থাকাতে *, এ অভিপ্রায়টি সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণ হইতেছে। রামচন্দ্রের সর্ব্বত্র প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার বর্ণনা দেখিয়া, কোন ভক্তিমান্ ব্যক্তি রামায়ণের মধ্যে উহা সন্নিবেশিত করিয়াছেন বোধ হয়।

সুবিচক্ষণ পণ্ডিত শিরোমণি শ্রীমান্ লেসেন্ বিবেচনা করিয়াছেন, রামায়ণ ও মহাভারতের যে যে স্থলে রাম ও কৃষ্ণ বিষ্ণ্বতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন সেই সমুদায় স্থল এরূপ অসম্বদ্ধ ও মূল উপাখ্যান কীর্ত্তন বিষয়ে এরূপ অনাবশ্যক যে, সেই সমুদায় অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন মনে না করিয়া থাকা যায় না। সেই অংশগুলি আদিম রামায়ণাদির অন্তর্গত ছিল না; ঐ দুইটি বীর পুরুষের ঈশ্বরত্ব-সংস্থাপন-উদ্দেশে পশ্চাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। শ্রীমান্ শ্লেগেল বারংবার বলিয়াছেন, যে সকল বচনে রাম বিষ্ণ্বতার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিলে, রামোপাখ্যানের কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না †। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে মনুসংহিতায় রাম কৃষ্ণের নাম-গন্ধও নাই। অতএব রামায়ণ ও মহাভারতে রাম, কৃষ্ণ, পরশুরামাদির যে ঐশী শক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মনুসংহিতা-সঙ্কলনের পর কল্পিত হইয়াছে বোধ হয়।

বৌদ্ধদের দশরথ জাতকের অন্তর্গত রামোপাখ্যান বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন, রামায়ণোক্ত রাম-রাবণের যুদ্ধ বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পরস্পর বিরোধ-বিজ্ঞাপক, রাম ও কৃষিকার্য্য-প্রবর্ত্তক বলরাম একই ব্যক্তির নাম, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ ও রাম-রাবণের যুদ্ধ-ব্যাপার গ্রীস্ দেশীয় হোমর্-কৃত ইলিয়ড্ কাব্যের অন্তর্গত হেলেন্-হরণ ও ট্রয়্-সংগ্রামের অনুকরণ, বর্ত্তমান প্রচলিত রামায়ণ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর উত্তরকালীন গ্রন্থ, শ্রীমান্ লেসেন্ স্পষ্টাক্ষরে শ্রীমান্ বেবেরের এই সমস্ত অভিপ্রায়ের ‡ প্রতিবাদ করিয়াছেন।—

* সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।

যুদ্ধকাণ্ড ১১৯ সর্গ।

সীতা লক্ষ্মী এবং তুমি বিষ্ণু, দেব-কৃষ্ণ ও প্রজাপতি।

হিন্দুশাস্ত্রের মতে, রামের অনেক কাল পরে কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব এস্থলে ঐ প্রসঙ্গ এমন অসঙ্গত যে, টীকাকার ঐ শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

† Lassen's Indian Antiquities, Vol I. pp. 488 and 489 extracted and translated in Muir's Original Sanscrit Texts, Part IV. 1863, pp. 142 and 143.

‡ Weber's History of Indian Literature, 1878, pp. 1929

Prof. Lassen on Weber's dissertation on the Ramayana translated from the German by J. Muir, in the Indian Antiquary for 1874, pp. 102 and 103.

রামায়ণ-সংক্রান্ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এই রূপ প্রতীতি জন্মিতে পারে যে রামোপাখ্যানটি একটি সুপ্রাচীন উপাখ্যান; তাহাতে পুনঃ পুনঃ নানালোক কর্তৃক নানাবিধ বিষয় সংযোজিত হইয়া নানারূপ প্রচলিত রামায়ণ প্রস্তুত হইয়াছে। *

* শ্রীমান্ বেবের রামায়ণ কাব্যখানি দক্ষিণাপথে আর্য্য-সভ্যতা ও বিশেষতঃ কৃষি-জ্ঞান বিস্তার বিষয়ক একটি রূপক মাত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সীতা ব্যক্তি-বিশেষের নাম নয়, সীতা হল পদ্ধতি এবং রাম হলধর বলরাম History of Indian Literature 1878 P. 192. তিনি ও হুইলর্ প্রভৃতি কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত রামায়ণ-রচনার বিষয়ে অনেকানেক অশ্রুতপূর্ব্ব বা অপ্রচলিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন, বাল্মীকি রামায়ণ বৌদ্ধদিগের দশরথজাতক (১) নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত বা তদবলম্বন পূর্ব্বক বিরচিত। কেহ বা কহেন, রামোপাখ্যানটি হিন্দু ও সিংহলস্থ বৌদ্ধদিগের পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদেরই বিজ্ঞাপক রূপকবিশেষ। কেহ বা লিখেন, ঐ গ্রন্থ হোমর-কৃত গ্রীক্ কাব্যেরই অনুকরণ। কিন্তু অনেকে এ সমস্ত অভিপ্রায় উপযুক্ত যুক্তি মূলক বলিয়া বিবেচনা করেন না; প্রত্যুত, একেবারেই অস্বীকার করিয়া থাকেন।

বেদ-শাস্ত্রেও এক সীতার প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২) লিখিত আছে, সীতা সবিতার অর্থাৎ প্রজাপতির কন্যা; চন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রণয়-সঞ্চার হয়; এ দিকে চন্দ্র শ্রদ্ধাকে ভাল বাসেন। ইহাতে সীতা প্রজাপতি-সমীপে গমন করিয়া আপনার মনস্কামনা অবগত করিলেন এবং প্রজাপতি মন্ত্র পাঠ করিয়া গন্ধদ্রব্য বিশেষ দ্বারা তাঁহার অঙ্গরাগ করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি চন্দ্র-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, চন্দ্র তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন।

সীতা সাবিত্রী সোমং রাজানং চকমে। শ্রদ্ধামু স চকমে।
* * আগোর্স্থ বব্রাজ। স্তীতীস্থোবাচ। উপমাবর্ত্তস্বেতি।

প্রজাপতি কন্যা সীতা চন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু চন্দ্র শ্রদ্ধার প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিলেন। * * * * সীতা চন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চন্দ্র বলিলেন, তুমি আমার সমীপে অবস্থিতি কর।

(১) ঐ গ্রন্থানুসারে রাম সীতার সহোদর, তিনি বনবাসের পর স্বদেশ প্রত্যাগমন করিয়া আপনার সেই সহোদরাকে বিবাহ করেন। শ্রীমান্ বেবের ঐ গ্রন্থও প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণের কতকগুলি শ্লোক একরূপ অভিন্ন বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহাভারত বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়া প্রচলিত আছে, কিন্তু সমগ্র মহাভারত এক সময়েরও রচিত নয়, এক জন কর্ত্তৃকও সঙ্কলিত হয় নাই। মহাভারত-কর্ত্তারা নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

> मन्वादि भारतं केचिदास्तिकादि तथापरे।
> तथोपरिचराद्यन्ये विप्राः सम्यगधीयते॥
> विविधं संहिताज्ञानं दीपयन्ति मनीषिणः।
> व्याख्यातुं कुशलाः केचिद्‌ग्रन्थान् धारयितुं परे॥

আদি পর্ব্ব। ১ম অধ্যায়। ৫২ ও ৫৩ শ্লোক।

কোন কোন ব্রাহ্মণ প্রথম মন্ত্র অবধি, কেহ কেহ আস্তিক পর্ব্ব অবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি এই ভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা অশেষ প্রকারে সংহিতার ভাবার্থ প্রকাশ করেন। কেহ কেহ গ্রন্থ ব্যাখ্যা বিষয়ে পটু, কেহ বা গ্রন্থার্থ ধারণা বিষয়ে নিপুণ।

কাজে কাজেই বলিতে হয়, যিনি এই দুইটি বচন রচনা করেন, তিনি মহাভারতের উল্লিখিত দুই প্রকার অবস্থা ঘটনার পরের নিজের রচিত শ্লোক গুলি তাহাতে সন্নিবেশিত করিয়া যান। আরও দেখ, ঐ গ্রন্থেরই অন্তর্গত অন্য বচনে লিখিত আছে, প্রথমে ভারত-সংহিতা চতুর্ব্বিংশতি-সহস্র-শ্লোকময়ী ছিল। অতএব বোধ হয়, কোন সময়ের পণ্ডিতেরা মহাভারত চতুর্ব্বিংশতি-সহস্র-শ্লোক-বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, পরে সময়ে সময়ে অনেকানেক বচন ও উপাখ্যান সঙ্কলিত ও প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে, উহা লক্ষাধিক শ্লোক বিশিষ্ট এতাদৃশ বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে।

> चतुर्व्विंशतिसाहस्रीं चक्रे भारत-संहिताम्।
> उपाख्यानैर्व्विना तावद्भारतं प्रोच्यते बुधैः॥
> ततोऽध्यर्द्धशतं भूयः संक्षेपं कृतवानृषिः।
> अनुक्रमणिकाध्यायं वृत्तान्तानां सपर्व्वणाम्॥

আদিপর্ব্ব। ১ম অধ্যায়। ১০১ ও ১০২ শ্লোক।

এই উপাখ্যান অনুসারে, সীতা চন্দ্রের পত্নী। রামায়ণে রামও স্থল-বিশেষে রাম 'চন্দ্র'

প্রথমে ব্যাসদেব চতুর্ব্বিংশতি-সহস্র-শ্লোকময়ী ভারত-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা কহেন, উপাখ্যান-ভাগ পরিত্যাগ করিলে ভারতের সংখ্যা এইরূপ হয়। অনন্তর তিনি সংক্ষেপে সর্ব্বার্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক সার্দ্ধ-শত-শ্লোক-বিশিষ্ট অনুক্রমণিকা রচনা করিলেন।

এই শ্লোকে মহাভারতের অনুক্রমণিকা-ভাগ ১৫০ শ্লোক বিশিষ্ট বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু এইক্ষণকার মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ন্যূনাধিক ২৬৮ টা শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহে ৯৬৮৩৬ শ্লোক লিখিত আছে, কিন্তু প্রচলিত মহাভারত গণনা করিয়া দেখিলে ১০৭৯০ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বসংগ্রহে প্রতিপর্ব্বে যেরূপ শ্লোক-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, আর এক্ষণে গণনা করিয়া সেই সেই পর্ব্বে যত শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, উভয়ই পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে। পাঠ করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

	পর্ব্ব		পর্ব্বসংগ্রহে লিখিত শ্লোক-সংখ্যা			গণিত শ্লোক-সংখ্যা
১	আদি	পর্ব্ব	৮৮৮৪	...	...	৮৫৭৯
২	সভা	"	২৫১১	...	...	২৭০৯
৩	বন	"	১১৬৬৪	...	...	১৭৪৭৮
৪	বিরাট	"	২০৫০	...	...	২৩৭৬
৫	উদ্যোগ	"	৬৬৯৮	...	...	৭৬৫৩॥
৬	ভীষ্ম	"	৫৮৮৪	...	...	৫৮৫৬
৭	দ্রোণ	"	৮৯০৯	..	...	৯৬৫৯
৮	কর্ণ	"	৪৯৬৪	...	...	৫০৪৬
৯	শৈল্য	"	৩২২০	...	...	৩৬৭১
১০	সৌপ্তিক	"	৮৭০	...	...	৮১১
১১	স্ত্রী	"	৭৭৫	...	...	৮২৭॥
১২	শান্তি	"	১৪৭৩২	...	...	১৩৯৪৩
১৩	অনুশাসন	"	৮০০০	...	...	৭৭১৬
১৪	অশ্বমেধিক	"	৩৩২০	...	...	২৯০০
১৫	আশ্রমবাসিক	"	১৫০৬	...	...	১১০৫
১৬	মৌষল	"	৩২০	...	...	২৯২

১৭ মহাপ্রস্থানিক	"	৩২০	...	...	১০৯
১৮ স্বর্গারোহণ	"	২০৯	...	...	৩১২
১৯ খিলহরিবংশ	"	১২০০০	...	...	১৬৩৭৪
		৯৬৮৩৬	...	...	১০৭৩৯০

অতএব পর্ব্বসংগ্রহ সমাপ্ত হইবার পরেও অনেক স্থান পরিবর্ত্তিত ও অনেক বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আদিপর্ব্বের অন্য এক স্থানে * লিখিত আছে, ভূমণ্ডলে লক্ষ-শ্লোক-বিশিষ্ট মহাভারত প্রচারিত হয়। এটি একটি প্রকৃত কথা বলিয়া বিবেচনা করিলে ইহাকে ঐ গ্রন্থের অন্য এক অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়।

বালি দ্বীপের কবি-ভাষায় মহাভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বের অনুবাদ আছে। ঐ সকল পর্ব্বের নাম যে মহাভারত, তথাকার লোকেরা তাহা অবগত নয় †। এ গ্রন্থ যে সময়ে যবদ্বীপে নীত হয়, সেই সময়ে কি ঐ পর্ব্ব সমুদায় একত্র সঙ্কলিত হইয়া মহাভারত নামে প্রচলিত হয় নাই? পরিমাণ-বিষয়ে ঐ সমস্ত পর্ব্বের সহিত এক্ষণকার প্রচলিত সংস্কৃত মহাভারতীয় পর্ব্বের অনেক ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমুদায় যে সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, হয়ত, তাহা ঐরূপ অবস্থাপন্ন ছিল।

মহাভারতেরই অন্তর্গত উল্লিখিত কয়েকটি প্রমাণ অনুসারে ঐ গ্রন্থের চারি পাঁচ প্রকার অবস্থা লক্ষিত হইতেছে। ফলতঃ ঐ সমস্ত প্রমাণ দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ যাহা জানিতে পারা যায় এবং পশ্চাৎ ঐ গ্রন্থের বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত হইবে, তদ্দ্বারা এইটি প্রতীয়মান হইয়া উঠিতেছে যে, ক্রমাগতই নূতন নূতন উপাখ্যান ও নূতন নূতন শ্লোক রচিত ও সংযোজিত হইয়া ঐ গ্রন্থকে এরূপ বৃহদাকার করিয়া তুলিয়াছে।

যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক মহাভারতের ১০।১৫ অধ্যায় আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়াছেন, তিনি আর কখনই তাহা এক গ্রন্থকর্ত্তার প্রণীত বোধ করিতে পারেন না। তাহাতে এক এক বিষয় পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে ‡, এক

* আদিপর্ব্ব, ১ম অধ্যায়, ১০৫ শ্লোক।

† The Journal of the Indian Archipelago, February 1849, p. 135.

‡ যেমন আদিপর্ব্বের ১৩ হইতে ১৫ অধ্যায় এবং ৪৭ হইতে ৫৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ইত্যাদি।

উপাখ্যান কথিত হইতে হইতে বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অন্য উপাখ্যান উত্থাপিত হইয়াছে *, পূর্ব্ব সূচনা ব্যতিরেকে সহসা ব্যক্তি-বিশেষের বাক্য সমাবিষ্ট হইয়াছে †, এবং পরস্পর অসম্বন্ধ উপাখ্যান সমুদায় একত্র স্থাপিত হইয়াছে ‡। এক্ষণকার প্রচলিত সমগ্র মহাভারত এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রণীত হইলে এরূপ অব্যবস্থা কখনই হইতে পারে না। প্রত্যুত, এরূপ বিশৃঙ্খলায় উল্লিখিত গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লেখনী-চালনারই পরিচয় দান করিতেছে।

আদি পর্ব্বে সুস্পষ্ট লিখিত আছে ¶ ঐ গ্রন্থ বেদব্যাস প্রথমে বাচনিক বলেন, বৈশম্পায়নও উহা জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে বাচনিক কীর্ত্তন করেন, উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্য-বাসী ঋষিগণকে উহা বাচনিক শ্রবণ করান, এবং অন্য অন্য কত কত পণ্ডিতও ঐ পুস্তক বাচনিক বর্ণনা করিয়া যান। ইহাতে এই প্রকার জানিতে পারা যাইতেছে যে, আদিম রামায়ণের ন্যায় § আদিম মহাভারতও প্রথমে লিপি-বদ্ধ ছিল না; শ্রুতি-পরম্পরা ক্রমে বাচনিক উপদেশ দ্বারা চলিয়া আইসে।

ইদানীং কেহ কেহ রামায়ণকে মহাভারত অপেক্ষা অধুনিক বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু তাঁহাদের এমতে অনেকগুলি আপত্তি উপস্থিত আছে। মহাভারতে তো বহুকাল ব্যাপিয়া ক্রমাগতই নূতন নূতন নানা বিষয় সন্নিবেশিত হইয়া আসিয়াছে। রামায়ণেও মধ্যে মধ্যে সর্গ ও শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে, এই উভয়ের মধ্যে অমুক গ্রন্থ প্রাচীনতর অথবা অমুক গ্রন্থ খানি অপ্রাচীনতর এরূপ নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত বোধ হয় না;

---

* যেমন পৌষ্য পর্ব্বে আরুণি ও উপমন্যুর উপাখ্যান।

† যেমন আদি পর্ব্বে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে রুরু ও প্রমতির কথোপকথন। দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে এরূপ উক্তি আছে বটে যে, রুরু স্বীয় পিতা প্রমতির নিকট আস্তীকোপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরে তাহার আর কোন প্রসঙ্গ নাই. প্রত্যুত, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উগ্রশ্রবা কহিতেছেন, আমি পিতা লোমহর্ষণের নিকট আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, অবিকল সেইরূপ বর্ণনা করিতেছি।

‡ যেমন পৌষ্য পর্ব্বে সর্প সত্রানুষ্ঠান-সূচনার পরেই পৌলম পর্ব্বে ভৃগু-বংশের বর্ণনা।

¶ আদিপর্ব্ব ১। ১০, ১১, ১৭, ২০ ও ২৬।

§ শ্রীমান্ বেবের্ বিবেচনা করেন, রামায়ণ প্রথমে লিপিবদ্ধ ছিল না বলিয়াই, দেশ-ভেদে তাহার এ প্রকার পাঠ-ভেদ ও অবস্থা-ভেদ ঘটিয়াছে।—Weber's History of Indian Literature. 1878, P. 194.

তথাচ এই দুই পুস্তকের পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে, রামায়ণের অধিকাংশ মহাভারতের অধিকাংশ অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে।

প্রথমতঃ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, রামায়ণ রচনার সময়ে আর্য্য-বংশীয়েরা পূর্ব্বদিকে অঙ্গ ও মিথিলা এবং দক্ষিণে কেবল যমুনা তট-পর্য্যন্ত উপনিবেশ করেন; সে সময়ে সমস্ত দক্ষিণাপথ কেবল অরণ্য ও স্থানে স্থানে অসভ্য অনার্য্য লোকের আবাস-ভূমি ছিল *। কিন্তু মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা উহার মধ্যে অনেকানেক জনপদে, এমন কি প্রায় উহার দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্তও, আপনাদের আবাস ও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যত কাল ব্যাপিয়া মহাভারত রচিত ও সঙ্কলিত হয়, তন্মধ্যে আর্য্য-বংশীয়েরা দক্ষিণাপথে অন্য অন্য নানা দেশ ও নানা রাজ্যের সহিত কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, পাণ্ড্য † ও কেরল এবং পূর্ব্ব দিকে অঙ্গ, বঙ্গ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, মণিপুর ও সাগরতট পর্য্যন্ত আপনাদের বাস ও অধিকার বিস্তার করেন এইরূপ লিখিত আছে ‡ মহাভারত পাঠ করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষের অধিকাংশেই আর্য্য-বাস, আর্য্য ধর্ম্ম ও আর্য্য-সভ্যতা বিস্তারের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের যে সকল স্থলে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সমুদায় স্থান ঐ ঐ নামে বিখ্যাত হইবার পরে তাহা রচিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ। যদিও ভাষা-বিষয়ে মহাভারতের বহুতর স্থলের সহিত রামায়ণের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে; এমনকি, উভয়েতেই সারসিক-প্রয়োগবিরুদ্ধ প্রাচীন বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাচ অনেক ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের ভাষা সরল বটে, কিন্তু অনেক স্থানে রামায়ণের অপেক্ষা রচনার পরিপাট্য ও চাতুর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদিও অধিকাংশই সুপ্রাচীন অনুষ্টুপ § ছন্দেই রচিত, কিন্তু স্থলবিশেষে অপেক্ষাকৃত ইন্দ্রবজ্রাদি দীর্ঘ ছন্দও ব্যবহৃত

---

* ৮৬ পৃষ্ঠা দেখ।

† পাণ্ড্যরাজ্য খ্রী, পূ ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে সংস্থাপিত হয় বলিয়া বিবেচিত হয়। শৈব সম্প্রদায় ১০ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ সভাপর্ব্ব, ২৫—৩০ এবং ৫০—৫১ অধ্যায়; উদ্যোগপর্ব্ব, ১১৬ ও ১১৭ অধ্যায়; আশ্বমেধিক পর্ব্ব, ৭৩—৮৪ অধ্যায় ইত্যাদি।

§ মনু, রামায়ণ ও মহাভারতাদি অনতিপ্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে যে সকল ছন্দ ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে অনুষ্টুপ ছন্দ প্রাচীন। ঐ সকল শাস্ত্রেই ঐ ছন্দের শ্লোকাবলী দৃষ্ট হয়।

হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণেরও প্রতি সর্গের শেষে এক একটি সুমধুর দীর্ঘ ছন্দের কবিতা আছে এবং তাহা সাহিত্য-রচনার বহুকাল-সাধ্য সমুন্নতি ও পরিপাটির পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করিতে হয় সত্য বটে, কিন্তু মহাভারতের বহুতর স্থলে উল্লিখিতরূপ দীর্ঘ-ছন্দ শ্লোকাবলী ক্রমাগত চলিয়া গিয়াছে। এমন কি, এক এক বা উপর্য্যুপরি বহু অধ্যায় তাদৃশ শ্লোক সমূহে পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় *।

তৃতীয়তঃ। সহমরণ ধর্ম্মটি হিন্দুজাতির আদিম ধর্ম্ম নয় ইহা পূর্ব্বেই নির্দেশিত হইয়াছে †। রামায়ণে আর্য্যবংশীয়দের মধ্যে উহা প্রচলিত থাকিবার কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, কিন্তু মহাভারতে ঐ প্রথা-প্রচলনের সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পাণ্ডু রাজার মৃত্যু হইলে তদীয় প্রিয় পত্নী মাদ্রী তাঁহার চিতারোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন ‡।

চতুর্থতঃ। রামায়ণে আন্বীক্ষিকীর ¶ উল্লেখ ও লোকায়তিক দর্শনের প্রসঙ্গ আছে §; কিন্তু মহাভারতে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্তাদি দর্শনের সবিস্তর বিবরণ ও রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও অন্য অন্য নানা বিদ্যার বহুল বৃত্তান্ত বিনিবেশিত রহিয়াছে **। রামায়ণ-রচনার সময়ে ঐ সকল শাস্ত্র উৎপন্ন বা সমুন্নত হয় নাই বোধ হয়। অতএব এ বিষয়টিও মহাভারতের অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীনত্বের পরিচায়ক বলিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ। মহাভারতের মধ্যেই রামোপাখ্যান সন্নিবেশিত আছে ††। যদিও তাহাতে বাল্মীকির নাম বিদ্যমান নাই, এবং কোন কোন অংশে বাল্মীকি রামায়ণের সহিত তাহার ঐক্যও দেখিতে পাওয়া যায় না ‡‡; কিন্তু ঐ গ্রন্থের অন্য অন্য স্থলে পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রসঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

* আদিপর্ব্ব, ১ অ, ১৪৮—২১৫ শ্লোক ও ৮১ অ—৯৩ অ; সভাপর্ব্ব, ৫৫—৫৭ অ; বনপর্ব্ব, ১১৯, ১২০ ও ২৬৭ অ ইত্যাদি।

† ৬৭ ও ৬৮ পৃষ্ঠা।

‡ আদিপর্ব্ব, ১২৬ অধ্যায়, ৩০ ও ৩১ শ্লোক।

¶ অযোধ্যাকাণ্ড ১০০। ৩৯।

§ অযোধ্যাকাণ্ড ১০৮।

** সভাপর্ব্ব, ৫ অধ্যায়; ভীষ্মপর্ব্ব, ১৩—৪২ অধ্যায়; শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্মের অন্তর্গত বহুতর স্থল ইত্যাদি।

†† বনপর্ব্ব ২৭৩—২৯১ অধ্যায়।

‡‡ ঐ রামায়ণের মতে রাম ও লক্ষ্মণ শর-জালে বদ্ধ হইলে, হনুমান্ ঔষধ আনয়ন করিয়া ... কিন্তু মহাভারতীয় উপাখ্যানানুসারে, কপিরাজ সুগ্রীব বিশল্যা

অপিচায়ং পুরা গীতঃ শ্লোকো বাল্মীকিনা ভুবি।
ন হন্তব্যাঃ স্ত্রিয় ইতি যদ্ব্রবীষি প্লবঙ্গমম্॥

দ্রোণপর্ব্ব। ১৪৩ অধ্যায়। ৬৯ শ্লোক।

পূর্ব্বকালে বাল্মীকিও ভূমণ্ডলে এই শ্লোক বলিয়া গিয়াছেন যে, বানর! ...মি বলিতেছ, স্ত্রীলোকের প্রাণ বধ করা কদাচ কর্ত্তব্য নয়।

শ্লোকশ্চায়ং পুরা গীতো ভার্গবেণ মহাত্মনা।
আখ্যানে রামচরিতে নৃপতিং প্রতি ভারত॥

শান্তিপর্ব্ব। ৫৭ অধ্যায়। ৪০ শ্লোক।

ভারত! পূর্ব্বকালে ভার্গব অর্থাৎ বাল্মীকিও রামোপাখ্যানের মধ্যে ...পতিকে উদ্দেশ করিয়া এই শ্লোক বলিয়াছেন।

এই উভয় শ্লোকেই বাল্মীকি পূর্ব্বকালের লোক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ...তদ্ভিন্ন, আদি পর্ব্বের ৫৫ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে, সভা পর্ব্বের ৭ অধ্যায়ের ১৫ ...শ্লোকে, উদ্যোগ পর্ব্বের ৮২ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে ও শান্তি পর্ব্বের ২০৭ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে বাল্মীকির নাম লিখিত আছে। এ সমস্ত ব্যতিরেকে, ...বন পর্ব্বের ১৩৭ অধ্যায়ে ও দ্রোণ পর্ব্বের ৫৯ অধ্যায়ে রামোপাখ্যান বর্ণিত

...নক মহৌষধ প্রদান পূর্ব্বক শল্য বিমোচন করিয়া দেয় (১)। বাল্মীকি রামায়ণে লিখিত ...আছে, রাবণ-বধ সম্পন্ন হইলে, রামচন্দ্র সীতার সতীত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ অগ্নি-...রীক্ষা দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু মহাভারতানুসারে, রামচন্দ্র সীতাকে পরিত্যাগ ...করিতে কৃতসংকল্প হইলে, সীতা অগ্নি, বায়ু, বরুণাদি দেবগণকে স্মরণ করেন; তাঁহারা ...আবির্ভূত হইয়া সীতার সচ্চরিত্রতার বিষয়ে নিঃসংশয়ে সাক্ষ্য দেন, এবং তদনুসারে রামচন্দ্র ...তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া অযোধ্যা পুরী প্রত্যাগমন করেন (২)।

এইরূপ অন্যান্য কোন কোন অংশেও ঐ উভয় উপাখ্যানের পরস্পর বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া ...ক। উভয়ের পরস্পর ঐরূপ বিভিন্নতা দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে একটি প্রাচীন রামোপা-...খ্যান বিদ্যমান ছিল, তাহা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া এক দিকে বাল্মীকি রামায়ণে ও অপর ...দিকে ঐ মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক মহাভারতের এই ...অংশটি সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বে একরূপ রামোপাখ্যান বিদ্যমান ছিল; ইহাতে আর সন্দেহ ...হইতে না।

হইয়াছে। অতএব মহাভারতের এই সমুদায় উপাখ্যান সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে একরূপ রামোপাখ্যান প্রচলিত হয় এবং উল্লিখিত বাল্মীকির সংজ্ঞা-বিশিষ্ট স্থলগুলি এবং তাহার পূর্ব্ব ও সমকালে রচিত সমুদায় স্থল বিরচিত হইবার পূর্ব্বে বাল্মীকি-কৃত কোনরূপ রামায়ণ বিদ্যমান থাকে ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না। মহাভারতীয় উপাখ্যানের স্থানে স্থানে রামচন্দ্র বিষ্ণ্বতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন *। অতএব রামকে বিষ্ণ্বতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা যখন আদিম রামায়ণের উদ্দেশ্য ছিল না বোধ হইতেছে †, তখন মহাভারতীয় উপাখ্যান বা তাহার অন্তর্গত ঐ সকল স্থল উহার অপেক্ষা অপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যখন মহাভারতে রামোপাখ্যান পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে ও বাল্মীকি-কৃত রামায়ণের বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে, অথচ রামায়ণে মহাভারতীয় মূল উপাখ্যানের কোন অঙ্গ বিদ্যমান নাই, তখন রামায়ণকে প্রাচীনতর গ্রন্থ বলিয়া সহজেই মনে হইতে পারে। এই সমস্ত কথার সহিত এ বিষয়ের চির-প্রবাদ ‡ ও পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সমূহের ঐক্য করিয়া দেখিলে, ঐ গ্রন্থের অধিকাংশ মহাভারতের অধিকাংশ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

রামায়ণের অযোধ্যা-বর্ণনাদি কতকগুলি বিষয় মহাভারতোক্ত কুরু-পাণ্ডবের বৃত্তান্ত অপেক্ষায় সভ্যতা সঞ্চারের পরিচায়ক বোধ হয়। তাদৃশ পূর্ব্বকালে বিস্তৃত ভারতভূমির সমস্ত জন-সমাজ কিছু একেবারে সমানরূপ সভ্য হইয়া উঠে নাই। তন্মধ্যে অপেক্ষা-কৃত উন্নত জনপদ-বিশেষের উপাখ্যান লইয়া রামায়ণ রচিত হইলে এরূপ হইতে পারে। পূর্ব্বকালীন পারসিকদের অবস্তা শাস্ত্রে সরয়ূ নদীর নামোল্লেখ থাকাতে ¶, ভারতবর্ষমধ্যে অযোধ্যা প্রদেশ আর্য্য-কুলের একটি প্রাচীন আবাস-ভূমি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কোন দেশ অগ্রে উপনিবিষ্ট হইলে ও তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের অনুকূল কারণ ঘটিলে, অগ্রে উন্নত হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব।

রামায়ণের ন্যায় মহাভারত রচনারও প্রকৃত সময় নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন।

---

* বনপর্ব্ব, ৯৯ অধ্যায়, ৪৩, ৬৩, ৬৭ ও ৭৪ শ্লোক, ১৪৭ অধ্যায়, ৩১ শ্লোক ও ২৭৫ অধ্যায়, ৫ শ্লোক। † ৮৮—৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ মহাভারতের অপেক্ষায় রামায়ণ সমধিক প্রাচীন গ্রন্থ এই প্রচলিত প্রবাদ।

¶ প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ২৮ পৃষ্ঠা।

আশ্বলায়নাদি কল্পসূত্রে বৈদিক ধর্ম্মেরই সবিস্তর বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আছে, আর রামায়ণাদিতে অভিনব ধর্ম্ম-প্রণালী সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন, রামায়ণ ও মহাভারত সমগ্রই কল্পসূত্র সমুদায় সমাপ্ত হইবার সমধিক কাল পরে বিরচিত হয়। কিন্তু এরূপ মীমাংসা কদাচ সুযুক্তি-সম্ভুত নহে। বেদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-ভাগ যেমন সংহিতা-ভাগ-সাপেক্ষ, কল্পসূত্র সমুদায় সেইরূপ ব্রাহ্মণ-ভাগ-সাপেক্ষ। অতএব এই তিনের পারম্পর্য্য বিষয়ে সংশয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত সেরূপ কল্পসূত্র-সাপেক্ষ নয়। অতএব কল্পসূত্রের সহিত ঐ উভয়ের সেরূপ পারম্পর্য্য-সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রাচীনতর অংশ-বিশেষ কল্পসূত্র অপেক্ষা প্রাচীন হওয়া অসম্ভব ও অসঙ্গত নয়। মনুসংহিতা ও আশ্বলায়নাদির গৃহ্যসূত্রেও ইতিহাস-পাঠের ব্যবস্থা আছে *। মহাভারত ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত। তদনুসারে কুল্লুক ভট্ট ঐ ইতিহাস শব্দের অর্থ মহাভারতাদি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন †। কিন্তু সেটি সন্দেহ-স্থল। ঐ বর্ত্তমান বৃহৎ পুস্তকের অনেকাংশ শিব ও বিষ্ণুর মহিমা বর্ণনে পরিপূর্ণ। যদি ঐ পুস্তক মনুসংহিতা রচনা বা সঙ্কলনের সময়ে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তাহাতেও ঐ উভয় দেবতার মাহাত্ম্য-বিবরণ ও উপাসনা-প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত হইত। তবে ঐ ইতিহাস শব্দ বর্ত্তমান মহাভারত-বাচক না হউক, উহার অন্তর্ভূত মূল উপাখ্যান ও অন্য অন্য প্রাচীন উপাখ্যান-বিশেষ প্রতিপাদক হওয়া সম্ভব। পশ্চাৎ পুরাণ-প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইবে, প্রচলিত পুরাণ ও মহাভারত রচিত ও সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে প্রাচীনতর গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-বিশেষ পুরাণ ও ইতিহাস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সেই সমস্ত ইতিহাস এক্ষণকার প্রচলিত মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট থাকা সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। এরূপ জনপ্রবাদই আছে যে, "ভারত ছাড়া কথা নাই।"

পশ্চাৎ হরিবংশের প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইবে, বাসবদত্তা-রচয়িতা সুবন্ধু খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন ও তাঁহার সময়ে হরিবংশ-পুস্তকও সচরাচর প্রচলিত ছিল। মহাভারতের অপরাপর অংশ তদপেক্ষায় প্রাচীন ইহাও ঐ স্থলে দেখিতে পাওয়া যাইবে। অতএব আদি, সভা, বন প্রভৃতি অষ্টাদশ পর্ব্ব ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বে সঙ্কলিত ও রচিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। বাসবদত্তার অন্তর্গত কুরু-বংশ, ভরত-বংশ,

শান্তনু-সন্তান, ভীম, অর্জ্জুন, দ্রোণ, কর্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণা, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কীচক, বৃহন্নলা বিরাট, উত্তরগোগ্রহ, উত্তরগোগ্রহে বৃহন্নলার প্রকাশ, ভারত-যুদ্ধ, মহাভারত-যুদ্ধ, দ্যূত-ক্রীড়ায় পাণ্ডবগণের রাজ্য-চ্যুতি, দুর্য্যোধনের উরু-ভঙ্গ, ভীষ্মের শর-শয্যা উলুক, দ্রোণ ও শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সম্বলিত কুরু-সৈন্যের অধ্যক্ষ, অর্জ্জুনের বাণ দ্বারা কুরু-সৈন্য সমাক্রান্ত ইত্যাদি মহাভারতীয় মূলোপাখ্যান সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাম ও যুদ্ধাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ এবং ঐ গ্রন্থের প্রসঙ্গাধীন উপস্থিত নহুস, পুরোরবা, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা-প্রসঙ্গ, নল ও দময়ন্তী-প্রস্তাব প্রভৃতি মহাভারত সংক্রান্ত বিষয়ের প্রসঙ্গে উল্লিখিত অনুমান একরূপ সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। সুবন্ধুর ঐ পুস্তকে এইরূপ বিষয় সমস্ত উত্তরোত্তর পাঠ করিতে করিতে, তাঁহার সময়ে কোনরূপ অবস্থাপন্ন বর্ত্তমান মহাভারতই প্রচলিত ছিল এই রূপ প্রতীতি হইতে থাকে। ফলতঃ ঐ গ্রন্থে পর্ব্ব সম্বলিত মহাভারতের নামও সুস্পষ্ট লিখিত আছে।

"ভারতমিব সুপর্ব্বণা। *"

ধারবার্ প্রদেশের অন্তর্গত ইবল্লী নামক স্থানের একটি শৈব মন্দিরে খোদিত শিলালিপি-বিশেষে কালিদাস ও ভারবির নাম উল্লিখিত আছে। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগের যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। উহা পাঁচ শত ছয় শতাব্দে অর্থাৎ পাঁচ শত চুরাশী খৃষ্টাব্দে খোদিত হয় †। অতএব তাঁহারা ঐ সময়ের পূর্ব্বতন লোক। যখন বাসবদত্তার প্রমাণানুসারে খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ও তাহার পূর্ব্বে মহাভারত বিদ্যমান ছিল স্বীকার

---

* ঐ সময়ে একরূপ রামায়ণও বিদ্যমান ছিল। বাসবদত্তায় কেবল রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, জনক, জনক-যজ্ঞভূমি, সীতা, দশরথ, রাবণ, কনক-মৃগ কর্ত্তৃক রামের চিত্তাকর্ষণ, সুগ্রীব, সুগ্রীব সেনা, তারাপতি প্রভৃতি রামায়ণ-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাম ও তৎসংক্রান্ত কিছু কিছু উপাখ্যান-সূচনা সন্নিবেশিত আছে এমন নয়, বাল্মীকি কর্ত্তৃক ইক্ষ্বাকু বংশ-বর্ণন-বিষয়ক গ্রন্থ-রচনা এবং রামায়ণ ও তাহার অন্তর্গত সুন্দরকাণ্ডের নাম সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে।

"রামায়ণমিব সুন্দরাকান্তচারুণা।"

অতএব সুবন্ধুর সময়ে ও তাহার কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ ন্যূনাধিক চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বে কোনরূপ অবস্থাপন্ন বর্ত্তমান রামায়ণ ও মহাভারত সচরাচর প্রচলিত ছিল ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে দেশ-সম্বন্ধীয় কোন প্রাচীন বিষয়ের সময় নিরূপণ করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য ব্যাপার, সে দেশের পক্ষে এটি একটি আদরণীয় কথা।

† The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society,

করিতে হইতেছে, তখন উহার দুই এক শত বৎসর পূর্ব্বের গ্রন্থকারেরা * নিজ সময়ে প্রচলিত মহাভারতীয় উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছেন এ কথাও সর্ব্বতোভাবে সম্ভাবিত ও যুক্তি-সিদ্ধ বলিতে হয়। মৃচ্ছকটিক এই সমুদায় অপেক্ষায় প্রাচীন গ্রন্থ †। এমন কি, খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী অপেক্ষায় কোন মতেই অপ্রাচীন বোধ হয় না। তাহাতেও রামায়ণোক্ত রাম ও হনূমানাদির ন্যায় মহাভারতোক্ত ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, সুভদ্রাদির ‡ নাম সন্নিবেশিত আছে। পশ্চাল্লিখিত শ্লোকটিতে কুরু ও পাণ্ডব বংশীয়দের প্রসঙ্গ-সহকারে যুধিষ্ঠিরের দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজয় ও পাণ্ডবদিগের বনবাস পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে।

কালিদাসের সময় নিরূপণ বিষয়ে ইউরোপীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিত কর্ত্তৃক এত বিভিন্ন মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে, এটি নির্দ্ধারিত হইবার বিষয় বলিয়াই মনে হয় না। কেহ § তাঁহাকে খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় কেহ বা ¶ তৃতীয় বা ষষ্ঠ, কেহ কেহ বা ‖ পঞ্চম ও কেহ বা ** ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। কালিদাস উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বিক্রমাদিত্য নামে নানা রাজা নানা সময়ে উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় থাকেন; এই নিমিত্তই, কালিদাস কোন্ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন; ইহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য অথবা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় লোকের বিশ্বাস এই যে, এক্ষণে যে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের বিংশ শতাব্দী চলিতেছে, অমর, কালিদাস, বরাহমিহির প্রভৃতি নবরত্ন তাঁহারই সভাসদ ছিলেন। কিন্তু সেই প্রবাদটি যে, কোন রূপেই সম্ভব ও সঙ্গত নয়

---

* অভিজ্ঞানশকুন্তল-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কালিদাস খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর পর ও ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

† শৈব-সম্প্রদায় ৬ পৃষ্ঠা দেখ। তথায় মৃচ্ছকটিক কেনর্কি অর্থাৎ সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত কনিষ্ক রাজার উত্তরকালে রচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শ্রীমান্ লেসেনের বিচারানুসারে বিবেচনা হয়, ঐ রাজা খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করেন (...I., p. 475)।

‡ প্রথম অঙ্কে শকারের উক্তি দেখ।

§ লেসেন্।

¶ বেবের। ..., vol. XXX II., pp. 93—

‖ প্রিন্সেপ্ উইল্ফোর্ড্ ও এল্ফিন্ষ্টোন্।

** টড্। ইঁহার মতানুসারে কালিদাস ... ভোজ-বিশেষেরও সভাসদ্ করিয়া

ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে *। শ্রীদেব-প্রণীত বিক্রমচরিত নামে একখানি গ্রন্থে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের চরিত-বর্ণন আছে, কিন্তু তাহাতে কালিদাসের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই। ভাওদাজি কালিদাসকে খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন এবং ঐ উজ্জয়িনীবিরাজিত কবি-কেশরী ও কাশ্মীর-রাজ্যাধিপতি মাতৃগুপ্ত এই উভয়ের চরিত-বিষয়ক উপাখ্যানের যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, যিনি কালিদাস, তিনিই মাতৃগুপ্ত †। এই উভয় এক ব্যক্তির নাম হইলে, অভিজ্ঞানশকুন্তল-প্রণেতা ভারতবর্ষীয় কবি-সম্রাটের সময় নির্দ্ধারণটি নিঃসংশয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাঁহার এই মতটিও সুদৃঢ় যুক্তি-সম্পন্ন ও সর্ব্বতোভাবে বিচার-সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কোন বিষয় যেরূপ সংশয়চ্ছেদী যুক্তি সহকারে সুসিদ্ধ হইলে, নিশ্চিত মনে করিতে পারা যায়, ভাওদাজির প্রবন্ধে সেরূপ প্রদর্শিত হয় নাই ‡। স্থল-বিশেষে কালিদাসের অন্য অন্য নাম লিখিত আছে; কিন্তু মাতৃগুপ্ত কুত্রাপি নাই।

যে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের এখন ১৯৩৮ অব্দ চলিতেছে, কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন তাঁহার সভাসদ ছিলেন এইরূপ জন-প্রবাদ আছে একথা ইতি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সে প্রবাদের উপর যে নির্ভর করিতে পারা যায় না, তাহাও পূর্ব্বে সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, ভোজ নামক নৃপতি-বিশেষের সভাতে কালিদাস প্রভৃতি নয় জন পণ্ডিত নবরত্ন নামে বিখ্যাত ছিলেন এইরূপ একটি জনশ্রুতিও প্রচলিত ও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। একটি সংস্কৃত প্রবন্ধে কালিদাসের ভোজ-সাক্ষাৎকার-সংঘটনের কৌতুকাবহ বর্ণন আছে। কালিদাস একটি অকিঞ্চিৎকর কবিতার রচনা করিয়া ভোজ সভাসদ শঙ্কর পণ্ডিতের হস্তে অর্পণ করেন। শঙ্কর কালিদাসকে হাস্যাস্পদ করিবার উদ্দেশে সেই শ্লোক-সম্বলিত রাজসভায় লইয়া যান।

/।৽।। - ব প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৫২ পৃষ্ঠা ও, দ্বিতীয় ভাগে শের ১৭৬ ও ১৭৭ পৃষ্ঠা।

অতএব সুবন্ধুর সময়ে ও ...mbay Branch of the Royal Asiatic Society.
কোনরূপ অবস্থাপন্ন বর্ত্তমান রামা.

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে দেশ-সম্বন্ধ of] him (Matrigupta) with Kalidasa
বা অসাধ্য ব্যাপার, সে দেশের পক্ষে এটি nable foundation.—A Weber or the
† The Journal of the Bombay

কালিদাসেন সহিতো ভোজরাজসভাং যযৌ।
অথ দৃষ্ট্বা স রাজানমাশিষং প্রজগাদ হ॥

মহাপদ্যের উপক্রম। ৪।

(শঙ্কর) কালিদাসকে সমভিব্যাহারে করিয়া ভোজ রাজার সভায় উপস্থিত হইলেন। কালিদাস রাজাকে দর্শন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ভোজ নামে নানা রাজা নানা স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীর, মালব, উৎকল, রাজস্থান, কান্যকুব্জ প্রভৃতি বহুতর দেশের ইতিহাসে বা উপাখ্যানে ও কোন কোন স্থানের খোদিত লিপিতেও ভোজ-নামধারী ভিন্ন ভিন্ন নৃপতির প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ৫৭৫*, কেহ ৬৮৬†, কেহ ৭৯০‡, কেহ ৮৮৩¶, কেহ ৮৭৬§, কেহ সহস্রাধিক‖, কেহ ১১৬০ ** ও কেহ ১৫৭৬ †† খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এইরূপ লিখিত আছে‡‡। তন্মধ্যে মালব রাজ্যের অধীশ্বর ধারা-নগর-নিবাসী ভোজ রাজা নিজে সুপণ্ডিত ও পণ্ডিতগণের আশ্রয় ভূমি বলিয়া বর্ণিত হন। কালিদাসাদিকে তাঁহারই সভাসদ করা পূর্ব্বলিখিত প্রবাদের উদ্দেশ্য §§।

---

* প্রমার-বংশীয় মালব-রাজ (Tod's Rajasthan, 1829, vol I., p. 800)।

† মালব রাজ্যের অন্য এক রাজা (Journal Asiatique, Mai, 1844, p. 354)।

‡ Description Historique et Geographyque de l'Inde, par Teiffenthaler vol I, p I.

¶ মুঞ্জ রাজার উত্তরাধিকারী (Prinsep's Indian Antiquities by Edward Thomas. vol. II., Part II., p. 250)।

§ কান্যকুব্জ ও গোয়ালিয়রের রাজা (Colonel Cunningham's plates, pl II., fig 4 and Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XXXI, p. 397)।

‖ ভোজপ্রবন্ধ, ভোজচম্পূ ও ভোজচরিতে বর্ণিত ভোজ রাজা। ১১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

** কোটোরবার রাজা (Tod's Rajasthan, 1832, vol. II., p. 242)।

†† হারৌতির রাও ভোজ (Tod's Rajasthan, 1832, vol. II., p. 475)।

‡‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XXX II., pp. 93—101 দেখ।

§§ কিন্তু গ্রন্থকার-বিশেষে কালিদাসকে অপর ভোজ-বিশেষেরও সভাসদ করিয়া

সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকায় ভোজদেব বিক্রমাদিত্যের উত্তরকালীন লোক এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু কত উত্তর, তাহা নির্দ্দেশিত নাই। খোদিতলিপি-প্রমাণে প্রতিপন্ন হয়, ঐ রাজা খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন *। সুতরাং তদনুসারে, ঐ নবরত্ন ঐ সময়ের লোক হইয়া পড়েন। অতএব এ বিষয়ের,

---

রাজা খ্রী. পূ. প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর কিয়দংশে রাজত্ব করেন। তাঁহার সভায় ৭০টি কবি বিদ্যমান ছিলেন; কালিদাস তাহার সর্ব্বপ্রধান।—Asiatic Researches, vol. XV., P. 259. রাসলীলার চিত্রপটে এক এক সখীর পার্শ্ব-দেশে যেমন এক একটি কৃষ্ণরূপ চিত্রিত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় উপাখ্যানে সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিদ্যমান বিভিন্ন ভূপতির সভায় এক একটি কবি কালিদাসকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

* অল্‌বীরূণী খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভোজ রাজাকে আপনার সমকালীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১)। সৌভাগ্যক্রমে ভোজ-রাজার অধস্তন পুরুষ-পরম্পরার নাম ও সময় নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মেজর্ টড্ উজ্জয়িনী হইতে ইংলণ্ডের রয়ল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটি নামক প্রসিদ্ধ সমাজে তিন খানি খোদিতলিপি প্রেরণ করেন এবং সুবিখ্যাত কোল্‌ব্রুক্ তাহার অর্থোদ্ভেদ করিয়া প্রকাশ করেন (২)। সেতারা হইতেও ভোজবংশের যে খোদিতলিপি (৩) প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত উল্লিখিত তিন খোদিত-লিপির বিশেষ কিছু বিভিন্নতা নাই। নাগপুর-সন্নিহিত ওয়েন্‌গঙ্গা নদীর পশ্চিমতীরস্থ একটি দেবমন্দিরের একখানি খোদিতলিপিতেও ভোজবংশের বিবরণ আছে (৪)। শুজলপুর পরগণার অন্তর্গত পিপ্লিয়ানগর গ্রামে একখানি তাম্রপত্রে ঐ বংশীয় উদয়াদিত্য, নরবর্ম্মা, যশোবর্ম্মা, জয়বর্ম্মা দেব প্রভৃতি নৃপতি-পরম্পরার প্রসঙ্গ আছে। তাহাতে লিখিত আছে, জয়বর্ম্মা দেবের উত্তরাধিকারী হরিশ্চন্দ্র দেব ১২৩৫ সম্বতে অর্থাৎ ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গোদান ও ভূমিদান করেন (৫)। এই সমস্ত খোদিতলিপি-প্রমাণে জানিতে পারা গিয়াছে, লক্ষ্মী-

---

(১) Journal Asiatique, Sept. 1844, p. 250.

(২) The Transactions of the Royal Asiatic Society, vol. I., pp. 230-239 and 462-466. (Colebrooke's Essays, 1873, vol. 2., pp. 263 265.)

(৩) Deciphered and noticed by Prof. Lassen, and alluded to by Rajendra Lala Mitra in the Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XXXII., p. 104.

(৪) Journal Bombay B. R A. Society, Vol. I., pp. 259- 281 (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1863, No. II., p. 103.)

(৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. VII. p. 736.

লিখিতই হউক বা বাচনিকই হউক, পরম্পরাগত প্রবাদের প্রমাণ একবারেই

বর্ম্মার পিতা যশোবর্ম্মা, যশোবর্ম্মার পিতা নরবর্ম্মা, নর বর্ম্মার পিতা উদয়াদিত্য এবং উদয়াদিত্যের পিতা ভোজ।

ভোজ

উদয়াদিত্য

নরবর্ম্মা লক্ষ্মীদেব

যশোবর্ম্মা

জয়বর্ম্মাদেব লক্ষ্মীবর্ম্মাদেব

ঐ সমস্ত খোদিতলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ্মীবর্ম্মা ১২০০ সম্বতে অর্থাৎ ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁহার পিতা যশোবর্ম্মা ১১৯১ সম্বতে অর্থাৎ ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। যশোবর্ম্মার পিতা নরবর্ম্মা ১১৬১ সম্বতে অর্থাৎ ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ঐ যশোবর্ম্মার প্রপৌত্র অর্জ্জুনবর্ম্মা ১২৭২ সম্বতে অর্থাৎ ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। যশোবর্ম্মা ১১৯১ সম্বতে অর্থাৎ ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে নিজ পিতা নরবর্ম্মার শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণবিশেষকে দুইখানি গ্রাম দান করেন। অতএব নরবর্ম্মা ঐ বৎসরে অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন বলিতে হইবে। পুরুষ-পরম্পরার আয়ুঃ সংখ্যা বা নৃপতি-পরম্পরার রাজত্বকাল গণনা করিতে হইলে, গড়ে ২৫।৩০ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর করিয়া পড়ে। তদনুসারে, নরবর্ম্মা ও তদীয় পিতা উদয়াদিত্যের রাজত্ব-কাল-সমষ্টি ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর হইতে পারে। ইহা হইলে উদয়াদিত্যের পিতা ভোজ রাজার রাজত্বকাল খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অতীত হওয়া সম্ভব। ভোজচরিত ও ভোজপ্রবন্ধে নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ রাজা ৫৫ বৎসর ৭ মাস ৩ দিন রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় থাকেন। তদনুসারে খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয় এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। অতএব অল্‌বীরুণী যে তাহাকে আপনার সমকালবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা ঐ সমস্ত খোদিতলিপির প্রমাণদ্বারা সর্ব্বতোভাবেই সঙ্গত ও বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হইতেছে। যাহা হউক, মালব রাজ্যের অন্তর্গত ধারানগর নিবাসী ভোজ রাজা

পরিত্যাগ করিয়া যুক্তি-পথ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। নবরত্ন * নামে নয় জন পণ্ডিত বিক্রমাদিত্য-বিশেষের সভাসদ ছিলেন, এ প্রবাদটি নিতান্ত অল্প প্রাচীন নয়। খৃষ্টাব্দের ১০ম শতাব্দীতে বিরচিত বুদ্ধগয়ার একখানি খোদিতলিপিতে তাহা লিখিত আছে †। তাদৃশ সময়ে বিরচিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য-প্রণেতা শ্রীহর্ষ নিজ গ্রন্থের শেষভাগে কালিদাস-কৃত কুমারসম্ভবের শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পূর্ব্বৈরপি লোকসিদ্ধত্বাদ্ব্যবহৃতা: কেবলমস্মাভিরেব তর্কপদব্যাম-ভিষিক্তাস্তেনা ন প্রবন্ধেন নিরস্যন্তে "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তু-মসাম্প্রতম্।"

যে সমুদায় লোক-প্রসিদ্ধ বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা তাহা ব্যবহার করিয়াছেন। কেবল আমরাই তাহা তর্ক-পদবীতে অভিষিক্ত করিয়াছি। এখন আর প্রবন্ধ-রচনা দ্বারা নিরাস করা যায় না। যে বৃক্ষ সম্বর্দ্ধন করা যায়, তাহা বিষবৃক্ষ হইলেও আর স্বয়ং ছেদন করা যায় না।

উদ্ধৃতি-চিহ্নে চিহ্নিত এই শ্লোকার্দ্ধ কালিদাসের কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গের ৫৫ শ্লোকের শেষ দুই চরণ। সুতরাং কুমার হইতেই উদ্ধৃত।

এই শ্রীহর্ষই নৈষধ-রচয়িতা। তদীয় টীকাকার প্রেমচন্দ্রের ব্যাখ্যানুসারে, নৈষধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১১৩ শ্লোকে খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থের আভাস পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। সুতরাং কালিদাস ঐ সময়ের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বকীয় কীর্ত্তি-পতাকা উড্ডীয়মান করেন বলিতে হয়।

বাণভট্ট খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমাংশে বিদ্যমান ছিলেন ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে ‡। তিনি হর্ষচরিতের প্রারম্ভেই কালিদাসের প্রশংসা করিয়াছেন।

নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসান্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে॥

পুষ্পমঞ্জরীতে লোকের যেরূপ প্রীতি জন্মে, নিসর্গ দেবনন্দন অর্থাৎ স্বভাব

* নবরত্ন নামে নয় জন পণ্ডিত সম্বৎ-সংস্থাপক বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। এ প্রবাদটি জ্যোতির্বিদাভরণ ব্যতিরেকে অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থে বিদ্যমান নাই।

সিদ্ধ-শক্তিশালী কালিদাসের মধুর রসাভিষিক্ত সুচারু বচনেও সেইরূপ হয়।

অতএব কালিদাস ঐ শতাব্দের পূর্ব্বতন লোক তাহার সন্দেহ নাই।

৫০৭ শকাব্দে অর্থাৎ ৫৮৫। ৮৬ খৃষ্টাব্দে বিরচিত খোদিত লিপিতে কালিদাস ও ভারবির নাম সুস্পষ্ট লিখিত আছে *। অতএব তিনি ঐ অব্দের উত্তরকালীন লোক নন, এইটিই নিঃসংশয়ের নিরূপিত হইল। উঁহার কত পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহার নির্ব্বাচন করিবার উপায় নাই বলিলেই হয়। রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবে ফলিত জ্যোতিষ-সংক্রান্ত এরূপ কতকগুলি কথা আছে যে, শ্রীমান্ হ, যেকোবি একটি প্রবন্ধে সেই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বিবেচনা করেন, ঐ দুই কাব্য খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ অপেক্ষা প্রাচীন হওয়া কোন রূপেই সম্ভব নয় †। শ্রীমান্ বেবেরও এই অভিপ্রায়ে অনুমোদন করিয়াছেন। ‡ উল্লিখিত দুই কাব্যে এইরূপ লিখিত আছে যে,

গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চসংশ্রয়ৈরসূর্য্যগৈঃ সূচিতভাগ্যসম্পদম্।
অসূত পুত্রং সময়ে শচীসমা ত্রিসাধনা শক্তিরিবার্থমক্ষয়ম্॥

রঘুবংশ।৩।১৩॥

যেমন প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি অক্ষয় ফল উৎপাদন করে, সেইরূপ, শচী-তুল্য রাজমহিষী সুদক্ষিণা যথাসময়ে পুত্র প্রসব করিলেন। সেই সময়ে অসূর্য্যাভিগামী পাঁচটি গ্রহ উচ্চ স্থান-স্থিত হইয়া তাহার সৌভাগ্য-সম্পদ সূচিত করিয়া দিল।

অথৌষধীনামধিপস্য বৃদ্ধৌ তিথৌ চ জামিত্রগুণান্বিতায়াম্।
সমেতবন্ধুর্হিমবান্ সুতায়াঃ বিবাহদীক্ষাবিধিমন্বতিষ্ঠত্॥

কুমারসম্ভব।৭।১॥

---

* The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. IX., p. 315.

† Monatsberichte der Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1873, pp. 554–558 আমার পরমাত্মীয় নিত্যসহচর শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ যেকোবিরচিত প্রবন্ধের যুক্তি বিবরণগুলি আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন। ইহাতেই এস্থলে প্রস্তাবিত বিষয় প্রতিপাদন পক্ষে সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছে।

হিমালয় চন্দ্রের শুক্লপক্ষীয় জামিত্রগুণান্বিত তিথিতে বন্ধুবান্ধব-সমভিব্যাহারে কন্যার বিবাহ-সংস্কার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন।

বহুগ্রহ উচ্চস্থিত হইলে রাজ্যাদি সম্পদ লাভ হয়, এমন কি পঞ্চগ্রহ উচ্চস্থ থাকিলে যে সে ব্যক্তিও রাজ্যপদ প্রাপ্ত হয়। এ কথাটি লঘুজাতক নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থে সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে।

त्रिप्रभृतिभिरुच्चस्थैर्नृपवंशभवा भवन्ति राजानः।
पञ्चादिभिरन्यकुलोद्भवाश्च तद्वत् त्रिकोणगतैः॥

লঘুজাতক। ৯। ২৩॥

ন্যূন সংখ্যা তিন গ্রহ উচ্চ * স্থানে থাকিলে রাজকুলোদ্ভব ব্যক্তিগণ রাজা হন। পঞ্চগ্রহ উচ্চস্থানে থাকিলে অন্য বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণও রাজা হন। পঞ্চগ্রহ যদি ত্রিকোণস্থ † হয়, তাহা হইলেও ঐরূপ ফলপ্রদ হইবে।

ভারতবর্ষীয়েরা যে গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করেন, এই পুস্তকের উপক্রমণিকার মধ্যে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে ‡। উল্লিখিত কুমারসম্ভবোক্ত বচনের অন্তর্গত জামিত্র শব্দটি গ্রীক্‌ ভাষার ঐ অর্থ-প্রতিপাদক শব্দ বিশেষের সংস্কৃতরূপ বই আর কিছুই নয়। মল্লিনাথ জামিত্রই শব্দের এরূপ অর্থ করিয়াছেন যে,

---

* এক এক রাশি এক এক গ্রহের উচ্চস্থান বলিয়া নির্দ্দেশিত আছে; যেমন রবির মেষ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মকর, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির কর্কট, শুক্রের মীন ও শনির তুলা।

मेषोवृषोमृगः कन्या कर्किमीनतुलाधराः।
भास्करादेर्भवन्त्युच्चा राशयः क्रमशस्त्विमे॥

রঘুনন্দন-কৃত জ্যোতিষতত্ত্ব।

† এক এক রাশি এক এক গ্রহের ত্রিকোণ বলিয়া ব্যবস্থিত আছে; যেমন রবির সিংহ, চন্দ্রের বৃষ, কুজের মেষ, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির ধনু, শুক্রের তুলা ও শনির কুম্ভ।

सिंहो वृषश्च मेषश्च कन्या धन्वी घटी घटः।
अर्कादीनां त्रिकोणानि मूलानि राशयः क्रमात्॥

রঘুনন্দন-কৃত জ্যোতিষতত্ত্ব।

জামিত্রং লগ্নাৎ সপ্তমস্থানম্।

লগ্ন * হইতে সপ্তম স্থানের নাম জামিত্র।

গ্রীক্ ডিয়ামিট্রস শব্দেরও অর্থ অবিকল এইরূপ। উহার লাটিন্ রূপ ডিয়ামিটম্। শ্রীমান ফ, মেটর্নুস্ লাটিন্ ভাষায় উহার যেরূপ অর্থ করেন, তাহা পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইতেছে। সেই অর্থ পূর্ব্বোক্ত মল্লিনাথ-কৃত জামিত্র শব্দের ব্যাখ্যার অবিকল অনুরূপ।

A Signe ad aliud signum. quod septimum fiuerit. hoc est diametrum.

এক রাশি হইতে সপ্তম স্থান স্থিত অন্য রাশিকে ডিয়ামিট্রম্ বলে।

কি সুন্দর ঐক্য!—কি সম্পূর্ণরূপ সুন্দর ঐক্যই দৃষ্ট হইতেছে! পরস্পর দূরস্থিত উভয় দেশীয় বিষয় বিশেষের এতাদৃশ অবিদিতপূর্ব্ব ঐক্য-প্রতিপাদন অপার উল্লাসের বিষয়। ইহাতে কি অপারজ্ঞাত গুপ্তকথাই ব্যক্ত করিয়া দিতেছে! আরও দেখ। কুমারসম্ভবে জামিত্রের যেরূপ গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, লঘুজাতকেরও বচন-বিশেষে তাহার অনুরূপ তাৎপর্য্য নির্দ্দেশিত আছে †। গ্রীক্ জ্যোতির্ব্বিদেরা ডিয়ামিট্রস্ রাশিরও সেইরূপ শক্তি বর্ণন করিয়াছেন। কুমারসম্ভব ও গ্রীক্ জ্যোতিষ উভয়ের মতেই উহা উদ্বাহ-পক্ষে শুভকর। ফ, মেটর্নুস্ স্পষ্ট লিখিয়াছেন, ডিয়ামিট্রম্ অর্থাৎ ঐ সপ্তম রাশি বা সপ্তম স্থান হইতে উদ্বাহকাল নির্ণয় করিতে পারা যায়।

ex hoc loco quantitatem quaeramus nuptiarum (Firm. Mat. II, 22, 7.)

কুমারসম্ভবের পূর্ব্বোক্ত বচনে রাশি-বিশেষস্থ চন্দ্রকলা স্ত্রীলোকের উদ্বাহ-পক্ষে শুভকর বলিয়া নির্দ্দেশিত আছে। লঘুজাতকেও স্ত্রীলোকের পক্ষে চন্দ্রের বিশেষরূপ শক্তি বর্ণিত হইয়াছে ‡। গ্রীক্ জ্যোতির্ব্বিদ টলেমিও চন্দ্রকে

---

* মেষ, বৃষ, মিথুনাদি রাশির উদয়কে লগ্ন বলে।

† পশ্চাল্লিখিত বচন দেখ।

‡ স্ত্রীপুংসোর্জন্মফলং তুল্যং কিন্ত্বত্র চন্দ্রলগ্নস্থম্।
তদ্বলযোগাদ্বপুরাকৃতিশ্চ সৌভাগ্যমস্তমযে॥

লঘুজাতক। ২। ১।

স্ত্রী ও পুরুষের জন্ম ফল তুল্য, কিন্তু এস্থলে (অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পক্ষে) লগ্ন ও চন্দ্র উভয়ই ফলপ্রদ। তাহাদের বলানুসারে শরীর ও আকৃতি হয়। আর যদি লগ্ন হইতে সপ্তম

স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন কি, কুমারসম্ভবের ন্যায় তাঁহারও গ্রন্থে লিখিত আছে, শুক্লপক্ষায় চন্দ্র স্ত্রীজাতির পক্ষে শুভপ্রদ।

সংস্কৃত জাতকগুলি গ্রীক্ শাস্ত্রের অনুযায়ী। ঐ জ্যোতিষ শাস্ত্রের নাম হোরাশাস্ত্র। ভারতবর্ষীয় হোরাশাস্ত্র গ্রীক্ জ্যোতিষ অবলম্বন করিয়া রচিত হয় জানা গিয়াছে *। হোরাটি গ্রীক্ শব্দ। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, বরাহ-মিহিরের একখানি গ্রন্থের নাম হোরাশাস্ত্র। যেকোবি গ্রীক্ জ্যোতিষের সহিত ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের ঐক্য করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, গ্রীক্-দিগের ঐ শাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইবার পর, ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহাদের নিকট উহা গ্রহণ করেন †। গ্রীস্ দেশীয় হোরাশাস্ত্র খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীতে সম্পূর্ণ হয়। অতএব ভারতবর্ষে উহা ঐ শতাব্দীর পর ভিন্ন পূর্ব্বে কদাচ অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। উল্লিখিত দুই কাব্য গ্রন্থে ঐ শাস্ত্রে গ্রন্থকারের যেরূপ পারদর্শিতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার সময়ে ভারত-বর্ষে ঐ বিষয় বিলক্ষণ প্রচারিত হইয়াছিল বলিতে হয়। এই সমস্ত পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখিলে, ঐ দুই গ্রন্থ খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে বিরচিত হওয়া কোনরূপেই সম্ভব বোধ হয় না। ইতি পূর্ব্বেই খোদিতলিপির প্রমাণানুসারে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, কালিদাস খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্ব্বতন লোক ‡। অতএব তিনি ¶ খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর ও ও ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন এইটিই একরূপ প্রতীয়মান হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই উভয় সীমার মধ্যস্থলে কোন্

---

* উপক্রমণিকার ১১২--১১৪ পৃষ্ঠায় এবিষয় দেখ।

† Dissertation de Astrologiae Indicae "Hora." Bonn 1872, pp. 12 and 13.

‡ ২৭৩ পৃষ্ঠা।

¶ কালিদাস-প্রণীত সুপ্রচলিত কয়েকখানি কাব্য-নাটক ব্যতিরেকে অপর কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহারই বিরচিত বলিয়া লিখিত আছে; যেমন জ্যোতির্বিদাভরণ, শক্রপরাভব, রাত্রি-লগ্ননিরূপণ ইত্যাদি। কিন্তু এইগুলি নানাকারণে অপরাপর লোকের রচিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব-প্রণেতা কালিদাস খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর উত্তরকালীন

নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি প্রাদুর্ভূত হন, তাহার নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিবার উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত নবরত্নের অন্তর্গত অমর ও বরাহমিহিরের সমকালবর্ত্তী বলিয়া যে চির-প্রবাদ আছে, তাহার সহিত ঐ উভয় সীমা-নির্ণয়ের কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই বলিতে হইবে। সেই প্রবাদটি প্রামাণিক হইলে, যখন বরাহমিহির খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন *, তখন তাঁহাকেও খৃষ্টাব্দের ঐ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়।

কালিদাসের নামোচ্চারণ মাত্র তদীয় গুণ-গ্রাম স্মরণ হইয়া শরীর ও মন পুলকিত হইয়া উঠে। পূর্ব্বকালে ভারতমণ্ডলে যত বিষয়ের যত গ্রন্থ রচিত হয়, তাহার মধ্যে সাহিত্য-বিষয়ক রঘুবংশ ও অভিজ্ঞানশকুন্তল সদৃশ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নিষ্কলঙ্ক প্রধান পুস্তক কোন বিষয়েই বিদ্যমান নাই। ঐ উভয় পাঠ করিতে করিতে নিরন্তর একরূপ অপূর্ব্ব চিত্ত-চমৎকার উপস্থিত হইয়া নিরুপম সুনির্ম্মল স্বর্গ-সুখ অনুভূত হইতে থাকে। তাঁহার উপমার তো উপমা নাই। অবনিমণ্ডলে উটি একটি অদ্বিতীয় পদার্থ হইয়া রহিয়াছে। উৎপ্রেক্ষাও সেই-রূপ। তাঁহার স্বভাববর্ণন অতীব মনোহর। তদীয় বলবৎ ভ্রমণোৎসাহ ও নৈসর্গিক বস্তু পর্য্যবেক্ষণ-বাসনাও তাঁহার অসাধারণ প্রকৃতির পরিচায়ক। ভারতবর্ষে এখন তাদৃশ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বুঝি আর বিদ্যমান নাই। ফলতঃ তিনি ভারতভূমির অসাধারণ শ্লাঘাস্থল।

কেহ কেহ তদীয় গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কবিত্ব-গুণের সর্ব্বাংশে সমানরূপ প্রধান শক্তিশালী বলিয়া বর্ণন করেন; এমন কি, ভূমণ্ডলের কোন কবি

করেন, রঘুবংশ ভোজ-বংশীয় নৃপতি-বিশেষের প্রীতি-সাধন উদ্দেশে বিরচিত হয় (১)। আর দিকে, শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত একটি প্রবন্ধে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের নানা অংশে পরস্পর সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া ঐ তিনই এক গ্রন্থকারের গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন (২)।"

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৫২ পৃষ্ঠা।

---

(১) Weber's History of Indian Literature, 1178, p. 195.

কোন বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর শক্তি প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু মানবীয় মনের তল-স্পর্শী সেক্স্‌পিয়র্, গাম্ভীর্য্য-মহার্ণব মিল্‌টন্, প্রচণ্ড তেজশ্চূলী ঔৎসুক্যশালী বায়্‌রন্ ও করুণ, গাম্ভীর্য্য, রৌদ্রাদি বিবিধ-রস-সিন্ধু সারল্য-নিধান বাল্মীকির নাম বিদ্যমান থাকিতে উল্লিখিত অভিপ্রায়ে অনুমোদন করিতে পারা যায় না। কিন্তু মধুরতা বিষয়ে কালিদাস কোন দেশের কোন কবি অপেক্ষা ন্যূন নন। রঘুবংশ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের সুধাময় স্বভাব-বর্ণনাদি অধ্যয়ন করিতে করিতে সংশয় হয়, কালিদাস কি ভারতবর্ষীয়? যদি সংস্কৃত সারসিক কাব্য-প্রণেতা অপরাপর সমস্ত কবি ভারতবর্ষীয় হন, তবে কালিদাস ইয়ুরোপীয়! কিন্তু ইয়ুরোপীয় কবিত্ব কি এত মধুর? ফলতঃ নৈসর্গিক শোভানুরাগিণী গুণবতী ইয়ুরোপীয় কবিতা কবিত্ব-সামগ্রী পরিপূর্ণা রসবতী ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলে যেরূপ চমৎকারিণী হওয়া সম্ভব, কালিদাসের কবিতা সেইরূপই! ইয়ুরোপীয় স্থপতিগণেই অদ্বিতীয় আগ্‌রায় তাজ্ প্রস্তুত করিয়াছে।

> एतत्तद्धृतराष्ट्रचक्रसदृशं मेघान्धकारं नभो
> हृष्टो गर्ज्जति चापि दर्पितबलो दुर्य्योधनो वा शिखी।
> अक्षद्यूतजितो युधिष्ठिर इवारण्यं गतः कोकिलो
> हंसाः सम्प्रति पाण्डवा इव वनादज्ञातचर्य्यं गताः।

মৃচ্ছকটিক পঞ্চম অঙ্ক।

মেঘান্ধকারময় গগনমণ্ডল ধৃতরাষ্ট্রের কৌশলচক্রের সদৃশ হইয়াছে। ময়ূর বল-দর্পে দর্পিত দুর্য্যোধনের ন্যায় হৃষ্ট মনে গর্জ্জন করিতেছে। কোকিল দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত যুধিষ্ঠিরের ন্যায় বন-মধ্যে গমন করিয়াছে। পাণ্ডবেরা যেরূপ বনবাস পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতবাসে অবস্থিতি করেন, সম্প্রতি হংসগণ সেই-রূপ বন (অর্থাৎ জল) পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত-চর (অর্থাৎ অদৃশ্য) হইয়াছে।

এই গ্রন্থে রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত উল্লিখিতরূপ বিষয় সমূহ সন্নিবেশিত থাকিয়া মৃচ্ছকটিক-প্রণয়ন-কালে ও তাহার কিছু পূর্ব্বে ঐ দুই মহাকাব্য বা তদীয় মূলোপাখ্যান-প্রচলন পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে।

ঐ ইবল্লীর খোদিত লিপির তারিখে ভারত-যুদ্ধের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। ঐ লিপি ঐ যুদ্ধের ৩৭৩০ তিন হাজার সাতশত ত্রিশ বৎসর পরে খোদিত বলিয়া লিখিত রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে খোদিত চালুক্য ও গুর্জ্জর রাজ-বংশীয়দের তাম্রপত্রে কতকগুলি শ্লোক সন্নিবেশিত আছে। তাহা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক লিখিত ও বেদব্যাস কর্তৃক বিরচিত * বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে †। অতএব ঐ সমুদায় তাম্রপত্রাদি খোদিত হইবার সময়ে মহাভারতীয় মূল উপাখ্যানটি, এবং ব্যাসোক্তির উল্লেখ থাকাতে বোধ হয় যে, এক রূপ মহাভারত গ্রন্থই প্রচলিত ছিল। আর নাসিক নামক স্থানের গিরি-গুহায় খৃষ্টাব্দের প্রথম বা চতুর্থ শতাব্দীতে ‡ খোদিত কতকগুলি লিপি বিদ্যমান আছে, তাহার এক খানিতে ভীম, অর্জ্জুন, জনমেজয়ের সহিত মহারাজ গোতমী পুত্রের তুলনা করা হইয়াছে ¶।

অষ্টাদশ পর্ব্বের কোন পক্ষে ন্যূনাধিক সতর শত বৎসরের মধ্যে সংঘটিত কোন সুনির্দ্দিষ্ট ঘটনা ও সুনিশ্চিত বিষয়ের কিছুমাত্র নিদর্শন লক্ষিত হয় না। অতএব ঐ সমস্ত ঐ সময়ের মধ্যে বিরচিত বলিয়া অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।

পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, পূর্ব্বোল্লিখিত কল্পসূত্রকার আশ্বলায়ন ও বৈয়াকরণ পাণিনি প্রায় এক সময়ে অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ জীবিত ছিলেন। সেই পাণিনির ব্যাকরণে মহাভারতীয় মূলোপাখ্যানের বহুবিধ বিষয় লক্ষিত

* "উক্তঞ্চ ভগবতা বেদব্যাসেন ব্যাসেন"।

† The Journal of the Royal Asiatic Society, New Series, vol. I. pp. 269, 270 and 276.

‡ উহার তারিখ ঊনবিংশ সংবৎসর বলিয়া লিখিত আছে। উটি প্রচলিত সংবৎ হইলে, সাতান্তর খৃষ্টাব্দ এবং বল্লভি অব্দ হইলে তিন শত সাঁইত্রিশ খৃষ্টাব্দ হয়।

¶ রাম কেসবে জুন ভীমসেন তুলপরকমস * * * * * * নাভাগ নহুস জনমেজয় সকার (কারি ?) যযাতি রামা বরিস সমতেজস।

রাম, কেশব, অর্জ্জুন ও ভীমসেনের তুল্য পরাক্রমশালী * * * *। নভাগ, নহুষ জনমেজয়, শকারি অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য, যযাতি ও বলরামের তুল্য তেজস্বী। Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, vol. V. p. 41.

হইয়া থাকে। তদীয় সূত্রের মধ্যেই কুরু-বংশ, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, বাসুদেব ও মহাভারতাদি নামের প্রসঙ্গ বা সুস্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ ॥ (৪।১।১৪৪।)

ঋষি, অন্ধক, বৃষ্ণি, কুরু এই সমস্ত বংশ-বাচক শব্দের উত্তর অপত্যার্থে অণ্ হয়; যেমন বাসুদেব, নাকুল, সাহদেব ইত্যাদি।

বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্। (৪।৩।৯৮)

বাসুদেব ও অর্জ্জুন এই দুই শব্দের ষষ্ঠ্যর্থে বুন্ আদেশ হয়; যেমন বাসুদেবের প্রতি যাহার ভক্তি, সে বাসুদেবক, এবং অর্জ্জুনের প্রতি যাহার ভক্তি সে অর্জ্জুনক।

মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্ণগৃষ্টীষ্বাসজাবালভারভারতহৈলিহিলরৌরবপ্রবৃদ্ধেষু। (৬।২।৩৮।)

ব্রীহি, অপরাহ্ণ, গৃষ্টী, শ্বাস, জাবাল; ভার, ভারত, হৈলিহিল, রৌরব, প্রবৃদ্ধ এই দশ শব্দ পরে থাকিলে, তাহাদের পূর্ব্বে মহৎ শব্দ সংযুক্ত হয়; যেমন মহাব্রীহি, মহাপরাহ্ণ, মহাভারত * ইত্যাদি।

নভ্রাজ্নপান্নবেদানাসত্যানমুচিনকুলনখনপুংসকনক্ষত্রনক্রনাকেষু প্রকৃত্যা। (৬।৩।৭৫।)

নভ্রাজ, নপাত্, নবেদস্, নাসত্যা, নমুচি, নকুল, নখ, নপুংসক, নক্ষত্র, নক্র, নাক এই সকল শব্দের প্রকৃতি-ভূত নঞ অর্থাৎ নিষেধার্থক নকারের লোপ হয় না; যেমন যার কুল নাই, সে নকুল ইত্যাদি।

গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ। (৮।৩।৯৫।)

গবি ও যুধি শব্দের উত্তর স্থির শব্দের সকার স্থানে ষকারের আদেশ হয়; যেমন গবিষ্ঠির ও যুধিষ্ঠির।

---

* শ্রীমান্ বেঁবের এস্থলের মহাভারত শব্দটি ভারত-কুলোদ্ভব প্রধান ব্যক্তিবাচক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। (History of Indian Literature translated by Mann and Zachariae, p. 185.) ইহা হইলে, মহাভারতে বর্ণিত ভারত-বংশের বিষয় পাণিনির সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ছিল ইহাই বিজ্ঞাপন করা এই সূত্র উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্য মনে করিতে হইবে।

এই কয়েকটি সূত্রের মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রে প্রকাশ করিতেছে, পাণিনির সময়ে অর্থাৎ তাদৃশ পূর্ব্বকালেও অর্জ্জুন ও বাসুদেব পূজাস্পদ ও শ্রদ্ধাস্পদ এবং সুতরাং পূর্ব্বকালীন মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। পাণিনি-সূত্রের ব্যাখ্যাতে উল্লিখিত সমুদায় নাম এবং ভীম, সহদেব, কুন্তী, মাদ্রী সুভদ্রার নাম ও ভারতসংগ্রামের বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে *। ফলতঃ পাণিনি ব্যাকরণ পাঠ করিয়া গেলে, তাহা রচিত হইবার সময়ে মহাভারতীয় মূল উপাখ্যানটি একটি লোক-প্রসিদ্ধ পুরাতন কথা বলিয়া প্রচলিত ছিল, ইহা স্বতই প্রতীয়মান হইতে থাকে।

পতঞ্জলি ঐ পাণিনি-সূত্রের মহাভাষ্যের মধ্যে নকুল, সহদেব, ভীমসেন, দুঃশাসন ও দুর্য্যোধনের নাম লিখিয়া গিয়াছেন †। তিনি ভীম, নকুল ও সহদেবকে কুরু-বংশীয় এবং যুধিষ্ঠিরকে অর্জ্জুনের জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ‡। তাঁহার সময়ে ঐ সমস্ত ব্যক্তির নাম সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ ছিল এইরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ¶। কেবল কৌরব ও পাণ্ডবগণের নামোল্লেখ করিয়া নিরস্ত হন নাই; ভারত যুদ্ধের বিষয়ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ধর্ম্মেণ স্ম কুরবো যুধ্যন্তে। (৩।২।১১৮। সূত্রের ভাষ্য।)

কুরু-বংশীয়েরা ন্যায়-সঙ্গত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এইরূপ প্রচুর প্রমাণ ব্যতিরেকেও, মহাভাষ্যের মধ্যে একটি স্থলে § গ্রন্থবিশেষ হইতে উদ্ধৃত ও পাণ্ডব-যুদ্ধের বর্ণনাত্মক একটি বাক্য পদ্যছন্দে রচিত দেখিয়া, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বিবেচনা করিয়াছেন, পতঞ্জলির সময়ে মহাভারতীয় উপাখ্যান-বিষয়ক কাব্য-বিশেষ বিদ্যমান ছিল, তাহা হইতে তিনি উক্ত চরণটি উদ্ধৃত করেন। সে চরণটি এই,

অসিদ্বিতীয়োঽনুসসার পাণ্ডবম্।

খড়্গ হস্তে করিয়া পাণ্ডবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন ‖।

---

* পাণিনি।৪।১।৬৫, ১৭৬ ও ১৭৭॥ ৪।১।১১৪॥ ৪।২।৫৬॥ ৪।৩।৮৭॥ ৬।১।২০৫॥

† ৪, ১, ৪ এবং ৩, ৩, ১ সংখ্যক পাণিনি-সূত্রের ভাষ্যে।

‡ ২, ২, ৩৪ সংখ্যক পাণিনি সূত্রের-ভাষ্যে।

¶ ৮, ১, ১৫ সংখ্যক পাণিনি-সূত্রের ভাষ্যে।

§ পাণিনির দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের চব্বিশ সূত্রের ভাষ্যে।

‖ পতঞ্জলির ও তাঁহার পূর্ব্বতন গ্রন্থকার-বিশেষের গ্রন্থে পাণ্ডব শব্দ দেখিতে পাওয়া

ঐ মহাভাষ্য-রচয়িতা মহাভারতীয় উপাখ্যান বিষয়ক গ্রন্থ-বিশেষ অবগত ছিলেন এমন নয়, যেমন, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ও সামবিধান ব্রাহ্মণে সন্নিবিষ্ট

যাইতেছে। কাত্যায়নও পাণ্ডু ও পাণ্ডু-সন্তান বাচক পাণ্ড্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু পাণিনি-সূত্রে পাণ্ডু ও পাণ্ডব নাম বিদ্যমান নাই। বেদ শাস্ত্রে কুরু ও ভারত-বংশীয়দিগের নাম সন্নিবেশিত আছে, কিন্তু পাণ্ডব নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাতে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-প্রসঙ্গও দৃষ্ট হয় না।—Muller's Ancient Sanskrit Literature, p, 44

বৌদ্ধ-গ্রন্থকারেরা পাণ্ডব নামে পর্ব্বত-বাসী একটি জাতির নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; তাহারা উজ্জয়িনী ও কোশল-বাসীদের শত্রু ছিল। (Weber's H. I. Literature 1878, p. 185.) মহাভারতে পাণ্ডবদিগকে হস্তিনাপুরবাসী বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থেরও স্থল-বিশেষে লিখিত আছে, প্রথমে তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বতে থাকিয়া পরিবর্দ্ধিত হন।

এবং পাণ্ডোঃ সুতাঃ পঞ্চ দেবদত্তা মহাবলাঃ। * * *

* * বিবর্দ্ধমানাস্তে তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ॥

আদিপর্ব্ব। ১২৪।২৭—২৯।

এইরূপে, পাণ্ডুর দেব-দত্ত পাঁচটি মহাবল পুত্র * * * সেই পবিত্র হিমালয় পর্ব্বতে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকেন।

প্লিনি ও সোলিনস্ নামে গ্রীক্ গ্রন্থকারেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে বাহ্লীক দেশের উত্তরাংশে সোগডিয়েনা দেশের একটি নগরের নাম পাণ্ড্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সিন্ধু নদীর মুখ-সমীপস্থ জাতি-বিশেষকেও পাণ্ড্য বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ভূগোলবিৎ টলেমি পাণ্ড্য নামক লোকবিশেষকে বিতস্তা নদীর সমীপস্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কাত্যায়ন একটি পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিকে পাণ্ডু হইতে পাণ্ড্য শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন *। জগদীশ্বর স্বকৃত ষড়্ভাষাচন্দ্রিকার মধ্যে কেকয় বাহ্লীকাদি উত্তর দিক্স্থ কতকগুলি জনপদের সহিত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সে সমুদায়কে পিশাচ অর্থাৎ অসভ্য দেশ-বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

"পাণ্ড্যকেকয়বাহ্লীক * * * * এতে পৈশাচদেশাঃ স্যুঃ।"

হরিবংশে দক্ষিণ দিক্স্থ চোল কেরলাদির সহিত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লিখিত আছে। (হরিবংশ, ৩২অ, ১২৪ শ্লো।) অতএব উহা দক্ষিণাপথের অন্তর্গত পাণ্ড্য দেশ। শ্রীমান্ উইল্‌সন্ বিবেচনা করেন, ঐ জাতীয় লোক প্রথমে সোগ্‌ডিয়েনা দেশের অধিবাসী ছিল, তথা হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে এবং উত্তরোত্তর ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিবাস করিয়া পশ্চাৎ হস্তিনাপুর বাসী হয়, ও অবশেষে দক্ষিণাপথে গিয়া পাণ্ড্য রাজ্য সংস্থাপন করে।—Asiatic Researches, Vol. XV, pp. 95 and 96.

রাজতরঙ্গিণীর মতে কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম রাজারা কুরু-বংশীয়। অতএব তৎপ্রদেশ হইতে পাণ্ডবদের হস্তিনায় আসিয়া উপনিবেশ করা সম্ভব। তাঁহারা মধ্যদেশ-বাসী অথচ

* পাণ্ডোর্ড্যণ্ বক্তব্যঃ।—বার্ত্তিক।

'ব্যাস পারাশর্য্য' শব্দ দৃষ্টে প্রতীতি হয়, তাদৃশ প্রাচীন গ্রন্থকারেরাও ব্যাস-সংক্রান্ত কথা জানিতেন, সেইরূপ ঐ ভাষ্যের অন্তর্গত 'শুক বৈয়াসকি' শব্দ পাঠে জানিতে পারা যায়, পতঞ্জলি ব্যাস-বিষয়ক উপাখ্যানও জ্ঞাত ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই *।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এইটি প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে, পতঞ্জলি ও পাণিনির সময়ে মহাভারতের মূল বৃত্তান্তটি একটি পুরাতন কথা বলিয়া প্রচলিত ছিল। পাণিনি ব্যাকরণ-সূত্র ও কাত্যায়ন তাহার বার্ত্তিক করেন, এবং পতঞ্জলি ঐ উভয় লক্ষ্য করিয়া মহাভাষ্য প্রস্তুত করিয়া যান। পতঞ্জলি খৃ, পূ, দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন †। পাণিনি তাঁহার বহু

কিরূপে পাণ্ডব বলিয়া পরিচিত হইলেন এই সমস্যা-পূরণার্থেই কি পাণ্ডু-পুত্র পাণ্ডব বলিয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রবাদ প্রচারিত হইল? তাঁহাদের জন্ম-বৃত্তান্ত ঘটিত গোলযোগ প্রসিদ্ধই আছে। লোকেও তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

যদা চিরমৃতঃ পাণ্ডুঃ কথং তস্যেতি চাপরে।

আদিপর্ব্ব। ১। ১১৭।

অন্য অন্য লোকে বলিল, বহুকাল অতীত হইল, পাণ্ডু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অতএব ইঁহারা কিরূপে তদীয় পুত্র হইতে পারেন?

ইয়ুরোপীয় কোন কোন প্রধান গ্রন্থকার অনুমান করেন, পাণ্ডু ও পাণ্ডব শব্দ সংক্রান্ত কথাগুলি প্রথমকার মহাভারতে সন্নিবিষ্ট ছিল না।—Muller's Ancient Sanskrit Literature, PP. 44—45 দেখ।

* Weber's History of Indian Literature, p. 184 দেখ।

কেবল হিন্দুরা নয়, হিন্দুদ্বেষী বৌদ্ধেরাও ব্যাস নামের মহিমা স্বীকার করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের বুদ্ধদেবের একটি জন্মান্তরীণ নাম কন্হ-দিপায়ন। এটি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের রূপান্তর বই আর কিছুই নয়।—Ibid.

† ১৩ পৃষ্ঠা দেখ। পতঞ্জলি মগধ-রাজ্যের মৌর্য্যবংশীয় রাজাদের বিষয় যেরূপ লিখিয়াছেন, * তাহাতে বোধ হয়, তিনি সেই সমস্ত নৃপতিকে অথবা তন্মধ্যে কতকগুলিকে পূর্ব্বতন লোক বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা খৃ, পূ, তিনশত পোনর হইতে খৃ, পূ, একশত পঁচানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এ কথাটির সহিত উল্লিখিত অভিপ্রায় সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত হইয়া যাইতেছে। রাজতরঙ্গিণীর ১। ১৭৬ শ্লোকে লিখিত আছে, কাশ্মীরের রাজা অভিমন্যুর সময়ে ঐ রাজ্যে মহাভাষ্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি চৌষট্টি

* মৌর্য্যৈর্হিরণ্যার্থিভিরর্চ্চাঃ প্রকল্পিতাঃ।

৫। ৩। ৯৯ পাণিনি-সূত্রের ভাষ্য।

স্বর্ণাভিলাষী মৌর্য্যবংশীয়েরা দেব-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্ব্বের লোক তাহার সন্দেহ নাই। হিন্দু জাতির প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক বিষয়েরই সময় নিরূপণ করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য ব্যাপার। পাণিনির সময়টিও তাহার মধ্যে পরিগণিত। কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে, পাণিনি ও কাত্যায়ন উভয়েই মহারাজ নন্দের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। নন্দ খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে মগধ-রাজ্যে রাজত্ব করেন। অতএব ঐ কথানুসারে পাণিনিও সেই সময়ে জীবিত ছিলেন বলিতে হয়। একখানি উপাখ্যান গ্রন্থের উপাখ্যান বিশেষের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তটি করা হইয়াছে। কিন্তু কাত্যায়ন যখন পাণিনি-সূত্রের বার্ত্তিক অর্থাৎ অর্থপরিষ্কার করেন, তখন পাণিনি তাঁহার অপেক্ষায় পূর্ব্বতন লোক হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। কাত্যায়নের পূর্ব্বে পাণিনি-সূত্রের অর্থ-স্বরূপ কতকগুলি পরিভাষা প্রচলিত হয়; কাত্যায়ন মধ্যে মধ্যে তাহা উদ্ধৃত করিয়া যান *। সেই সমস্ত পরিভাষা-রচয়িতাদের নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কাত্যায়নও তাহা অবগত ছিলেন না। অতএব তাঁহার সময়েও সে সমুদায় পুরাতন বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। অতএব পাণিনির ঠিক পরেই যে কাত্যায়ন বার্ত্তিক করেন এমন নয়; তাঁহার পূর্ব্বে ঐ সমস্ত পরিভাষা বিরচিত হয়। ইহা হইলে ঐ উভয়কে কোন মতেই সমকালবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। কথাসরিৎসাগরের বচনানুসারে তাহার অন্যথা স্বীকার

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অতএব এ বিষয়টির সহিতও ঐ সিদ্ধান্তের কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই। মহাভাষ্যের রচনা কালটি পূর্ব্বরূপ কৌশল ক্রমে একরূপ নির্দ্ধারিত হইলেও তাহা একেবারে অবিসম্বাদিত নাই। শ্রীমান্ বেবের ভারতবর্ষীয় অনেক বিষয়েরই প্রাচীনত্ব-সম্ভাবনার প্রতিকূল পক্ষে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি এবং বর্নেল * ঐ গ্রন্থকে একখানি অপ্রাচীন সংগ্রহ-পুস্তক ও এমন কি খৃষ্টাব্দের সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে সংকলিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শেষোক্ত কথাটিবও কিছুমাত্র প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমান্ কিলহরন্ ও রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর তাঁহাদের যুক্তিগুলি একাদি ক্রমে পর্য্যালোচনা করিয়া সতেজভাবে উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকারে এ বিষয়ে অনেক দিন ব্যাপিয়া উভয় পক্ষের বাদানুবাদ চলিয়া আসিয়াছে।—Indian Antiquary August 1876, pp. 241—251. December 1876, pp. 345-350. October 1877, pp. 301-307, Kielhorn's Essay on Katyayana and Patanjali, December 1876 এই সমস্ত দেখিও।

* যেমন ১।১।৬৫ পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিকে উক্ত "নানর্থকে অলো অন্ত্যবিধিঃ" ইত্যাদি পরিভাষা।

---

* In the Essay on the Aindra School of Grammarians p. 91.

করিবার প্রয়োজন নাই। সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা ও বিশেষতঃ উপন্যাস রচয়িতারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ব্যক্তিদিগকে একত্র মিলিত ও পরস্পর সাক্ষাৎ করাইয়া দেন এ বিষয়ের উদাহরণের অসদ্ভাব নাই। শ্রীমান্ গোল্ডস্টুকর পাণিনিকে কাত্যায়ন অপেক্ষা বহু পূর্ব্বের লোক—এমন কি, বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারেরও পূর্ব্বকালীন মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। শ্রীমান্ বেবের্ একটি পাণিনি-সূত্রে শ্রমণ ও কুমারী শ্রমণার প্রসঙ্গ দেখিয়া তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই পরিচায়ক বিবেচনা করিয়াছেন *। শ্রমণ শব্দের অর্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও শ্রমণা শব্দের অর্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী। অতএব এই যুক্তি-প্রমাণে ঐ সূত্র-রচয়িতা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের উত্তরকালীন লোক হইয়া পড়েন। সে সূত্রটি এই,

কুমারঃশ্রমণাদিভিঃ।

পাণিনি। ২। ১। ৭০॥

শ্রমণা প্রভৃতি শব্দের সহিত কুমার শব্দের সমাস হয়; হইলে, শ্রমণা প্রভৃতি যে লিঙ্গ-বাচক, কুমারও সেই লিঙ্গ বাচক জানিতে হইবে; যেমন কুমার-শ্রমণা অর্থাৎ কুমারী-শ্রমণা।

শ্রমণ শব্দটি বৌদ্ধ-সন্ন্যাসি-বাচক বলিয়া অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম আছে। জেনেরেল্ কানিংহেম্ তো একটি প্রবন্ধে এবিষয় প্রতিপাদনার্থ সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন †। এটি প্রতিপন্ন হইলে শ্রীমান্ বেবের্ কৃত উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অন্যথা-ঘটনার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাতো বোধ হয় না। শ্রমণ শব্দ যে কেবল বৌদ্ধ সন্ন্যাসি-বাচক, শ্রীমান্ স, বীল্ ও নারায়ণ ঐয়েঙ্গর্ ষিমোগ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া এক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তদনুসারে, এই অভিপ্রায়টি না হিন্দু না গ্রীক্ কোন শাস্ত্রের বা কোন গ্রন্থেরই অনুমোদিত নয় ‡। শ্রমণ শব্দের আভিধানিক অর্থ যতি ও ভিক্ষু অর্থাৎ সন্ন্যাসী §।

* History of Indian Literature, 1878, p. 305.

† Bhilsa Topes, p. xii.

‡ Indian Antiquary, May, 1880, p. 122 and May, 1881, pp. 143-145.

§ হেমচন্দ্র ও মেদিনী।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দ্বিতীয় প্রপাঠকের সপ্তম অনুবাকে শ্রমণগণ ঋষিদের শ্রদ্ধাস্পদ ও মন্ত্রোপদেষ্টা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

वातरशना ह्वा ऋषयः श्रमणा ऊर्द्ध्वमन्थिनो बुभूषस्तानृषयो ऽर्थमास्तेऽनिलायमचरं स्तेऽनुप्रविशुः कुष्माण्डानि तांस्तेष्वन्वविन्दञ्छ्रद्धया च तपसा च तानृषयोऽब्रुवन् कयानिलायं चरथेति त ऋषीनब्रुवन्नमो वोऽस्तु भगवन्तोऽस्मिन्धाम्नि केन वः सपर्य्यामेति तानृषयोऽब्रुवन् पवित्रन्नाब्रूत येनारेपसस्यामेति त एतानि सूक्तान्यपश्यन् यद्देवा देव हेलनं यदीव्यन् नृणमहं बभूवा युष्टे विश्वतो दधदित्येतैराज्यं जुहुत वैश्वानराय प्रतिवेदयाम इत्युपतिष्ठत यदर्वाचीनमेनो भ्रूणहत्यायास्तस्मान् मोक्षध्व इति त एतैरजुहवुस्ते ऽरेपसोऽभवन् कर्मादिष्वेतैर्जुहुयात् पूतो देवलोकान् समश्नुते ॥

তৈত্তিরীয় আরণ্যক। দ্বিতীয় প্রপাঠক। সপ্তম অনুবাক।

বাত-রশনা অর্থাৎ দিবস্ত্র ও ঊর্দ্ধমন্থী অর্থাৎ ঊর্দ্ধরেতা নামে দুই প্রকার শ্রমণ ছিলেন। ঋষিগণ তাহাদের নিকট প্রার্থনা করেন। তাঁহারা অর্থাৎ শ্রমণগণ অনিলায় ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন ও কুষ্মাণ্ড মন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঋষিগণ শ্রদ্ধা ও তপস্যা সহকারে তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগকে বলিলেন, কি কারণ তোমরা অনিলায়-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছ? তাঁহারা (অর্থাৎ শ্রমণগণ) ঋষিগণকে কহিলেন, ভগবন্! তোমাদিগকে নমস্কার। এই ধামে কিরূপে তোমাদের সেবা করি? ঋষিগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, যাহাতে আমরা নিষ্পাপ হই, আমাদিগকে এইরূপ কোন পবিত্র মন্ত্র উপদেশ কর। তাঁহারা (অর্থাৎ শ্রমণগণ) এই সকল সূক্ত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, "যদ্দেবা দেবহেলনং" "যদীব্যন্ নৃণমহং বভূবা" "যুষ্টে বিশ্বতোদধদ্" এই সকল মন্ত্রদ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিও। "বৈশ্বানরায় প্রতিবেদয়াম" এই মন্ত্র দ্বারা বৈশ্বানরের অর্চ্চনা করিও। ইহাতে ভ্রূণহত্যা ব্যতিরেকে অপর সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। তাঁহারা (অর্থাৎ ঋষিগণ) এই সমুদায় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হবন

করিয়া নিষ্পাপ হইলেন। কর্ম্মারম্ভে এই সকল মন্ত্র দ্বারা দেবার্চ্চনা করিবে। করিলে, পবিত্র হইয়া দেবলোকে গমন করে।

সায়নাচার্য্য এস্থলে শ্রমণ শব্দ তপস্বি-বাচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

श्रमणाः तपस्विनः।

যে শ্রমণগণ বেদ মন্ত্রের উপদেষ্টা, তাহারা কদাচ বৌদ্ধসন্ন্যাসী নন। ভাগবতেও উল্লিখিত ঊর্দ্ধমন্থী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত এইরূপ শ্রমণগণেরই প্রসঙ্গ আছে।

बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभेः प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्म्मान् दर्शयितुकामोवातवसनानां श्रमणानामृषीणामूर्द्ध्वमन्थिनां शुक्लया तन्वा अवततार।

ভাগবত. ৫। ৩। ২১॥

বিষ্ণুদত্ত! এই যজ্ঞে ভগবান্ প্রধান প্রধান ঋষি কর্তৃক প্রসাদিত হইয়া নাভির প্রীতি-সাধন ও ঊর্দ্ধমন্থী অর্থাৎ ঊর্দ্ধরেতা বাত-বসন অর্থাৎ বিবস্ত্র শ্রমণগণকে ধর্ম্ম-প্রদর্শন-উদ্দেশে সেই রাজার অন্তঃপুরে মেরু দেবীর গর্ভে বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

नवाभवन्महाभागा मुनयोह्यर्थशंसिनः।
श्रमणा वातवसना आत्मविद्याविशारदाः।
कविर्हविरन्तरीक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः।
आविर्होत्रोऽथ द्रविड़श्चमसः करभाजनः॥

ভাগবত ১১। ২। ১৯।

কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন এই নয়জন পরমার্থ-নিরূপক, আত্মবিদ্যা-বিশারদ, বাত-বসন অর্থাৎ বিবস্ত্র ও মহাভাগ্যশালী শ্রমণ হইয়াছিলেন।

রামায়ণের মধ্যেও স্থানে স্থানে শ্রমণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞে শ্রমণগণকে ভোজন করান এইরূপ লিখিত আছে *। অরণ্য-

---

* রামায়ণ। বালকাণ্ড। ১৪ সর্গ

কাণ্ডের ৭৩ সর্গে শবরী নামে একটি শ্রমণার উপাখ্যান আছে। তিনি পম্পাতীরস্থ একটি আশ্রমে ঋষিগণের পরিচারিকা ছিলেন; রাম লক্ষ্মণকে দর্শন পূর্ব্বক নিজ আত্মাকে পবিত্র ও চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন।

तेषां गतानामद्यापि दृश्यते परिचारिणी।

श्रमणा शबरी नाम काकुत्स्थ! चिरजीविनी॥

অরণ্য কাণ্ড। ৭৩। ২৮॥

রাম! সেই পরলোক-গত ঋষিগণের শবরী নামে একটি চিরজীবিনী শ্রমণা তথায় অবস্থিতি করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকাকার রামানুজ এস্থলে তাপসী মাত্র বলিয়া শ্রমণা শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

शबरी नाम शबरीत्याख्या श्रमणा तापसी।

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে লিখিত আছে, রাম বালিকে বলিতেছেন,

आर्य्येण मम मान्धात्रा व्यसनं घोरमीप्सितम्।

श्रमणेन कृते पापे यथा पापं कृतं त्वया॥

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড। ১৮। ৩৩॥

তুমি যেরূপ পাপকর্ম্ম করিয়াছ, কোন শ্রমণ সেরূপ করিলে, তাহার ঘোরতর শাস্তি হয়। আমার পূর্ব্বপুরুষ মান্ধাতা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

যে শ্রমণা চিরদিন ঋষিগণের পরিচর্য্যা করেন, তাঁহার বৌদ্ধমতাবলম্বিনী হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। মহাভারতীয় অর্জ্জুনবনবাসপর্ব্বে শ্রমণের উল্লেখ আছে।

कथकाश्चापरे राजन् श्रमणाश्च वनौकसः।

दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरं द्विजाः॥

एतैश्चान्यैश्च बहुभिः सहायैः पाण्डुनन्दनः॥

আদি পর্ব্ব। ২১৫। ৩ ও ৪॥

অন্য অন্য কথকগণ, বনবাসী শ্রমণগণ, সুমধুর-দিব্যাখ্যান-বক্তা ব্রাহ্মণগণ ও অপরাপর অনেক লোক পাণ্ডুনন্দনের সহিত প্রস্থান করিল।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে, প্রথমে শ্রমণ শব্দটি সাধারণ সন্ন্যাসি-বাচকই ছিল, পরে বৌদ্ধ ও জৈনেরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে ঐ নামেই বিখ্যাত করেন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে ঐ উপাধির প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, হিন্দুরা তাহা পরিত্যাগ করেন।

উল্লিখিত পাণিনি-সূত্রে শ্রমণা অর্থাৎ কুমারী শ্রমণার প্রসঙ্গ আছে। যাহারা চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া কৌমার-কাল অবধি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে, তাহারাই কুমার-শ্রমণা রোমান্ কেথলিক্ নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ী নদেরা যেমন চিরজীবন সন্ন্যাস-ব্রত পালন করে, বৌদ্ধদেরও সেইরূপ একটি সন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তদনুসারে, পাণিনি-সূত্রের শ্রমণা বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী হওয়া সম্ভব। ঐরূপ কৌমারসন্ন্যাস যদি কেবল বৌদ্ধ-শাস্ত্র-সম্মত হয় এবং হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে, ঐ সূত্র-রচয়িতা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারের পূর্ব্বকালীন লোক হইতে পারেন না। কিন্তু তাত নয়। পূর্ব্ব-কালে হিন্দুদিগেরও যে শ্রমণা নামে সন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায় ছিল, শবরীর উপাখ্যান প্রমাণেই তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। হিন্দু স্ত্রীলোকেও যে, কৌমার কাল অবধি চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া সন্ন্যাস ব্রত পালন করিত, তাহারও প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। শবরীর উপাখ্যান যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে, তাহার যে কোন উদ্বাহ-সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। রামায়ণে তিনি "চিরজীবনী" "পরিচারিণী" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শান্তিপর্ব্বের ৩২২ অধ্যায়ে সুলভা-ধর্ম্মধ্বজ নামে একটি উপাখ্যান আছে, সুলভা একটি ভিক্ষুকা অর্থাৎ সন্ন্যাসিনী; সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নানা-দেশ পরিভ্রমণ করিয়া জনক-বংশোদ্ভব ধর্ম্মধ্বজ রাজার সভায় আগমন করেন। তিনি পাণিগ্রহণ করেন নাই; কৌমারাবস্থাতেই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

সাহং তস্মিন্ কুলে জাতা ভর্ত্তর্য্যসতি মদ্বিধে।
বিনীতা মোক্ষধর্ম্মেষু চরাম্যেকা মুনিব্রতম্ ॥

শান্তিপর্ব্ব। ৩২২। ১৮৫

সেই আমি তাঁহার (অর্থাৎ প্রধান নামক রাজর্ষির) বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার অনুরূপ পাত্র উপস্থিত না থাকাতে, মোক্ষধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়া একাকী মুনি-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি।

এই উপাখ্যানের মধ্যে বেদ, উপনিষদ্, যজ্ঞ, মোক্ষ, ইন্দ্রাদি দেবতা প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত নানাবিষয়ে স্থলভাব ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশিত আছে। অতএব তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। বেদাবলম্বী হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকের কৌমারাবস্থায় সন্ন্যাস-গ্রহণের ব্যবস্থা না থাকিলে, এরূপ বর্ণন করা সম্ভব হইত না। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও ঐ ব্যবস্থার সুস্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। কি জানি শকুন্তলা বৈখানস অর্থাৎ বাণপ্রস্থ ব্রত অবলম্বন করিয়া চিরজীবন পাণিগ্রহণে বিরত থাকেন এই আশঙ্কায় দুষ্মন্ত তদীয় সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

> বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাৎ
> ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্।
> অত্যন্তমেব সদৃশেক্ষণবল্লভাভি
> রাহো নিবৎস্যতি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ॥

প্রথম অঙ্ক।

ইনি কি পাণিগ্রহণ কাল পর্য্যন্ত পুরুষ সংসর্গ-বিবর্জ্জিত বান প্রস্থব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন? না চিরজীবনই সদৃশ-নয়ন প্রীতি-ভাজন হরিণীগণের সহিত একত্র বনবাসিনী হইয়া থাকিবেন।

কৌমার-সন্ন্যাস অবলম্বনের নিয়ম প্রচলিত না থাকিলে, এরূপ আশঙ্কা ও প্রশ্ন করা কোন রূপেই সম্ভব ও সঙ্গত হয় না। অতএব উল্লিখিত পাণিনি-সূত্রের শ্রমণা ও কুমার-শ্রমণা শব্দ বৌদ্ধধর্ম্মের পরিচায়ক বলিয়া কোনরূপেই নির্দ্ধারণ করা যায় না। বেদাবলম্বী প্রাচীনতর ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন শাস্ত্রকারদের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মাধিকারে বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহাদের বেদে অধিকার ছিল জ্ঞানেও অধিকার ছিল এবং ভিক্ষাশ্রমের সৃষ্টি হইলে, তাহাতেও সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। বিশ্ববারা প্রভৃতি বেদ

রচনা করেন *, গার্গী ও মৈত্রেয়ী তত্ত্বজ্ঞানে উপদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মবাদিনী হন †। এবং শবরী সুলভা প্রভৃতি কৌমারাবস্থায় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক চির-জীবন তদীয় ধর্ম্ম পরিপালন করেন এইরূপ লিখিত আছে।

ফলতঃ ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন বিষয়ের সময়-নিরূপণ-প্রস্তাব উপস্থিত হইলেই প্রমাদ ঘটিয়া উঠে। পাণিনি বুদ্ধের পূর্ব্ব কি উত্তরকালীন লোক এ বিষয়ে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত-সমাজে অদ্যাবধি মত-ভেদ চলিতেছে। লেসেন্ ও বেবর্ কি পাণিনিকে বুদ্ধ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বিবেচনা করেন না।

পাণিনির সময়ে যে সকল শব্দরূপ প্রচলিত ছিল, কাত্যায়নের পূর্ব্বে তাহার মধ্যে কতকগুলি অপ্রচলিত বা অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়; যেমন বাগ্ময়, ত্বন্ময় প্রভৃতি লিঙ্গ বাচক একতরৎ ‡। পাণিনির সময়ে যে শব্দের যে অর্থ প্রচলিত ছিল, কাত্যায়নের পূর্ব্বে তাহার মধ্যে কতকগুলির অর্থান্তর উপস্থিত হয়; যেমন ভক্ষ্য ও পেয় উভয় অর্থে ভক্ষ্য শব্দ §। পাণিনির সময়ে প্রচলিত অনেক শব্দ ও শব্দার্থ কাত্যায়নের সময় মধ্যে অব্যবহার্য্য হইয়া যায়; যেমন ‖ার্থ প্রত্যবসান শব্দ ‖, বেদমন্ত্র-বাচক ঋষি শব্দ ¶, ঋত্বিক-বাচক হোত্রা শব্দ **। কাত্যায়নের সময়ে কোন কোন প্রচলিত শাস্ত্রই পাণিনির সময় পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হয় নাই, যেমন আরণ্যক ††, উপনিষদ, বাজসনেয়ি সংহিতা ও শতপথ-ব্রাহ্মণ। পাণিনি আরণ্যক ও উপনিষদ্ ‡‡ শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন; শাস্ত্র-বিশেষ বলিয়া ব্যক্ত করেন নাই। তাহার সময়ে এ দুই শাস্ত্র প্রচলিত থাকিলে, তাহা না করা কোনরূপেই সম্ভব নয়। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পাণিনিকে কাত্যায়নের বহু পূর্ব্বের লোক বলিয়া অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হয়। এমন কি শতাধিক বৎসরের অপেক্ষা অল্প পূর্ব্বের মনে করিতে পারা যায় না। পাণিনি-সূত্রের কোন স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক

---

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৮২ পৃষ্ঠা।

† প্রথমভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ১১৭ পৃষ্ঠা।

‡ পাণিনি সূত্র। ৭।১।২৫ ও ৮।৪।৪৫। § ৭।৩।৬৯। ‖ ৩।৪।৭৬। ¶ ৪।৪।৯৬। ** ৫।১।১৩৫।

†† এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

‡‡ পাণিনিসূত্র। ১।৪।৭৯।

শাক্য মুনির নাম উল্লিখিত নাই। বৌদ্ধমতানুযায়ী মুক্তির নাম নির্ব্বাণ। পাণিনি একটি সূত্রে (অর্থাৎ ৮।২।৫০ সূত্রে) ঐ শব্দের-অনুরূপ অর্থ করেন; উল্লিখিতরূপ মুক্তি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলে, তাহা না করা কোন মতেই সম্ভব নয়। বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণটি ক্লীবলিঙ্গবাচক বিশেষ্য-পদ, কিন্তু পাণিনি-প্রোক্ত নির্ব্বাণ শব্দটি ত্রিলিঙ্গ-বাচক বিশেষণ। অতএব তাঁহাকে ঐ ধর্ম্ম-প্রচলনের অর্থাৎ খৃ, পূ, পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বতন লোক বলিয়া বিবেচনা করাই যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হয় *।

যাহা হউক, খৃ, পূ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাভারতের মূল উপাখ্যানটি একটি পুরাতন উপাখ্যান বলিয়া প্রচলিত ছিল এ কথা অক্লেশেই স্বীকার করা যায়। পূর্ব্বেও মিগেস্থিনিজ ভারতবর্ষীয় মহাকাব্য-কীর্ত্তনের বিষয় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ইহার সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়া দিতেছে। † ইহা হইলে আদিম মহাভারতের বয়ঃক্রম চব্বিশ বা পঁচিশ শত বৎসর অপেক্ষা ন্যূন হয় না।

উল্লিখিত বৈয়াকরণ কাত্যায়নই কল্পসূত্রকার কাত্যায়ন। তিনি যেমন পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিক করেন, সেইরূপ কল্পসূত্র প্রভৃতি অন্যান্য অনেক পুস্তকও প্রস্তুত করিয়া যান, এইরূপ লিখিত আছে। পণ্ডিতসমাজেও তাহা স্বীকৃত হইয়া থাকে। ষড়্গুরুশিষ্য কাত্যায়ন-কৃত সর্ব্বানুক্র মুনির বিবরণে লিখিয়া গিয়াছেন।

> कात्यायनमुनिर्म्मने त्रयोदशकमत्र तु ॥
> शौनकीयं च दशकं तच्छिष्यस्य त्रिकं तथा।
> द्वादशाध्यायकं सूत्रं चतुष्कग्रन्थमेव च ॥
> चतुर्थारण्यकं चेति ह्याश्वलायनसूत्रकम्।
> सशिष्यशौनकाचार्य्यत्रयोदशकविन्मुनिः ॥
> वाजिनां सूत्रकृत्साम्नामुपग्रन्थस्य कारकः।
> स्मृतेश्च कर्त्ता श्लोकानां भ्राजमानां च कारकः ॥

* Goldstucker's Manava Kalpa Sutra. Preface pp. 112—140.

† ৯১ পৃষ্ঠা দেখ।

অথর্ব্বণাং নির্মমে যঃ সম্যগ্‌ ব্রাহ্মকারিকাঃ।
মহাবার্ত্তিকনৌকারঃ পাণিনীয়মহার্ণবে॥

কাত্যায়ন মুনি ত্রয়োদশ খানি সূত্র-গ্রন্থ স্বীকার করেন; তন্মধ্যে দশখানি শৌনকের কৃত ও তিনখানি তদীয় শিষ্য আশ্বলায়নের * প্রণীত। দ্বাদশ-অধ্যায়-বিশিষ্ট সূত্র, চারি-অধ্যায়-বিশিষ্ট গৃহ্যসূত্র এবং চতুর্থ আরণ্যক এই তিন প্রকার গ্রন্থ আশ্বলায়নের কৃত। শৌনক ও তদীয় শিষ্য আশ্বলায়নের ত্রয়োদশ খানি গ্রন্থ অবগত হইয়া কাত্যায়ন মুনি বাজিন্‌ নামক শুক্ল-যজুর্ব্বেদী আচার্য্য-দিগের সূত্র সমুদয়, সামবেদের উপগ্রন্থ, স্মৃতির শ্লোক, * * * আথর্ব্বণ-দিগের সম্যক্‌ ব্রহ্মকারিকা এবং পাণিনি-সূত্র-রূপ মহাসাগরের পোত-স্বরূপ মহাবার্ত্তিক প্রস্তুত করেন।

ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আশ্বলায়ন কাত্যায়নের পূর্ব্বতন লোক। অগ্রে শৌনক, পরে আশ্বলায়ন, অনন্তর কাত্যায়ন কল্পসূত্র রচনা করেন। যদি কাত্যায়ন খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীর লোক হন, তাহা হইলে আশ্বলায়নকে তদপেক্ষা প্রাচীন বলিতে হইবে। কত প্রাচীন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। চরক † ও বৃহদ্দেবতাদি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থে আশ্বলা-য়নের নাম উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য আশ্বলায়ন-গুরু শৌনকের প্রণীত বলিয়া কীর্ত্তিত রহিয়াছে। গ্রন্থ-বিশেষের স্থানে স্থানে আশ্বলায়নব্রাহ্মণ নামক ব্রাহ্মণ-বিশেষের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। একখানি আরণ্যকের নাম আশ্বলায়ন-আরণ্যক। ‡ এই সমস্ত প্রমাণানুসারে, আশ্বলায়নকে একটি সমধিক প্রাচীন গ্রন্থকার বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু পাণিনির সময় পর্য্যন্ত আরণ্যক-শাস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই §। অতএব পাণিনিকে ঐ

---

* শৌনকস্য তু শিষ্যোঽভূদ্ভগবানাশ্বলায়নঃ।
স তস্মাচ্ছ্রুতসর্ব্বস্বঃ সূত্রং কৃত্বা ন্যবেদয়ৎ।
ষড়্‌গুরুশিষ্য।

† চরকসংহিতা। ১ অ, ৭ শ্লোক।

‡ ঐতরেয় আরণ্যক পাঁচ ভাগে বিভক্ত; তাহারই চতুর্থ ভাগ আশ্বলায়ন-আরণ্যক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

§ প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৯৭ পৃষ্ঠা।

আরণ্যক রচয়িতা আশ্বলায়ন অপেক্ষা পূর্ব্বতন লোক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অধিক পূর্ব্বতনও বোধ হয় না। পাণিনি তদীয় গুরু শৌনকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। * ইহা হইলে পাণিনি ও আশ্বলায়ন উভয়কে প্রায় সমকালবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। তবে আশ্বলায়ন কিছু পরে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবেন। সেই আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের মধ্যে মহাভারতের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উপনয়ন-কালে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবার সময়ে ঋষিদিগের তৃপ্তি সাধন করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে অন্য অন্য ঋষির সহিত ভারত বা মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যগণের নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সুমন্তুজৈমিনিবৈশম্পায়নপৈলসূত্রভাষ্যভারতধর্ম্মাচার্য্যা: †

* * * * * যে চান্যে আচার্য্যাস্তে সর্ব্বে তৃপ্যন্ত্বিতি।

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র। ৩। ৪।

সুমন্তু, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন, পৈলসূত্রভাষ্য, ভারত-ধর্ম্মাচার্য্য এবং অন্যান্য যত আচার্য্য সকলে তৃপ্ত হউন।

ভারত বক্তা বলিয়া কীর্ত্তিত ঐ বৈশম্পায়নের নাম সাংখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রেও উল্লিখিত আছে কল্পসূত্র বৈদিক ধর্ম্মেরই বিবরণ-বিষয়ক। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, বর্ত্তমান মহাভারতে তাহার সহিত অন্যরূপ নূতনতর ধর্ম্ম-বিবরণ মিশ্রিত রহিয়াছে। অতএব কল্পসূত্রকার আশ্বলায়নের উল্লিখিত মহাভারত এক্ষণকার এই বৃহদাকার প্রচলিত মহাভারত বোধ হয় না; তবে ইহার অন্তর্নিবিষ্ট থাকিতে পারে। তাহাই ক্রমাগত পরিবর্দ্ধিত ও নূতন নূতন সংকলিত বিষয়ের সহিত সংযোজিত হইয়া এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। ‡ আশ্বলায়নের

---

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৬৮ পৃষ্ঠা দেখ।

† আশ্বলায়ন-সূত্রের কোন কোন পুস্তকে মহাভারতাচার্য্য বলিয়া লিখিত আছে।— Muller's Ancient Sanskrit Literature pp. 42—43 দেখ।

‡ শ্রীমান্ মুলর বলেন, পাণিনির ব্যাকরণে পাণ্ডু ও পাণ্ডব শব্দ বিদ্যমান নাই; অতএব তাঁহার সমকালবর্ত্তী অথবা কিছু অগ্র পশ্চাৎ জীবিত আশ্বলায়নের গ্রন্থে যে মহাভারতের নাম লিখিত আছে, তাহা এক্ষণকার মহাভারতের সহিত অবশ্যই ভিন্ন হইবে। (A. S. L. pp. 44 and 45.) শ্রীমান্ বেবর ঐ আশ্বলায়নোক্ত মহাভারতকে বর্ত্তমান মহাভারতের মূল স্বরূপ একখানি অনুরূপ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। History of Indian Literature, 1878, p. 57.

ময় অপেক্ষা অনেকানেক অপ্রাচীনতর ঘটনা ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত দেখা যায়। ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ব-ঘটিত অথবা তদপেক্ষাও অপ্রাচীন অনেক বিষয় ইহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। মহাভারতের মধ্যে যবন-জাতি ও যবন ভূমির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। * এমন কি, ভারত-যুদ্ধে শক ও যবন সৈন্য কুরুসৈন্যের মধ্যে সন্নিবেশিত হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যবনদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ও বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে, গ্রন্থের মধ্যে এরূপ বর্ণন করা সম্ভব হয় না। কেবল আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা নয়, বচন-বিশেষে পরস্পর প্রতিকূলতারও সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কাম্বোজরাজ: কমঠ: কম্পনশ্চ মহাবল: ।
সততং কম্পয়ামাস যবনানেক এব য: ॥

সভাপর্ব্ব। ৪। ২২।

কাম্বোজরাজ কমঠ ও মহাবল কম্পন (রাজসূয় যজ্ঞের সভায় উপস্থিত ছিলেন)। কম্পন রাজা একাকী যবনদিগকে সতত যুদ্ধে কম্পমান করিয়াছিলেন।

এই বচনটি হিন্দু-যবনের যুদ্ধ-ঘটনার বিজ্ঞাপক বোধ হয়। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয়েরা গ্রীকদিগকেই যবন বলিয়া জানিতেন। † ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তরাংশে বাহ্লীক অর্থাৎ বাল্খ্ প্রদেশে গ্রীকদিগের একটি রাজ্য সংস্থাপিত হয়। তাহা কিয়ৎকাল ভারতবর্ষ মধ্যে পঞ্জাব ও দক্ষিণে গুজরাট পর্য্যন্ত

---

* সভাপর্ব্ব, ৪ অ, ২১ ও ২৫; ৫০ অ, ১৪, ৩০ অ, ৭১। উদ্যোগ পর্ব্ব, ১৯৬ অ, ৭। দ্রোণাভিষেক পর্ব্ব, ৭৩ অ, ২৭।

† ইদানীন্তন সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা পাঠান, আরব, তুর্ক প্রভৃতি সকল জাতীয় মোসলমানদিগকে যবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মোসলমানধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বকালীন মহাভারতাদি অনেকানেক গ্রন্থে জাতিবিশেষকে যবন বলা হইয়াছে। অতএব সে যবন কদাচ মোসলমান্ হইতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অশোক রাজা স্থানে স্থানে অনুশাসনপত্র খোদিত করিয়া দেন; তাহার মধ্যে লিখিত আছে,

"অন্তিয়োকো নাম যোন লাজায বাপি তস অন্তিয়কস সামন্তা লাজানো দেবানম্পিযস সবত্রাসিনাবনো দ্ব চিকিচ্ছা কতা।"

ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ গ্রীক্‌দিগেরই সহিত হিন্দুদের আলাপ পরিচয়, বিবাদ

অন্তিয়োকনামক যোন রাজার রাজ্যে তদীয় সামন্তেরা রাজ্য করিতেন, সেই রাজ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র-দেবপ্রিয় পিয়দসি অশোক রাজার দুই প্রকার চিকিৎসা স্থাপিত হইল (১)।

গ্রীক্‌ ও পারসিক ইতিহাসে এই (অর্থাৎ Antiochus) নামে একটি গ্রীক্‌ রাজার রাজত্ব-বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। তাঁহার রাজত্ব-কাল ও তৎসংক্রান্ত অন্য অন্য ব্যাপারের সহিত অশোক রাজার রাজত্ব-কালাদির ঐক্য করিয়া এই স্থির করা হইয়াছে যে, অশোক রাজার অনুশাসন-পত্রে ঐ গ্রীক্‌ রাজাই যোন রাজা বলিয়া লিখিত হয়। কেবল এণ্টিয়োকস্‌ নয়, তুরমায়ো, অন্তিকোন, মকো ও অলিকসুনরি নামে আর চারিটি রাজার উল্লেখ আছে। ইহারা টলেমি, এণ্টিগোনস্‌, মেগেস্‌ ও এলেগ্‌জেণ্ডর নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্‌ রাজা বই আর কেহই নয়। উল্লিখিত অনুশাসন-পত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকার প্রাকৃত অর্থাৎ দেশ ভাষায় বিরচিত। প্রাকৃত ভাষার যোন শব্দ সংস্কৃত যবন শব্দেরই রূপান্তর। অতএব ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গ্রন্থকারেরা গ্রীক্‌দিগকেই যবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ গর্গ যবনদিগকে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ম্লেচ্ছাহি যবনাস্তেষু সম্যক্‌ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্‌।
ঋষিবত্তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দৈববিদ্বিজঃ॥

গর্গসংহিতা।

যবনেরা অবশ্যই ম্লেচ্ছ; তাঁহাদের মধ্যে এই শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে প্রচলিত আছে; অতএব তাঁহারাও ঋষির ন্যায় পূজিত হইয়া থাকেন। ইহাতে জ্যোতিষজ্ঞ দ্বিজ কেন না হইবেন?

এক দিকে গর্গ মুনি যেমন যবনদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, অপর দিকে সেইরূপ পুরাণ-বিশেষে গার্গ্যের সহিত যবন-জাতীয় নৃপতি-বিশেষের সমধিক ঘনিষ্ঠতার বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ। ৫ অংশ। ২৩ অধ্যায়। ১—৫ শ্লোক।

যাঁহারা ভূমণ্ডলের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবগত আছেন, তাঁহারা অক্লেশেই বুঝিতে পারিবেন,

---

(১) শ্রীমান্‌ জেম্‌স্‌ প্রিন্‌সেপ্‌ এই বাক্যের এই রূপ অর্থ করিয়া যান। (Journal A. S. No. 74.) কিন্তু হ, হ, উইল্‌সন্‌ ইহার কিছু অন্যথা করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উভয়ের ব্যাখ্যাতেই যোন অর্থাৎ যবন রাজা অন্তিয়োক গ্রীক্‌ রাজা এণ্টিয়োকস্‌ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অনুশাসন-পত্র দেব-প্রিয় পিয়দসির কৃত বলিয়া লিখিত আছে। উল্লিখিত প্রিন্‌সেপ ঐ পত্রের অর্থোদ্ভেদ করেন। তিনি এবং শ্রীমান্‌ লেসেন্‌ প্রভৃতি অন্য অন্য পণ্ডিতেরা নানারূপ যুক্তি-সহকারে ঐ পিয়দসিকে মগধ রাজ্যের অধীশ্বর অশোক রাজা বলিয়া একরূপ অবধারণ করেন। তাঁহাদের সেই অভিপ্রায়টি প্রথমাবধি সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। মধ্যে শ্রীমান্‌ হ, হ, উইল্‌সন সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।—Royal Asiatic Society's Journal, Vol, XII, 1850, pp. 153—251 and Vol. XVI, 1856, pp. 357—367 দেখ। শ্রীমান্‌ কর্ন্‌ সেই সমস্ত লিপির পুনরায় অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি তাহা অশোক রাজার পত্র বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রে ও অন্য অন্য স্থলে ঐ রাজার যেরূপ বর্ণন আছে, তাহার সহিত অনুশাসন-পত্রোক্ত অশোকের প্রকৃতি ও ব্যবহার পরস্পর ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—Indian Antiquary, vol. III. pp. 77-81, and vol. V. pp. 257-276.

বিসংবাদ ও আত্মীয়তা-ঘনিষ্ঠতা-সংঘটিত হওয়া সম্ভব। নানা গ্রন্থে যবন ও

গ্রীকেরাই এইরূপ জ্যোতিষজ্ঞ যবন জাতি হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। সংস্কৃত শাস্ত্রে এ বিষয়ের আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতাদি গ্রন্থে পুলিশসিদ্ধান্ত, রোমকসিদ্ধান্ত ও মনিথ নামে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম লিখিত আছে। পুলিশ সংস্কৃত শব্দ নয়; হয় গ্রীক, নয় রোমক। অল্‌বীরুনী তাঁহাকে গ্রীক্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর একখানি গ্রন্থ মনিথ-কৃত বলিয়া লিখিত আছে। একটি গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদের নাম মানীথো ছিল। পূর্ব্বোক্ত মনিথ সেই মানীথো বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। দিন-গণনারম্ভ-প্রসঙ্গে যবনপুর নামে একটি নগরের নাম লিখিত আছে। শ্রীমান্ কর্ন্ বরাহমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদের অভিপ্রায় অবলম্বন পূর্ব্বক উহা এলেগ্‌জেণ্ড্রিয়া বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতায় ছত্রিশটি গ্রীক্ শব্দ সন্নিবেশিত আছে; যেমন ক্রিয়, তাবুরি, জিতুম, হেলি, হিম্ন, কোণ, হোরা, কেন্দ্র, দ্রেক্কাণ, লিপ্তা, অনফা, সুনফা ইত্যাদি। বাদরায়ণের কৃত বলিয়া লিখিত একখানিজাতকে আপোক্লিম, পণফর প্রভৃতি কতকগুলি গ্রীক্ শব্দ বিদ্যমান আছে। Transactions of the Madras Literary Society Part 1. pp. 67—73, Madras Journal, vol. 14, p. 151, Asiatic Society's Journal, No 167, p. 109 and Kern's Preface to the Brihat Sanhita of Varahamihira, pp. 28, 29, 48, 51, 52 and 54.

সমধিক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে রাশিচক্রের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই। সুবিচক্ষণ জর্মেন্ পণ্ডিত শ্রীমান্ হল্‌ট্‌জ্‌মেন্ গ্রীক ও সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত রাশিচক্রের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকট ঐ বিষয় শিক্ষা করেন। এইরূপ কারণবশতই ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা তাঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। বরাহমিহির-কৃত একখানি গ্রন্থের নামের অদ্ধাংশ গ্রীক ভাষা। এখানির নাম হোরাশাস্ত্র। হোরাটি গ্রীক্ শব্দ। ঐ শাস্ত্রে তিনি গ্রহ ও রাশি সমুদায়ের গ্রীক নাম ব্যবহার করেন, গ্রহগণের সংস্কৃত নামের সহিত গ্রীক নাম প্রয়োগ করেন, এবং রাশিগণের গ্রীক নাম সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া লিখেন (১)।—Transactions of M. L. Society, pp. 72 and 73 and Weber's H. I. Literature, p. 254.

এক দিকে হিন্দুরা যেমন উল্লিখিত রূপে যবনদের অর্থাৎ গ্রীকদের নিকট জ্যোতিষ-বিদ্যা বিষয়ক উপদেশ গ্রহণের বিষয় স্বীকার করেন, ও নিজ গ্রন্থে গ্রীক শব্দ প্রয়োগ ও গ্রীক জ্যোতিষের অন্তর্গত বহুতর বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া যান, আর দিকে গ্রীকেরাও সেইরূপ স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, হিন্দু গ্রীক শাস্ত্রে সবিশেষ শ্রদ্ধা করেন ও উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তি সকলে উহা শিক্ষা করিয়া থাকেন (২)। Weber's History of Indian Literture, p. 252.

---

(১) শ্রীমান্ লেটোন্ অবধারণ করেন, গ্রীকদের রাশিচক্র-বিষয়ক জ্ঞান খৃ, পূ, প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে সম্পূর্ণ হয় নাই। অতএব হিন্দুরা ঐ সময়ের কিছু পরে স্বীয় গ্রন্থে ঐ বিষয় সংগ্রহ করেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহা হইলে, খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান বরাহ মিহিরাদির পুস্তকে এ বিষয় সন্নিবেশিত হওয়া সর্ব্বতোভাবেই সম্ভব; কোন রূপেই অসঙ্গত নয়।

(২) ফিলস্ ট্রাটস্ নামক গ্রন্থকার খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে এপলোনিয়স নামক পণ্ডিত বিশেষের জীবনচরিতের মধ্যে এই কথা লিখিয়া যান।

কাম্বোজের নাম একত্র লিখিত দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত পিয়দসি রাজার অনু-শাসন-পত্রেও উহাদের নাম ঐরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। *

১৩৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মহাভারতীয় শ্লোকে কাম্বোজ-রাজের পরেই যবন-বৈরী কম্পনের নাম সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কাম্বোজেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, গর্গ মুনির পূজাস্পদ ও শ্রদ্ধাস্পদ জ্যোতির্ব্বিৎ যবনেরা যে গ্রীক জাতি এবং সুতরাং প্রাকৃত যোন ও সংস্কৃত যবন শব্দটি যে গ্রীকজাতি-প্রতি-পাদক ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

আয়োনিয়া দেশীয় সুবিখ্যাত গ্রীকদিগের নাম হইতেই এই শব্দটি উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। হিব্রু ভাষায় উহাদের নাম যবন, পারসী ও আরবীতে যুনানী, এবং পারসীক দেশের প্রাচীন কীলরূপা শিলালিপির ভাষায় যুনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আসিয়াছে। দরায়ুষ্ নামে সুপ্রসিদ্ধ পারসীক নরপতি খৃ, পূ ৫২১ হইতে ৪৮৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সেনাদল মধ্যে ভারতবর্ষীয় সৈন্য সন্নিবেশিত ছিল। অতএব যখন গ্রীকদের পারসীক ও ভারতবর্ষীয় নাম প্রায় একরূপ, তখন ঐ ভারতবর্ষীয় সৈন্যেরা পারসীকদের নিকট ঐ নামটি অবগত হইয়া আসিয়াছে ইহাই সমধিক সম্ভব বোধ হয়।

গ্রীকদের পঞ্জাবাধিকারের উত্তর কালে আরব ও পারসীক প্রভৃতি অন্য অন্য জাতি ও অবশেষে সকল জাতীয় মোসলমান এবং এমন কি মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবর্ষীয়েরাও যবন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কালিদাস পারসীক স্ত্রীলোকদিগকে যবনী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।

রঘুবংশ। ৪।৬১।

তিনি যবনীগণের মদ্য-পান-নিবন্ধন মুখ-পদ্ম-রাগ সহ্য করিতে পারিলেন না।

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলেও হিন্দু নৃপতিদিগের নিয়োজিত যবনপরিচারিকাগণের প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

এসো বাণাসণহত্থাহিং জবণীহিং বণপুপ্ফমালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি পিঅবঅস্সো।

অভিজ্ঞানশকুন্তল। দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রিয়বয়স্য এই আগমন করিতেছেন। যবনীগণ শরাসন ও বনপুষ্পমালা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া আসিতেছে।

দশকুমারচরিতের প্রথম ও চতুর্থ উচ্ছ্বাসে কালযবনদ্বীপ এবং ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে যবন ও যবন পোতের প্রসঙ্গ আছে। হ, হ, উইলসন এ যবন জাতি ও যবনপোতকে আরব জাতি ও আরব-পোত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।—H. H. Wilson's Introduction to the Dasa Kumara Charita reprinted in his Essays, Vol. I., 1864, p. 371.

* The Khalsi inscription in Cunningham's Archaeological Survey, I, 247, Pl, XLI., line 7.

প্রদেশীয় লোক। * অতএব তাঁহাকেও ঐ প্রদেশীয় নৃপতি-বিশেষ বিবেচনা করাই মহাভারত-রচয়িতাদিগের অভিপ্রেত হইবে। তাহা হইলে তিনি যে যবন জাতির সহিত যুদ্ধ করেন, তাহারা এবং অন্যান্য স্থলে উল্লিখিত যবন-জাতীয়েরা ঐ দিকের ঐ বাহ্লীক রাজ্যের যবন অর্থাৎ গ্রীক্ ব্যতিরেকে অন্য লোক হওয়া সম্ভব নয় ঐ রাজ্য খৃ.পূ প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বৎসর হইতে খৃ, পূ ন্যূনাধিক সাতান্ন বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অতএব মহাভারতের অন্তর্গত যবন-সংক্রান্ত কথাগুলি ঐরূপ সময়ে অথবা উহার কিছু পরে লিখিত হইয়াছে বলিতে হয়। †

রামায়ণের ন্যায় মহাভারতেও স্থানে স্থানে ‡ শক ও পহ্লব নামক

---

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ১১ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ এই ভাগের উপক্রমণিকাংশের ৯৭ পৃষ্ঠা দেখ। শেষোক্ত পৃষ্ঠায় কাম্বোজ-বংশীয় বলিয়া অনুমিত হিন্দুকুশ-নিবাসী কৌমোজি, কামতোজ, কামোজ প্রভৃতি নামে পরিচিত যে সমস্ত লোকের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তাহারা মোসলমান-দের কর্ত্তৃক কান্দাহারের সন্নিহিত দেশবিশেষ হইতে বহিস্কৃত হইয়া ঐ পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতেছে। --Journal R. A. S. No. 13, and Elphinstone's Cabul, Vol. ' p. 376.

† কিন্তু ঐ বাহ্লীক রাজ্য সংস্থাপনের পূর্ব্বেও গ্রীকদিগের ভারতবর্ষে গমনাগমন ছিল। গ্রীক রাজারা মগধ-রাজ্যাধিপতি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তাদির সভায় বারংবার দূত প্রেরণ করেন। গ্রীক নৃপতি সিলিউকস্ খ্রীষ্টাব্দ প্রবর্ত্তনের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগেস্থিনিজকে প্রেরণ করেন। পরে এণ্টিয়োকস্ ডিউমাকস্ নামক এক ব্যক্তিকে এবং মিশরীয় টলেমি ডিয়োনিসিয়সকে ও বোধ হয় বেসিলিস নামক অন্য এক দূতকে ঐ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র অমিত্রঘাতের নিকট পাঠাইয়া দেন। এণ্টিয়োকস একটি ভারতবর্ষীয় রাজার সহিত সন্ধিবন্ধন করেন। ঐ রাজা সুভগসেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। উল্লিখিত সিলিউকস চন্দ্রগুপ্তকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন। ঐ কন্যার সহচরী বা পরিচারিকা স্বরূপ অপরাপর গ্রীক স্ত্রীলোক মগধ রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের কোন কোন খোদিত লিপিতে যবনীগণকে অর্থাৎ গ্রীক যুবতীদিগকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিবার বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে। --(Weber's H. I. Literature, p. 251. দেখ) অতএব বাহ্লীক রাজ্য সংস্থাপনের পূর্ব্বেও গ্রীকদিগের সহিত হিন্দুদের আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সৈন্যের মধ্যে গ্রীক সৈন্য সন্নিবেশাদি কতকগুলি বিষয়ের কথা নিকটস্থ বাহ্লীক রাজ্যের গ্রীকদিগের সহিত আলাপ পরিচয়ের বিজ্ঞাপক হওয়াই সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। কাম্বোজাদি শব্দের নিকটে যবনদিগের নাম উল্লিখিত থাকাতে, তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

‡ সভাপর্ব্ব। ৩১। ১৭॥ ৫০। ২৩॥ ৫১। ১৫ ও ॥১৬ উদ্যোগপর্ব্ব। ১৯৬। ৭। ভীষ্ম-পর্ব্ব। ৯। ৪৪, ৪৭ ও ৫১॥

দুইটি জাতির প্রসঙ্গ আছে। যবন, কাম্বোজ ও পারদ * জাতির সহিত ঐ দুইটি জাতির নাম নানা সংস্কৃত গ্রন্থে একত্র লিখিত হইয়া থাকে। † ইহারা সকলেই ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর-নিবাসী লোক। খৃষ্টাব্দের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে শকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশ অধিকার করিয়া ক্রমশঃ উত্তরে হিন্দুকোহ্ পর্ব্বত হইতে দক্ষিণে সিন্ধু নদের মোহনা পর্য্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করে। পূর্ব্বে তাহাদের বিষয় যেরূপ লিখিত হইয়াছে, ‡ তদনুসারে মহাভারতের ঐ স্থল গুলি দুই সহস্র অথবা তদপেক্ষাও অল্প কালের মধ্যেই বিরচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ইদানী পহ্লব্ জাতির পহ্লব্ নামটি খৃষ্টাব্দ-প্রবর্ত্তনের পর প্রবর্ত্তিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে §। ইহা হইলে রামায়ণ, মহাভারত ও মনুসংহিতার যে যে স্থলে পহ্লব্ শব্দ সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা ঐ সময়ের পরে প্রক্ষিপ্ত ¶ হইয়াছে বলিতে হয়।

রামায়ণ ও মহাভারত মুক্তাবলী-সমাকীর্ণ দূর্ব্বাময় শাদ্বল-বিশেষ। ঐ উভয়ে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের বিষয় ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। একদিকে বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক উপাখ্যান বিদ্যমান থাকিয়া নিজ নিজ পূর্ব্ব গৌরব প্রকাশ করিতেছে, অপর দিকে পৌরাণিক ধর্ম্ম ও পৌরাণিক উপাখ্যান অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণু শিবাদি পৌরাণিক দেবতাদিগকে হিন্দু সমাজস্থ

---

* কোন কোন গ্রন্থে পারদ-জাতি পরান্ত এবং পহ্লব-জাতি পল্লব ও পহ্নব বলিয়া লিখিত আছে।—Wilson's Vishnu pura'na, 1840, pp. 189, 194, 195 and 374.

† মনু। ১০। ৪৪॥ বিষ্ণুপুরাণ। ৪। ৩।

‡ ৯৭ পৃষ্ঠা।

§ জর্ম্মেন্ পণ্ডিত শ্রীমান অল্স্হজেন্ বিবেচনা করেন. সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত পহ্লব শব্দটি পহ্লবী ভাষার পহ্লব শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং ঐ পহ্লব পর্থব (১) শব্দের অপভ্রংশ। শ্রীমান নেলডিকিও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে এই বিষয় সম্বন্ধীয় ও বিশেষতঃ ঐ অপভ্রংশ-ঘটনার কাল-নিরূপণ সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এস্থলে পর্থব শব্দের থকারের স্থানে হকার ও রকারের স্থানে লকার আদিষ্ট হইয়া পহ্লব শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ থকারের স্থানে হকার আদেশ হওয়াটি খ্রীষ্টাব্দ-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ঘটিবার কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমান্ বেবের অনুমান করেন, খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর পর ও পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে ঐ শব্দটি ভারতবর্ষে আসিয়া ব্যবহৃত হয়।— Weber's H. I, Literature pp. 187, 188 and 318.

¶ বালকাণ্ড। ৫৪।২০॥ সভাপর্ব্ব। ৩১।১৭ ও ৫১।১৫॥ মনুসংহিতা ১০।৪৪॥

---

(১) Parthians.

ধর্ম্ম-বেদির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতেছে। উভয় গ্রন্থেই বৈদিক ধর্ম্ম সমধিক প্রবল দৃষ্ট হয়। রামায়ণের মধ্যে স্থানে স্থানে দেবগণের সংখ্যা তেত্রিশটি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

यथाक्रमेण शपसि वरं मम ददासि च।
तत् शृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशद्देवाः सेन्द्रपुरोगमाः॥

অযোধ্যাকাণ্ড। ১১।১৩।

তুমি যথাক্রমে শপথ করিয়া আমাকে বর প্রদান করিতেছ; ইহা ইন্দ্রাদি তেত্রিশ দেবতা শ্রবণ করুন।

अदित्यां जज्ञिरे देवास्त्रयस्त्रिंशदरिन्दम।
आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनौ च परन्तप॥

আরণ্যকাণ্ড। ১৪। ১৪ ও ১৫

আদিতির গর্ভে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিন-যুগল এই রূপ তেত্রিশটি দেবতা জন্ম গ্রহণ করিলেন।

দেবগণের এই সংখ্যাটি বেদোক্ত ও অতি প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই *। পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটি দেব-সংখ্যা কল্পিত হইবার বহু পূর্ব্বে উল্লিখিত সংখ্যাটি প্রচলিত ছিল। ঐ তেত্রিশটি দেবতাও বৈদিক দেবতা। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অন্তর্গত "ইন্দ্রপুরোগমাঃ" পদে তাহাই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। অতএব এই কথাটি নিতান্ত বেদানুগত ও অতিমাত্র প্রাচীন কথা। দশরথ, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত অশ্বমেধ-যজ্ঞ, রাজসূয়-যজ্ঞ, পুত্রেষ্টি-যাগ এই সমুদায়ই বৈদিক ক্রিয়া। পূর্ব্বতন হিন্দু সমাজে প্রচলিত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত স্বয়ম্বর †, বিধবা-বিবাহ ‡, স্বামি-

---

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৩৪ পৃষ্ঠা।

† যেমন দময়ন্তী ও দ্রৌপদীর বিবাহ।—বনপর্ব্ব। ৫৪—৫৭ ও আদিপর্ব্ব। ১৮৪-১৯২-অ।

‡ যেমন নাগরাজ ঐরাবতের বিধবা কন্যার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ।—ভীষ্মপর্ব্ব। ৯১। ৮ ও ৯।

সহোদরের সংসর্গ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি *, গান্ধর্ব্ব-বিবাহ †, অসবর্ণ-বিবাহ ‡, স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ §, ও বয়ঃস্থা হইয়া বিবাহ ¶, অবিবাহিতাবস্থায় স্ত্রীগণের সন্তানোৎপত্তি-প্রচলন ‖, পতি নিরুদ্দেশ হইলে তাহাদের পুনর্ব্বার বিবাহ **, বলপূর্ব্বক কন্যাপহরণ-প্রথা ††, পরক্ষেত্রে

---

* যেমন বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ও ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম-গ্রহণ।—আদিপর্ব্ব। ১০৬ অ।

† যেমন শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের বিবাহ।—আদিপর্ব্ব। ৭৩অ।

‡ যেমন অঙ্গরাজ-লোমপাদ-কন্যা শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির ও বৈশ্যকন্যা বিশেষের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ।—রামায়ণ, ১।১০।৩২। মহাভারত। ১। ১১৫। ১।

§ যেমন পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ। মহাভারতে ঐ প্রথাটি সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত ও উহার অন্যান্য উদাহরণও প্রদর্শিত হইয়াছে।

এষ ধর্ম্মো ধ্রুবো রাজংশ্চরৈনমবিচারয়ন্।

আদিপর্ব্ব। ১৯৫। ৩১।

রাজন্। ইহা (অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ) সনাতন ধর্ম্ম। ইহার অনুষ্ঠান করুন; আর বিচার করিবেন না।

শ্রূয়তে হি পুরাণেঽপি জটিলা নাম গৌতমী।
ঋষীনধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্ম্মভৃতাংবরা।
তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
সঙ্গতাভূদ্দশ ভ্রাতৄনেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ॥

আদিপর্ব্ব। ১৯৬। ১৪ ও ১৫।

এইরূপ পুরাণ কথাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, জটিলা নামে গৌতম-বংশীয় একটি ধর্ম্ম পরায়ণা কন্যা সাত ঋষিকে বিবাহ করেন। সেইরূপ বার্ক্ষী নামে একটি মুনি-কন্যা প্রচেতা নামক তপস্বি-প্রধান দশ সহোদরের সহধর্ম্মিণী হন।

¶ যেমন কুন্তী, শকুন্তলা, দ্রৌপদী ও দময়ন্তীর বিবাহ।

‖ যেমন কন্যা-কালে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের ও সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসের জন্ম।—আদিপর্ব্ব। ১১১। আদিপর্ব্ব। ৬৩, ৬৪—৮১।

** যেমন নল নিরুদ্দেশ হইলে, দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর-কল্পনা।—বনপর্ব্ব। ৭০। ২৪ ইত্যাদি।

†† যেমন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণ এবং ভীষ্ম কর্ত্তৃক কাশীরাজ কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার অপহরণ এবং দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কলিঙ্গ দেশের রাজা চিত্রাঙ্গদের কন্যা-হরণ।—আদিপর্ব্ব। ২১৯, ২২০ ও ১০২ অধ্যায় এবং শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়, ৪র্থ অধ্যায়।

পূর্ব্বতন হিন্দু সমাজে বলপূর্ব্বক কন্যাপহরণ সাতিশয় প্রশংসনীয় বলিয়া গণ্য ছিল।

প্রমথ্য তু হৃতামাহুর্জ্যায়সীং ধর্ম্মবাদিনঃ।

আদিপর্ব্ব। ১০২। ১২।

ধর্ম্মবাদী পণ্ডিতেরা বলপূর্ব্বক অপহৃত কন্যাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

*, ও দাসী গর্ভে †, সন্তানোৎপাদন, সচরাচর মদ্য-পান ও গোমাংসাদি নানা-বিধ মাংস-ভক্ষণ ‡ এ সমস্তও বেদোক্ত ও মনুসংহিতাপ্রোক্ত ধর্ম্ম-ব্যবহার। বেদসংহিতায় ইহার অধিকাংশেরই সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্বয়ম্বর।—কিয়তি যোষা মর্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্যেণ। ভদ্রাবধূর্ভবতি যত্সুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিত্॥

ঋ—সং। ১০ম, ২৭সূ। ১২।

---

* যেমন বলিরাজের মহিষী সুদেষ্ণা ও তদীয় ধাত্রেয়ী শূদ্রার গর্ভে দীর্ঘতম ঋষির দ্বারা সন্তানোৎপাদন।—আদিপর্ব্ব। ১০৪ অ।

যে সময়ে লোক-সংখ্যা অল্প ছিল, সেই সময়ে এইরূপ ব্যবহারের সূত্রপাত হইয়া থাকিবে। জনসমাজের যখন যেরূপ অবস্থা ঘটিয়া উঠে, অনেকস্থলে সেইরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। জাতীয় ধর্ম্মের তো এই দশা।

† যেমন দাসী গর্ভে ও ব্যাসের ঔরসে বিদুরের উৎপত্তি।—আদিপর্ব্ব। ১০৬ অ।

‡ যেমন অযোধ্যাকাণ্ডের ৯১ একানব্বই সর্গে ভরত-সৈন্য-ভোজন-বৃত্তান্তে এবং সভা-পর্ব্বের ৩২ বত্রিশ অধ্যায়ে রাজসূয় যজ্ঞ-বিবরণে ও শান্তিপর্ব্বের ২৯ উনত্রিংশ অধ্যায়ে রন্তি-দেব রাজার উপাখ্যানে নানাবিধ মদ্য ও ছাগ, মৃগ, শূকর, গো, কুক্কুটাদির মাংস ব্যবহারের প্রসঙ্গ।

পূর্ব্বতন ও অধুনাতন হিন্দু-সমাজে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-প্রভেদ। ঐ উভয়ের ব্যবহার দৃষ্টে, এ জাতি যেন সে জাতি নয় বোধ হয়। ইতি পূর্ব্বে মহিষ মাংসের বিষয় লিখিত হইয়াছে (১) চরকাদি প্রাচীন বৈদ্যক শাস্ত্রে গো, বরাহ, কুক্কুট মাংসাদি ভোজনের ভূরি ভূরি ব্যবস্থা আছে। চরকের অন্নপান বিধ্যধ্যায়ের তৃতীয় সর্গে ঐ সমস্ত ও মেষাদি অন্য অন্য বহুবিধ মাংসের গুণ-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। চরকের স্নেহাধ্যায়ে লিখিত আছে।

---

(১) ৬৬ পৃষ্ঠা দেখ।

যদি প্রবৃদ্ধ সত্পতে সহস্রং মহিষাঁ অঘঃ।

আদিত্ত ইন্দ্রিয়ং মহি প্র বাবৃধে॥

ঋ—সং।৮।১২।৮

হে সৎপতি মহান ইন্দ্র! যখন তুমি সহস্র-সংখ্যক মহিষ-ভক্ষণ কর, তখন তোমার বীর্য বহুপ্রকার হইয়া বৃদ্ধি পায়।

লাবতৈত্তিরিমায়ূরহংসবারাহকৌক্কুটাঃ।

গব্যাজৌরভ্রমাত্স্যাশ্চ রসাঃ স্যুঃ স্নেহনে হিতাঃ।

স্নেহাধ্যায়।

লাবপক্ষী, তিত্তিরপক্ষী, ময়ূর, হংস, বরাহ কুক্কুট, গো, অজা, মেষ মৎস্য এই সকল পশু-পক্ষ্যাদিরকাথ স্নেহ-পান বিষয়ে হিতকারী।

কত স্ত্রীলোক আপনার প্রণয়াভিলাষী ঐশ্বর্য্য-ভোগ-শালী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়। যে নারী রূপবতী, সেই ভাগ্যবতী। সে নিজে লোক মধ্যে আপনার বন্ধুরে বরণ করে।

মাধবাচার্য্য এই ঋকের ভাষ্যে নল ও অর্জ্জুন এবং দময়ন্তী ও দ্রৌপদীর নাম উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

দেবর-সংসর্গ।—কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং মর্য্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ।

ঋ-সং। ১০ম। ৪০সূ। ২ ঋ।

(অশ্বিন্!) যেমন বিধবা স্ত্রীলোকে আপন শয্যায় দেবরকে আকর্ষণ করে, অথবা যেমন নারী নরকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ কে তোমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া থাকে?

মাধবাচার্য্য এই ঋকের ভাষ্যে দ্বিতীয় বর বলিয়া দেবর শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।

অসবর্ণ-বিবাহ ও স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ।—উত যত্ পতয়ো দশ স্ত্রিয়াঃ পূর্ব্বে অব্রাহ্মণাঃ। ব্রহ্মা চেদ্ হস্তং অগ্রহীত্ স এব পতিরেকধা॥

অথর্ব্ববেদ। ৫।১৭।৮।

ভাবপ্রকাশ, রাজনিঘণ্ট, রাজবল্লভ এই সমস্ত গ্রন্থ-রচয়িতারা প্রত্যেকে গোমাংসের বা কুক্কুট মাংসের নানারূপ স্বাস্থ্যকর গুণ বর্ণন করিয়াছেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর নিজ গ্রন্থে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া যান (১)।

এ বিষয়ের একটি কৌতুকাবহ উপাখ্যান আছে। রন্তিদেব নামে একটি রাজা যার পর নাই ধার্ম্মিক ও ক্রিয়াবান্ ছিলেন। রাত্রি-কালে তদীয় গৃহে অতিথি সমাগম হইলে, তাঁহাদের ভোজনার্থ বিংশতি সহস্র একশত সংখ্যক গো-বধ করা হইত, ইহাতেও তাঁহাদের সকলের সমাবেশ ও তৃপ্তি সাধন হইত না। পাচকেরা এই বলিয়া চীৎকার করিত যে, অদ্য আপনারা সূপ-সম্বলিত অন্নমাত্র ভোজন করুন; পূর্ব্বের মত মাংস ভক্ষণ করিতে পাইবেন না (২)। লিখিত আছে, ঐ রাজার যজ্ঞে এরূপ বহুসংখ্যক পশু-বধ হয় যে, সেই সমস্ত পশুর চর্ম্ম-ক্লেদ হইতে একটি মহানদী উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার নাম চর্ম্মণ্বতী (৩)। ঐ চর্ম্মণ্বতীর বর্ত্তমান নাম চম্বল। মেঘদূত-প্রণেতা কালিদাস উহাকে রন্তিদেবের "সুরভিতনয়ালম্ভজাং" অর্থাৎ গোবধ-জনিত রক্তোদ্ভবা নদী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।—(মেঘদূত।৪৬।)

---

(১) শব্দকল্পদ্রুম গো ও কুক্কুট শব্দ।

(২) শান্তিপর্ব্ব।২৯।১২৮ ও ১২৯।

(৩) শান্তিপর্ব্ব।২৯।১২৪।

এবং কোন স্ত্রীলোকের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় দশটি পূর্ব্বস্বামী থাকিতে যদি কোন ব্রাহ্মণ তাহার পাণি-গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনিই তাহার পতি। *

স্ত্রীলোকের অধিক বয়সে বিবাহ।—যুবং নরা স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় বিষ্ণাপ্বং দদথু র্বিশ্বকায়। ঘোষায়ৈ চিত্পিতৃষদে দুরোণে পতিং জূর্য্যন্ত্যা অশ্বিনাবদত্তং।

ঋ-সং। ১ম। ১১৭সূ। ৭ ঋ।

অধিনায়ক অশ্বিন্-যুগল! তোমাদের স্তবকর্ত্তা কৃষ্ণ-তনয় বিশ্বককে তাহার বিষ্ণাপ্ব নামক বিনষ্ট পুত্র দান করিয়াছিলে। ঘোষা নামে (একটি স্ত্রীলোক) জরা-গ্রস্ত অর্থাৎ প্রাচীন হইতেছিল, তোমরা তাহাকে পতি প্রদান করিয়াছিলে।

বিধবা-বিবাহ ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ।—যখন স্ত্রীলোকে স্বামিসত্ত্বে অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিত, তখন বিধবা স্ত্রীর পুনঃ সংস্কারের প্রথা প্রচলিত থাকা সর্ব্বতোভাবেই সম্ভব! এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের মধ্যে † এবিষয় একবার আলোচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের অন্তর্গত দশম সূক্তে সন্নিবেশিত যম-যমী-সংবাদ গান্ধর্ব্ববিবাহ-প্রচলনেরই বিজ্ঞাপক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। তাহাতে লিখিত আছে, যমী যমের প্রতি কামানুরক্ত হইয়া বিবাহার্থে প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু যম কিছুতেই সে বিষয় স্বীকার পাইতেছেন না।

বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ।—যস্যানক্ষা দুহিতা জাত্বাস কস্তাং বিদ্বাঁ অভিমন্যাতে অন্ধাং। কতরো মেনিম্ প্রতি তম্ মুচাতে য ঈম্ বহাতে য: ঈম্ বা বরেয়াত্।

ঋ—সং। ১০ম। ২৭সূ। ১১ ঋ।

যাহার দুহিতা দৃষ্টি-হীন, কে জ্ঞাতসারে তাহার সেই অন্ধ দুহিতাকে

---

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৭৯ পৃষ্ঠা দেখ। † ৮৮ পৃষ্ঠায়।

অভিলাষ করে? যে ব্যক্তি এরূপ কন্যাকে লইয়া যায় বা তাহার সহিত বিবা কামনা করে, কে তাহার প্রতি মেনি * নিক্ষেপ করে?

দাসী-গর্ভে সন্তানোৎপাদন।—কবষ ঋষি ঋগ্‌বেদসংহিতার দশ মণ্ডলের অন্তর্গত কতকগুলি সূক্ত রচনা করেন। তিনি দাসী-পুত্র। ঐতরেয় কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে তাঁহার প্রসঙ্গ আছে। † যজ্ঞ-স্থলে ঋষিগণ তাঁহাকে বলেন,

दास्या वै त्वं पुत्रोऽसि न वयं त्वया सह भक्षयिष्यामः।

কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ। ১১।

তুমি দাসী-পুত্র। আমরা তোমার সহিত একত্র ভোজন করিব না।

কক্ষীবান্‌ও ঐ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একটি ঋষি; তিনি দীর্ঘতমার ঔরসে ও অঙ্গরাজমহিষীর দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এইরূপ লিখিত আছে। ‡

মদ্যপান।—**हृत्सु पीतासो युध्यं ति दुर्मदासो न सुरायां। ऊधर्ण नग्ना जरंते॥**

ঋ—সং। ৮ম। ২সূ। ১২ ঋ।

(ইন্দ্র!) তুমি সোম সমস্ত পান করিলে, তাহারা তোমার উদরে গিয়া মদোন্মত্ত ব্যক্তিদের মত যুদ্ধ করিতে থাকে। তুমি দুগ্ধ-পূর্ণ গোস্তনের সদৃশ হও। স্তোতৃগণ তোমার স্তুতি করে।

नकी रेवन्तं सख्याय विंदसे पीयंति ते सुराश्वः।

ঋ-সং। ৮ম। ২১সূ। ১৪ ঋ।

ইন্দ্র! তুমি কোন ধনী ব্যক্তিকে বন্ধু-ভাবে প্রাপ্ত হও না। সুরামত্ত ব্যক্তিরা তোমার দ্বেষ করে।

গোমাংসভক্ষণ।—**शकमयं धूममारादपश्यं विषूवता पर एनाव रेण। उक्षाणं पृश्निमपचंत वीरास्तानि धर्म्माणि प्रथमान्यासन्।**

ঋ—সং। ১ম। ১৬৪সূ। ৪৩ ঋ।

---

* অস্ত্র বিশেষ।

† ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।২।১৯ ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণ।১১।

‡ মুদ্রিত ঋগ্‌বেদসংহিতার প্রথম খণ্ডের ৯১৭ পৃষ্ঠা।

অমতিদূরে গোময়-ধূম দেখিতেছি এবং সেই ব্যাপ্তিমান্ নিকৃষ্ট ধূম দ্বারা অগ্নি দর্শন করিতেছি ঋত্বিকেরা শুক্লবর্ণ বৃষ রন্ধন করিতেছেন। সে সমুদায় প্রথমকার ধর্ম্ম।

কি আশ্চর্য্য! এই অবসন্ন-প্রায় নিস্তেজ হিন্দু জাতি কি এতই বীর্য্যবান্ ও এতই তেজীয়ান্ ছিল যে, অশ্বমেধ, রাজসূয়, ব্রহ্মোৎসব, সর্পসত্র, স্বয়ম্বর, লক্ষ্য-ভেদ, ধনুর্ভঙ্গপণ এই শব্দগুলি পরমার্থ-বোধক ও সামাজিক ব্যবহার-প্রতি-পাদক হইলেও, তাহাতে কেবল বল-বিক্রম ও শৌর্য্য-বীর্য্যই প্রকাশ করিতেছে। ফলতঃ রামায়ণের সমধিক ভাগ রণ-প্রতিজ্ঞা, রণোদ্যোগ, রণোৎসাহ ও রণ-ক্রিয়ার বিবরণেই পরিপূর্ণ বলিলে, অসঙ্গত হয় না। একটি ভয়ানক যুদ্ধ-বর্ণনই সমগ্র মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য। বালি দ্বীপে ঐ গ্রন্থ ভারতযুধ্ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মূর্ত্তিমান্ বীর্য্য-স্বরূপ চিরপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র চির-দিনের নিমিত্ত হিন্দু জাতির পরম পবিত্র মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছে। উহাতে কত বীর-দম্ভ ও কিরূপ শূর-কীর্ত্তি প্রকাশিত হয় কে জানে? ঐ নামটি উচ্চারণ মাত্র, বল, বীর্য্য, বিক্রমাদিকে মস্তকে করিয়া উৎসাহ-তরঙ্গ উল্লম্ফন করিতে থাকে। ভীম ও অর্জ্জুন ভীষ্ম ও কর্ণ, কৃপ ও দ্রোণ, রাম ও পরশুরাম * এই তেজোময় শব্দ গুলিতে সে সময়ের কি অপূর্ব্ব প্রভাব ও অপূর্ব্ব সৌরভই প্রকাশ করিতেছে! তাঁহাদের নামোচ্চারণ মাত্র শরীরের শিরা সমুদয় চঞ্চল হয়, শোণিত-প্রবাহ প্রবল হইয়া উঠে, নয়ন-যুগল অরুণ-প্রভাব প্রকাশ করে, গাত্র হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয় এবং চির-নির্ব্বাণ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় উৎসাহানল প্রধাবিত হইতে থাকে। আমাদেরও কত মেরাথন্ ও কত থর্ম্মপলির † নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কে

---

* হিন্দু জাতির তো প্রকৃত ইতিহাস নাই। সুতরাং ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি যে কিরূপ গুণশালী ছিলেন, কে নিশ্চয় বলিতে পারে? তবে, পাঠকগণ! পূর্ব্বকালে যে সমস্ত বীরপুরুষ বীর-প্রসূতা ভারতভূমির স্বাধীনত্ব সুখ সঞ্চয় করিয়া যান, ঐ উৎসাহ-প্রদীপক সংজ্ঞাগুলি তাঁহাদেরই বিজ্ঞাপক বলিয়া বিবেচনা হইতে হইবে। কবিত্ব-রূপ সুরম্য-গগন মণ্ডলে যতই উড্ডীয়মান হও না কেন, তত্ত্ব-পথ বিস্মৃত হইও না।

† গ্রীকেরা পারসিকদের সহিত সংগ্রাম-কালে এই দুই স্থানে অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য ও স্বদেশ-হিতৈষিতা প্রকাশ করেন।

জানে? কত লিওনাইডস্ * ও কত কোড্রস্ ‡ এই বীরভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই বা কে বলিতে পারে? একটি হিরোডোটসের অসদ্ভাবে সে সমস্ত বীর-কীর্ত্তি হয় তো একবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

There is not a petty state in Rajasthan that has not had its Thermopylæ, and scarcely a city that has not produced its Leonidas ; but the mantle of ages has shrouded from view what the magic pen of the historian might have consecrated to endless admiration · Somnath might have rivalled Delphos ; the spoils of Hind might have vied with the wealth of the Lybian king ; and compared with the array of the Pandus, the array of Xerxes would have dwindled into insignificance. But the Hindus either never had or have unfortunately lost their Herodotus and Xencphon.—Tod, vol. I. Introduction.

এককালে বীর-কেশরী গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দের বীরত্ব ও রণ-পাণ্ডিত্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া মুক্তকণ্ঠে যেরূপ গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে যেরূপ দীর্ঘ-কায়, পরাক্রম-শালী ও রণ-পণ্ডিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ‡, এখন তাহা কেবল পুরাবৃত্তের বিষয় ও উপাখ্যানের স্থল হইয়া পড়িয়াছে। সে আকার নাই, প্রকার নাই, বীর্য্য নাই ও আত্ম-রক্ষারও ক্ষমতা নাই। ¶ ভারতভূমি! তোমার মহিমা-সূর্য্য একবারেই অস্ত গিয়াছে! তোমার কীর্ত্তি চন্দ্র আর সঞ্চরণ করে না! কেবল তোমার ভুবন-বিখ্যাত বহুমূল্য দৃশ্যমান

---

* লিওনাইডস্ নামক গ্রীক্ বীর পারসীকদের সহিত যুদ্ধ-উপলক্ষে রণক্ষেত্রে অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত বীরত্ব ও অসামান্য দেশ-হিতৈষিতা প্রদর্শন করেন।

† কোড্রস্ নামে গ্রীক রাজা স্বদেশের স্বাধীনত্ব-সুখ-রক্ষণার্থ স্বেচ্ছানুসারে কৌশলক্রমে প্রাণত্যাগ করেন।

‡ Elphinstone's History of India, 1866, p. 266

¶ এস্থলে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার স্মরণ হইতেছে। ইদানী একশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয়দের যেরূপ বল-ক্ষয় ও বীর্য্য-ক্ষয় ঘটিয়াছে, পূর্ব্বে সহস্র বৎসরেও কোন কারণে সেরূপ কিছুই হয় নাই। বাঙ্গলা-দেশীয়েরা তো এ বিষয়ে একটি অতিমাত্র হীন জাতি হইয়া পড়িয়াছে। ৫০।৬০ পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে যেরূপ বলবান লোক বিদ্যমান ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। এদেশীয় গ্রন্থকারদিগের মধ্যে কেহ যদি স্বদেশীয় পূর্ব্বতন

কহিনুরই অন্তরিত হইয়াছে এমন নয়, তাহার বহু পূর্ব্বে চির-সঞ্চিত অমূল্য অন্তরস্থ কোহিনুর্ * একেবারে অন্তর্হৃত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকায় এখন অতি ক্ষীণ হ্রস্ব কায়ে পরিণত হইয়াছে। কোথায় সিংহ-শার্দ্দূলের ভয়াবহ গর্জ্জন-ধ্বনি, আর কোথায় ঝিল্লীগণের মৃদু-মন্দ আর্ত্ত-স্বর! কোথায় বীরগণের বীর-দর্প ও স্পর্দ্ধা-সহকৃত সাহঙ্কার হুঙ্কার-ধ্বনি, আর কোথায় দীন হীন আশ্রিত জনের কৃতাঞ্জলিপুটে কৃপা-প্রার্থনা! সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! এক কালের সিংহ-শার্দ্দূল-প্রসবিনী ভারতভূমি এখন শশ-মূষিক-প্রসবিনী হইয়া কতই লাঞ্ছিত হইতেছেন। তদীয় পূর্ব্ব-প্রতাপের চিতাগ্নি হইতে কি সুদীর্ঘ ও ঘনীভূত ধূমাবলী উত্থিত হইতেছে। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা অগ্নিময়; ভবিষ্যৎ গাঢ়তর ধূমে আচ্ছন্ন।

বৃদ্ধ-কায় ভারতভূমি আর অধর্ম্মের ভার বহন করিয়া কুপোষ্য-পোষণ

লোকের শারীরিক অবস্থা ও তৎসংক্রান্ত রাজা রঘুরাম রামচন্দ্র, (১) রাধাগোয়ালা, আশানন্দ ঢেঁকি, রামদাস বাবু, তারিণী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিষ্ঠ ব্যক্তিদের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই সমস্ত বিষয় লোকের স্মৃতিপথ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় না। কেবল উপন্যাস লিখিয়া ও যাত্রা করিয়া আয়ুঃশেষ করা কি গ্রন্থকারের কার্য্য।

অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এদেশীয় লোকের শরীর কোন স্থলে অর্দ্ধ-হস্ত ও কোথাও বা এক-হস্ত পরিমাণ হ্রস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বল-বীর্য্যের পরিমাণের তো কথাই নাই। বাঙ্গালা-দেশীয় পল্লীগ্রামস্থ পাঠকগণ! নিজ নিজ গ্রাম ও অন্য অন্য পরিচিত স্থানের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখিবেন দেখি, ভদ্রলোকের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে কি না? ও বংশ-বিশেষের লোপাপত্তি সম্ভাবনা ঘটিয়াছে কি না? আমি নিজে এ বিষয় যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা কোন-রূপেই শুভসূচক নয়। কোন কোন বিচক্ষণ আত্মীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহাও সেইরূপ। অনেক স্থলে ইতর লোকের বিষয়ও সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এক এক স্থানের বৃত্তান্ত অতীব শোচনীয়। স্বজাতির উন্নতি প্রত্যাশার পূর্ব্বে তদীয় শারীরিক অবস্থা ও জন্মস্থিতিলয়ের বিষয় একবার লক্ষ্য করা আবশ্যক। শারীরিক উন্নতি সকল উন্নতির মূলীভূত।

"বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে।
কিন্তু গৃহ ক্ষয়মূল হইতেছে দিনে দিনে"

ফলতঃ সম্মুখে ঘোর অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার!

---

* জ্যোতিঃ-পর্ব্বত অর্থাৎ তেজোরাশি।

(১) রঘুরাম ও রামচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ। তিনি ঐ রঘুরামেরই পুত্র। শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র রায় বাবুর প্রণীত ক্ষিতীশবংশাবলীর ৮৭ ও ৯২।৯৫ পৃষ্ঠায় ইঁহাদের বল বিক্রমের বিষয় দেখিতে পাইবে।

করিতে সমর্থ হন না। ভীম-জননী ও অর্জ্জুন-মাতা আর কাহার মুখাবলোকন করিয়া আশা-পথ অবলম্বন করিবেন? গগনস্পর্শিবৎ হিমালয় ও আর্য্যাবর্ত্তের বপ্র-বিশেষ বিন্ধ্যাচল যাহাদের বল ও বিক্রম, বীর্য্য ও উৎসাহ এবং ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠা রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, সেই মহাপুরুষদের বংশে এখন এই অধম পামর-স্বরূপ আমরাই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের শোণিত-কণা হিন্দু জাতির রক্ত শিরা হইতে একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। তদীয় চিতা-ভস্ম-কণাও বিদ্যমান্ নাই। সে সমস্ত পুরাতন মহত্তর পদার্থ একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার সহিত আর কণামাত্রও সংযোজিত হইল না, কখনও হইবেও না! তাহার কিছু কিছু কেবল ভারত-কথায় পরিণত হইয়াছে ও শ্রুতি-পথমাত্রে অবস্থিত রহিয়াছে। অস্ত্র-শিক্ষা ও অস্ত্র-পরীক্ষা যে জাতির বালক-সমূহের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই উৎসাহ-স্থল ছিল এবং প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-ক্রিয়া ও সামাজিক ব্যবহার বল-বিক্রম, তেজস্বিতা ও রণোৎসাহেরই পরিচায়ক ছিল * সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! যে জাতীয় লোকের সমগ্র তৃতীয়াংশ যুদ্ধ-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত যুদ্ধামোদে আমোদিত ও যুদ্ধ-মদে উন্মত্ত ছিল, যাহারা যুদ্ধে বিমুখ ও যুদ্ধস্থলে ভয় প্রাপ্ত হইলে, ক্ষত্রিয় কুল-বহির্ভূত কুলাঙ্গার বলিয়া ঘৃণিত ও তিরস্কৃত হইত, ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ-লাভ হইবে বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করিত এবং সুসভ্য বিদেশীয় বীর পুরুষেরা যাহাদিগকে মহাপরাক্রমশালী প্রধান যোদ্ধা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,† সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! যাহারা অভূতপূর্ব্ব প্রভূত শৌর্য্য বীর্য্য ও পরাক্রম প্রভাবে তুষার-মণ্ডিত হিমালয় অবধি সমুদ্র-সলিল-সুস্নিগ্ধ কন্যাকুমারী ও সাগর-পার-স্থিত দ্বীপ-দ্বীপান্তর পর্য্যন্ত আপনাদের জয় পতাকা ও ধর্ম্মপতাকা উড্ডীয়মান করিয়া অতুল কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে এবং বলবৎ নদী প্রবাহের পুরঃস্থিত তৃণ-পুঞ্জ-সদৃশ আদিম নিবাসীদিগকে নির্দ্দয় ও নৃশংস ভাবে গহন ও গিরি গুহায় তাড়িত করিয়া যার পর নাই রণ প্রতাপ ও জিগীষা-প্রভাব-প্রদর্শন করিয়াছে, সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু। তদীয় পূর্ব্ব-প্রভাব ও পূর্ব্ব-মহিমার ভগ্নাবশেষও বিদ্যমান নাই। সমস্ত বাষ্পীভূত হইয়া গিয়াছে! কোথায় সে হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ? কোথায় বা সে মথুরা ও উত্তর-কোশলা? কোথায় বা সে উজ্জয়িনী ও পাটলিপুত্র? নাম আছে, কিন্তু পদার্থ

নাই। অঙ্গার আছে, তাহাতে অগ্নি নাই। দেহ আছে তাহাতে জীবন নাই। সাকারবাদীর অশ্বত্থ-মূল-বিদ্ধ কবাট-শূন্য জরা-জীর্ণ দেবমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে দেব-বিগ্রহ বিরাজমান নাই। জয়শ্রী ও রাজশ্রী দেবী একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন।—মামুদশা ও সবক্তিজীন্*। তোমারা ঐরাবতের পদে লৌহ-শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়াছ। তাঁহার আর মোচন হইল না; বোধ হয় হইবেও না। মোগল্ ও পাঠান্-কুল!—দুর্দ্ধর্ষ যবন-রাজ-কুল! তোমরা ক্রমাগতই তদীয় কঠিন বন্ধনের উপর কঠিনতর বন্ধন সংঘটন করাইয়াছ। তাহার আর পদ-চারণ ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনেরও সামর্থ্য নাই। তোমরা তাহাকে পরবশতারূপ কঠিন কারাগৃহে চির কালের মত রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছ। এস্থলে পরবশ কি ভয়ানক শব্দ! হিন্দুদের নরক, খৃষ্টীয়দের হেল্ ও মোসলমান্দের জাহান্নম্ও বুঝি সেরূপ ভয়ানক নয়! নর-কুলের কাল-স্বরূপ জঙ্গিজ্, তৈমূর ও নাদির্ শার ভীষণ নামও সেরূপ ভীষণতর ভাব ধারণ করিতে পারে না! যে দিন তোমরা তাহাকে† স্পর্শ করিয়াছ, সেই দিন তাহার স্বাধীনতা-সুখের মৃত্যু দিবস! জননী ভারতভূমি! সেই দিন তোমার চির-দিনের মত দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। সেই দিন তোমার চির-সঞ্চিত সুপ্রসন্ন ভাগ্য-জ্যোতিঃ ঘোরান্ধকারে পরিণত হইল। সেই দিন আমাদের ভারত-গৃহে অসীম-কাল-ব্যাপী মৃতাশৌচের ক্রন্দন কোলাহল উত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। তোমার অবিশ্রান্ত অশ্রু-বর্ষণ আর নিরস্ত হইল না! কত শিলা-পাত, ঝন্ঝাবাত ও বজ্রাঘাত‡ প্রভাবে মহান্ আশা-বৃক্ষ একেবারে উন্মূলিত ও বিনষ্ট হইয়া আকাশ-পথে উড্ডীয়মান ও অন্তর্হিত হইয়া গেল। জননী! এখন অভিষেক-বারির পরিবর্ত্তে কেবল অশ্রুজলে তোমার চরণ-যুগল অভিষিক্ত করিতেছি!—একি!—জাগ্রত স্বপ্ন! প্রবল চিন্তা-বেগে মনের ভাবকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তোলে। সম্মুখে যেন একটি মহীয়সী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ-গোচর হইল। বিদ্যুতের ন্যায় নিমেষ মাত্রে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া গেল। মূর্ত্তিখানি পরম পবিত্র, কিন্তু শোক-দুঃখে সমাকীর্ণ হইয়া অতিমাত্র ম্লান হইয়া গিয়াছে। মলিন বদন, সজল নয়ন, দুই চক্ষে

---

* মোসলমান্ রাজাদের মধ্যে প্রথমে এই দুই জনে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

† ভারতবর্ষকে।

‡ তৈমুর্ নাদির্ শা প্রভৃতির ভয়ঙ্কর উপদ্রব স্মরণ কর।

শতধারা বহিতেছে, ও চক্ষের জল বক্ষঃস্থলে আসিয়া শ্রম-ক্লেশ-জনিত স্বেদ-ধারায় মিলিতেছে। যেন কতই দুঃখ ও কতই মনস্তাপ ঘটিয়াছে। মুখে বাক্য স্ফুরিতেছে না। যেন উপস্থিত বিপদ-চিন্তায় ও উত্তর-কালীন অশুভ আশঙ্কায় মুখ মণ্ডল বিবর্ণ ও ললাট-দেশ কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন রাজরাজেশ্বরী রাজমহিষী ভাগ্য-দোষে রাজ্য-চ্যুত হইয়া কুপোষ্যবর্গের প্রতিপালনার্থ পর-পরিচর্য্যা অবলম্বন করিয়াছেন। দেখিয়া কোন দৃশ্যমান উৎকট পীড়ায় পীড়িত বোধ হয় না। কিন্তু যেন কোন অন্ত-র্ভূত ক্ষয়কর রোগে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় করিয়া আনিতেছে।—কি দুঃসহ দর্শনই সংঘটিত হইল!—চক্ষের জল বক্ষঃস্থলের স্বেদ-ধারায় আসিয়া মিলিতেছে!—ভারতভূমির * এমনি শ্রম-ক্লেশই ঘটিয়াছে বটে!—এক সময়ে রাজ-সিংহাসন বিলাসিনী এখন দেশ-কাল-বিরুদ্ধ নিয়মাবলির বশবর্ত্তিনী হইয়া শরীর-পাত করিতেছেন, তথাচ রাজ-ভক্তি-গুণে মুখ-ব্যাদন করেন না; নিরন্তরই ভয় ও ভাবনায় কাতর হইয়া আপনার অশ্রু-জলে আপনিই প্লাবিত হইতেছেন।—ইংলণ্ড্! ইংলণ্ড্! তুমি অক্লেশে দুঃসাধ্য বিষয় সিদ্ধ করিয়াছ। বহুদূর স্থিত লক্ষ্য অনায়াসে বিদ্ধ করিয়াছ। জগজ্জনের চির-বাঞ্ছিত সম্পত্তি সুকৌ-শলে করস্থ করিয়াছ। বলিতে কি, তুমি অসাধ্য সাধন ও অঘটন-সংঘটন করিয়া বিশ্ব-জনের নয়ন-যুগল বিস্ফারিত করিয়াছ। সমগ্র ভারতভূমিকে একচ্ছত্রা করিয়া ভারতবর্ষীয় কবীন্দ্রগণের মনঃকল্পনা সফল করিয়াছ এবং বাল্মীকি, কালিদাস, কণাদ ও আর্য্যভট্টের স্বজাতীয়বর্গকে পদাবনত করিয়া নিজ সিংহাসন উজ্জ্বল ও উন্নত করিয়াছ। আমরা মন্ত্রণা-বলে তোমাকে রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া রাজমুকুট প্রদান করিয়াছি ও প্রীত মনে তোমারে ধন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া তোমার বশতাপন্ন হইয়া রহিয়াছি। একবার ভাবিয়া দেখ, কত কোটী লোকের সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভদ্রাভদ্র, মানাপমান ও এমন কি, জীবন-মরণও তোমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। তোমার অধি-কারে আমাদের স্বাস্থ্য-ক্ষয়, বল-ক্ষয়, আয়ুঃ-ক্ষয় ও ধর্ম্ম-ক্ষয় ঘটিতেছে। তুমি অধিক বিতরণ কি সংহরণ করিতেছ, কে বলিতে পারে? তুমি শিক্ষা দান

* অর্থাৎ ভারতবর্ষীয়দের।

করিতে গিয়া স্বাস্থ্য হরণ করিতেছ *, অর্থোপার্জ্জনের বিবিধ পথ প্রস্তুত করিতে গিয়া শ্রমাতিশয় ও তাহার বিষময় ফল-পুঞ্জ উৎপাদন করিতেছ, বাণিজ্য-বৃত্তি প্রসারণ করিতে গিয়া অশেষ-দোষাকর দুর্মূল্যতাদোষ † ও তৎসহকৃত অধর্ম্ম-বংশের বৃদ্ধি করিতেছ, এবং সভ্যতা-সুখের পরিচায়ক সুখ-সামগ্রী সকলের সংঘটন করিতে গিয়া ভোগাভিলাষ প্রদীপন পূর্ব্বক পাপের স্রোত প্রবল করিতেছ। ভারতরাজ্যের আবগারি-ব্যবস্থার কলঙ্কময় ফল-পুঞ্জে তোমার রাজমুকুট-বিরাজিত উজ্জ্বল হীরক-খণ্ড সমুদায়কে গাঢ়তর কলুষ-কালিমায় প্রকৃত অঙ্গার-খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। ফলতঃ তোমার প্রজারা স্বচ্ছন্দে নাই। প্রায় যাবৎ জাগ্রৎ-কাল নানারূপ ক্লেশ করিয়া কষ্ট-শ্রেষ্ঠে দিনপাত করা কোটি কোটি ব্যক্তির জীবন-ব্রত হইয়া উঠিয়াছে। বহুতর স্থলেই দেখিতে ও শুনিতে পাই, প্রায় সকলেই রুগ্ন, সকলেই বিব্রত এবং সকলেই নানা চিন্তায় চিন্তাকুল। একটু আরাম নাই, আরাম নাই, আরাম নাই। দুর্মূল্যতা-দোষে অনেকেই উচিত মত ও আবশ্যক মত আহার সামগ্রী প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে, ধর্ম্ম-চিন্তা, ধর্ম্মানুশীলন ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা যেন একবারে উঠিয়া যাইতেছে। নর-কুলের নিতান্ত আবশ্যক নিয়মিত ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মোপদেশ-শ্রবণের তো সম্পর্কই নাই। বিদ্যালয়ে অধর্ম্মের সঞ্চার, লোকালয়ে তাহার সুপ্রকাশ ও বহু-বিস্তার এবং বিচারালয়ে তাহার পরীক্ষা ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। দুর্ব্বিনীত বাল্য-কালের পাপ যৌবনে পরিপক্ক হয় এবং সঙ্গের সঙ্গী হইয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। কেবল বিদ্যালয়ের কথা কেন?

* অধুনাতন যেরূপ শিক্ষা-প্রণালীকে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রণালী বলে, তাহা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেও এইরূপ ঘটে; পরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে। পঠদ্দশাতেই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট জানিতে পারি এবং ত্রিশ বৎসরের অধিক হইল, প্রবন্ধ-বিশেষের মধ্যে ইহার প্রসঙ্গ করি। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৭১ শক, পৌষ, ১২৯ পৃষ্ঠা ও ১৭৭২ শক, আশ্বিন, ৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।)

† There seems to be a vague idea, that when prices rise, values rise also, and every one grows richer. But such a thing as a general rise of *values* is impossible; and with regard to the rise of prices, instead of being an advantage, it is a great evil.—The elements of Social Science, 1865, p.569.

তাহার বাহিরেই বা কি?—ততোধিক।* ইতর লোকের কুব্যবহারে ভদ্র লোকে অস্থির হইতেছে। পল্লী মধ্যেই প্রবিষ্ট হই বা রাজপথেই ভ্রমণ করি। প্রায়ই, স্বার্থ সূচক, বিরোধবোধক ও ব্যসন-বিজ্ঞাপক বই অন্য শব্দ কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে না। যাবতীয় জাগ্রৎকাল পয়সা টাকা, দর দাম, আকাল আক্রা, দলিল দস্তাবেজ, সাক্ষী সাবুদ, উকিল কৌন্সিলি, কোর্ট মোকদ্দমা, জাল জালিয়াত এই সমস্ত অভিচার-মন্ত্রাদি জপ ও পুরশ্চরণ করাই কি মানব-কুলের পরম পুরুষার্থ হইল? ধর্ম্ম-চিন্তা ও ধর্ম্মোপদেশ-গ্রহণের অবসর ও অভিলাষ উভয়ই অন্তর্দ্ধান হইতেছে। এই সমুদায় প্রত্যক্ষভূত বাস্তবিক ব্যাপার। ইহার অন্যথা হইবার বিষয় নাই। যে সুসভ্য বা সভ্যতাভিমানী রাজার রাজ্যতন্ত্রে মানবীয় মনের এরূপ দুরবস্থা সংঘটিত হয়, সে রাজারও কলঙ্ক সে রাজ্যেরও কলঙ্ক, সে সভ্যতারও কলঙ্ক।—দেখিতে দেখিতে কি পরিবর্তনই ঘটিয়া উঠিল! সে বিষয়ের পূর্ব্বাপর অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রদর্শন করা আমার এ নিস্তেজ মনের কার্য্য নয়। তাহা করিতে হইলে, সুদীর্ঘ-কায় সতেজ জন-সমাজের পরিবর্তে মানব-নামের অযোগ্য একটি রোগ-জীর্ণ বামন-সমাজের উৎপত্তিপ্রসঙ্গ ও তদীয় ভয়ঙ্কর পরিণাম-সম্ভাবনা কীর্ত্তন করিতে হয়, সুমূল্যতা-সুখে সুখী, স্বচ্ছন্দ-চিত্ত, প্রশান্ত লোকের শান্ত ভাব প্রকাশের পরিবর্তে দুর্মূল্য-তারূপ অগ্নি-শিখায় চির-দগ্ধ, রাজকীয় কর-পুঞ্জ-ভারে ভারাক্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত, অস্থির প্রজা মণ্ডলের হাহাকার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতে হয়, গুণ-গ্রাহী,

* ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইল। ইহার পূর্ব্ব আট বৎসরের প্রত্যেক বৎসর যত লোকের কারা-প্রবেশ ও হাজত হয় তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

খৃষ্টাব্দ	১৮৭১	১৮৭২	১৮৭৩	১৮৭৪	১৮৭৫	১৮৭৬	১৮৭৭	১৮৭৮
লোক সংখ্যা	৫৭৯২৬	৬৭৮০১	৬৮৮৩৩	৮২২০৭	৭৩৫৮৫	৭৫২২১	৬৮৭৫০	৭৮০৪৫

—Administration Report on the Jails of Bengal for 1871—1878.

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সাতান্ন হাজার নয় শত ছাব্বিশ এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আটাত্তর হাজার পঁয়-তাল্লিশ ব্যক্তিকে বদ্ধ করা হয়, যে সমস্ত দোষের সুকঠিন রাজদণ্ড নিরূপিত আছে, তাহারও পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে দেখ। যে সমুদায় দোষের সেরূপ রাজদণ্ডের ব্যবস্থা নাই, তাহার তো বন্যা আসিয়াছে; সেই পাপময় বন্যায় বাঙ্গলা দেশ প্লাবিত হইয়া গেল।

গুণোৎসাহী, গুণাশ্রয়, আত্ম-পর-হিতৈষী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, দান-শীল পূর্ব্বতন ধনি-সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তে আহার্য্য-শোভানুরক্ত, বিলাস-প্রিয়, স্বকীয় স্বাস্থ্য ও সম্পত্তি-বিনাশক অন্য এক রূপ লঘু-চেতা ধনি-সম্প্রদায়ের জীবন-বৃত্তান্ত প্রণয়ন করিতে হয়, নদীতরঙ্গে নিমজ্জমান তরীসমূহের ন্যায় সুরা-নদীর তরঙ্গ-প্রবাহে প্লবমান ও মজ্জমান লক্ষ লক্ষ সুরাসক্ত লোকের অঙ্গ-ভঙ্গি, মুখ-বৈকল্য এবং শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক নিতান্ত অধঃপাতের চিত্র-পট প্রস্তুত করিতে হয়, অস্থি, পঞ্জর ও চিতা-ভস্ম দ্বারা, বারম্বার দুর্ভিক্ষ-পীড়ায় প্রপীড়িত, উৎকলদেশাদি-সমন্বিত, বর্ত্তমান ভারত রাজ্যের অত্যুন্নত কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে হয়, এবং মারিভয়-সমাক্রান্ত, অশ্বত্থ-মূল-বিদ্ধ, বন্য-তৃণাদি-সমাকীর্ণ, বিষাদ চ্ছায়ায় সমাবৃত পরিত্যক্ত গৃহসমূহের ভগ্নভাব দর্শনে, শোক-মুগ্ধ ও বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক হাহাকার রবে নিরন্তর মাতম্ * করিতে হয়। এ সমুদায়ই মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক দুরবস্থার পরিচায়ক। আহার্য্য শোভা ও বাহ্য আড়ম্বরে কি ইহার প্রতিকার হইতে পারে? স্বাস্থ্য-নাশ ও ধর্ম্ম-নাশের কি প্রতিশোধ আছে? উভয়ের কি ভীষণ পরিণাম! কি ভীষণ পরিণাম! যাহা হউক, ইংলণ্ড! তোমার দয়া-প্রকাশ ব্যতিরেকে আর আমাদের উপায় নাই। আমরা কৃপা-পাত্র; আমাদিগকে কৃপা-দৃষ্টে দৃষ্টি কর এই প্রার্থনা। আমাদের রীতিমত রোদন-স্বর নির্গত করিবারও সামর্থ্য নাই। তুমি অনুসন্ধান করিয়া আমাদের বেদনা সমুদায় নিরূপণ ও নিবারণ কর। তুমি আমাদের প্রতি নির্দ্দয় নও ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তোমার বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, রাজপথ, বাষ্পীয়-রথ, অপূর্ব্ব সেতু ইত্যাদি কত বস্তু ও কত ব্যাপার সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। কিন্তু আমাদের সন্নিপাতের তৃষ্ণা। প্রদোষ-কালের কিছু পূর্ব্বে কোন বিহঙ্গম সূর্য্যাভিমুখে বৃক্ষ-শাখায় উপবিষ্ট হইয়া মধুর স্বরে গান করিতে-ছিল শুনিয়া, ভাব-সিন্ধু ফরাশী গ্রন্থকার মিশলে ভুবন-বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি কবীন্দ্র গেটির মৃত্যুকালীন একটি কথা † স্মরণ পূর্ব্বক মানব-কুলের অজ্ঞান-বিমোচন-প্রার্থনায় বলিয়া উঠেন, "জ্যোতিঃ! জগদীশ! আরও জ্যোতিঃ!" ‡

* শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ করাকে মাতম্ বলে। মোসলমানেরা মহরমের সময়ে মাতম্ করিয়া থাকে।

† গেটি মুমূর্ষু অবস্থায় সর্ব্বশেষে "জ্যোতিঃ! আরও জ্যোতিঃ!" এই কথাটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

‡ The People by J. Michelet, 1846, p. 46.

সেইরূপ, ইংলণ্ড! আমরাও ঘোর রজনী সম্মুখীন দেখিয়া আরও দয়া আরও দয়া বলিয়া তোমার চরণ-সন্নিধানে রোদন করিতেছি।

এক কালে যিনি অপর্য্যাপ্ত অন্ন বস্ত্র ও নানাবিধ বিলাস-দ্রব্য বিতরণ করিয়া কত কত নর-কুলের রক্ষণ, পরিপালন ও সুখ-সাধন করিয়াছেন; * যিনি জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিস্তার ও আরোগ্য ব্যবস্থা প্রদান করিয়া, বিদেশীয় লোকের অজ্ঞান বিমোচন ও রোগ, মৃত্যু ও তন্নিবন্ধন অশেষবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা নিবারণ করিয়াছেন; † যাঁহার সমীপে হিতোপদেশ ও ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সভ্য ও

* বহু পূর্ব্বাবধি ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশ হইতে পশ্চিম দিকে পারসীক, বেবিলন, আরব, ফিনিশিয়া, কৃষ্ণসাগরের সমীপস্থ বহুতর নগর, মিশর, ইয়োরোপের অন্তর্গত রোমক প্রভৃতি বহুতর দেশ এবং উত্তর ও পূর্ব্বদিকে বোখারা, সমরকন্দ, তাতার, চীন, বর্ম্মা, যবদ্বীপাদি নানা দ্বীপ ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে ধান্য, কার্পাস, শর্করা, নীল, লাক্ষা, তিল-তৈল, কাশ্মীরি শাল, পৈষ্টিক সুরা, তাল-মদ্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, বৈদূর্য্যাদি বহুমূল্য রত্ন, চন্দন, দারুচিনি, ত্বচ, এলাচ, প্রভৃতি তেজস্কর গন্ধদ্রব্য, লোবানাদি আগ্নেয় গন্ধদ্রব্য, শৃঙ্গ, কেন্দু, জটামাংসী, বানর, কুক্কুর ইত্যাদি ভক্ষ্য, পেয়, ব্যবহার্য্য ও কৌতুক-প্রদ নানাবিধ বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী নীত ও প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে।

অনেক কাল অতীত হইল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই বিষয়-সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি, তাহাতে সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে। এই পুস্তকের এই ভাগ প্রচারিত হইবার কিছু পরে, অন্য দুই একটি প্রবন্ধ সম্বলিত তাহা পুনরায় মুদ্রিত করাইবার ইচ্ছা রহিল।

† ভারতবর্ষীয় গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ক বহুতর পুস্তক আরব ও পারসীক দেশের ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সেই সেই দেশে প্রচারিত হয়। উয়ুন্ অল অম্বা ফি তব্ কাতুল অত্ বা নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা আরবের অন্তর্গত বোগ্দাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও বৈদ্যক-শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন। ইহার মধ্যে কাহারও নাম মঙ্কঃ, কাহারও বা কঙ্কঃ, কাহারও নাম বা বাথর্ বলিয়া লিখিত আছে। মঙ্কঃ মাণিক্য এবং বাথর্ ভাস্কর (অর্থাৎ ভাস্করাচার্য্য) বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। আরব-রাজেশ্বর হরুন্ অল্ রসীদের উৎকট পীড়া হয়। কোনরূপেই তাহার প্রতীকার না হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষ হইতে ঐ মঙ্কঃকে চিকিৎসার্থ লইয়া যান ও তদীয় চিকিৎসার গুণে

"গ হইতে মুক্ত হন। তদ্ভিন্ন, ঐ আরবী পুস্তকে দাহর, জব্ হর, রাহঃ, অঙ্কর, অন্দি,

জঙ্গল্, জারি, জওদর্, যালাক, সনজহল্ এই সমস্ত জ্যোতিষজ্ঞ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ

লোক সংখ্যা য পণ্ডিতের বিষয় বর্ণিত হইযাছে। ইহাদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আরবী ও পারসী

।।াদিত হয। পূর্ব্বোক্ত আরবী গ্রন্থে ঐ নাম গুলি বিকৃত করিয়া লিখিত হইযাছে

—Administration নাই। উহাতে আরব দেশে নীত সিরক্, সসদ্ ও যেদান্ নামে তিন খানি

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সাতাস হাঁর বৃত্তান্ত আছে, তাহা সংস্কৃত চরক, সুশ্রুত ও নিদান বই আর

তাল্লিশ ব্যক্তিকে রুদ্ধ করা হয়, সে কিছু পরে অল্ মনসুর্ নামক আরবীয় নরপতির অনুমতি

পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে জ্যোতিষ-শাস্ত্র অনুবাদিত হয, উহার আরবী নাম সিন্দ,

নাই, তাহার তো বন্যা আসিয়াছে; তে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। যাক্ ব্ নামে

* অবলম্বন করিয়া একখানি জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রস্তুত করেন।

অসভ্য কত কত নর-জাতি আপনাদিগকে বিশুদ্ধ ও চরিতার্থ জ্ঞান

বীজগণিত বিদ্যা প্রথমে ভারতবর্ষেই প্রবর্ত্তিত হয়। ডায়োফেন্টস্ নামে একটি গ্রীক্ গণিত-বেত্তা গ্রীস্ দেশে ঐ বিদ্যা প্রথম প্রচার করেন; তিনি নিজ পুস্তকে ভারতবর্ষীয় বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ ব্যবহার উদ্ধৃত করিয়াছেন *। অতএব গ্রীকেরা এ বিষয়েও হিন্দুদের নিকট ঋণী আছেন; অলমামুন্ নামক বাদসাহের সময়ে একখানি সংস্কৃত বীজগণিত আরবীতে অনুবাদিত হয়। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই নয় অঙ্ক মূর্ত্তি এবং একং দশং শতং সহস্রং ইত্যাদি দশগুণোত্তর সংখ্যা গণনার যেরূপ প্রণালী সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাই তাহা উদ্ভাবন করেন। আরবী ও পারসীক পাটিগণিত-প্রণেতারা সকলেই এক বাক্যে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (A. R. vol. XII., pp. 183 and 184.) আরবীয়েরা হিন্দুদের নিকট উহা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রকাশ করিয়া দেন ও তদ্বিষয়ক গ্রন্থ-রচনা ও বাণিজ্য-বিস্তার দ্বারা বোগদাদ্ নগর হইতে স্পেনের অন্তর্গত করডোবা নগর পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া যান। খুলাসৎ-উল-হিসাব নামক আরবী পুস্তকের ভূমিকায় ও অন্যান্য পারসীক গ্রন্থে তাঁহাদের ঐ অঙ্ক-প্রণালী-শিক্ষার বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে। সুবিখ্যাত গ্রীক্ পণ্ডিত পিথাগোরস্ একখানি গ্রন্থে অঙ্ক গণনার যেরূপ পদ্ধতি প্রকাশ করেন এবং বিথিয়সের জ্যামিতি শাস্ত্রে তাহা যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা ঐ ভারতবর্ষীয় অঙ্ক-প্রণালীর সহিত একরূপ অভিন্ন। একটি ফরাসী গণিতজ্ঞ পণ্ডিত † বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, পশ্চিমাঞ্চলের খ্রীষ্টানেরা আরবীয়দের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষীয় অঙ্ক-প্রণালী অবগত হইয়াছিলেন। ৭৮৬—৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে আরবীয় নরপতি হরুন্ অল রষীদের আদেশানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুশ্রুত ও চানক-কৃত বিষ-চিকিৎসা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ উল্লিখিত মঙ্ক: কর্তৃক পারসীক ভাষায় অনুবাদিত হয়। চানক্য-কৃত বলিয়া লিখিত পশু-চিকিৎসা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় এবং চরক নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যক-শাস্ত্রও আরবী ও পারসীক উভয় ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়া প্রচলিত হয়। ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে সুশ্রুত-গুরু কর্তৃক প্রণীত বলিয়া উল্লিখিত পশু চিকিৎসা বিষয়ক অপর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত হয়। অলবীরুনী নামক আরবীয় পণ্ডিত ৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন, সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্র বিষয়ক এক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং হিন্দুদের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিবরণাত্মক অন্য একখানি পুস্তক রচনা করিয়া যান। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে আবু সালেহ্ রাজগণের শিক্ষা বিষয়ক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সমস্ত গণিত ও চিকিৎসা বিদ্যা আরব হইতে পুনরায় মিশর দেশীয় এলেগজেণ্ড্রিয়া নগরের বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত হয়, এবং মোসলমানেরা স্পেন্ দেশ অধিকার করিয়া তথায় বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলে, তাহাতে আরবী ভাষায় বিরচিত ভারতবর্ষীয় ঐ সমস্ত জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত হইয়া ইয়ুরোপে প্রচারিত হইয়া যায়; পীজানগরনিবাসি লিয়োনার্ড নামে একটি পণ্ডিত বার্বারি দেশে গিয়া আরবী ভাষায় বিরচিত বীজগণিত শিক্ষা করেন এবং ১২০২ খৃষ্টাব্দে তাহা লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বদেশে প্রচার করিয়া যান। জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মাণ পণ্ডিত হম্বোল্‌ট্ বলিয়া গিয়াছেন, আরবীয়দের কর্তৃক ভারতবর্ষীয় অঙ্ক-প্রণালী এবং গ্রীস্ ও ভারতবর্ষ উভয় দেশীয় বীজগণিত প্রচারিত হইয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণিতাংশের

* Asiatic Researches, vol. XII. pp. 161—164.

† Chasles.

করিয়াছে; * যাঁহার যশঃ-সৌরভে বিমুগ্ধ হইয়াও তদর্থ যাঁহার উদ্দেশে অগাধ

বিশেষরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং জ্যোতিষ, দৃষ্টিবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, তেজো-বিজ্ঞান ও চুম্বকবিজ্ঞানের দুরূহতর ভাগ সমুদায় মনুষ্যের বুদ্ধি-গম্য করিয়া দিয়াছে। নচেৎ ঐ সকল বিদ্যার ঐ সমস্ত অংশের, হয় ত দ্বারোদ্ঘাটনই হইত না *। না হইলে, দুরারোহ বিজ্ঞান বেদীর ঐ দুইটি ভারতবর্ষীয় অনশ্বর সোপানের অসদ্ভাবে অনেকানেক অতীব শ্রেষ্ঠতর অংশে মানবীয় বুদ্ধির অসামান্য মহিমা প্রকাশই পাইত না। পশ্চিমের ন্যায় পূর্ব্বদিকেও ভারতবর্ষীয় গণিত বিদ্যা প্রচলিত হয়। শ্রীমান্ রেনো নামে একটি ফরাসী পণ্ডিত প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ বিদ্যা ৭২০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া যায় +। মোগল সম্রাট আকবর রামায়ণ, মহাভারত, অমরকোষ এবং অথর্ব্ববেদ (বা কতকগুলি উপনিষদ) পারসীক ভাষায় অনুবাদ করান; তাঁহার প্রপৌত্র দারা ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পারসীক ভাষায় উপনিষদ্ সকল অনুবাদ করেন, এবং পশ্চাৎ আঁকেতীই দু পেরঁ কর্ত্তৃক ঐ পারসীক অনু-বাদের লাটিন ও ফরাসী অনুবাদ সম্পন্ন হয়।—Revd. W. Cureton's Extract from the Arabic work entitled Ayun al Amba &c with H. H. Wilson's remarks in the Journal of the Royal Asiatic Society, vol 6 pp. 105—119, Max Muller's Lectures on the science of Language, first series 1862, pp. 145—153, Colebrooke's dissertation on the Arithmetic and Algebra of the Hindus Strachey's early History of Algebra in the Asiatic Researches, vol. XII., pp 159—185, Alexander Von Humboldt's Cosmos translated by E. C. Otté, vol. II., 1849, pp 535 and 593—600, Mémoire sur l' Inde par Reinaud, pp 312—322 and Elliot's Historians of India, pp. 259 and 260.

গ্রীকেরা হিন্দুদের নিকট দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন ইহা সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা সিদ্ধ বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্যাম-দেশীয় ভাষায় বিরচিত বিশেষ বিশেষ পুস্তকের অন্তর্গত রাম ও লক্ষ্মণ-চরিত্র, রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ-বর্ণন, অনিরুদ্ধ পাখ্যান ভগবতী-মাহাত্ম্য কথন, সুগ্রীব সহোদর বালী রাজার বৃত্তান্ত, এবং কামধেনু, নাগ-কন্যা, যক্ষ, রাক্ষসাদি সংক্রান্ত নানা বিষয়ক প্রস্তাবে সংস্কৃত শাস্ত্রেরই সম্পূর্ণ কার্য্যকারিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের ভাষায়ও রামচরিত্রাদি বিষয়ক অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত উভয় ভাষাতেই ঐ সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত বহুতর কাব্য ও নাটক বিদ্যমান আছে। এ সমুদায়ই ভারতবর্ষীয়, অতএব মুখ্য বা গৌণ রূপে সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে সংকলিত তাহার সন্দেহ নাই।—Asiatic Researches, London, vol. X., 1811 pp, 234 and 248—251.

* সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র একখানি সুন্দর নীতি গ্রন্থ। ইহা হইতেই প্রচলিত হিতোপদেশ

---

* Both these effects—the simultaneous diffusion of the knowledge of the science of numbers and of numerical symbols with value by position—have variously, but powerfully favoured the advance of the mathematical portion of natural science, and facilitated access to the more abstruse departments of astronomy, optics, physical geography, and the theories of heat and magnetism, which, without such aids, would have remained unopened.—Cosmos translated by E. C. Otté, vol. II., 1849. pp. 599 and 600.

+ Relation des Voyages faits par les Arabes dans l' Inde et á la Chine, par Reinaud, tome I., p., cix, tome II, p. 36.

সিন্ধু সন্তরণ করিয়া সুসভ্য জাতীয়েরা অর্দ্ধ ভূমণ্ডলের আবিষ্ক্রিয়া ও তদীয় অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন; এবং ইংলণ্ড! তুমি ও তোমার সহোদরাগণে বহুকালাবধি যাহার অনুগ্রহ-প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন ছিলে, এই সেই এককালের রাজমহিষী মহীয়সী ভারতভূমি এখন নিতান্ত দীন ভাবে তোমার শরণাগত ও চরণাবনত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। এখন, ইংলণ্ড! তোমার উচিত কর্ম্ম তুমি কর। বিজ্ঞান-বিশোধিত দয়া প্রকাশ কর, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা কর, রাজভাবকে এক পার্শ্বে রাখিয়া প্রজা-

---

সঙ্কলিত হয়। এই পঞ্চতন্ত্র গ্রীক, লাটিন, পহ্লবী, আরবী, পারসীক, সীরিয়িক, হিব্রু, স্পানিশ, ইটালিক, জর্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরেজী, তাতার, তুরকী, মলে এই সমস্ত বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভূমণ্ডলের বহুতর অংশে নীতি-বিদ্যা প্রচার করে। ইহার ও কথাসরিৎ-সাগরের অন্তর্গত বহুতর উপন্যাস আরবীক ও পারসীক বিবিধ পুস্তকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ আরব্য উপন্যাস অনেক স্থলে এই ভূষণে বিভূষিত। এমন কি, ঐ উপন্যাস পুস্তকের প্রথম উপাখ্যানই অর্থাৎ শাহরিয়ার ও শাহজেমানের কথাই সংস্কৃত কথাসরিৎসাগর হইতে সঙ্কলিত। এটি উক্ত সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত দুই যুবা ব্রাহ্মণ ও এক যক্ষের উপাখ্যান বই আর কিছুই নয় *। তদ্ভিন্ন, ঐ আরবী পুস্তকের অন্তর্গত এস সিন্দি-বাদের আখ্যান, রাজা, রাজপুত্র, যুবতী ও সপ্ত মন্ত্রীর উপন্যাস, জেলাঘাদ্, তদীয় পুত্র ও মন্ত্রী বমাসের উপকথা ইত্যাদি উপাখ্যান এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দান করিতেছে।—The Oriental Magazine and Calcutta Review, vol. I., pp. 403—506, H. H. Wilson's Essays on subjects connected with Sanskrit Literature, vol. II., 804, pp. 1—80, Colebrooke's Introductory remarks to his edition of the Hitopadesa, Essai sur les Fables Indiennes, par M. Loiseleur Des Longchamps, British and foreign Review vol. XI., p. 227 ff. and The Thousand and one Nights, translated by E. W Lane, vol. III., 1841, pp. I—117. 160 and 741—747.

ভারতবর্ষীয় রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য শাস্ত্র প্রভৃতি সমুদ্র অতিক্রম পূর্ব্বক যবদ্বীপ ও বালি দ্বীপে নীত হইয়া ধর্ম্ম ও নীতি প্রকাশ করিয়াছে। (এই পুস্তকের অন্তর্গত শাক্ত সম্প্রদায় বিবরণের ১৩—১৭ পৃষ্ঠা দেখ।) কেবল যব ও বালি দ্বীপে নয় ঐ অঞ্চলের অন্যান্য দ্বীপস্থ লোকেরও শিক্ষা ও সভ্যতা সাধন বিষয়ে যে হিন্দুদিগের বিশেষরূপ কার্য্যকারিত্ব ছিল, নানা বিষয়ে তাহার অনেকানেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি সুমাত্রা, যবা, সেলিবিজ প্রভৃতি দ্বীপের বর্ণাবলীও দেবনাগরাদি ভারতবর্ষীয় অক্ষরের ন্যায় কবর্গ চবর্গাদি বর্গ-বিভাগের নিয়মানুসারে বিভক্ত দেখা যায়।—The Journal of the Indian Archipelago. vol. II., No XII., pp. 770—774.

---

* British and foreign Review, No, XXI., p. 266

গণের প্রতি মাতৃভাব প্রদর্শন কর এবং যদি সম্ভব হয়, অবসন্ন-প্রায় ভারত-ভূমিকে রক্ষা করিয়া তাহার অশ্রুজল বিমোচন কর।

ভাল এক অপ্রাসঙ্গিক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া অধীর হইয়া পড়িতেছি। শোচনীয় বিষয়ের প্রসঙ্গ ও হৃদয়-ভেদী আর্ত্ত-নাদের উদ্গীরণ আর সহ্য হইতেছে না। এখন আমার অন্তঃকরণ একটি জাজ্বল্যমান অগ্নি-ক্ষেত্র হইয়াছে। আমার হৃদয়-স্থল একটি ভয়ানক আগ্নেয়গিরি হইয়া উঠিয়াছে! আমার জ্বলিত মস্তক ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। ব্যথার ব্যথিত পাঠকগণ! কি বিষাগ্নি-স্রোতই প্রবাহিত করিয়া তোমাদিগকে দগ্ধ করিতেছি। এখন অপেক্ষাকৃত শীতলতর প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ।

রামায়ণ ও মহাভারতে পূর্ব্ব-লিখিত বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক ব্যবহার-বৃত্তান্তের ন্যায় অন্যান্য অনেক রূপ সুপ্রাচীন বৈদিক কথা-প্রসঙ্গও বিদ্যমান

যে বৌদ্ধ-সম্প্রদায় অদ্যাপি ভূমণ্ডলের অন্য অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অপেক্ষা বিস্তৃত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে *, ভারতবর্ষেই তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই স্থান হইতে তাহা চীন, জাপান, বর্ম্মা, সিংহল, তাতার প্রভৃতি নানা দেশে প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারকেরা সেই সমস্ত দেশে উৎসাহ সহকারে গমন পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম প্রচার করিয়া আইসে।

খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত চীন দেশীয় ভূরি ভূরি তীর্থযাত্রী ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়।

আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী পিরুবিয়া দেশে প্রচলিত 'রামসিতোয়া' নামক মহোৎসব ও ঐ দেশীয় নৃপতিগণের সূর্য্যবংশ হইতে উৎপত্তি প্রবাদ †, ঐ খণ্ডের মধ্যস্থলবাসী কতকগুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম সিবু, আসিয়ার অন্তর্গত ফ্রিজিয়া দেশীয়দের একটী উপাস্য দেবতার নাম সেবা বা সেবাজিয়স্, ঐ দেবোপাসকদের দীক্ষা কালে সর্প-ঘটিত ব্যাপার-বিশেষের অনুষ্ঠান-প্রথা, মিশর্ দেশীয়দের একটী দেবতার নাম সেব্ বা সেব্রা বা সোবক্ ‡ এই সমস্ত কথা এই প্রস্তাব-সম্বন্ধে লিখিয়া রাখা অসঙ্গত নয়।

ভারতভূমি ভূমণ্ডলে কেবল জ্ঞান, ধর্ম্ম ও আরোগ্য বিস্তার করিয়াই নিরস্ত হন নাই, বিদেশীয়দিগকে দোষ-শূন্য আমোদ-প্রমোদের উপায়ও শিক্ষা দিয়াছেন। তারীখুল্ হোকমা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আরবীয়েরা এখান হইতে সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশেষ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন। উহার নাম বিযাফর্, অর্থাৎ বিদ্যাফল বলিয়া লিখিত আছে।

---

* এখন প্রায় ৪৫৫০০০০০০ পঁয়তাল্লিশ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ লোক বৌদ্ধধর্ম্ম স্বীকার করে। —physical Atlas by Berghaus extracted in Max Muller's "Chips from a German Workshop," 1868, Vol. I.,p. 216 দেখ।

† A. R. vol. I. p. 426.

‡ Serpent and Siva worship and Mythology in Central America' Africa and Asia, by Hyde Clerke, pp 10—11

আছে। জনক, জনমেজয়, পরিক্ষিৎ প্রভৃতি বৈদিক সময়ের * লোক। যে সময়ে তাঁহারা জীবিত ছিলেন, বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ সে সময়ের পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু সম্পন্ন হয় নাই। ঐতরেয় ও শতপথ-ব্রাহ্মণে পরিক্ষিৎ জনমেজয়াদির প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তাঁহারা ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষ ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠিরাদি ঐ ব্রাহ্মণ-রচনার পূর্ব্বতন লোক স্পষ্টই জানা যাইতেছে।

एतेन ह्वा ऐंद्रेण महाभिषेकेन तुरः कावषेयो जनमेजयं पारिक्षितमभिषिषेच तस्मादु जनमेजयः पारिक्षितः समंतं सर्व्वतः पृथिवीं जयन् परीयाय।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৮ পঞ্চিকা। ২১।

কবষ †-পুত্র তুর এই ঐন্দ্র মহাভিষেক-ক্রিয়া দ্বারা পরিক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়ের অভিষেক কার্য্য-সম্পন্ন করিয়া দেন। তদীয় ফলে পরিক্ষিৎ পুত্র জনমেজয় সমস্ত ভূমণ্ডল সর্ব্বাংশে জয় করিয়া পরিভ্রমণ করেন।

एतेन ह्वा ऐंद्रेण महाभिषेकेन दीर्घतमा मामतेयो भरतं दौष्मंतिमभिषिषेच तस्मादु भरतो दौष्मंतिः समन्तं सर्व्वतः पृथीवीं जयन् परीयाय।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৮ পঞ্চিকা। ২৩।

মমতা-পুত্র দীর্ঘতমা এই ঐন্দ্র মহাভিষেক দ্বারা দুষ্মন্ত-তনয় ভরতের রাজ্যা-

বহুকালাবধি অনেকানেক সভ্য জাতীয়েরা যে শতরঞ্চ ক্রীড়ার আমোদে আমোদিত হইয়া আসিতেছেন ও জ্ঞানোজ্জ্বলিত ইউরোপ খণ্ডেও অধুনা যে আমোদ-তরঙ্গের প্রবাহ চলিতেছে, তাহা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। পারসীক গ্রন্থকারেরা এ বিষয় একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ড হইতে ঐ ক্রীড়াটি পঞ্চতন্ত্রের সহিত পারস্যস্থানে নীত হয়। উহার সংস্কৃত নাম চতুরঙ্গ। প্রাচীন পারসীকেরা উহাকে বিকৃত করিয়া চত্রঙ্গ্ করেন এবং আরবী ভাষায় ঐ শব্দের আদ্যন্ত অক্ষর না থাকাতে, আরবীয়েরা পরে উহা শত্রঞ্জ্ বলিয়া উচ্চারণ করেন। তদনুসারে, পারস্যস্থানে ও ভারতবর্ষে উহা সতরঞ্চ বলিয়া প্রচলিত হয়।—Asiatic Researches, London vol. II., pp. 159—165.

* যে সময়ে কেবল বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল; পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সেই সময়কে বৈদিক সময় বলিয়া উল্লেখ করা গেল।

† ঋষি বিশেষের নাম কবষ। ঋগ্বেদের মন্ত্র-বিশেষের মধ্যেও কবষের নাম সন্নিবেশিত আছে।

ভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেন ; তদীয় ফলে দুষ্মন্ত-পুত্র ভরত সমস্ত ভূমণ্ডল জয় করিয়া পরিভ্রমণ করেন।

অধ স্যুতং কবষং বৃদ্ধমপস্থন্ দ্রুহ্যুং নি বৃণগ্বজ্রবাহুঃ। (৭ম। ১৮সূ। ১২ঋ।)

বজ্রবাহু ইন্দ্র শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্যুকে যথাক্রমে জলমগ্ন করিয়াছিলেন।

তিনি দাসী-পুত্র। ঐতরেয় * ও কৌষিতকি ব্রাহ্মণে তাঁহার প্রসঙ্গ আছে। লিখিত আছে, একবার সরস্বতী-তীরে যজ্ঞস্থলে তিনি উপস্থিত ছিলেন, ঋষিগণ তাঁহাকে দাসী-পুত্র বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক বলেন,

দাস্যা বৈ ত্বং পুত্রোঽসি ন বয়ং ত্বয়া সহ ভক্ষয়িষ্যামঃ।

কৌষিতকি ব্রাহ্মণ। ১১।

তুমি দাসী-পুত্র ; আমরা তোমার সহিত ভোজন করিব না।

এই কবষ ঋষি ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের অন্তর্গত ৩০ ত্রিংশ, ৩১ একত্রিংশ, ৩২ দ্বাত্রিংশ, ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ ও ৩৪ চতুস্ত্রিংশ † সূক্ত রচনা করেন, ও তদীয় পুত্র তুর পরিক্ষিৎ-তনয় মহারাজ জনমেজয়ের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেন। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, কক্ষীবান্ ঋষি ঋগ্বেদ-সংহিতার কতকগুলি সূক্ত রচনা করেন ; তিনিও একটী দাসী পুত্র ‡। ছান্দোগ্যোপনিষদে চতুর্থ প্রপাঠকের অন্তর্গত জানশ্রুতি আখ্যায়িকায় লিখিত আছে, রৈক্ক ঋষি জানশ্রুতি রাজাকে শূদ্র জানিয়া ও বার বার তাঁহাকে শূদ্র সম্বোধন করিয়া পশ্চাৎ বেদবাক্য দ্বারা সংবর্গ বিদ্যা উপদেশ দেন।

স হ হোবাচ বায়ুর্বাব সংবর্গঃ (ইত্যাদি)

তিনি (অর্থাৎ রৈক্ক) তাঁহাকে (অর্থাৎ শূদ্র কালাভূত জানশ্রুতিকে) বলিলেন বায়ুই সংবর্গ ইত্যাদি।

অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন শাস্ত্রানুসারে, স্ত্রী-শূদ্রের বেদাধিকার নাই, অথচ রৈক্ক ঋষি শূদ্র জানশ্রুতিকে বেদোপদেশ করেন এই বিরোধ ভঞ্জনউদ্দেশে, শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের চৌত্রিশ সূত্রের ভাষ্যে সূত্রকারের অভিপ্রায়ানুসারে শূদ্র শব্দের প্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাচ্ছন্ন বলিয়া ঐ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আত্মনোঽনাদরং শ্রুতবতো জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য শুগুৎপেদে তামৃষী রৈক্কঃ শূদ্রশব্দেনানেন সূচয়াম্বভূব আত্মনোঽপরোক্ষজ্ঞতাখ্যাপনায়।

আপনার অনাদর বাক্য শ্রবণ করিয়া জানশ্রুতির শোক অর্থাৎ মনঃপীড়া উপস্থিত হয়। রৈক্ক অপরোক্ষ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ উদ্দেশে তাঁহাকে (শোক-সূচক) শূদ্র শব্দে সম্বোধন করিয়া সেইটিই বিজ্ঞাপন করিলেন §।

---

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ২। ১৯।

† ৩৪ চৌত্রিশ সূক্তটি কবষ বা মুজবৎ পুত্র অক্ষ ঋষির কৃত বলিয়া লিখিত আছে।

‡ অঙ্গিকসংজ্ঞায়ামঙ্গরাজস্য মহিষ্যা দাস্যাং দীর্ঘতমসোৎপাদিতঃ কক্ষীবানস্য সূক্তস্য ঋষিঃ।—সর্ব্বানুক্রম

§ আচার্য্য প্রবর নিজের ব্যুৎপত্তি-বলে শুচ্ অর্থাৎ শোক এবং দ্রু ধাতুর যোগে শূদ্র শব্দ শোকাচ্ছন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এতেন ঐন্দ্রোতো দৈবাপঃ শৌনকঃ। জনমেজয়ং পারিক্ষিতং যাজয়াঞ্চকার তেনেষ্ট্বা সর্ব্বাং পাপকৃত্যাং সর্ব্বাং ব্রহ্মহত্যামপজঘান।

শতপথ ব্রাহ্মণ। ১৩। ৫। ৪। ১।

ইন্দ্রোতো দৈবাপ শৌনক পরিক্ষিত পুত্র জনমেজয়ের অশ্বমেধ-যজ্ঞে যাজন করেন। তদ্দ্বারা জনমেজয় সমস্ত পাপ ও সমস্ত ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হন।

মহাভারতের সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় অনুসারে, পরিক্ষিতের অপর তিন পুত্রের নাম ভীমসেন, উগ্রসেন, ও সুসেন *। শতপথ ব্রাহ্মণের ত্রয়োদশ কাণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়েও তাঁহাদের প্রসঙ্গ আছে; বিশেষ এই যে মহাভারতোক্ত সুসে-নের পরিবর্ত্তে শ্রুতসেন সন্নিবেশিত দেখা যায়। ইঁহারা সকলেই অশ্বমেধের অনুষ্ঠান দ্বারা গুরুতর পাপ হইতে মুক্ত হন এইরূপ লিখিত আছে †। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ঐ ব্রাহ্মণ-রচয়িতা তাঁহাদিগকে পূর্ব্বকালীন লোক বলিয়া অবগত ছিলেন।

এইরূপ, জনক-বৈদেহ অর্থাৎ মিথিলাধিপতি জনক, দুষ্মন্ত শকুন্তলা ‡ ও তদীয় পুত্র ভরত, রাজা ধৃতরাষ্ট্র § ইত্যাদি রামায়ণ ও মহাভারতের মূলো-

বিশ্ববারা, রোমশা, যমী, উর্ব্বশী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরাও বেদ মন্ত্রের রচয়িত্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ঋগ্বেদ-মন্ত্র * প্রণয়ন করেন। ইঁহাদের বাক্যই বেদ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে ও চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে বিনিবেশিত গার্গী ও মৈত্রেয়ীর বাক্যগুলিও বেদ বলিয়া পরিগণিত হয়। কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণেরা যে স্ত্রী শূদ্রের বিরচিত বেদ-মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া আসিয়াছেন, পশ্চাৎ তাঁহাদিগকেই বেদাধিকারে একেবারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে বেদ পাঠ দূরে থাকুক, শ্রবণও বিষম পাতক। ভাল! ব্রাহ্মণ ঠাকুর! ভাল!

* আদিপর্ব্ব। ৯৪। ৫৩ ও ৫৪।

† শতপথ ব্রাহ্মণ। ১৩। ৫। ৪। ৩ কণ্ডিকা।

‡ শতপথ ব্রাহ্মণে শকুন্তলা অপ্সরা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। "শকুন্তলা নাড়পিত্যপ্সরা ভরতং দধে" (শ. প. ব্রা। ১৩। ৫। ৪। ১৩)। "ভরত হ তেন ভরতো দৌঃষন্তিরীজে" (শ. প. ব্রা। ১৩। ৫। ৪। ১১)।

§ আদিপর্ব্বের ৯৪ অধ্যায়ের ৫৫ শ্লোক অনুসারে, জনমেজয়ের এক পুত্রের নাম ধৃতরাষ্ট্র।

কথং পুনঃ শূদ্রশব্দেন শুগুৎপন্না সূচ্যত ইতি উচ্যতে। সদা দ্রবণাৎ শুচমভিদুদ্রাব শুচাবাভিদুদ্রুবে শুচা বা রৈক্কমভিদুদ্রাবেতি।

* পঞ্চম মণ্ডলের ২৮ সূক্ত, ও প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের সপ্তম ঋক্ এবং দশম মণ্ডলের ১০ ও ৯৫ সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্রসমূহ।

পাখ্যানোক্ত নানা ব্যক্তি সম্বন্ধীয় নানা বিষয় শতপথ ব্রাহ্মণাদির মধ্যে সূচিত দেখা যায়।

মহাভারতানুসারে, অর্জ্জুন কৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করেন এবং ভীষ্ম কাশীরাজ-কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বল-পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আনেন এবং তদীয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত অম্বিকা ও অম্বালিকার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন করিয়া দেন। অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু জন্ম গ্রহণ করেন *। বাজসনেয়িসংহিতার অন্তর্গত অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রকরণে ঐ চারিটি স্ত্রীলোকেরই নাম একত্র সন্নিবেশিত আছে। রাজমহিষী বলিতেছেন,

অম্বেঽম্বিকেঽম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন।
সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীলবাসিনীম্॥

বাজসনেয়িসংহিতা। ২৩। ১৮।

অম্বে! অম্বিকে! অম্বালিকে! কেহ আমাকে অশ্ব-সান্নিধানে লইয়া যায় না। (যদি আমি নিজে না যাই), তাহা হইলে, সেই নিন্দিত অশ্ব-কাম্পীল-নগর নিবাসিনী বিনিন্দিত সুভদ্রার মত অন্যের সহিত সহবাস করিবে।

একত্র সন্নিবেশিত এই সমস্ত নামাদির সহিত মহাভারতোক্ত ঐ সমস্ত ব্যক্তির নামাদি কোনরূপেই অসম্বদ্ধ মনে করিতে পারা যায় না। বাজসনেয়িসংহিতার একটি মন্ত্রে (১০।২১) অর্জ্জুনের নাম আছে, কিন্তু সেটি ইন্দ্র-বাচক। মহাভারতোক্ত অর্জ্জুনও ইন্দ্র-পুত্র বলিয়া পরিগণিত। এইরূপ রামায়ণ ও মহাভারতের আনুসঙ্গিক কথা সংক্রান্ত বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য, দীর্ঘতমা, কক্ষীবান্ প্রভৃতি অনেক অনেক ঋষির প্রসঙ্গ, এবং জল-প্রলয়-বৃত্তান্ত পুরূরবা ও উর্ব্বশীর উপাখ্যান, শুনঃশেপের বিষয়, চ্যবনের পুনঃ যৌবন-প্রাপ্তি ইত্যাদি বহুতর উপাখ্যানও বেদ-মূলক। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয় ভাগের মধ্যেই এই সমস্ত বিষয় বিনিবেশিত আছে। পশ্চাৎ পাশাপাশি করিয়া তাহার কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে।

---

* আদিপর্ব্ব ১০৬।

বেদ।	রামায়ণ ও মহাভারত।

বসিষ্ঠ (বশিষ্ঠ)।

সর্ব্বানুক্রমানুসারে, ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের অন্তর্গত এক হইতে একশত চারি পর্য্যন্ত প্রায় সমুদায় সূক্তের রচয়িতা। বসিষ্ঠ ও বসিষ্ঠ-সন্তানেরা ঐ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১১২ সূ, ৯ ঋ; এবং সপ্তম মণ্ডলের ৭ সূ, ৭ ঋ; ৯, ৬; ১২, ৩; ১৮, ৪; ২৩, ১; ২৬, ৫; ৩৩, ১—১৪; ৩৭, ৪ ইত্যাদি বহুতর ঋকে উল্লিখিত। তৈত্তিরীয় সংহিতার সপ্তমাষ্টক, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৮, ২১), কৌষীতকি ব্রাহ্মণের ৪র্থ অধ্যায়, শতপথ ব্রাহ্মণের দ্বাদশ কাণ্ডের ষষ্ঠাধ্যায় (১, ৩৮), সামবেদের ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ (১, ৫) ইত্যাদি বহুতর বেদ-শাস্ত্রে কীর্ত্তিত ও উপাখ্যাত।

বালকাণ্ডের ৫২—৫৬ ও অন্য অন্য নানা সর্গের নানা স্থানে এবং আদি পর্ব্বের ৯৪ অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকে ও ৯৯ অ, ৫ শ্লোকে এবং ১৭৩, ১৭৪ ও ১৭৫ অধ্যায়ে ও অন্য অন্য স্থানে উপাখ্যাত। শান্তি পর্ব্বের ৩০৩—৩০৯ অধ্যায়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেষ্টা স্বরূপে পরিকীর্ত্তিত।

বিশ্বামিত্র।

সর্ব্বানুক্রমানুসারে, ঋগ্বেদ সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত ১ এক হইতে ১২ বার এবং ২৪ চব্বিশ হইতে ৬২ বাষট্টি পর্য্যন্ত প্রায় সমুদায় সূক্তের রচয়িতা*। ঋ-সং, ৩ম, ১সূ, ২১ঋ; ৩ম,

বালকাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গের ৩৯ শ্লোক অবধি ৭৪ সর্গের ১ প্রথম শ্লোক পর্য্যন্ত এবং আদি পর্ব্বের ১৭৫ একশত পঁচাত্তর অধ্যায়ে উপাখ্যাত বালকাণ্ডের ৬২ সর্গের ১৭ শ্লোকে বিশ্বা-

* ইহার মধ্যে, দুর্গাচার্য্য নিরুক্ত ভাষ্যে তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ২৩ ঋক্‌টি 'বসিষ্ঠ-দ্বেষিণী' এবং সায়নাচার্য্য উহার ২১, ২২, ২৩, ২৪ এই চারিটি ঋক্‌ই 'বসিষ্ঠ-দ্বেষিণ্যঃ' অর্থাৎ

বেদ	রামায়ণ ও মহাভারত।
১৮সূ, ৪ঋ, ৩ম, ৫৩সূ, ৭, ১২ ও ১৩ঋ; ১০ম, ৮৯সূ, ১৭ঋ; ১০ম, ১৬৭সূ, ৪ঋ ইত্যাদি ঋকে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকার অন্তর্গত শুনঃ শেপ-প্রস্তাবে (১৩—১৮) উল্লিখিত ও পরি-কীর্ত্তিত। ঐ ব্রাহ্মণের ঐ স্থলে বিশ্বা-মিত্র-সন্তানেরা নানা প্রকার দস্যু বলিয়া লিখিত আছে। (বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।)	মিত্র নিজ সন্তানগণকে নীচ জাতি প্রাপ্ত হইবি বলিয়া অভিসম্পাত করেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ কাণ্ডের নানা স্থানে উপদেষ্টা স্বরূপে উপাখ্যাত।	শান্তি পর্ব্বের ৩১১—৩১৯ অধ্যায়ে উপদেষ্টা ও যজুর্ব্বেদ-প্রকাশক বলিয়া উপাখ্যাত।

দীর্ঘতমা।

সর্ব্বানুক্রমানুসারে, ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত ১৪০ হইতে ১৬৪ পর্য্যন্ত সমুদায় সূক্তের রচয়িতা।	আদি পর্ব্বের ১০৪ অধ্যায়ে উপাখ্যাত।

বশিষ্ঠের প্রতি বিদ্বেষ-সূচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব রামায়ণ ও মহাভারতে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের যে বিরোধ বর্ণন আছে, উল্লিখিত উভয় ভাষ্যকারের অভিপ্রায়ানুসারে বেদসংহিতার মধ্যেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে বলিতে হয়। রাজা সুদাস্ কখন বসিষ্ঠকে ও কখন বিশ্বামিত্রকে আপনার পৌরহিত্য পদে নিযুক্ত করেন (ঋ-সং, ৭, ১৮, ৪ ও ৫ এবং ২১—২৫; ৮, ৩৩, ১—৬; ঐ, ব্রা, ৮, ২১; এবং ঋ-সং, ৩, ৫৩, ৯—১৩)। কিন্তু আবার বিশ্বামিত্রকে দূরীভূত করিয়া দেন ও কোন সময়ে বসিষ্ঠতনয়ের প্রাণনাশ করেন এইরূপ লিখিত আছে (ঋ-সং, ৭, ৩৩, ৬; তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৭ অষ্ট; কৌষীতকি ব্রাহ্মণ, ৪ অ; এবং সায়নাচার্য্য কর্ত্তৃক ঋ-সং, ৭ম, ৩২ সূক্তের ভাষ্যে উদ্ধৃত শাট্যায়ন ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ)। (Muir's S. texts, vol. I., 1872, pp. 371—375 দেখ)। এই ব্যাপারটি ঐ উভয় ঋষির পরস্পর প্রতিযোগিতা ও বিবাদ-বিসম্বাদের সঞ্চারক ও বিজ্ঞাপক বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

বেদ — রামায়ণ ও মহাভারত।

কক্ষীবান্।

সর্ব্বানুক্রমানুসারে, ঋ, সংহিতার ১ম, ১১৬—১২৬ * সূক্তের রচয়িতা।

সভাপর্ব্ব, ৪অ, ১৭ শ্লোক এবং অনুশাসন পর্ব্ব, ১৫০অ, ৩০ শ্লোক ও ১৬৫অ, ৩৭ শ্লোকে উল্লিখিত।

জলপ্রলয়।।

শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম কাণ্ডের অষ্টমাধ্যায়ে উপাখ্যাত।

বনপর্ব্বের ১৮৭ অধ্যায়ে বর্ণিত।

পুরূরবা ও উর্ব্বশী।

ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ম, ৯৫ সূক্ত; বাজসনেয়সংহিতার ৫, ২; ১৫, ১৯; শতপথ ব্রাহ্মণের ৩, ৪, ১, ২২; ১১, ৫, ১, ১ এই সকল স্থলে প্রস্তাবিত।

আদিপর্ব্বের ৭৫ অধ্যায়ের ১৮—২৪ শ্লোকে, বনপর্ব্বের ১১০ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে এবং শান্তিপর্ব্বের ৭২ ও ৭৩ অধ্যায়ে উপাখ্যাত বা উল্লিখিত।

শুনঃশেপ।

ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষষ্ঠানুবাকের ১—৭ সূক্ত-প্রণেতা ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকায় (১৩—১৮) উপাখ্যাত।

বালকাণ্ডের ৬১ ও ৬২ সর্গে উপাখ্যাত।

অশ্বিন্-যুগলের প্রসাদে চ্যবন বা চ্যবানের পুনর্যৌবন-প্রাপ্তি।

ঋ-সংহিতার ১, ১১৭, ১৩ (**যুবং চ্যবানমশ্বিনা জরন্তং পুনর্যুবানং চক্রথুঃ শচীভিঃ**); ১, ১১৮, ৬; ৫, ৭৫, ৫; ৭, ৬৮, ৬; এবং ৭, ৭১, ৫ ঋকে পরিকীর্ত্তিত।

বনপর্ব্বের, ১২২ ও ১২৩ অধ্যায়ে বর্ণিত।

---

* ১২৬ সূক্তের সপ্তম ঋকটি রোমশা কর্তৃক বিরচিত।

বেদ	রামায়ণ ও মহাভারত।
	উদ্দালক-আরুণি ও শ্বেতকেতু।
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৮, ৭; শতপথ ব্রাহ্মণ, ১, ১, ২, ১১; ২, ৩, ১, ৩১; ৩, ৩, ৪, ১৯; ৪, ৫, ৭, ৯; ৫, ৫, ৫, ১৪; ১১, ২, ৬, ১২; ১১, ৪, ১, ১; ১১, ৫, ৩, ১; ১২, ২, ২, ১৩; ১৪, ৯, ৩, ১৫; ১৪, ৯, ৪, ৩৩; বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৬, ৭, ১; এবং কঠোপনিষদ্, ১, ১১ শ্রুতিতে কথিত।	আদিপর্ব্বের, ৩ ও ১২২ অধ্যায়ে উপাখ্যাত।

ফলতঃ মহাভারতের মধ্যে এরূপ প্রাচীনতম কথা বিনিবেশিত আছে যে, বেদ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে সেরূপ বিদ্যমান নাই। হয় ত, অন্য অন্য সকল শাস্ত্রেরই অপেক্ষা অধিকতর পূর্ব্বতন কথা ভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। যে সময়ে আর্য্য-বংশে দম্পতির সম্বন্ধ-বন্ধন অত্যন্ত শিথিল ছিল, মহাভারতে সে সময়েরও স্মরণ-সূচক উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে, সে সময়ে স্ত্রীলোকেরা পরপুরুষ গমন করিলে প্রত্যবায় হইত না; পরে উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু নিজ জননীকে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া এই নিয়ম করিলেন, অদ্যাবধি যে স্ত্রীলোক পরপুরুষ-সংসর্গ করিবে, এবং যে পুরুষ পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীতে অনুরক্ত হইবে, উভয়েই ভ্রূণহত্যা সদৃশ গুরুতর পাপে পরিলিপ্ত হইবে *। স্ত্রী-পুরুষের উল্লিখিতরূপ স্বেচ্ছাচার-প্রথা যদি একটি বাস্তবিক কথা হয়, তাহা হইলে এই উপাখ্যানটি হিন্দু-সমাজের একটি অতীব প্রাচীন অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

রামায়ণ ও মহাভারতে যে সমস্ত উপাখ্যানের সবিস্তর বর্ণন আছে, বেদ

---

* আদিপর্ব্ব। ১২২। ৯—১৭।

শাস্ত্রে তাহার অনেকগুলির সূত্রপাত মাত্র, কতকগুলির বা অপেক্ষাকৃত অল্প প্রসঙ্গ, ও কোন কোনটির বা সবিশেষ বৃত্তান্তও বিদ্যমান দেখা যায়। অনেক অনেক বৈদিক উপাখ্যান নানা অংশে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ঐ দুই মহাকাব্যের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে একথা বলা বাহুল্য। এই সমুদায়ের মধ্যে কোন কোন প্রাচীনতর বৈদিক কথা অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীনতর পৌরাণিক দেব-বিশেষের মহিমাপ্রকাশ বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। পশ্চাৎ বিষ্ণ্বতারের প্রসঙ্গ মধ্যে তাহার কিছু কিছু উদাহরণ প্রদর্শিত হইবে।

মহাভারতীয় অনেক উপাখ্যানে বেদোক্ত ধর্ম্ম-লক্ষণই লক্ষিত হইয়া থাকে। নলোপাখ্যান ও বিশেষতঃ দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-বৃত্তান্তটি একটি প্রাচীন প্রবন্ধ। শতপথ ব্রাহ্মণে নিষধ-পতি নল "নলনৈষিধ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। উল্লিখিত স্বয়ম্বর-সভার বর্ণনায় ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বায়ুকে দেখিতে পাইবে। তাঁহারা দময়ন্তীর প্রণয়াভিলাষী হইয়া তথায় উপস্থিত হন। ঐ স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত-রচনার সময়ে পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলে, গণপতি হস্তি-শুণ্ড লইয়া গমন করিতে পারুন আর না পারুন, রূপের সাগর কার্ত্তিক সর্ব্বাগ্রে সভাস্থ হইয়া গল-দেশ প্রসারিত করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন এইরূপ বর্ণিত হইতই হইত তাহার সন্দেহ নাই।

প্রথমে আর্য্য-সমাজে বর্ণ-বিচার ছিল না; কালক্রমে উহা প্রবর্ত্তিত হয়। হইলে, ব্রাহ্মণেরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠেন। তাঁহারা যাজন-ধর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয়াদির পৌরহিত্য-পদে নিযুক্ত হইয়া উদ্বাহাদি সংস্কার সমুদায় সম্পন্ন করিয়া দিতে থাকেন। নলোপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা দৌত্য-কর্ম্মে ব্রতী হইয়া নলের অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে গমন করেন, কিন্তু তাঁহাদের পৌরহিত্য-পদ লাভের উল্লেখ নাই। পুরোহিত ধৌম্য যেমন যুধিষ্ঠিরাদির সহিত দ্রৌপদীর উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দেন, নলদময়ন্তীর বিবাহ সেরূপ কোন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের দ্বারা সম্পন্ন হইবার কথা লিখিত নাই; রাজা নিজেই কন্যা সম্প্রদান করেন। যখন মহাভারতীয় নলোপাখ্যানের প্রাচীনত্ব-বোধক পূর্ব্ব-লিখিত অন্য অন্য লক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন এ বিষয়টিকেও তাদৃশ একটি লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। মনুসংহিতা-রচনার সময়ে ব্রাহ্মণের

মহিমা ও ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব গগন স্পর্শ করিয়াছিল ইহা পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে *। অতএব নলোপাখ্যানের মূল বৃত্তান্তটি ঐ সময়ের পূর্ব্বে উৎপন্ন বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। যযাতি ও দেবযানীর উপাখ্যানে ব্রাহ্মণ-বর্ণের মহিমা ও গরিমা অতিমাত্র প্রবল দেখিতে পাওয়া যায় †। অতএব সে উপাখ্যান এবং তাদৃশ অন্য অন্য উপাখ্যান অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ‡।

রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত কতকগুলি সামাজিক রীতি নীতি অত্যন্ত প্রাচীন এ কথা পূর্ব্বেই একরূপ লিখিত হইয়াছে। এমন কি, মনুসংহিতা-প্রোক্ত ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেও তাহার কোন কোন বিষয় প্রচলিত ছিল। যে সময়ে রামায়ণ ও মহাভারতে সেই সমস্ত বিষয়ের উপাখ্যান সঙ্কলিত হয়, সে সময়ের পূর্ব্বে হিন্দু সমাজ হইতে সে সমস্ত তিরোহিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত ঐ উভয় গ্রন্থ-সংগ্রহকারেরা সেই উপাখ্যানগুলি পরিবর্ত্তন পুরঃসর নিজ সময়ের উপযুক্ত ও নিজ মতের পরিপোষক করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এ স্থলে এ বিষয়ের দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে; পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে।

স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ হিন্দু-সমাজের একটি প্রচলিত প্রথা ছিল। বেদ-সংহিতায় সে বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে ও মহাভারতের মধ্যেও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে §। তদনুসারে, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব এক দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন। মহাভারতে ঐ উপাখ্যান সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে উল্লিখিত উদ্বাহ-ব্যবস্থা নিবারিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত সংগ্রহকার এস্থলে লিখিলেন, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে গৃহ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ জননীকে কহিলেন, মা! আমরা অদ্য অমূল্য নিধি লাভ করিয়াছি। তদীয় মাতা এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই কহিলেন, বৎস! তোমরা পাঁচ সহোদরে উহা বিভাগ করিয়া

* ৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

† আদিপর্ব্ব। ৮১ অধ্যায়।

‡ Talboys Wheeler's History of India, vol I., 1867, Part III, Chapters II and III দেখ।

§ ১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

া৩। মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে নাই, অতএব পাঁচ সহোদরে এক দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিলেন *।

রামায়ণে লিখিত আছে, রাজা দশরথ একটি ঋষি-কুমারের প্রাণবধ করেন। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম-বধের পর গুরুতর দুষ্কর্ম্ম আর কিছুই নাই †। রাজা দশরথ পরম ধার্ম্মিক পুণ্যাত্মা পুরুষ, তাঁহার এইরূপ অযশস্কর অসঙ্গত পাপ-কর্ম্ম-সংঘটন সম্ভব নয়। এই নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে, সেই ঋষি-কুমার ব্রাহ্মণ-তনয় নয়; বৈশ্যের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে তাহার জন্ম হয় ‡; তাহারে বধ করিলে ব্রহ্ম-হত্যার ফলভাগী হইতে হয় না।

পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে স্ত্রীলোকেরও অধিক বয়সে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। কখন কখন কন্যা-কালেও পুরুষ-সংসর্গ ঘটিয়া সন্তান জন্মিলে, সেই সন্তান কানীন বলিয়া উল্লিখিত হইত। মনুসংহিতায় এবিষয়ের প্রসঙ্গ ও ব্যবস্থা আছে ¶। কর্ণ কুন্তীর কানীন পুত্র। যে সময়ে এ বিষয়ের বৃত্তান্ত বিরচিত

---

* বৈদিক সমাজে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ একটি প্রচলিত প্রথা ছিল। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামি-গ্রহণ যদি একটি বাস্তবিক ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রাচীন সমাজেই উহা সম্পন্ন হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। কালক্রমে উহা অপ্রচলিত হইয়া গেলে, মহাভারত-সংগ্রহকার পণ্ডিত-বিশেষ মহাভারতের মধ্যে দ্রৌপদীর বহুবিবাহটি কৌশলক্রমে প্রচলিত-প্রথা-বিরুদ্ধ একটি অসামান্য ব্যাপার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ভোট দেশে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তথাকার এ প্রথাটি দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামি-গ্রহণেরই অবিকল অনুরূপ। সচরাচর দুই কিম্বা তিন সহোদরে এক ভার্য্যা লইয়া একত্র সংসার ধর্ম্ম করে এইরূপ দেখা যায়। কোন কোন পরিবারের মধ্যে পাঁচ ছয় সহোদরকেও এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে। সিংহল দ্বীপে ও বিশেষতঃ তথাকার ধনি-লোকের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তথায় সহোদর ব্যতিরেকে স্বপরিবারস্থ অপরাপর স্ব-সম্পর্কীয় ব্যক্তিতেও এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া থাকে। কালমুখ, টাস্‌মেনিয়াবাসী, উত্তর আমেরিকা-বাসী ইরাকোয়া ইত্যাদি বহুদূরস্থ জাতির মধ্যে এই কৌতুকাবহ রীতি বিদ্যমান বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তোদা নামক দাক্ষিণাত্য লোকের মধ্যে অদ্যাপি ইহা বিলক্ষণ চলিত রহিয়াছে। ভুবন-বিখ্যাত রোমক-সম্রাট সিজর্ বলিয়া গিয়াছেন, গ্রেটব্রিটেনেও এই প্রথা প্রচলিত আছে *।

† মনুসংহিতা। ৮। ৩৮১।

‡ অযোধ্যাকাণ্ড। ৬৩ সর্গ। ৫১ শ্লোক।

¶ ৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।

---

* The Abode of Snow by A Wilson 1875, pp. 224—236 দেখ।

ও মহাভারতে সন্নিবেশিত হয়, সে সময়ের পূর্ব্বে ঐ ব্যবহারটি রহিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে, দুর্ব্বাসা কুন্তীর অতিথি-সৎকারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুত্রোৎপাদন বিষয়ের একটি মন্ত্র উপদেশ দেন; কুন্তী কন্যা-কালেই সেই মন্ত্র পাঠ দ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করেন; সূর্য্য সেই মন্ত্র প্রভাবে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাহার গর্ভাধান করিয়া যান, এবং মহাবীর কর্ণ সেই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ জননীর উদ্বাহ-সংস্কার সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই ভূমিষ্ঠ হন *। অতীব পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে যে সমস্ত আচার ব্যবহার সচরাচর প্রচলিত ছিল, তদনুযায়ী ক্রিয়া-বিশেষ যখন ব্যক্তি-বিশেষের কারণা-ধীন দৈব-ঘটনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তখন তাহার উল্লিখিত রূপ মীমাংসা ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপ মীমাংসা সম্ভব ও সঙ্গত হয় না।

রামায়ণ ও মহাভারত কেবল বৈদিক ধর্ম্মের বৃত্তান্ত নয়। এই উভয়ই বৃক্ষরুহা-সমাকীর্ণ বিশাল বৃক্ষের ভূমিস্বরূপ। বৈদিক ধর্ম্ম রূপ প্রাচীনতর তরু-স্কন্ধে পৌরাণিক ধর্ম্মরূপ প্রবল বৃক্ষরুহা বদ্ধমূল হইয়া ঐ মহাবৃক্ষকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিতেছে এইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ অভিনব ধর্ম্মের মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও তদীয় শক্তি সমুদায়ই প্রধান দেবতা ও মনুষ্যের প্রধান উপাস্য। ঐ তিনটি দেবতার সমবেত নাম ত্রিমূর্ত্তি। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতানুযায়ী ব্যাখ্যানুসারে, ঐ ত্রিমূর্ত্তি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য। পশ্চাৎ পুরাণ-প্রসঙ্গের পর ঐ বিষ্ণু শিবাদির মূল বৃত্তান্তের বিষয় বিবেচিত হইবে। মহাভারতের ব্রহ্মার মহিমা অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব দেখা যায়; শিব ও বিষ্ণু-উপাসনারই প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। স্থানে স্থানে ব্রহ্মার পূর্ব্ব মহিমার কিছু কিছু নিদর্শনও লক্ষিত হইয়া থাকে। এই অনতি প্রাচীন মতে বৈদিক দেবগণ একবারে অগ্রাহ্য নয়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পদে অবস্থাপিত হইয়াছেন। ইন্দ্র দেবরাজ বলিয়া লিখিত বটে, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তদপেক্ষা অতিমাত্র উচ্চতর পদে প্রতি-ষ্ঠিত। বরুণ আর্য্য-কুলের অতি প্রাচীন প্রধান দেবতা †। বেদ-মন্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে, তিনি কখনও ভূলোক ও দ্যুলোক সৃজন ও রক্ষণ এবং রাজা ও

---

* আদিপর্ব্ব। ১১১ অধ্যায়।

† প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ১৯—২১ এবং ৭৫—৭৬ পৃষ্ঠা দেখ।

সম্রাট সংজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপুঞ্জের শাসন করিতেছেন[১], কখনও বা নিশাধিপতি হইয়া চন্দ্রমণ্ডল পরিচালন এবং নক্ষত্রগণ প্রকটন ও অপ্রকটন করিতেছেন[২], কখনও বা মিত্রদেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া নভোমণ্ডল প্রদীপ্ত ও সূর্য্যমণ্ডলের পথ প্রশস্ত করিতেছেন[৩], কখনও বা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও পাপপুণ্যের শাস্তা ও পুরস্কর্ত্তা স্বরূপে লোকের সত্য মিথ্যা ও শুভাশুভ ক্রিয়া সমুদায় অনুসন্ধান পূর্ব্বক দণ্ড-পুরস্কার বিধান করিতেছেন, এবং কখনও বা অপরাধী ব্যক্তির স্তুতি-শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া গুরুতর অপরাধও মার্জ্জনা করিতেছেন[৪]। কিন্তু ঐ অভিনব ধর্ম্ম-প্রণালীর বিবরণে দৃষ্ট হয়, তিনি এই সমস্ত বিভিন্ন ক্ষমতাধারণে বঞ্চিত হইয়া কেবল জলদেবতাস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব রামায়ণ ও মহাভারতের যে সকল স্থলে বিষ্ণু শিবাদি পৌরাণিক দেবাদির মাহাত্ম্য-কথন ও তন্মধ্যে রাম-কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদন-কথা বিনিবেশিত হইয়াছে, অথবা সেই সকল স্থলের যে সকল অংশে ঐ সমুদায় বিষয় সুস্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন বলিয়া অক্লেশেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। কিরাত-অর্জ্জুন সংবাদ[৫], যুধিষ্ঠির-কৃত বলিয়া উল্লিখিত দুর্গা-স্তুতি[৬], ঐরূপ দক্ষ-কৃত শিব-স্তোত্র[৭], অর্জ্জুন-কৃত দুর্গা-স্তব[৮], মহাদেব কর্তৃক পাণ্ডবশিবিরের দ্বার-রক্ষা ও অশ্বত্থামার সহিত তাঁহার যুদ্ধ ও তৎকর্তৃক শিবস্তোত্রাদি-বর্ণন[৯], বিষ্ণুর রামরূপে অবতরণ[১০], কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য বিশিষ্ট ভগবদ্‌গীতা[১১], শুক্রাচার্য্য-

---

১। ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৪। ৪২। ৩ ও ৪॥ ৫। ৮৫। ১॥ ৬। ৭০। ১॥ ৭। ৮৬। ১॥ ৭। ৮৭। ৫ ও ৬ ইত্যাদি।

২। ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ২৪। ১০॥ ১। ৪৩। ১৪॥ ২। ১। ৪। ৩। ৫৪। ১৮ ইত্যাদি।

৩। ঋগ্বেদ সংহিতা। ১। ২৪। ৮॥ ১০। ৬৫। ৫ ইত্যাদি।

৪। ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ২৫। ৭, ৯ ও ১১॥ ২। ২৮। ৫, ৭ ও ৯॥ ৭। ৪৯। ৩॥ ১০। ৮৫। ২৪ ইত্যাদি। অথর্ব-সংহিতা। ৪। ১৬॥

৫। বনপর্ব্ব। ৩৮—৪১ অধ্যায়।

৬। বিরাটপর্ব্ব। ৬ অধ্যায়।

৭। শান্তিপর্ব্ব। ২৮৫ অধ্যায়।

৮। ভীষ্মপর্ব্ব। ২৩। ৪—১৬।

৯। সৌপ্তিক পর্ব্ব। ৬ ও ৭ অধ্যায়।

১০। রামায়ণ। বালকাণ্ড। ১৬ ও ১৭ সর্গ।

১১। ভীষ্মপর্ব্ব। ১৩—৪২ অধ্যায়।

কথিত বিষ্ণু-মাহাত্ম্য[১], অন্য অন্য নানাস্থলে লিখিত বিষ্ণু ও কৃষ্ণের নানারূপ মাহাত্ম্য-বর্ণন[২], ইত্যাদি রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত অনেকানেক বিষয় অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন ধর্ম্ম-প্রতিপাদক অপ্রাচীনতর কথা বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা সহকারে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ অবতার[৩], কল্প-ভেদ[৪], সত্যত্রেতাদি যুগ-ভেদ ও যুগ-ধর্ম্ম[৫], মনুষ্যের অসম্ভব ও অসঙ্গত পরমায়ুঃ-সংখ্যা এই সমস্ত অপেক্ষাকৃত অভিনব বিষয় প্রচলিত হয়। লোকে সহস্র বৎসর ও তন্মধ্যে কেহবা দশসহস্রবর্ষ বা ততোধিক কাল জীবিত ছিল এইরূপ লিখিত আছে[৬]। কেহ সহস্র[৭], কেহ বা দশ সহস্র, অপর কেহ ষষ্টি সহস্র বৎসর[৮] তপস্যা করেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। একথা গুলি অতীব

১। শান্তিপর্ব্ব। ২৮০ অধ্যায়।

২। সভাপর্ব্ব। ৩৭ ও ৩৮ অধ্যায়॥ উদ্‌যোগ পর্ব্ব। ১২৯ ও ১৩০ অধ্যায়॥ শান্তিপর্ব্ব। ২০৭ অধ্যায় ইত্যাদি।

৩। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, রাম, কৃষ্ণাদি।

৪। শান্তিপর্ব্ব। ২৮০, ৩০১ ও ৩১২ অধ্যায়।

৫। শান্তিপর্ব্ব। ২৩১। বাজসনেয় সংহিতার ত্রিংশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ অনুবাকে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিনটি শব্দ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহা অক্ষ-বাচক। সায়নাচার্য্য তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের প্রথমাষ্টকের পঞ্চমাধ্যায়ের একাদশ অনুবাকে বিশেষ বিশেষ চারি স্তোমের নাম কৃত ও অপর একটি স্তোমের নাম কলি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ये वै चत्वारस्तोमाः कृतं तत् ।
अथ यः पञ्च कलिः सः ।

সায়নাচার্য্য উহার ভাষ্যে ঐ স্তোমগুলিকে কৃত-যুগ স্বরূপ ও কলিযুগ স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার বহু পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্য ও টীকার মধ্যে ঐ সকল শব্দ অক্ষ-বিশেষবাচক বলিয়া বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"कृताय" कृतो नाम यो द्यूतसमये प्रसिद्धश्चतुरङ्कः ।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৪ প্র পা, ৪ শ্রুতির শঙ্কর-ভাষ্য।

দ্যূত সঙ্কেত বিষয়ে যে অক্ষভাগ চারি চিহ্ন বিশিষ্ট, তাহাকে কৃত বলে।

अक्षस्य यस्मिन् भागे त्रयोऽङ्काः स त्रेतानामायो भवति । यत्र तु द्वावङ्कौ स द्वापर-नामकः । यत्रैकोऽङ्कः स कलिसंज्ञ इति विभागः ।

উল্লিখিত শ্রুতির আনন্দগিরি-কৃত টীকা।

অক্ষের যে ভাগে তিন চিহ্ন থাকে, তাহা ত্রেতা, যে ভাগে দুই অঙ্ক থাকে, তাহা দ্বাপর, আর যে ভাগে এক অঙ্ক থাকে তাহা, কলি বলিয়া উল্লিখিত হয়।

৬। শান্তিপর্ব্ব। ২৯। ৫৬, ৬২ ও ১১৫ ; ৩০। ২॥

৭। যেমন বিশ্বামিত্র। বালকাণ্ড। ৫৭। ৪।

৮। যেমন গৌতম। শান্তিপর্ব্ব। ১২৯। ৫।

প্রাচীন নয়। অতিপূর্ব্বে হিন্দু সমাজে শতায়ুঃই দীর্ঘায়ুঃ বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রাচীনতম সংস্কৃত শাস্ত্রে ও তাদৃশ অপর বৈদিক শাস্ত্রে ঊর্দ্ধসংখ্যা শতবর্ষই লোকের দীর্ঘায়ুঃ বলিয়া কীর্ত্তিত রহিয়াছে। (এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃশতম্।

ঋ—সং। ৭। ৬৬। ১৬।

আমরা যেন শত-সংখ্যক শরৎ দর্শন করি। যেন শতসংখ্যক শরৎ জীবিত থাকি।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্। ২।

ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ইহলোকে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে।

মহাভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেও কোন কোন মত গৃহীত হয়। শান্তিপর্ব্বে অহিংসা-ধর্ম্মের বিস্তর প্রশংসা আছে[১]। কিন্তু এটি হিন্দুদিগের আদিম ধর্ম্মের অন্তর্ভূত ছিল না। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ উভয়েতেই অশ্বমেধ, গোমেধাদি হিংসা-ক্রিয়ার ভূরি ভূরি ব্যবস্থা আছে। বৌদ্ধেরাই প্রথমে অহিংসা-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যায়; সুতরাং তাহা হইতেই এটি হিন্দু-ধর্ম্মে সঙ্কলিত হইয়াছে বলিতে হয়। এইরূপ মায়াবাদ ও নির্ব্বাণ-মুক্তিও * বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।

মহাভারতের বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিত হইল, সমস্তই অষ্টাদশ পর্ব্ব বিষয়ক জানিতে হইবে। হরিবংশ একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। উহা উত্তর কালে বিরচিত; এই নিমিত্তই উহার নাম খিল হরিবংশ। খিল শব্দের অর্থ উত্তর কালে সংযোজিত †। অষ্টাদশ পর্ব্বের সহিত হরিবংশের অভিধেয় বিষয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে, ইহা অন্য সময়ের অপ্রাচীনতর পুস্তক বলিয়া স্বতই প্রতীতি জন্মে। বস্তুতঃ এখানি একখানি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী পুস্তক বলিলেই হয়।

১। শান্তিপর্ব্ব। ২৭২।

* ভীষ্মপর্ব্ব। ২৬। ৭২॥ ৩১। ১৪॥

† পূর্ব্বামুক্তপরিশিষ্টে।

যদিও ইহা অষ্টাদশ পর্ব্ব অপেক্ষা অপ্রাচীন, তথাচ নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ নয়। খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতে পূর্ব্বোক্ত আরবীয় গ্রন্থকার অল্‌বীরূনী নিজ গ্রন্থে ইহার প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন *। কিছু পরেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, ঐ সময়েরও অনেক পূর্ব্বে বাসবদত্তা-প্রণেতা সুবন্ধু উপমা স্থলে ইহার নামোল্লেখ করিয়া যান। কাদম্বরী ও হর্ষচরিত রচয়িতা বাণভট্ট বাসবদত্তার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।

কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া।

হর্ষচরিত। ২ শ্লোক।

বাসবদত্তা প্রকাশ হইলে, কবিগণের দর্প একবারেই চূর্ণ হইয়া গেল।

অতএব বাণভট্টের সময় নিরূপিত হইলেই সুবন্ধুর সময় নিরূপণের উপায় নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে। হিউএন্‌থ্‌সঙ্‌ নামক চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রী খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আসিয়া ভ্রমণ করেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, কান্যকুব্জের রাজা শিলাদিত্য ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করিয়া ৬৫০ ছয় শত পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ঐ শিলাদিত্যের অন্য নাম হর্ষবর্দ্ধন ও তদীয় পিতার নাম প্রভাকরবর্দ্ধন। এদিকে শ্রীমান্ ফ, হল্‌ হর্ষচরিতের মধ্যে প্রতাপশীল প্রভাকরবর্দ্ধন ও তদীয় পুত্র হর্ষবর্দ্ধনের নাম প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্রকাশিত বাসবদত্তার উপক্রমণিকার মধ্যে তাহার প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন। অন্য এক পুত্রের নাম রাজ্যবর্দ্ধন ও কন্যার নাম মহাদেবী বা রাজ্যশ্রী। হর্ষচরিতের চতুর্থ উচ্ছ্বাসে ইহাদের জন্ম-বৃত্তান্তাদি বিনিবেশিত আছে। চীন দেশীয় উল্লিখিত তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ফরাসি অনুবাদক শ্রীমান্ জুলিঅঁ এক স্থলে † লিখেন, দুই পুরুষে তিন রাজা। এ কথাটিও সুন্দররূপ সঙ্গত হইতেছে। প্রভাকরবর্দ্ধন ঊর্দ্ধতন পুরুষ এবং হর্ষবর্দ্ধন ও রাজ্যবর্দ্ধন তাহার অধস্তন পুরুষ। অতএব প্রভাকরবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন ‡ এই তিন

---

* Journal Asiatique, Tome IV, August 1844, p. 130.

† Voyages des Pelerins Bouddhistes par Stanislas Julien, Vol. II., p. 247.

‡ শ্রীহর্ষের নাম কোন স্থলে কেবল হর্ষ, কুত্রাপি হর্ষদেব ও কোন কোন স্থলে সুস্পষ্ট হর্ষবর্দ্ধন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

পিতা পুত্রের সংজ্ঞা বিষয়ে হর্ষচরিতের সহিত উল্লিখিত তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যাইতেছে। হিউএন্থ্সঙ্গ্ ও বাণভট্টের প্রদর্শিত প্রমাণ পার্শ্বাপার্শ্বী করিয়া লিখিত হইতেছে, দেখিলেই সুস্পষ্ট জানিতে পারা যাইবে।
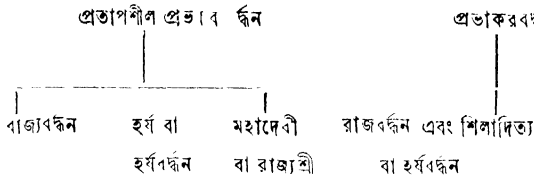
উল্লিখিত তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অনুসারে, হর্ষবর্দ্ধন খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। দক্ষিণাপথের চালুক্য-বংশীয় রাজা বিজয়াদিত্যের তাম্রপত্রে খোদিত দান-পত্রে লিখিত আছে, তদীয় প্রপিতামহ রাজা সত্যাশ্রয় উত্তরদেশীয় হর্ষবর্দ্ধনকে পরাভব করেন। বিজয়াদিত্য ৬২৭ শকাব্দে অর্থাৎ ৭০৫।৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। এই প্রমাণ অনুসারেও খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বা প্রথম চতুর্থাংশে শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের বিদ্যমান থাকা সর্ব্বতোভাবে সম্ভব ও সঙ্গত হয় *। আর একটি প্রমাণে এ বিষয়টি একরূপ নিঃসংশয় করিয়া তুলিতেছে। বাণ-কৃত হর্ষচরিতে লিখিত আছে, হর্ষবর্দ্ধন প্রাগ্জ্যোতিষে অর্থাৎ কামরূপে উপস্থিত হইয়া অবশেষে তদীয় রাজা ভাস্কর বর্ম্মার সহিত মিত্রতা করেন †। ওদিকে উল্লিখিত চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিও কামরূপের অধীশ্বর ভাস্কর বর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করেন ‡। প্রাগ্জ্যোতিষের অন্য এক নাম কামরূপ।

রাজ্যবর্দ্ধন ইতি হর্ষবর্দ্ধন ইতি সর্ব্বস্যামিব পৃথিব্যামাবির্ভূতঃ শব্দপ্রাদুর্ভাবৌ স্বল্পীয়সৈব কালেন দ্বীপান্তরেষ্বপি প্রকাশতাঙ্গমতুঃ।

হর্ষচরিত। চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

* The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society 1851, pp. 203—210.

† হর্ষচরিত। সপ্তমোচ্ছ্বাস।

‡ Voyages des Pelerins Bouddhistes, Vol. I, pp. 390—391; and Vol. III., pp. 76—77.

পশ্চাৎ বাম ভাগে হর্ষচরিতের অন্তর্গত উক্ত বিষয়ের প্রমাণ ও দক্ষিণ ভাগে চীনদেশীয় তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিত ঐ ভাস্কর বর্ম্মা-সংক্রান্ত কথাগুলির তাৎপর্য্যার্থের ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে; দেখিলেই, বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

হর্ষচরিত সপ্তমোচ্ছ্বাস।

প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মার প্রেরিত হংসবেগ নামক দূত কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনকে কহিলেন,

× × × **तस्य च सुगृहीतनाम्नो देवस्य महादेव्यां श्यामादेव्यां भास्करद्युतिर्भास्करवर्म्मापरनामा शान्तनो स्तनयो भीष्म इव कुमारः समभवत्।**

× × × সেই (মৃগাঙ্ক নামক) সুবিখ্যাত রাজার ঔরসে মহাদেবী শ্যামাদেবীর গর্ভে শান্তনু-পুত্র ভীষ্মের মত সূর্য্য-সদৃশ তেজোবিশিষ্ট কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার অন্য এক নাম ভাস্কর বর্ম্মা।

× × **प्राग्ज्योतिषेश्वरोदेवेन सह × × अजय्यमित्रमिच्छति।**

প্রাগ্জ্যোতিষের (অর্থাৎ কামরূপের) অধীশ্বর, মহারাজের সহিত × × × × অজয্যমিত্রতা * করিতে অভিলাষ করেন।

হংসবেগ এই কথা বলিলে পর, হর্ষবর্দ্ধন কহিলেন,

हंसवेग! कथमिव नाद्दस्मि

উল্লিখিত চীনদেশীয় তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের প্রমাণ।

Hiouen Thsang × × × × thence proceeds eastward to Kamarupa (Assam), × × × × Its king was a Brahman, named Bhaskaravarma, and he bore the title of Kumara; although not a follower of Buddha, he received Hiouen Thsang with kindness and treated him with every mark of respect, *Elphinstone's History of India, edited by E. B. Cowell*, 1866, p 294.

হিউএন্ থ্সঙ্ × × × × তথা হইতে পূর্ব্বমুখে কামরূপ যাত্রা করেন। × × × × ভাস্কর বর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ তথাকার রাজা ছিলেন; তাঁহার উপাধি কুমার।

তিনি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ী ছিলেন না, তথাচ হিউএন্ থ্সঙের প্রতি সদয়ভাব প্রকাশ ও সর্ব্বতোভাবে সম্মান-চিহ্ন প্রদর্শন করেন।

* দুর্জ্জয় শত্রুর সহিত মিত্রতাকে অজয্যমিত্রতা বলে।

হর্ষচরিত সপ্তমোচ্ছ্বাস।

মহাত্মনি ×××× পরোক্ষসুহৃদি স্নিহ্যতি সতি মদ্বিধস্যান্যথা স্বপ্নেঽপি বর্ত্ততে।

হংসবেগ! তাদৃশ মহাত্মা যখন সুহৃদের অসাক্ষাৎকারে স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন তখন মাদৃশ ব্যক্তির স্বপ্নেও কিরূপে তাহার অন্যথাচরণ করা যাইতে পারে?

হর্ষচরিতের সপ্তমোচ্ছ্বাসের নানা স্থানে ভাস্কর বর্ম্মার নামান্তর বা উপাধি-বিশেষ কেবল কুমার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

নরেন্দ্রস্তাবদিতি বিসৃজ্যানুজীবিনো হংসবেগমাদিষ্টবান্ কথং কুমারমন্দেশ ইতি।

রাজা আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হংসবেগকে কহিলেন, কুমারের কথা কি?

এরূপ অসম্বদ্ধ, বিভিন্ন, দূর-দেশীয় গ্রন্থ হইতে তিমিরাচ্ছন্ন অবিদিত-পূর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বাংশে পরস্পর এমন নিতান্ত নির্ব্বিশেষ প্রমাণ-যুগল প্রাপ্ত হওয়া তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। উক্ত প্রমাণানুসারে, হিউএন্ থ্সাঙ্গ্, ভাস্কর বর্ম্মা, হর্ষবর্দ্ধন ও তাঁহার সভাসদ বাণভট্ট এক সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে * বিদ্যমান ছিলেন ইহা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত বলিতে পারা যায়। সুতরাং ঐ বাণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত বাসবদত্তা-প্রণেতা সুবন্ধু তাঁহার সমকালীন বা কিছু পূর্ব্বকালীন লোক হইতে পারেন। যাহা হউক, উভয়ের রচনা এরূপ সুসদৃশ যে, কোনমতেই অধিক পূর্ব্বতন

* হিউএন্ থ্সঙ্গ্ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে নিজ গৃহে প্রত্যাগত হন।

বলিয়া মনে হয় না। বিশেষণ-ঘটা, উপমাচ্ছটা, দূরান্বয়-দোষ, কৃত্রিম ভাবের প্রাদুর্ভাব, সারল্য-ভাবের বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি অসরল ও অস্বাভাবিক রচনা-চাতুর্য্য উভয়েরই গ্রন্থে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। কালিদাসাদি * পূর্ব্বতন কবির রচনায় সেরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব বাণ ও সুবন্ধু যদিও সমকালবর্ত্তী না হন, তথাচ পরস্পর নিকট সময়ে প্রাদুর্ভূত হন বলিতে হয়; অগ্রে সুবন্ধু, পরে বাণভট্ট। †

ঐ সুবন্ধু এক স্থলে হরিবংশ ও তাহার অন্তর্গত পুষ্করোপাখ্যানের বিষয় উল্লেখ করেন।

হরিবংশৈরিব পুষ্করপ্রাদুর্ভাবরমণীয়ৈঃ।

বাসবদত্তা। ফ,হল্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত পুস্তকের ৯৩ ও ৯৪ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থ-ব্যাখ্যাতা ত্রিপাঠি শিবরাম এস্থলে পুষ্কর শব্দের অর্থ হরিবংশ পক্ষে পুষ্করোপাখ্যান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ‡ হরিবংশের ১৯৭ অধ্যায় অবধি ৩১৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত পুষ্করোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। অতএব খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে কোন রূপ অবস্থাপন্ন বর্ত্তমান হরিবংশই অথবা তাহার প্রচুর ভাগ প্রচলিত ছিল ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

এখানি একখানি বিষ্ণু-প্রধান পুরাণ-বিশেষ এরূপ কথা পূর্ব্বেই একরূপ সূচিত হইয়াছে। ইহার ভূরি ভাগ বিষ্ণুর বরাহ, বামন, নৃসিংহাদি অবতার,

---

* কালিদাস বাণের ন্যায় সুবন্ধুরও পূর্ব্বকালীন কবি ছিলেন। ইহার প্রমাণ উভয়েরই গ্রন্থে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বাণ যেমন হর্ষচরিতের প্রারম্ভে কালিদাসের প্রসঙ্গ করেন, সুবন্ধু সেইরূপ বাসবদত্তার মধ্যস্থলে অভিজ্ঞান শকুন্তলের অন্তর্গত শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া যান *। এ বিষয়টি ঐ কালিদাসের কৃত সুপ্রসিদ্ধ নাটকেরই কথা; মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যানের কথা নয়।

† Fitz Edward Hall's preface to Vásavadattá, 1859, pp. 11—17 and 51—52, and the first article of the Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1862 পাঠ কর।

‡ হরিবংশৈরিব পুষ্করপ্রাদুর্ভাব আখ্যানবিশেষস্তৈন।
পূর্ব্বোক্ত মুদ্রিত বাসবদত্তা। ৯৩ ও ৯৪ পৃষ্ঠা।

---

* অফললমেব দুষ্যন্তস্য কৃতে শকুন্তলা দুর্ব্বাসসঃ শাপমনুবভূব।
বাসবদত্তা। ফ, হল্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের ১৪৩ পৃষ্ঠা।

নানা প্রকার দৈত্য দানবাদির সহিত যুদ্ধ ও অন্য অন্য বিবিধ সৎকীর্ত্তি বর্ণনে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ ৬০ ষাট্ অধ্যায় অবধি ৩২৬ অর্থাৎ শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রায়ই কৃষ্ণের জন্ম, বৃন্দাবন-লীলা, মাথুরলীলা, দ্বারকা-কীর্ত্তি প্রভৃতি তদীয় মাহাত্ম্য-বিবরণ বই আর কিছুই নয়।

পুরাণ।

সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ একত্র করিলে একটি স্তূপ হইয়া উঠে। সুবিখ্যাত উইল্‌সন্ ও বির্ণুফ্ সে সমস্ত বিলোড়ন করিয়া তৎসংক্রান্ত বহুতর তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন। পুরাণ শব্দের অর্থ পূর্ব্বতন; তদনুসারে পূর্ব্বতন ঘটনাদির বিবরণ করা পুরাণের উদ্দেশ্য হইতে পারে। পশ্চাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে, প্রচলিত পুরাণ সমুদয় কোনরূপেই অধিক প্রাচীন নয়, কিন্তু অন্য প্রকার গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-বিশেষ-বাচক পুরাণ শব্দটি সমধিক প্রাচীন। ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র ও প্রামাণিক উপনিষদ্ প্রভৃতি যে সমস্ত গ্রন্থ প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ অপেক্ষায় প্রাচীনতর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহারও মধ্যে কোন কোন গ্রন্থে গ্রন্থ বিশেষ বা প্রবন্ধ-বিশেষ পুরাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শতপথ ও গোপথ-ব্রাহ্মণে এবং সাংখ্যায়ন ও আশ্বলায়ন-সূত্রে * পুরাণবেদ বলিয়া একরূপ শাস্ত্রের প্রসঙ্গ আছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের নবম দিবসে অধ্বর্য্যু তাহা আবৃত্তি করেন।

অধ্বর্য্যুস্তার্ক্ষ্যো বৈপশ্যতো রাজেত্যাহ * * * *
পুরাণং বেদঃ সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত।

শতপথব্রাহ্মণ। ১৩। ৪। ৩। ১৩।

অধ্বর্য্যু "তার্ক্ষ্যো বৈপশ্যতো রাজা" ইত্যাদি কথা বলিতে থাকেন। * * * * পুরাণবেদ; এই সেই বেদ; এই কথা বলিয়া পুরাণ-বিশেষ কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

এইরূপ শতপথব্রাহ্মণের অন্যান্য স্থানে ও অথর্ব্বসংহিতাদি অপরাপর বৈদিক গ্রন্থেও নানাবিধ শাস্ত্র-সংজ্ঞার মধ্যে পুরাণ ইতিহাসাদির উল্লেখ আছে।

---

* গোপথ-ব্রাহ্মণ। ১। ১০। সাংখ্যায়ন-সূত্র। ১৬। ১। আশ্বলায়ন সূত্র। ১০। ৭।

"ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি।"

শতপথব্রাহ্মণ। ১৭। ৬। ১০। ৬।

"ইতিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ * নারাশংসীশ্চ।"

অথর্ব্ব-সংহিতা। ১৫। ৬।

"ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথানারাশংসীঃ॥"

তৈত্তিরীয় আরণ্যক। ২। ৯।

"ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি।"

বৃহদারণ্যক। ২। ৪। ১০।

---

* গাথা শব্দটি অতীব প্রাচীন। হিন্দু ও পারসীরা একত্র সংসৃষ্ট থাকিতেই উহার উৎপত্তি হয় দেখা গিয়াছে *। ধর্ম্মনিষ্ঠ নৃপতিগণের প্রশংসা-সূচক সংগীত-বিশেষের নাম গাথা। ঋগ্বেদসংহিতায় চতুর্থ মণ্ডলের ৪২ সূক্তে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ পরিচ্ছেদে, শতপথ ব্রাহ্মণের ত্রয়োদশ কাণ্ডে এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ঐ সকল গাথা সন্নিবিষ্ট আছে; তবে কোন কোন স্থলে কিছু কিছু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় †। এই উপক্রমণিকায় যে সকল ধর্ম্ম-পরায়ণ নৃপতির কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভীমসেন, উগ্রসেন, শ্রুত-সেন, দুষ্মন্ত, ভরত, ধৃতরাষ্ট্র ও জনমেজয়ের প্রসঙ্গ গাথারই অন্তর্গত। রামায়ণোক্ত একটি গাথার প্রসঙ্গ কিছু পূর্ব্বেই উপস্থিত করা হইয়াছে। ললিতবিস্তরাদি বৌদ্ধশাস্ত্রেও গাথা নামে কতকগুলি বচন বিনিবেশিত আছে। শ্রীমান ম্যুহর্ বৈদিক ও সেই বৌদ্ধ গাথা এই প্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ‡।

গাথা শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ সঙ্গীত বা গেয়-শ্লোক। তদনুসারে গাথা সমুদয় পূর্ব্বে গীত হইত বোধ হয়।

---

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৩৫ পৃষ্ঠা।

† Weber's History of Indian Literature, 1878 p. 124 দেখ।

‡ Indian Antiquary, November 1880, p. 289,

যদিও বেদের উপনিষদ্ ভাগ অন্যান্য ভাগের অপেক্ষা নব্য, কিন্তু ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদিগের মতে তৎসমুদায়ও পুরাণের অপেক্ষায় প্রাচীন। বাস্তবিকও এক্ষণে যে সকল পুরাণ ও উপপুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা প্রামাণিক উপনিষদ্ সমুদায়ের পরে সঙ্কলিত হইয়াছে। উল্লিখিতরূপ কোন কোন উপনিষদের মধ্যেও পুরাণ শাস্ত্রের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

সহোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ সপ্তম প্রপাঠক।

তিনি কহিলেন, ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, আথর্ব্বণ নামক চতুর্থ বেদ এবং পঞ্চম বেদ-স্বরূপ ইতিহাস-পুরাণ জ্ঞাত আছি।

অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ।

এই পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ উৎপন্ন হইয়াছে।

হিন্দু সমাজে রামায়ণ ও মনুসংহিতা পুরাণ অপেক্ষায় পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া প্রবাদ আছে। বাস্তবিকও, তাহাই বটে। রামায়ণের স্থানে স্থানে অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের সারথি সুমন্ত্র পুরাণবিৎ বলিয়া বারংবার পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

ইত্যুক্ত্বান্তঃপুরদ্বারমাজগাম পুরাণবিৎ।
সদাসক্তঞ্চ তদ্বেশ্ম সুমন্ত্রঃ প্রবিবেশ হ॥

অযোধ্যাকাণ্ড। ১৫ সর্গ। ১৯ শ্লোক।

এই কথা বলিয়া, পুরাণজ্ঞ সুমন্ত্র অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং সেই সতত-অনাবৃত-দ্বার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপ, উক্ত কাণ্ডের ষোড়শ সর্গের প্রথম শ্লোকে সুমন্ত্রের পুরাণাভিজ্ঞতা, বালকাণ্ডের নবম সর্গের প্রথম শ্লোকে সুমন্ত্র কর্ত্তৃক পুরাণকথন এবং ঐ কাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গের বিংশ শ্লোকের ও অযোধ্যাকাণ্ডের ষষ্ঠ সর্গের ষষ্ঠ

শ্লোকের টীকায় "সূতাঃ পৌরাণিকাঃ" বলিয়া সূতগণের পুরাণ-ব্যবসায় উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল স্থলের পুরাণ শব্দ কদাচ বর্ত্তমান পুরাণ-বাচক হওয়া সম্ভব নয়। এইরূপ, মনুসংহিতার মধ্যেও পুরাণ ও ইতিহাস অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে।

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ॥

মনু। ৩ অ। ২৩২ শ্লোক।

শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াতে ব্রাহ্মণদিগকে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ ও খিল * নামক শাস্ত্র শ্রবণ করাইবেন।

অতএব প্রচলিত পুরাণ সমুদায় অপেক্ষায় প্রাচীনতর বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, কল্পসূত্র, উপনিষদ্, রামায়ণ ও মনুসংহিতায় যখন পুরাণের প্রসঙ্গ আছে, তখন সেই পুরাণ কদাচ প্রচলিত পুরাণ হইতে পারে না। অধুনাতন অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ রচিত বা সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে অন্যরূপ গ্রন্থবিশেষ পুরাণ বলিয়া প্রচলিত ছিল বলিতে হইবে।

মহাভারতেরও মধ্যে লিখিত আছে, ইহাতে ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ সমর্থন করা গিয়াছে † এবং মহাভারতে বর্ণিত অনেকানেক নির্দ্দিষ্ট উপাখ্যান পৌরাণিক কথা বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, এক্ষণকার প্রচলিত পুরাণ ও মহাভারত রচিত বা সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে পুরাতন কথা বিষয়ক গ্রন্থ-বিশেষ পুরাণ ও ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ফলতঃ পূর্ব্বে যে অন্য পুরাণ ছিল, এক্ষণকার প্রচলিত পুরানের মধ্যেও তাহা স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। কিছু পরেই দৃষ্ট হইবে, পুরাণের মধ্যেই এরূপ একটি উপাখ্যান সন্নিবেশিত আছে যে, প্রথমে বেদব্যাস একখানি পুরাণ-সংহিতা প্রস্তুত করিয়া সূত-কুলোদ্ভব লোমহর্ষণকে প্রদান করেন; লোমহর্ষণ তদনুসারে এক সংহিতা

---

* কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন শ্রীসূক্ত, শিবসঙ্কল্প প্রভৃতি শাস্ত্রের নাম খিল।

† সাঙ্গোপনিষদাঞ্চৈব বেদানাং বিস্তরক্রিয়াঃ।
ইতিহাসপুরাণানামুন্মেষং নির্ম্মিতঞ্চ যৎ।

মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ৬২ ও ৬৩ শ্লোক।

এবং তাঁহার তিন শিষ্য তিন সংহিতা প্রস্তুত করেন ; এই চারি সংহিতার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক বিষ্ণুপুরাণ রচিত হয়।

পুরাণ ও ইতিহাস বিষয়ক যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইল, তাহার কোন বচনে পুরাণ ও ইতিহাসের সংখ্যা নিরূপিত নাই। ইহাতে বোধ হইতে পারে, পূর্ব্বে এই উভয়েরই সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না ; নানা প্রকার পুরাতন কথা ঐ ঐ নামে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষীয় বিচক্ষণ পণ্ডিতেরাও কেহ কেহ ঐরূপ আদি পুরাণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদের মধ্যে যে পুরাণ ইতিহাসের প্রসঙ্গ আছে, তদ্বিষয়ে সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন, বেদের অন্তর্গত দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতির নাম ইতিহাস, আর সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-বিবরণের নাম পুরাণ।

देवासुराः संयत्ता आसन्नित्यादय इतिहासाः। इदं वाग्रे नैव किञ्चिदासीदित्यादिकं जगतः प्रागवस्थामुपक्रम्य सर्गप्रतिपादकं वाक्यजातं पुराणं।

ঋগ্বেদোপোদ্ঘাত।

শঙ্করাচার্য্যও পুরাণের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, উর্ব্বশী পুরূরবার কথোপকথনাদিস্বরূপ ব্রাহ্মণ-ভাগের নাম ইতিহাস আর সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-ঘটিত বৃত্তান্তের নাম পুরাণ।

इतिहास इत्युर्व्वशीपुरूरवसोः संवादादिरुर्व्वशीहाप्सरा इत्यादि ब्राह्मणमेव पुराणमसद्वा इदमग्र आसीदित्यादि।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্য।

অতএব, শঙ্করার্য্য ও সায়নাচার্য্যের অভিপ্রায়ানুসারে, বেদের অন্তর্গত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-ঘটিত কথা সমুদায়ের নাম পুরাণ এবং দেব, অপ্সর, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্যাদির কার্য্যসম্বন্ধীয় পরম্পরাগত পুরাবৃত্তের নাম ইতিহাস ছিল। রামায়ণের বালকাণ্ডের নবম সর্গ অবধি একাদশ সর্গের একাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র, লোমপাদ রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি, তাঁহার কন্যা শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির বিবাহ ইত্যাদি পুরাতন ব্যাপার সকল পুরাণ বলিয়া বর্ণিত আছে। যেরূপ স্থলে যে প্রকারে সেই সমস্ত বিষয় পুরাণোক্ত বলিয়া

লিখিত হইয়াছে, তাহাতে রামায়ণ-রচনার সময়ে পুরাবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থ ও উপা-খ্যান-বিশেষের নাম যে পুরাণ ছিল, ইহা একরূপ অবধারিত বলিতে হয়।

রামায়ণে সূত সুমন্ত্র পুনঃ পুনঃ পুরাণবিৎ বলিয়া বর্ণিত আছেন, টীকা-কারেরাও সূতদিগকে পৌরাণিক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, ইহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে *। অধুনাতন পুরাণ সমুদায়ে এই প্রকার বর্ণনা আছে যে, বেদব্যাস পুরাণ প্রস্তুত করিয়া সূত লোমহর্ষণকে সমর্পণ করেন, এই হেতু তিনি পুরাণ-বক্তা হন। তদনুসারে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, কেবল ব্যাস-শিষ্য লোমহর্ষণই পুরাণ-বক্তা; তাঁহার অন্য একটি নাম সূত; তদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের সে ব্যবসায় ছিল না; তবে তাঁহার পুত্র উগ্রশ্রবাঃ যে পুরাণ বক্তা হন, তাহার কারণ এই যে, বলদেব ঋষিদিগের অনুরোধে তাঁহাকে তদ্বি-ষয়ে অধিকারী করেন। কিন্তু এ সমুদায় অভিপ্রায় যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। এই সকল কথা কত দূর প্রামাণিক তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর, কিন্তু সূত-কুলোদ্ভব লোমহর্ষণ ও উগ্রশ্রবার পুরাণ-ব্যবসায়-বিষয়ক বৃত্তান্তের সহিত সূত সুমন্ত্রোক্ত পুরাণ-বিষয়ক উপাখ্যানের ঐক্য করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, পুরাণ-কথন সূত জাতির একটি ব্যবসায় ছিল। আর যদি ব্যাসদেব যথার্থই পুরাণ সঙ্কলন পূর্ব্বক তাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে শিক্ষা না দিয়া লোমহর্ষণকে সমর্পণ করিয়া থাকেন, তাহারও কারণ এই যে, লোমহর্ষণ পুরাণব্যবসায়ী সূতের সন্তান। সূত যে জাতি-বিশেষের নাম স্মৃতি ও পুরাণে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাহা যে লোমহর্ষণের কৌলিক নাম, প্রকৃত নাম নয় তাহারও বিস্তর উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

तथा क्षेत्रे सूतपुत्रो निहतो लोमहर्षणः।
बलरामास्त्रयुक्तात्मा नैमिषेऽभूत् स्ववाञ्छया॥

কল্কিপুরাণ। ২৭ অধ্যায়।

সেইরূপ, সূত-পুত্র লোমহর্ষণ স্বেচ্ছানুসারে নৈমিষ ক্ষেত্রে বলরামের অস্ত্র দ্বারা হত হইয়াছিলেন।

---

* ১৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।

आजगाम महातेजाः सूतपुत्रो महामतिः।
व्यासशिष्यः पुराणज्ञो रोमहर्षणसंज्ञकः॥

নারসিংহ পুরাণ। প্রথম অধ্যায়।

সূত পুত্র, ব্যাস-শিষ্য, মহামতি, মহাতেজস্বী, পৌরাণিক লোমহর্ষণ * আগমন করিলেন।

व्यासशिष्यं सुखासीनं सूतं वै रोमहर्षणम्।
तं पप्रच्छ भरद्वाजो मुनीनामग्रतस्तदा॥

নৃসিংহ পুরাণ। প্রথম অধ্যায়

ব্যাস-শিষ্য সূত লোমহর্ষণ সচ্ছন্দে উপবিষ্ট হইলে, সর্ব্বাগ্রে ভরদ্বাজ মুনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই দুই বচন প্রমাণে লোমহর্ষণ সূতের পুত্র। তাঁহার নিজ নামও যে সূত ইহা এক প্রকার প্রসিদ্ধ আছে এবং তাহার যথেষ্ট প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

सत्रान्ते सूतमनघं नैमिषीया महर्षयः।
पुराणसंहितां पुण्यां पप्रच्छ लोमहर्षणम्॥
त्वया सूत महाबुद्धे भगवान् ब्रह्मवित्तमः।
इतिहासपुराणार्थं व्यासः सम्यगुपासितः॥

কূর্ম্মপুরাণ। প্রথম অধ্যায়। ২ ও ৩ শ্লোক।

যজ্ঞ সাঙ্গ হইলে পর, নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণ নিষ্পাপ শরীর সূত লোমহর্ষণকে পবিত্র পুরাণসংহিতা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামতি সূত! তুমি ইতিহাস পুরাণ শিক্ষার্থে পরম ব্রহ্মজ্ঞ ভগবান্ ব্যাস দেবের উপাসনা করিয়াছিলে।

লোমহর্ষণের ন্যায় তাঁহার পুত্র উগ্রশ্রবাও সূত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায় †।

---

* ইঁহার নাম কোন কোন স্থানে লোমহর্ষণ এবং কোন কোন স্থানে রোমহর্ষণ বলিয়া লিখিত আছে।

† মহাভারতের আদিপর্ব্ব ১ অধ্যায় ৯৩ শ্লোক, ৫ অধ্যায় ৪ শ্লোক, ৮ অধ্যায় ১, ১৭অধ্যায় ১, ১৮ অধ্যায় ৩৩, ২৩ অধ্যায় ১, ৩৬ অধ্যায় ২, ৪০ অধ্যায় ৬, ৪২ অধ্যায় ২৩, ৪৪ অধ্যায় ১, ৪৫ অধ্যায় ১, ৪৬ অধ্যায় ১১, ৫০ অধ্যায় ৪১, ৫৮ অধ্যায় ২৭, আর ভাগবতের ১ স্কন্ধ ১ অধ্যায় ৫ শ্লোক, ১ স্কন্ধ ২ অধ্যায় ২ শ্লোক, ১ স্কন্ধ ৪ অধ্যায় ১ ও ২ শ্লোক, ৩ স্কন্ধ ২০ অধ্যায় ৮ শ্লোক ইত্যাদি।

शौनक उवाच।

सूत सूत महाभाग वद नो वदतां वर।
कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः॥

ভাগবত। ১ স্কন্ধ। ৪ অধ্যায়। ২ শ্লোক।

শৌনক উগ্রশ্রবাকে কহিলেন সূত! তুমি অতি ভাগ্যবান্ এবং সদ্বক্তা-দিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। ভগবান্ শুকদেব যে পবিত্র ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমি আমাদিগের সমীপে তাহা বর্ণন কর।

शौनक उवाच।

उक्तं नाम यथा पूर्व्वं सर्व्वं तच्छ्रुतवानहम्।
यथा तु जातोह्यास्तीक एतदिच्छामि वेदितुम्।
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य सूतः प्रोवाच शास्त्रतः॥

মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ৪০ অধ্যায়। ৬ শ্লোক।

শৌনক কহিলেন, তুমি যাহা যাহা কহিলে, সমুদায় শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আস্তীকের জন্ম-বৃত্তান্ত জানিতে অভিলাষ হইয়াছে। সূত উগ্রশ্রবা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে কহিতে লাগিলেন।

কূর্ম্ম পুরাণে লিখিত আছে, সূত বংশোদ্ভব লোমহর্ষণ কহিতেছেন,

मदन्वये च ये सूताः सम्भूता वेदवर्ज्जिताः।
तेषां पुराणवक्तृत्वं वृत्तिरासीदजाज्ञया॥

কূর্ম্মপুরাণ। ১২ অধ্যায়। ৩৮ ও ৩৯ শ্লোক।

আমার বংশে যে সকল সূতের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাঁহাদের বেদে অধিকার ছিল না; তাঁহারা ভগবানের আজ্ঞানুসারে পুরাণ ব্যবসায় করিতেন। অতএব, কেবল সূত নামক ব্যক্তি-বিশেষ পুরাণ-বক্তা ছিলেন এ কথা কোন ক্রমেই প্রামাণিক নয়। প্রত্যুত, পুরাণ-কথন সূত নামক জাতি-বিশেষের ব্যবসায় ছিল, ইহাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তি সিদ্ধ। সুমন্ত্র, লোমহর্ষণ, উগ্রশ্রবা ইহাঁরা সূত-কুলোদ্ভব, অতএব পৌরাণিক ছিলেন। ইহাঁরা কি প্রকার পুরাণ ব্যবসায় করিতেন, তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। পুরাণে সূত জাতির যেরূপ

বৃত্তি নিরূপিত আছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রথম প্রকার পুরাণের স্বরূপ ও তাৎপর্য্যার্থ অবশ্যই কিছু না কিছু জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

তস্য বৈ জাতমাত্রস্য যজ্ঞে পৈতামহে শুভে।
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ॥
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ।
প্রোক্তৌ তদা মুনিবরৈস্তাবুভৌ সূতমাগধৌ॥
স্তূয়তামেষ নৃপতিঃ পৃথুর্ব্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্।
কর্ম্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং স্তোত্রস্য চাপ্যয়ম্॥

বিষ্ণুপুরাণ। ১ অংশ। ১৩ অধ্যায়। ৫০—৫৩ শ্লোক।

সদ্যোজাত পৃথু রাজার শুভ যজ্ঞে সোমাভিষব-ভূমিতে ভূপতির জন্মদিবসেই সূতের উৎপত্তি হইল এবং জ্ঞানবান্ মাগধও সেই মহাযজ্ঞে উৎপন্ন হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এই যজ্ঞের দেবতা। তখন মুনি সকলে তাঁহাদের উভয়কে কহিলেন, তোমরা এই বেণ-তনয় পৃথু রাজার স্তুতি কর, ইহাই তোমাদের যথার্থ কার্য্য এবং ইনি তোমাদের স্তুতির উপযুক্ত পাত্র।

তে ঊচুরৃষয়ঃ সর্ব্বে স্তূয়তামেষ পার্থিবঃ।
তৈর্নিযুক্তৌ সুকর্ম্মাণি পৃথোর্যানি মহাত্মনঃ।
তুষ্টুবুস্তানি সর্ব্বানি আশীর্ব্বাদাংস্ততঃ পরান্॥

বহ্নিপুরাণ পৃথুর উপাখ্যান নামক অধ্যায়।

সেই ঋষিগণ সূত ও মগধকে কহিলেন, তোমরা এই ভূপতির স্তব কর। সূত ও মাগধ তাঁহাদের কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া মহাত্মা পৃথুর সৎকীর্ত্তি সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া তদীয় কল্যাণ কামনা করিলেন।

বায়ু ও পদ্মপুরাণেও সূতের এই প্রকার বৃত্তান্ত আছে। এই দুই পুরাণে লিখিত আছে, সূতের দুই প্রকার বৃত্তি নিরূপিত ছিল; পুরাণ-কীর্ত্তন ও ক্ষত্রিয়-কর্ম্ম *। রামায়ণ ও মহাভারতেও তাঁহাদের সারথ্য কর্ম্ম ও রাজবংশের

---

* যত্র ক্ষত্রাৎ সমভবৎ ব্রাহ্মণ্যাং স চ যোনিবঃ।

যশোবর্ণন এই উভয় বৃত্তি থাকিবার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় *। এইরূপে তাহাদেরই কর্তৃক রাজ-বংশাবলি-বিবরণ ও তৎসংক্রান্ত কিছু কিছু পুরাবৃত্ত রক্ষিত হইয়া পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ হয়। রামায়ণের অন্তর্গত সুমন্ত্রোক্ত পৌরাণিক কথা তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। আর মহাভারতের অনেক স্থানে বংশ-বিশেষের কীর্ত্তনই যে পুরাণ বলিয়া লিখিত আছে তাহারও এই কারণ।

মহর্ষি শৌনক কহিলেন,

পুরাণে হি কথা দিব্যা আদিবংশাশ্চ ধীমতাম্।
কথ্যন্তে যে পুরাস্মাভিঃ শ্রুতপূর্ব্বাঃ পিতুস্তব॥

মহাভারত। আদি পর্ব্ব। পঞ্চমাধ্যায়। ২ শ্লোক।

পুরাণে সমুদায় মনোহর কথা ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের আদি-বংশের বৃত্তান্ত আছে। পূর্ব্বে আমরা তোমার পিতার সন্নিধানে সে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছি।

মধ্যমোহ্যেষ সূতস্য ধর্ম্মঃ ক্ষত্রোপজীবিনঃ।
পুরাণেষ্বধিকারো মে বৃংহিতো ব্রাহ্মণৈরিহ॥

সৃষ্টিখণ্ড। প্রথমাধ্যায়।

* পঠন্তি পাণিস্বনিকামাগধামধুপর্কিকাঃ।
বৈতালিকাশ্চ সূতাশ্চ তুষ্টুবুঃ পুরুষর্ষভম্॥

মহাভারত। দ্রোণপর্ব্ব। ৮২ অধ্যায়। ২ শ্লোক।

তং শব্দং তুমুলং শ্রুত্বা দ্রৌণী যন্তারমব্রবীত্।
এষ সূত রথী ক্রুদ্ধঃ সাত্বতানাং মহারথঃ॥
দারয়ন্ বহুধা সৈন্যং রণে চরতি কালবত্।
যত্রৈষ শব্দস্তুমুলস্তত্র সূত রথং নয়॥

দ্রোণপর্ব্ব। ১২১ অধ্যায়। ৪৭—৪৯ শ্লোক

উপস্থিতৈর্ম্মাগধসূতবন্দিভিস্তথৈব বৈতালিকসৌখশায়িকৈঃ।
অভিষ্টুবদ্ভির্গণশো নৃপাত্মজং সমাহৃতং দ্বারপথং দদর্শ সঃ॥

ভারত বক্তা উগ্রশ্রবা কহিলেন,

ইমং বংশমহং পূর্ব্বং ভার্গবন্তে মহামুনে।
নিগদামি যথাযুক্তং পুরাণাশ্রয়সংযুতম্॥

আদি পর্ব্ব। পঞ্চমাধ্যায়। ৬ ও ৭ শ্লোক।

মহামুনি! পুরাণে এই পুরাতন ভৃগু-বংশের যেরূপ বৃত্তান্ত আছে, আমি তাহা যথোপযুক্ত বর্ণন করি।

মহাভারতের আদি পর্ব্বের প্রথমাধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত আছে, পুরু, কুরু, যদু, শূর, বিশ্ব, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্‌গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দলিহুহ, দ্রুম, দম্ভোদ্ভব, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু, দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, সুক্রতু, নিষধাধিপতি নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, অবিক্ষিৎ, চপল, ধূর্ত্ত, কৃতবন্ধু, দৃঢ়েষুধি, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শ্রুতি ইত্যাদি সহস্র সহস্র নরপতির কর্ম্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য, সত্য, শৌচ, দয়া ও আর্জব বিদ্যাবান্ সৎকবিগণ কর্ত্তৃক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে *। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রমাণানুসারে সূত জাতির যেরূপ বৃত্তি নিরূপিত ছিল এবং রামায়ণে ও মহাভারতের স্থানে স্থানে যে প্রকার উপাখ্যান পৌরাণিক কথা বলিয়া লিখিত আছে, তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতীতি হইতেছে, প্রথমে বংশ-বিশেষের যশোবর্ণনা এবং তাহার আনুষঙ্গিক কোন কোন পুরাতন কথা কীর্ত্তন করা সূত জাতির এক প্রকার ব্যবসায় ছিল

এক্ষণে বেদ-শাস্ত্রের যেরূপ বিভাগ ও শৃঙ্খলা প্রচলিত আছে, তাহা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সমুদায় অষ্টাদশ পুরাণ ও সম: মহাভারত তাঁহারই প্রণীত বলিয়া বিখ্যাত আছে। কিন্তু রচনা ও ধ' সম্বন্ধীয় মতামত প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের এত বিভিন্ন' দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত পুরাণ এক জনের রচিত বলিয়া কোন ক্রমে স্বীকার করা যায় না। ফলতঃ এক্ষণকার অষ্টাদশ পুরাণের এক পুরাণও বেদব্যাসের রচিত নয়, তাহা পশ্চাৎ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে। মহাভার

* আদিপর্ব্ব। ১ অধ্যায়। ২২৫—২৩৬ শ্লোক।

যে এক জনের বিরচিত নয় ইহা ইতি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের রচনাকর্ত্তা এ প্রবাদও যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, পুরাণের মধ্যেই তাহার নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, বেদব্যাস একখানি পুরাণ-সংহিতা প্রস্তুত করিয়া সূত-কুলোদ্ভব লোমহর্ষণকে প্রদান করেন, এবং লোমহর্ষণ তাহা স্বীয় শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন। বিষ্ণু, ভাগবত ও আগ্নেয় পুরাণে এই কথাটি সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে। এস্থলে বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে।

> आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः।
> पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः॥
> प्रख्यातो व्यासशिष्योऽभूत् सूतो वै लोमहर्षणः।
> पुराणसंहितां तस्मै ददौ व्यासो महामुनिः॥
> सुमतिश्चाग्निवर्च्चाश्च मित्रायुः शांशपायनः।
> अकृतव्रणोऽथ सावर्णिः षट् शिष्यास्तस्य चाभवन्॥
> काश्यपः संहिताकर्त्ता सावर्णिः शांशपायनः।
> लौमहर्षणिका चान्या तिसृणां मूलसंहिता॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৩ অংশ। ৬ অধ্যায়। ১৬—১৯ শ্লোক।

পুরাণার্থবিৎ বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি লইয়া একখানি পুরাণ-সংহিতা রচনা পূর্ব্বক সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য সূতকুলোদ্ভব লোমহর্ষণকে প্রদান করিলেন। সুমতি, অগ্নিবর্চ্চাঃ মিত্রায়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি নামে তাঁহার ছয় শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে কাশ্যপ, সাবর্ণি, শাংশপায়ন ইহাঁরা এক একখানি পুরাণসংহিতা করেন। লোমহর্ষণ লৌমহর্ষণিকা নামে যে সংহিতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই এ তিনের মূল।

ভাগবতোক্ত পুরাণ-সঙ্কলন-বিষয়ক উপাখ্যানও প্রায় এইরূপ। শ্রীধর স্বামী তাহার টীকায় এই প্রকার লিখিয়াছেন যে, বেদব্যাস ছয়খানি পুরাণসংহিতা প্রস্তুত করিয়া লোমহর্ষণকে প্রদান করেন, লোমহর্ষণ তাহা ত্রয্যারুণি প্রভৃতি ছয় শিষ্যকে অধ্যয়ন করান এবং উগ্রশ্রবা তাঁহাদের নিকট ঐ

খানি সংহিতাই শিক্ষা করেন *। বেদব্যাস এক, কি চারি, কি ছয়খানি হিতা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ তাহা বিবেচিত হইবে।

উল্লিখিত পুরাণ-সঙ্কলন বিষয়ক উপাখ্যানের সমুদায় কথা যথার্থ কি না, াহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা সুকঠিন বটে, কিন্তু কোন সময়ের পণ্ডিতেরা যে বেদব্যাসকে কেবল একখানি পুরাণসংহিতার কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন বং তাঁহার অষ্টাদশ পুরাণ রচনা বিষয়ক উপাখ্যান যে তাহার বহুকাল পরে ল্পিত হয়, ইহা পূর্ব্বোক্ত বচন-দর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। তিনি যে য়খানি সংহিতা করিয়াছিলেন, ইহা কোন পুরাণে লিখিত নাই †। বরং বিষ্ণু-রাণের অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত বচনে স্পষ্ট লিখিত আছে, বেদব্যাস একখানি পুরাণ-ংহিতা করিয়া লোমহর্ষণকে প্রদান করেন। লোমহর্ষণ তদনুযায়ী একখানি

---

* প্রথমং ব্যাসঃ ষট্ সংহিতাঃ কৃত্বা মচ্ছিষ্যে রোমহর্ষণায় প্রাদাৎ তস্য চ খাৰ্দীনি বয্যারুণ্যাদয়ঃ একৈকাং সংহিতামধীয়ন্ত এতেষাং ষন্নাং শিষ্যোঽহং তাঃ সর্ব্বাঃ মধীতবান্।

১২ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের টীকা।

† বিষ্ণুপুরাণের বচন পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ভাগবত ও অগ্নিপুরাণের তদ্বিষয়ক বচন শ্চাৎ লিখিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যাইবে।

বয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ।
বৈশম্পায়নহারীতৌ ষড় বৈ পৌরাণিকা ইমে॥
অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুর্মুখাৎ।
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্ব্বাঃ সমভ্যগাম্॥
কাশ্যপোঽহঞ্চ সাবর্ণী রামশিষ্যোঽকৃতব্রণঃ।
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ॥

ভাগবত। ১২ স্কন্ধ। ৭ অধ্যায়। ৪—৬ শ্লোক।

প্রাপ্য ব্যাসাৎ পুরাণাদি সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাংশপায়নঃ॥
কৃতব্রতোঽথ সাবর্ণিঃ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্।
শাংশপায়নাদয়শ্চক্রুঃ পুরাণানান্তু সংহিতাঃ॥

অগ্নিপুরাণ।

সংহিতা রচনা করেন এবং তদীয় শিষ্য কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন তদ্দৃষ্টে এক একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিয়া যান।

অধুনাতন পণ্ডিতেরা সকলেই সমুদায় অষ্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করেন, অতএব ব্যাস-কর্তৃক একমাত্র পুরাণ-সঙ্কলন বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত বচন তাঁহাদের মতের বিরোধী বিনা কখনও পোষক হইতে পারে না; সুতরাং ঐ বচন তাঁহাদের কর্তৃক কল্পিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নয়। যাঁহারা ভাগবত, আগ্নেয় ও বিষ্ণুপুরাণ সঙ্কলন পূর্ব্বক বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদেরও কর্তৃক ঐ কথা কল্পিত হইবার নহে। একারণ ঐ উপাখ্যানটি কোনক্রমেই আধুনিক বোধ হয় না এবং উহা যেস্থলে যেরূপে বর্ণিত আছে, তাহাতে নিতান্ত অমূলকও জ্ঞান হয় না। বোধ হয়, পুরাতন গ্রন্থ-বিশেষে লিখিত ছিল, পরে অধুনাতন পুরাণকর্ত্তারা স্ব স্ব গ্রন্থে উহা উদ্ধৃত করিয়া লইয়াছেন। যিনি বেদ সমুদায় সংগ্রহ ও বিভাগ করেন, তাঁহার পুরাণ ও ইতিহাস সঙ্কলন করিতেও প্রবৃত্তি হইলে হইতে পারে। সে সময়ে সূতেরা যে সমস্ত পরম্পরাগত পুরাতন ব্যাপার কীর্ত্তন করিত, তিনি তাহা সঙ্কলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিবেন ইহা অসম্ভব নয়। যাহা হউক, এক সময়ে একখানি মাত্র পুরাণ প্রচলিত ছিল, উল্লিখিত বচনে ইহাই প্রদর্শন করিতেছে।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত ঐ পুরাণ-সংহিতা কিরূপ ছিল, তাহা এতদিন পরে নিরূপণ করা একরূপ অসাধ্য বলিতে হয়। বিষ্ণুপুরাণকর্ত্তা লিখিয়াছেন, বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, কল্পশুদ্ধি এই চারি বিষয় লইয়া পুরাণ-সংহিতা প্রস্তুত করেন। ঐ পুরাণের টীকাকার লেখেন, স্বয়ং দৃষ্টি করিয়া যে সকল বিষয় কথিত হইয়াছে তাহার নাম আখ্যান, পরম্পরা শ্রুত কথার নাম উপাখ্যান, পিতৃ-বিষয়ক ও পৃথ্বী-বিষয়ক গীত ও অন্যান্য কোন কোন গীতের নাম গাথা এবং শ্রাদ্ধ-কল্পাদি নিরূপণের নাম কল্পশুদ্ধি *। বেদব্যাস পুরাণ-সংহিতা

---

* স্বয়ং দৃষ্টার্থকথনং প্রাহুরাখ্যানকং বুধাঃ।
শ্রুতস্যার্থস্য কথনমুপাখ্যানং প্রচক্ষতে॥
গাথাস্তু পিতৃপৃথ্বীপ্রভৃতিগীতয়ঃ।
কল্পশুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধকল্পাদিনির্ণয়ঃ॥

প্রস্তুত করুন বা নাই করুন, যে সময়ে পূর্ব্বোক্ত পুরাণ-সঙ্কলন-বিষয়ক আখ্যানটি রচিত হইয়াছিল, সে সময়ের প্রচলিত পুরাণ এইরূপ ছিল বলিতে হয়।

বহুকাল পূর্ব্বে পুরাণের এইরূপ অবস্থা থাকা সম্যক্ সম্ভব, কিন্তু তাহার পরেই যে অধুনাতন পুরাণ সমুদায় সঙ্কলিত হইয়াছে এমনও নয়। পুরাণ সমুদায় ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে এবং তাহাতে কালে কালে নূতন নূতন বিষয় বিনিবেশিত হইয়াছে। অমরসিংহ অমরকোষে লিখিয়াছেন, পুরাণের পাঁচ লক্ষণ, "পুরাণং পঞ্চলক্ষণং।" সেই পাঁচ লক্ষণ কি কি, তাহা ঐ গ্রন্থের টীকাকারেরা সকলেই সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন।

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशोमन्वन्तराणि च।
वंशानुचरितञ्चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्॥

এই বচন-প্রমাণে প্রতীতি হইতেছে, অমরসিংহের সময়ে যে সমস্ত পুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহাতে সৃষ্টি, বিশেষ সৃষ্টি*, বংশ-বিবরণ, মন্বন্তর-বর্ণনা এবং প্রধান প্রধান বংশোদ্ভব ব্যক্তিদের চরিত্র-বিষয়ের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত ছিল। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপাদি উপদেশ করা ইহার একটি বিষয়েরও উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এক্ষণকার প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কথন, দেবার্চ্চনা, দেবোৎসব ও ব্রত-নিয়মাদির বিবরণেতেই পরিপূর্ণ। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণের অন্তর্গত যে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র †। যদি ধর্ম্মোপদেশ-দান ইদানীন্তন প্রচলিত পুরাণের ন্যায় পূর্ব্বতন

---

* ভাগবতের এক স্থলে সৃষ্টি ও প্রতিসৃষ্টি সর্গ ও বিসর্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বর কর্ত্তৃক পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, রূপ রসাদি গুণ-সমগ্র ও ইন্দ্রিয়াদি-সৃষ্টির নাম সর্গ এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চরাচর-সৃষ্টির নাম বিসর্গ।

भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृतः।
ब्रह्मणो गुणवैषम्याद्विसर्गः पौरुषः स्मृतः॥

ভাগবত ।২।১১।৪।

গুণ-ত্রয়ের বৈষম্যাবস্থা প্রযুক্ত পরমেশ্বর কর্ত্তৃক পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয় সমূহ, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের যে সৃষ্টি, তাহার নাম সর্গ। পৌরুষ সৃষ্টি (অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চরাচর-সৃষ্টি) বিসর্গ বলিয়া উক্ত হয়।

পুরাণেরও উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে উহা সূত জাতির ব্যবসায় না হইয়া অধুনাতন ব্রাহ্মণ কথকের ন্যায় ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণ-বর্ণেরই বৃত্তি-বিশেষ বলিয়া ব্যবস্থিত হইত। ঋষি মুনি ও অপর সাধারণ ব্রাহ্মণগণকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া সূতাদি নিকৃষ্ট জাতির ব্যবসায় হওয়া কদাচ সম্ভব নয়। অতএব অমরসিংহের সময়ে, অর্থাৎ ন্যূনাধিক ত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পুরাণ প্রচারিত ছিল, তাহার সহিত অধুনাতন পুরাণ সমুদায়ের আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বলিতে হয়, এই সকল পুরাণ অমরসিংহের পরে সঙ্কলিত হইয়াছে, অথবা তাঁহার উল্লিখিত পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত পুরাণ সমুদায় এত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে এবং তাহাতে এত নূতন নূতন প্রস্তাব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, সে সকলকে এক প্রকার নূতন সঙ্কলিত বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে মহাপুরাণ দশাধিক লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া লিখিত আছে। তন্মধ্যে শ্রীহরির গুণ-কীর্ত্তন একটি লক্ষণ ও অন্যান্য দেবতাদির বর্ণনা অপর একটি লক্ষণ। * শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তন ও মাহাত্ম্য-বর্ণন করা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ-কর্ত্তার উদ্দেশ্য। তাঁহার কৃত ও অন্য কর্ত্তৃক বিরচিত সমুদায় প্রচলিত পুরাণ অমর-লিখিত পঞ্চ লক্ষণের অনুযায়ী নয় দেখিয়া, তাঁহাকে উল্লিখিত দশবিধ

য়াছে। অপরাপর অনেক পুরাণে ঐ পঞ্চ লক্ষণের অল্পই নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহার পরিবর্ত্তে দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও ব্রতনিয়মাদি অন্যান্য পারমার্থিক বিষয় সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

* সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥
এতদুপপুরাণানাং লক্ষণঞ্চ বিদুর্ব্বুধাঃ।
মহতাঞ্চ পুরাণানাং লক্ষণং কথয়ামি তে॥
সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালনম্।
কর্ম্মণা বাসনা বার্ত্তা মনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ॥
বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণম্।
উৎকীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
দশাধিকং লক্ষণঞ্চ মহতাং পরিকীর্ত্তিতম্।
সংখ্যানঞ্চ পরাণানাং নিবোধ কথয়ামি তে॥

লক্ষণ কল্পনা করিতে হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই *। যে ব্যক্তি যে গ্রন্থ রচনা করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই সে গ্রন্থের তদনুযায়ী লক্ষণ করিয়া থাকে। অতএব তাঁহার কৃত লক্ষণ দ্বারা সে গ্রন্থের প্রামাণ্য ও প্রাচীনত্ব অবধারণ করা যায় না। অমরসিংহ এক জন অভিধানকর্ত্তা; পুরাণের লক্ষণ কল্পনা করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ও সম্ভাবিত নয়। করিলে, তাঁহার পক্ষে অপকার ভিন্ন কিছুমাত্র উপকার নাই। তাঁহার সময়ে যে প্রকার পুরাণ প্রচলিত ছিল, তিনি তাহারই তদনুযায়ী লক্ষণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ যদি পূর্ব্বে পুরাণের ঐ পঞ্চ লক্ষণ সর্ব্ববাদি-সম্মত না হইত, তবে অধুনাতন পুরাণকর্ত্তারা তাহার প্রতিবাদ করিতে ত্রুটি করিতেন না। প্রত্যুত, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি কয়েক পুরাণে ঐ পঞ্চ লক্ষণ উদ্ধৃত বা উল্লিখিত হইয়াছে †। অতএব অধুনাতন পুরাণ সকল সঙ্কলিত বা রচিত হইবার পূর্ব্বকার পুরাণ সমুদয় পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত অন্যরূপ পুরাণ ছিল এরূপ মীমাংসা করা কোন মতেই যুক্তি-বিরুদ্ধ নয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকর্ত্তা স্বপ্রণীত পুরাণানুযায়ী লক্ষণ কল্পনা করিলেন এবং পূর্ব্ব পরম্পরা ক্রমে পুরাণের যে পঞ্চ লক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার কোন প্রকার মীমাংসা করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এইরূপ একটি কল্পিত কথা লিখিলেন যে, উপপুরাণ সকল পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত, আর মহাপুরাণ সকল দশাধিক-লক্ষণযুক্ত। কিন্তু এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ উপপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অমরকোষোক্ত পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত হওয়া দূরে থাকুক, অমরসিংহের সময়ে যে সে সকল রচিত হইয়াছিল এমন বোধ হয় না। উপপুরাণ সমুদায় যে উল্লিখিতরূপ পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত নয়, পাঠ করিয়া দেখিলেই তাহা অক্লেশে জানিতে পারা যায়। পুরাণে ঐ পঞ্চলক্ষণের যাহা কিছু আছে, উপপুরাণে তাহাও নাই। এস্থলে সে বিষয়ের দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। একখানি উপপুরাণের

* ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে পুরাণের যে দশ লক্ষণ লিখিত আছে, বিশেষতঃ শ্রীধর স্বামী তাহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা প্রায় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত দশবিধ লক্ষণের তুল্য, কিন্তু তাদৃশ সুস্পষ্ট নয়।

† দশভিৰ্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া॥

নাম কালিকাপুরাণ। তাহার চতুর্থ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত শিবের বিবাহ-মন্ত্রণা, সতীর জন্ম-কথন, সতীর শিবারাধনা ও শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে শিবের সহিত সতীর কৈলাস-গমন ও তাঁহাদিগের নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক-বর্ণন, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান, সেই যজ্ঞে সতীর প্রাণত্যাগ, সতী-শোকে শিবের বিলাপ ও উন্মাদ, সতীর মৃত দেহ খণ্ডন দ্বারা পীঠস্থানের উৎপত্তি ও কামরূপাদি ঐ সমস্ত তীর্থ-ভূমির মাহাত্ম্য-বিবরণ, চতুর্বিংশ অধ্যায়ে শিবের তপস্যাবলম্বন, ব্রহ্মাদি কর্তৃক মায়ার স্তুতি এবং জগৎ-প্রপঞ্চের অসারত্ব চিন্তা করিয়া সার বস্তুতে শিবের চিত্তার্পণ, বত্রিশ অধ্যায় হইতে সাঁইত্রিশ অধ্যায় পর্য্যন্ত মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতার-প্রস্তাব ইত্যাদি শিব, শক্তি ও অন্যান্য দেবতা-প্রসঙ্গেই এই উপপুরাণ পরিপূর্ণ। কল্কি নামে একখানি উপপুরাণের অধিকাংশ বিষ্ণ্বতরণ, কল্কিরূপী বিষ্ণুর জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ, শিব-স্তোত্র, শিব-সমীপে অশ্ব-করবালাদি-প্রাপ্তি এবং বৌদ্ধ, জৈন, ম্লেচ্ছাদির সহিত যুদ্ধ, রাম, পরশুরাম ও কৃষ্ণাবতার-কীর্ত্তন, হরিভক্তির লক্ষণ ইত্যাদি দেব-চরিত ও দেব-ভক্তিরই বিবরণ মাত্র। অপর একখানি উপপুরাণের নাম শিবপুরাণ। তাহা শিব ও শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য ও পূজা-প্রকরণ, নানাপ্রকার শিব-মূর্ত্তি ও শিবোপাখ্যান, শিব-তীর্থ ও যোগ-সাধন ইত্যাদি শিব-মহিমা ও শিবোপাসনা-সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনা বই আর কিছুই নয় *।

এক্ষণে এই পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে যে, পুরাণের ঐ পৃথক্ পৃথক্ দুই লক্ষণ দ্বারা তাহার দুই সময়ের অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে। সৃষ্টি-বিবরণ ও বংশ-বর্ণনা পূর্ব্বকার পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল, আর এক্ষণকার দশ লক্ষণাক্রান্ত পুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারের বিবরণে পরিপূর্ণ। প্রচলিত পুরাণ সমুদায় যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচার উদ্দেশেই বিরচিত, তদীয় বিভাগ-কল্পনাতেও তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশিত রহিয়াছে। কতকগুলি বিষ্ণুপ্রধান, কতকগুলি শক্তি-প্রধান ও অপর কতকগুলি শিব-

---

* নরসিংহাদি দুই একখানি উপপুরাণ অনেকাংশে মহাপুরাণের সদৃশ বলিতে পারা

প্রধান। এখন না অমর-লিখিত পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত পুরাণই বিদ্যমান আছে, না বিষ্ণুপুরাণোক্ত সংহিতাই কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে *, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, কল্পসূত্র, রামায়ণ, মনুসংহিতা প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাচীনতর গ্রন্থে পুরাণ শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার কোন স্থানে পুরাণের সংখ্যা নিরূপিত নাই †। তাহাতে আবার বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে, বেদব্যাস একখানি মাত্র পুরাণসংহিতা প্রস্তুত করেন। অতএব পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতে হইতেছে, তিনি অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ প্রস্তুত করেন এ কথাটি কোনরূপেই সমধিক প্রাচীন নয়। ঐ সমুদায়ের রচনা-সম্পত্তিতে বেদব্যাসের অংশ লক্ষিত হয় না। ঐ অষ্টাদশই যে পুরাণ ও উপপুরাণ সংখ্যার শেষসীমা তাহাও নয়। বর্ত্তমান উপাসক-সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি বা প্রাদুর্ভাব সহকারে তদীয় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে। পশ্চাৎ, বিদ্যমান পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায়ের নামোল্লেখ করা যাইতেছে, পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে ক্রমশঃ উভয়ের প্রত্যেকের সংখ্যা অষ্টাদশ অপেক্ষাও অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

পুরাণ।

১ বিষ্ণুপুরাণ।	৬ বারাহ॥	১১ ভবিষ্য।	১৬ অগ্নি।
২ ভাগবত।	৭ ব্রাহ্ম।	১২ বামন॥	১৭ মৎস্য।
৩ নারদীয়।	৮ ব্রহ্মাণ্ড।	১৩ শিব বা বায়ু।	১৮ কূর্ম্ম॥
৪ গরুড়।	৯ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।	১৪ লিঙ্গ।	১৯ দেবীভাগবত।
৫ পদ্ম।	১০ মার্কণ্ডেয়।	১৫ স্কন্দ।	২০ বহ্নি।
			২১ পূর্ব্বতন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

* ১৮৯ পৃষ্ঠা।

† ফলতঃ সে সমস্ত প্রাচীন পুরাণ অন্যরূপ; তাহা এখন আর স্বতন্ত্র বিদ্যমান নাই। কত সুপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ ও কল্পসূত্রে পুরাণ, ইতিহাস, নারাশংসী, আখ্যান, পুরাণ বেদ, ইতিহাস-বেদ, সর্প-বেদ, পিশাচ-বেদ, অসুর-বেদ* প্রভৃতি যে সমস্ত বিভিন্ন শাস্ত্রের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, এখন আর তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব আছে এমন বোধ হয় না। যদি সে সমুদায় অপর গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, তাহাও সুস্পষ্ট পরিজ্ঞাত হওয়া সুকঠিন।

এই পুরাণ-নামাবলি অনুসারে, পুরাণের সংখ্যা একবিংশতি হয়। অগ্নি ও বহ্নি এই দুইটি এক পর্য্যায়ের শব্দ; কিন্তু অগ্নিপুরাণ ও বহ্নিপুরাণ দুইখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ। পশ্চাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-রচনার সময়-বিবেচনা-স্থলে পূর্ব্বকার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বিষয় লিখিত হইবে। তদ্ভিন্ন, কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ স্কন্দপুরাণের খণ্ড-বিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; যেমন কাশীখণ্ড, উৎকলখণ্ড, কুমারিকাখণ্ড, ভীমখণ্ড, রেবাখণ্ড ইত্যাদি। স্বতন্ত্র স্কন্দপুরাণ বিদ্যমান নাই। পুরাণ অষ্টাদশ এই সংখ্যাটি নিরূপিত হইবার উত্তরকালে, স্বমতানুযায়ী ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচার উদ্দেশে, ঐ সমস্ত পুরাণ অর্থাৎ দেবতা-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্ত্তৃক বিরচিত ও স্কন্দপুরাণের খণ্ড-বিশেষ বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে এইরূপই অনুমান-সিদ্ধ বোধ হয়। কেবল খণ্ড নয়; মাহাত্ম্য নামে স্তূপাকার গ্রন্থ ব্যাস-প্রণীত বিশেষ বিশেষ পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে; যেমন ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া লিখিত অগ্নীশ্বরমাহাত্ম্য, অঞ্জনাদ্রিমাহাত্ম্য, অনন্তশয়ন-মাহাত্ম্য, অদিপুরমাহাত্ম্য, অর্জ্জুনপুরমাহাত্ম্য, কঠোরাগিরিমাহাত্ম্য ও তুঙ্গ-ভদ্রামাহাত্ম্য; অগ্নিপুরাণের অন্তভূত বলিয়া প্রচারিত অর্জ্জুনপুরমাহাত্ম্য ও কাবেরীমাহাত্ম্য; স্কন্দপুরাণের অংশ-বিশেষ বলিয়া উল্লিখিত ইন্দ্রাবতারক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, কদম্ববনমাহাত্ম্য, কমলালয়মাহাত্ম্য, কলসক্ষেত্রমাহাত্ম্য, কান্তেশ্বর-মাহাত্ম্য, কার্ত্তিকমাহাত্ম্য, কুমারক্ষেত্রমাহাত্ম্য, কৃষ্ণমাহাত্ম্য, গোকর্ণমাহাত্ম্য, চিদম্বরমাহাত্ম্য, ঐরাবতক্ষেত্রমাহাত্ম্য ও ক্ষীরিণিবনমাহাত্ম্য; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় বলিয়া প্রকাশিত গরুড়াচলমাহাত্ম্য, ঘটিকাচলমাহাত্ম্য, আদিরত্নেশ্বরমাহাত্ম্য, তাপসতীর্থমাহাত্ম্য ইত্যাদি। এইরূপ শতাতিরিক্ত বহুসংখ্যক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে *। কিন্তু এই সমুদায় কখন কোন পুরাণের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল না এবং এখনও নাই। দেবীভাগবত ও রেবাখণ্ড প্রত্যেকে অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম লিখিত আছে। কিন্তু ঐ উভয়ে কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ উভয় ঐক্য করিয়া নিম্ন-লিখিত নামগুলি সংগৃহীত হইল।

---

* H. H. Wilson's Mackenzie Collection, 1828, vol. I., pp. 61—91.

উপপুরাণ।

১ সনৎকুমার।	৭ মানব।	১৫ আদিত্য।
২ নরসিংহ বা নৃসিংহ।	৮ ঔশনস।	১৬ মাহেশ্বর।
৩ নারদীয় বা বৃহন্নারদীয়।	৯ বারুণ।	১৭ ভার্গব বা ভাগবত।
৪ শিব।	১০ কালিকা।	১৮ বাশিষ্ঠ।
৫ দুর্বাসস।	১১ শাম্ব।	১৯ ভবিষ্য।
৬ কাপিল।	১২ নন্দি বা নন্দা।	২০ ব্রহ্মাণ্ড।
	১৩ সৌর।	২১ কৌর্ম্ম *।
	১৪ পারাশর।	

ইহা ভিন্ন, ২২ আদি, ২৩ মুদ্গল †, ২৪ কল্কি, ২৫ ভবিষ্যোত্তর ও ২৬ বৃহদ্ধর্ম্ম নামে আর কয়েকখানি উপপুরাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বেদব্যাস অষ্টাদশ উপপুরাণ করেন এই প্রবাদ প্রচলিত হইবার পরেও অনেকগুলি উপপুরাণ রচিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রতিপাদনই যে প্রচলিত পুরাণ সমুদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য, শিবপুরাণ, শৈবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, ভাগবত, দেবীভাগবত প্রভৃতি নামেতেই তাহার স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে বিশেষ বিশেষ পুরাণ বিশেষ বিশেষ দেবতার বিশিষ্টরূপ মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক। বিষ্ণুভাগবতাদি বিষ্ণু-প্রধান ও মৎস্য কূর্ম্ম লিঙ্গাদি শিব-প্রধান। মার্কণ্ডেয়াদি কতকগুলি পুরাণে শক্তি-মাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণিত আছে ‡। পদ্মপুরাণকর্ত্তা অষ্টাদশ পুরাণ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। বিষ্ণু-প্রধান পুরাণগুলি সাত্ত্বিক এবং শিবপ্রধানগুলি তামসিক। তিনি এই শেষোক্ত গুলিকে কেবল

* ব্রহ্মাণ্ড, ভাগবত, ভবিষ্য, কৌর্ম্ম এ গুলি মহাপুরাণ, অথচ আবার উপপুরাণের নামাবলীর মধ্যেও সন্নিবিষ্ট দেখা যাইতেছে। অতএব এ বিষয়ে সাতিশয় গোলযোগ ঘটিয়া রহিয়াছে।

† Mackenzie Collection by H. H. Wilson, 1828, ' ' I., p. 50.

‡ ব্রাহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য ও বামন এই পুরাণগুলির নাম রাজস পুরাণ। এই সমুদায়ে কেবল শক্তি-মাহাত্ম্য নয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি চারি দেবতারই

তামস বলিয়া নিরস্ত হন নাই, সে সমুদায়কে নরক-সাধন বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন।

তথৈব তামসাদেবি নিরয়প্রাপ্তিহেতব:।

শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের ৪৩ অধ্যায়ের বচন।

প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় যদি অমরকোষে লিখিত পঞ্চলক্ষণা-ক্রান্ত না হইল, তবে উহার উত্তরকালীন গ্রন্থ তাহার সন্দেহ নাই। ঐ অভিধানকর্ত্তা অমরসিংহের সময় নিরূপিত হইলেই, ঐ সমস্ত পুরাণ ও উপ-পুরাণের রচনা-কালের এরূপ একটি পূর্ব্বসীমা নির্দ্ধারিত হইবে যে, ঐ সমুদায় তাহার পরে ব্যতিরেকে কোনরূপেই পূর্ব্বে রচিত হওয়া সম্ভব ও সঙ্গত নয়।

বুদ্ধগয়ার একটি বিহারে অর্থাৎ বৌদ্ধ দেবালয়ে খোদিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের নয় জন সভাসদ ছিলেন; তাঁহারা নবরত্ন বলিয়া বিখ্যাত; অমরদেব সেই নবরত্নের এক রত্ন; তিনি একটি অসাধারণ বুদ্ধিশালী প্রধান পণ্ডিত এবং মহারাজের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী ও প্রিয়পাত্র; তিনি এই বিহার প্রস্তুত করেন *। যখন তিনি নবরত্নের এক রত্ন বলিয়া লিখিত হইয়াছেন, তখন তিনিই অভিধানকর্ত্তা অমরসিংহ †। উল্লিখিত লিপি-রচয়িতা লিখিয়াছেন অমরদেবই যে এই বুদ্ধ-নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন এই কথা পণ্ডিতগণকে জানাই-বার উদ্দেশে,আমি প্রস্তরোপরি ১০০৫ দশশত পাঁচ সম্বতের(অর্থাৎ ৯৪৮ নয়শত আটচল্লিশ খৃষ্টাব্দের) চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্থী শুক্রবারে এই পত্র খোদিত করিলাম ‡। অতএব অমরসিংহ ঐ সময়ের পূর্ব্বতন লোক উহা নিঃসংশয় অবধারিত হইতেছে। শ্রীমান্ কনিংহেম্ বুদ্ধগয়ার ঐ বিহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন ¶, চীন দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্থ্সঙ্গ্ ৬২৮ ছয়শত আটাশ খৃষ্টাব্দের পর ও ৬৪৩ ছয়শত তেতাল্লিশ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে উক্ত বিহারই

---

* Asiatic Researches, vol I, p. 286.

† অভিধানকর্ত্তা অমরসিংহ যে বৌদ্ধ ছিলেন, অমরকোষের উপক্রমেই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

‡ Asiatic Researches, vol. I., p. 287.

¶ Colonel A. Cunningham's Archæological Survey Report, published in the Supplementary Number of the Asiatic Society of Bengal for 1863, pp. VII—X

দর্শন করিয়া যান। তিনি দেখেন, ঐ বিহারের বুদ্ধ-প্রতিমা পূর্ব্বমুখে প্রতিষ্ঠিত। এখনও ঐ দেবালয় পূর্ব্বদ্বারীই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি উল্লিখিত বুদ্ধ-প্রতিমার বেদির যেরূপ পরিমাণ দৃষ্টি করেন, কর্ণেল্ কনিংহেম্ তাহা বর্ত্তমান বেদির সহিত বিশেষ বিভিন্ন মনে করেন না। ফাহিয়ন নামে চীন-দেশীয় অন্য এক তীর্থযাত্রী ৩৯৯ তিন শত নিরনব্বই খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক ৪১৪ চারি শত চৌদ্দ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তীর্থ-ভ্রমণ করেন। তাঁহার সময়ে তথায় ঐ বিহার বিদ্যমান ছিল না। অতএব অমরসিংহ খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর পর সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হন্ এইটি প্রতীয়মান হইতেছে। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে*, নবরত্নের অন্য এক রত্ন বরাহ-মিহির শকাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে জীবিত ছিলেন। অমরসিংহ তাঁহার সমকালবর্ত্তী একথাটি কোন মতে অসঙ্গত বোধ হইতেছে না।

পূর্ব্বোক্ত খোদিত লিপিতে অমরও বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন বলিয়া লিখিত আছে। ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য নামে অনেক গুলি রাজা রাজ্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের বিংশ শতাব্দী চলিতেছে, অমর, কালিদাস, বরাহমিহিরাদি নয় জন সুবিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহারই সভাসদ্ ছিলেন এইরূপ প্রবাদ সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু ঐ বরাহমিহিরের সময় নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হওয়াতেই, এই জন-প্রবাদের মুণ্ডোপরি বজ্রাঘাত ঘটিয়াছে। তিনি শকাব্দের পঞ্চম ও ষষ্ঠ এবং খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই †। তবে অমর বরাহমিহিরাদি কোন্ বিক্রমা-দিত্যের সভাসদ্? শক্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য নামে জৈন-সম্প্রদায়ের একখানি গ্রন্থ আছে। কর্ণেল উইল্‌ফোর্ড্ প্রথমে তাহার প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন এবং শ্রীমান্ বেবের্ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মেন অনুবাদ সম্বলিত তাহার সারাংশ-সংগ্রহ প্রচার করিয়া দেন। তাহাতে লিখিত আছে, অন্য এক বিক্রমাদিত্য ৪৬৬ শকাব্দে অর্থাৎ ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন ‡। অতএব তাঁহার সময়ের সহিত অমর ও

---

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

† ঐ ঐ ঐ।

বরাহমিহিরের সময়ের কিছুমাত্র অনৈক্য দেখা যায় না। যখন অধুনাতন পুরাণ সমুদায় অমরসিংহ-লিখিত পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত নয়, তখন সে সমুদায় অর্থাৎ প্রচলিত অষ্টাদশাধিক পুরাণ ও উপপুরাণ তাঁহার সময়ের অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তর কালে লিখিত হয় ইহা অক্লেশেই অঙ্গীকার করিতে পারা যায়। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিদূন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে * তিথিতত্ত্বের দুর্গোৎসব-প্রকরণে অষ্টাদশ পুরাণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন ও ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে অনেকানেক পুরাণের বচনও উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষ বিশেষ প্রকরণে যে সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ-সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান পুরাণ ও উপপুরাণেরই নাম †। সুতরাং বলিতে হয়, অমরসিংহের উত্তরকালে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর পর এবং রঘুনন্দনের সময়ের অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ঐ সমুদায় গ্রন্থ প্রস্তুত হয় তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ সে সমুদায় যে অমরের অনেক পরে সঙ্কলিত ও বিরচিত হইয়াছে ইহা পশ্চাৎ কিছু কিছু প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্রাহ্মপুরাণ।—ব্রাহ্মপুরাণের বিংশ অবধি ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তীর্থ-বিবরণ এবং উৎকল-মাহাত্ম্য, শিব, সূর্য্য ও বিষ্ণুর মহিমা ও তাহার আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক উপাখ্যানের বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে শিব, সূর্য্য ও জগন্নাথের মন্দিরের বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে। ঐ সকল দেবালয়ে খোদিত আছে, শিব-মন্দির খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে, সূর্য্য-মন্দির খৃষ্টাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ও জগন্নাথের মন্দির খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয় ‡। এই পুরাণানুসারে,

---

* চৈতন্য, রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি এই তিন জন সহাধ্যায়ী ছিলেন এইরূপ পরম্পরাগত প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাঁহারা নবদ্বীপ-সন্নিহিত বিদ্যানগর গ্রামে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চৈতন্য ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৫৫ শকে প্রাণত্যাগ করেন।—এই পুস্তকের প্রথম ভাগ, চৈতন্য-সম্প্রদায়, ১৫১ পৃষ্ঠা।

† যেমন তিথিতত্ত্বের দুর্গোৎসব-প্রকরণে মার্কণ্ডেয়, দেবী, কালিকা, লিঙ্গ, বিষ্ণু, মৎস্য, ভবিষ্য, ব্রহ্ম, বরাহ, স্কন্দ ও কূর্ম্ম পুরাণ; শ্রাদ্ধতত্ত্বের দর্ভপ্রকরণে ব্রহ্ম ও বায়ুপুরাণ; অনুজ্ঞা-প্রকরণে ব্রহ্মাণ্ড ও গরুড়পুরাণ; আহ্নিকতত্ত্বের দ্বিতীয়যামার্দ্ধকৃত্য-প্রকরণে নন্দি, মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণ; প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে নারদীয়, বরাহ, ব্রহ্ম ও স্কন্দপুরাণ ইত্যাদি।

‡ Account of Orissa Proper, or Cuttack, by A. Stirling : Asiatic

ঐ শিবক্ষেত্রের নাম একাম্রকানন। এক্ষণে উহা ভুবনেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উৎকলাধিপতি ললিত ইন্দ্র কেশরী ৬৫৭ ছয় শত সাতান্ন খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানের বৃহৎ শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথের মন্দির ১১৯৮ এগারশ আটানব্বই খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। উৎকলের অন্তঃপাতী কনার্ক নামক স্থানে একটি সূর্য্যমন্দির বিদ্যমান আছে; লঙ্গোর নরসিংহ দেও ১২৪১ বার শত একচল্লিশ খৃষ্টাব্দে তাহা নির্ম্মাণ করান। অতএব যখন ব্রাহ্মপুরাণে ঐ সকল দেবালয়ের প্রসঙ্গ ও বৃত্তান্ত রহিয়াছে, তখন এই পুরাণ খৃষ্টীয় অব্দের ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রস্তুত হয় নাই ইহা সহজেই জানিতে পারা যাইতেছে।

পদ্মপুরাণ।—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দক্ষিণাপথের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গ ও বেঙ্কটাদ্রি নামক দুই স্থানের বিষ্ণু-মন্দির* ও তুঙ্গভদ্রা নদী-তীরস্থ হরিপুর নগরের প্রসঙ্গ আছে। এই পুরাণে বেঙ্কটাদ্রির তিলক-মৃত্তিকা অতিমাত্র প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

আদায় পরয়া ভক্ত্যা বেঙ্কটাদ্রৌ হ্রদে মৃদম্।
ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি হরিসালোক্যসিদ্ধয়ে॥

উত্তরখণ্ড।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত রামানুজ-সম্প্রদায়ের বিবরণ-মধ্যে দেখিতে পাইবে, ঐ বেঙ্কটাদ্রির মন্দির প্রথমে শিবালয় ছিল, রামানুজ খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে তাহাতে বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন†। নানাপ্রমাণানুসারে, হরিপুরের অন্য একটি নাম বিজয়নগর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। চিত্রদুর্গের পিত্তলপত্রে এই প্রকার খোদিত আছে ও এরূপ প্রবাদও প্রচলিত রহিয়াছে যে, দক্ষিণাপথের অন্তর্গত রাজ্য-বিশেষের অধীশ্বর হরিহর ও বুকরায় খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই নগর পত্তন করেন। হরিহরেরই নামানুসারে হরিপুর নামটি উৎপন্ন হইয়া থাকিবে‡। অতএব এই পুরাণের অনেক অংশ ঐ

---

* মান্দ্রাজের প্রায় ত্রিশ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে বেঙ্কটগিরি এবং শ্রীরঙ্গ ত্রিচীনপল্লির অন্তর্গত তীর্থ-স্থান-বিশেষ।

† এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিবরণের ৮ পৃষ্ঠা।

‡ Asiatic Researches Vol. IX. PP. 413—423. H. H. Wilson's Sans-

সময়ের পরে বিরচিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। ইহার উত্তরখণ্ডের মধ্যে রামানুজ প্রভৃতি চারিটি প্রধান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নামও উল্লিখিত আছে।

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীমাধ্বী রুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥

শব্দকল্পদ্রুমের সম্প্রদায় শব্দে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় বচন।

এই চারিটি সম্প্রদায় রামানুজ* বল্লভাচারী, নিমাৎ ও মধ্বাচারী†। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে দেখিতে পাইবে, সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক রামানুজ খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে, মধ্বাচারী উহার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং বল্লভাচারী উহার ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন‡। তদনুসারে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীর পরে বিরচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়ঐ। খণ্ডে শৈব বৈষ্ণবের বিবাদ-সূচক বিস্তর কথা আছে। দক্ষিণাপথে প্রচলিত নানা বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, খৃষ্টাব্দের একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে অথবা তাহার কিছু অগ্র পশ্চাৎ এই বিষময় বিসম্বাদ সংঘটিত হয়§। এই সমস্ত যুক্তি অনুসারেও, এই পুরাণের অথবা ইহার এই খণ্ডের পূর্ব্বোক্ত রচনা-কালই নির্দ্ধারিত হইতেছে। শ্রীমান্ হ, হ, উইল্‌সন্ লিখিয়া গিয়াছেন, এই পুরাণের কোন স্থল খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর অপেক্ষা প্রাচীন নয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।—পূর্ব্বে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামে একখানি পুরাণ প্রচলিত ছিল; মৎস্যপুরাণে তাহার নিম্নলিখিত লক্ষণ লিখিত আছে।

রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যত্।
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্।

---

* শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় বচন-বিশেষে রামানুজের নাম স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পুস্তকের প্রথম ভাগের ১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† এই পুস্তকের প্রথম ভাগ, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, ৪ পৃষ্ঠা।

‡ এই পুস্তকের প্রথম ভাগ, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, ৬, ১১৬ ও ১২৭ পৃষ্ঠা।

§ Mackenzie Collection, Introduction, pp. LXII and LXIII. H. H.

যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে॥

যে পুরাণ সাবর্ণি নারদ-সমীপে কীর্ত্তন করেন এবং যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য, রথন্তর কল্পের বৃত্তান্ত ও বারম্বার ব্রহ্মবরাহের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক বিশিষ্ট পুরাণকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলে।

কিন্তু এক্ষণে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বিদ্যমান আছে, তাহাতে না রথন্তর কল্পই আছে, না ব্রহ্মবরাহের বৃত্তান্তই দৃষ্ট হয়, না তাহা সাবর্ণি ঋষি কর্ত্তৃকই কথিত হইয়াছে। এখানি একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ; রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা ও তদীয় যুগলরূপের উপাসনা-বৃত্তান্তেই পরিপূর্ণ। হিন্দুধর্ম্মের এই অঙ্গটি অত্যন্ত আধুনিক ও সুতরাং এই পুরাণের বয়ঃক্রমও সেইরূপ। ভাগবতে রাধার নাম গন্ধ কিছুই নাই। এই কৃষ্ণলীলা-প্রধান বৈষ্ণব-পুরাণ রচনার সময়ে তাঁহার উপাখ্যান প্রচারিত থাকিলে, ইহাতে তাহা সন্নিবেশিত না হওয়া কোন মতেই সম্ভব ও সঙ্গত নয়। অতএব রাধা-সংক্রান্ত কথা গুলি এই পুরাণ অপেক্ষা আধুনিক। কিছু পরেই দৃষ্ট হইবে, ভাগবতের বয়ঃক্রম এখন ন্যূনাধিক ছয় শত বৎসর। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ তদপেক্ষা অপ্রাচীন। বল্লভাচারী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতেই রাধাকৃষ্ণের এইরূপ উপাসনা প্রচারিত হয়। বল্লভাচার্য্য শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সবিশেষ যত্ন-সহকারে ঐ মত প্রচার করেন।* অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ তদপেক্ষা অপ্রাচীন। এই পুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১২৭ অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ-কথন-চ্ছলে ম্লেচ্ছ রাজার অধিকার †, লোকের ম্লেচ্ছাচার-অবলম্বন ‡, দেবতা ও বর্ণ-বিচারে অনাস্থা ও হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অন্য অন্য কতকগুলি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি মোসলমানদের ভারতবর্ষাধিকার-প্রবর্ত্তন ও তাহার উত্তরকালীন হিন্দু-

---

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত বল্লভাচারি-সম্প্রদায়-বিবরণের ১২৭ পৃষ্ঠা।

† জাতিহীনা জনাঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছো ভূপো ভবিষ্যতি।
কৃষ্ণজন্মখণ্ড। ১২৭। ২৫।

‡ শালগ্রামং চ তুলসীং কুশং গঙ্গোদকং তথা।

সমাজের বর্ণনা বই আর কিছু বোধ হয় না। ঐ সময়ে ভারতবর্ষীয় অনেক লোকে মোসলমান্ ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয় ও প্রদেশ-বিশেষে বর্ণবিচার-বিরুদ্ধ আচার ব্যবহারও প্রচলিত হইয়া যায়। ঐ সময়ে প্রবর্ত্তিত অনেকানেক উপাসক-সম্প্রদায়েও বর্ণভেদ-ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের দিল্লি প্রভৃতি নানাস্থানে অদ্যাপি "পানপানির বিচার নাই" একথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। ঐ অঞ্চলের হিন্দুরা নিজ বাটিতে তাজিয়া অর্থাৎ গোয়ারা করে, পূর্ব্বকৃত মানসিক অনুসারে মহরমের সময় ফকির হয় ও মোসলমান্ ধর্ম্মোচিত অন্য অন্যরূপ অনুষ্ঠানও করিয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উল্লিখিত অধ্যায়ে হিন্দুদের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পিতা, মাতা ও গুরুর প্রতি অসদ্-ব্যবহার ইত্যাদি কতকগুলি দুর্নীতির বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। তাদৃশ অধর্ম্মাচরণ ভারতবর্ষে মোসলমান্ রাজাদের অধিকার-সময়ে সমধিক প্রচলিত হয় *। কবীর খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি নিজ সময়ে বিদ্যমান কত লোকের অবিকল ঐরূপ ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।	কবীর-কৃত ভজন।
भृत्यवत्ताड़येत्तातं पुत्रः शिष्यस्तथा गुरुम्।	कहु सतावे माता पिता गुरु तिया बुलायके।
পুত্র পিতাকে এবং শিষ্য গুরুকে ভৃত্যের ন্যায় তাড়না করিবে।	কেহবা দার পরিগ্রহ করিয়া পিতা মাতা ও গুরুকে পীড়ন করে।

কৃষ্ণজন্মখণ্ডের উল্লিখিত অধ্যায় ও কবীরের গ্রন্থে †। ভারতবর্ষীয় লোকের এইরূপ নানাপ্রকার কুচরিত্র-বর্ণনার অতিমাত্র সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত ম্লেচ্ছ রাজা মোসলমান্ রাজা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ইহা হইলে, ভারতবর্ষে মোসলমান্-অধিকার

---

* এই পুস্তকের দশনামি-সম্প্রদায়-বিবরণে অধিকতর পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষীয় লোকের চরিত্র বিষয় দেখ।

† এই পুস্তকের প্রথম ভাগের কবীরপন্থি-বিবরণের ৫৫ ও পরিশিষ্টের ২০৭ ও ২০৮

বিস্তৃত ও বদ্ধমূল হইবার পর, বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বিরচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

স্কন্দপুরাণ।—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ স্কন্দপুরাণের খণ্ড-বিশেষ বলিয়া প্রচলিত আছে; যেমন কাশিখণ্ড, উৎকলখণ্ড, রেবাখণ্ড, ব্রহ্মোত্তরখণ্ড ইত্যাদি। উৎকলখণ্ডে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র ও ভুবনেশ্বর শিবের মন্দিরাদির বর্ণন আছে। ঐ দুই মন্দির খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ ও সপ্তম শতাব্দীতে প্রস্তুত হয় ইহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে *। অতএব ঐ খণ্ড খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দী অপেক্ষাও আধুনিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

কূর্ম্মপুরাণ।—কূর্ম্মপুরাণে ভৈরব, বাম, যামল প্রভৃতি তন্ত্র-শাস্ত্রের উল্লেখ আছে।

एवं सम्बोधितो रुद्रो माधवेन मुरारिणा।
चकार मोहशास्त्राणि केशवोऽपि शिवेरितः॥
कापालं नाकुलं वामं भैरवं पूर्ब्बपश्चिमम्।
पञ्चरात्रं पाशुपतं तथान्यानि सहस्रशः॥

কূর্ম্মপুরাণ। ১৪ অধ্যায়।

শিব বিষ্ণু কর্তৃক এইরূপ সম্বোধিত ও বিষ্ণু শিব কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া কাপাল, নাকুল, বাম, পূর্ব্ব পশ্চিম ভৈরব, পঞ্চরাত্র, পাশুপত এবং অন্য সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র রচনা করেন।

এই পুরাণের বচনান্তরেও যামল, করাল, ভৈরব প্রভৃতি তন্ত্রের নাম আছে। তন্ত্র-শাস্ত্র সমধিক প্রাচীন নয়। ঐ শাস্ত্রের মধ্যেই উহা যে কলিযুগের শাস্ত্র বলিয়া লিখিত আছে † এ কথাটিও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহার আধুনিকত্বের পরিচায়ক বিবেচনা করিতে পারেন। অমরসিংহ স্বর্গবর্গের মধ্যে যে স্থলে ভিন্ন

---

* ২০৯ পৃষ্ঠা।

† निर्वीर्य्याः श्रौतजातीया विषहीनोरगा इव।
सत्यादौ सफला आसन् कलौ ते मृतका इव॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

ভিন্ন সংস্কৃত শাস্ত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তথায় তন্ত্রের নাম সন্নিবেশিত নাই *। ঐ শাস্ত্র সে সময়ে প্রচলিত থাকিলে, তাহা না থাকা কোন রূপেই সম্ভব ও সঙ্গত হইত না। তিনি খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব উল্লিখিত যামল ভৈরবাদি তন্ত্র-শাস্ত্র তদপেক্ষা অনেক অপ্রাচীন। সুতরাং কূর্ম্মপুরাণও সেইরূপ নব্য গ্রন্থ বলিতে হয়। খৃষ্টাব্দের অষ্টম বা নবম শতাব্দীর পর বিরচিত বা সঙ্কলিত বিষ্ণুপুরাণের † তৃতীয় অংশের ষষ্ঠাধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত শাস্ত্রের নাম নির্দ্দেশিত আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে তন্ত্রের নাম বিদ্যমান নাই। এই সমস্ত যুক্তি অনুসারে, তন্ত্রের বয়ঃক্রম সহস্র বৎসর অপেক্ষা বড় অধিক হওয়া সম্ভব নয়। অনেক তন্ত্র যে বাঙ্গালা দেশেই প্রবর্ত্তিত হয়, উহার মধ্যেই সে বিষয়ের বহুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। কামধেনু ও বর্ণোদ্ধার তন্ত্রে বর্ণ সমুদায়ের যেরূপ বর্ণন আছে, তাহা বাঙ্গালা অক্ষরের বিষয়েই অধিক সঙ্গত হয়। কেবল বর্ণনা কেন? তন্ত্র-বিশেষে বর্ণোচ্চারণের যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা বাঙ্গালা-দেশীয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালা-দেশীয় অর্থাৎ বাঙ্গালার পূর্ব্ব-খণ্ডবাসী পণ্ডিতেরা যেরূপ উচ্চারণ করেন, উহাতে সেইরূপই ব্যবস্থিত হইয়াছে।

चुतुर्य्यध्वनितामिति यादिस्थे परमेश्वरि।
पुतुर्य्यध्वनितामिति वादिस्थे तु विशेषत:॥

বরদাতন্ত্র। দশম পটল।

হকার যদি যকারের পূর্ব্বে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার উচ্চারণ ঝকারের সদৃশ হইবে, (যেমন উহ্য, বাহ্য ইত্যাদি)। আর বকারের পূর্ব্বস্থিত হইলে, ভকারের ন্যায় উচ্চারিত হইবে; (যেমন আহ্বান)।

---

* অমরকোষের অন্তর্গত নানার্থের মধ্যে তন্ত্র শব্দ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু তাহা অর্থ তন্ত্র-শাস্ত্র নয়; প্রধান, সিদ্ধান্ত, পরিচ্ছদ ও সূত্রবাপ অর্থাৎ তাঁত।

"तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवापे परिच्छदे।"

যদি গ্রন্থকারের সময়ে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহা অবশ্যই অবশ্য লিখিতেন তাহার সন্দেহ নাই। অতএব অমর সিংহের সময় পর্য্যন্ত ঐ শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় নাই ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইল।

যকারস্য তৃতীয়ত্বং পদাদৌ সর্ব্বদা ব্রজেৎ।
কেয়ূরাদাবপি তথা অন্যত্র কণ্ঠমাশ্রগঃ॥

বরদাতন্ত্র, দশম পটল ও প্রপঞ্চসার, তৃতীয় পটল।

পদের প্রথমে যকার থাকিলে, জকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়; (যেমন যদি, যব ইত্যাদি)। কেয়ূরাদি শব্দস্থিত যকারেরও ঐরূপ উচ্চারণ হয়। অন্য অন্য স্থলে ইহা কণ্ঠদেশ হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

যে প্রিন্সেপ সাহেব অতি প্রাচীন অপ্রচলিত অক্ষরে খোদিত অশোকরাজার অনুশাসন-পত্রের অর্থোদ্ভেদ করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া যান, তিনি নানা সময়ের খোদিত লিপির বর্ণাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া নির্দ্ধারণ করেন, খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালা অক্ষর প্রচলিত হয় *। অতএব কামধেনু, বর্ণোদ্ধার, বরদা, প্রপঞ্চসার ও সেই সমুদায়ের সমকালবর্ত্তী ও তাহার উত্তরকালে বিরচিত অন্য অন্য বহুতর তন্ত্রশাস্ত্র ঐ সময়ের পর প্রস্তুত হয় তাহার সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতেরা কেয়ূরকে কেজুর এবং আহ্বানকে আভ্‌ভান বলিয়া উচ্চারণ করেন। অতএব এইরূপ উচ্চারণ-বিধায়ক বরদাতন্ত্র, প্রপঞ্চসার ও তাদৃশ অন্য অন্য তন্ত্র বাঙ্গালার পূর্ব্ব-খণ্ডে বিরচিত হইয়াছে ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না। ঐ অঞ্চলে তান্ত্রিক ক্রিয়ারও অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ অনেক অনেক তন্ত্র যে ঐ প্রদেশে বিরচিত হয় ইহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভব ও সঙ্গত। বাঙ্গালা ভাষার সহিত সংস্কৃত-বিভক্তি সংযোগ করিলে যেরূপ হয়, তন্ত্রের কোন কোন স্থলের ভাষা প্রায় সেইরূপ। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ইহার কোন নিদর্শনই লক্ষিত হয় না। অতএব বাঙ্গালা দেশে প্রস্তুত ঐ সমস্ত তন্ত্র-গ্রন্থ ঐ সময়ের অপেক্ষা প্রাচীনতর হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু উহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে ঐ শাস্ত্র একেবারে প্রচারিত ছিল না এরূপও বলিতে পারা যায় না। নবদ্বীপ-নিবাসী রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিদূন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তিথিতত্ত্বের অন্তর্গত দুর্গোৎসব-প্রকরণে ও মলমাস-তত্ত্বের অন্তর্ভূত দীক্ষা-প্রকরণে মৎস্যসূক্ত, বারাহীতন্ত্র, করাল, ভৈরব, যামল ও

---

* Useful tables by James Prinsep on Journal of the Asiatic Society of

বীরতন্ত্র এবং জ্ঞানমালা, তত্ত্বসার, সারসংগ্রহ, প্রয়োগসার, মন্ত্রমুক্তাবলী প্রভৃতি বিবিধ তন্ত্র-সংগ্রহের নামোল্লেখ বা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন *। অতএব ন্যূন কল্পে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে অনেকগুলি তন্ত্র গ্রন্থ প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। গাজিপুরের কীর্ত্তিস্তম্ভে ন্যূনাধিক আট শত বৎসর পূর্ব্বে অথবা তাহারও পরে খোদিত লিপি-বিশেষে তন্ত্রের নাম বিনিবেশিত আছে †। ঐ শব্দটি তন্ত্র-শাস্ত্র-বাচক হইলে, সে প্রদেশে ঐ শাস্ত্র ঐ সময়ে প্রচারিত ছিল বলিতে হয়। কিন্তু কোন কোন তন্ত্র আবার অতীব আধুনিক; এমন কি, এক শতাব্দী অপেক্ষা অধিক প্রাচীন নয়। একখানি তন্ত্রে ভবিষ্যৎ-কথা কীর্ত্তন-চ্ছলে লণ্ডন নগর ও লণ্ডন-বাসী ইংরেজদের নাম পর্য্যন্ত বিনিবেশিত হইয়াছে ‡। পাঠ করিলে অক্লেশেই বুঝিতে পারা যায়, ঐ তন্ত্র ইংরেজদের ভারতবর্ষাধিকার-প্রবর্ত্তনের উত্তরকালে বিরচিত হয়।

> पूर्व्वाम्नाये नवशतं षडशीति प्रकीर्त्तिताः।
> फिरिङ्गिभाषया मन्त्रास्तेषां संसाधनात् कलौ॥
> अधिपा मण्डलानाञ्च संग्रामेष्वपराजिताः।
> इंरेजा नवषट् पञ्च लण्ड्रजाश्चापि भाविनः॥

শব্দকল্পদ্রুমের হিন্দু শব্দে ধৃত মেরু তন্ত্রের ত্রয়োবিংশ প্রকাশের বচন।

পূর্ব্বাম্নায়ে ফিরিঙ্গি-ভাষায় বিরচিত নয় শত ছিয়াশীটি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। লণ্ডন-নগর-জাত পাঁচশত উনসোত্তর জন ইংরেজ সেই সমস্ত মন্ত্র সাধন পূর্ব্বক যুদ্ধজয়ী হইয়া বহু রাজ্যের অধীশ্বর হইবে।

যাহা হউক, যখন অমরকোষ ও বিষ্ণুপুরাণে সংস্কৃত শাস্ত্রের নামাবলির মধ্যে তন্ত্র-শাস্ত্রের নাম সন্নিবিষ্ট নাই, তখন উহার বয়ঃক্রম সহস্র বৎসর অপেক্ষা

---

* ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের প্রথম ভাগের ৪৪ ৪৫ ও ৪৫৩—৪৫৫ পৃষ্ঠা।

† ঐ লিপির মধ্যে স্কন্দগুপ্ত তন্ত্রবিদ্যাদর্শী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।
"तान्त्रघीदर्ग्मिकीर्त्तिः।"—The Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol VI, p. 5.

‡ লণ্ডন নগরের ফরাসী নাম (Londres) লন্দ্রে বা লঁদ্র। তন্ত্রকার তদনুসারে [illegible] ঐ নামের বর্ণ-বিন্যাস করিয়াছেন দেখা যাইতেছে। উচ্চারণ জানিতে

অধিক হওয়া বিবেচনা-সিদ্ধ হয় না। সুতরাং যে কূর্ম্মপুরাণে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের নাম উল্লিখিত আছে, তাহাও তদপেক্ষা অপ্রাচীন বই প্রাচীন হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নয়।

বিষ্ণুপুরাণ।—বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বৌদ্ধ ও অর্হত অর্থাৎ জৈন সম্প্রদায় সংক্রান্ত একটি উপাখ্যান আছে। ঐ উপাখ্যানটি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের নিন্দা ও বিদ্বেষ-সূচক। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখানে প্রচলিত না থাকিলে, তাদৃশ বদ্ধ-মূল বিদ্বেষ-প্রকাশক উপাখ্যান-বিশেষ কল্পনা করা সম্ভব বোধ হয় না। বৌদ্ধেরা খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতেও ভারতবর্ষের কোন কোন স্থলে বিদ্যমান ছিল তাহাব সন্দেহ নাই। অতএব বিষ্ণুপুবাণ অথবা তাহার এই সকল স্থল উক্ত সময়ের পূর্ব্বে বিরচিত হয়।

অন্যান্য কতকগুলি পুরাণের ন্যায় বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ কথন-চ্ছলে মৌর্য্য, সুঙ্গ, কণ্ব, অন্ধ্রাদি রাজবংশের প্রসঙ্গ আছে। এই সমস্ত বংশাবলী যে মনঃকল্পিত নয়, নানাস্থলে লব্ধ মুদ্রা ও খোদিত লিপিতে তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। মৌর্য্য-রাজ্য-প্রবর্ত্তক চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টাব্দের ৩১২ তিনশত বার বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন ইহা গ্রীক্ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ-প্রমাণে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে। মৌর্য্যবংশীয় রাজারা ১৩৭ একশত সাইত্রিশ, সুঙ্গবংশীয়েরা ১১২ একশত বার, কণ্ব-বংশীয়েরা ৪৫ পঁয়তাল্লিশ ও অন্ধ্রবংশীয়েরা ৪৩৬ চারিশত ছত্রিশ বৎসর মগধ রাজ্যে রাজত্ব করেন *। এই লিপি অনুসারে, ঐ চারি বংশের রাজত্ব-কাল ৭৩০ সাত শত ত্রিশ বৎসর হয়। চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে গণনা করিয়া দেখিলে, ৪১৮ চারি শত আঠার খৃষ্টাব্দে অন্ধ্রবংশীয় রাজাদের রাজ্যাধিকার নিঃশেষিত হইয়া যায়।

---

* বায়ু, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে অন্ধ্রবংশীয় ত্রিশ জন রাজা ৪৫৬ চারিশত ছাপ্পান্ন বৎসর রাজত্ব করেন এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু ঐ প্রত্যেক পুরাণে উল্লিখিত সমস্ত নৃপতি নাম গণিয়া দেখিলে, ত্রিশ অপেক্ষা অনেক ন্যূন হয়। মৎস্যপুরাণে উনত্রিশ জন রাজা প্রত্যেকের নাম ও রাজত্ব-কাল বিশেষরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সেই সমস্ত রাজত্ব-কালে

চারি বংশের রাজত্বকাল..১৩০

চন্দ্রগুপ্তের সময়..খৃ, পূ, ৩১২

খৃষ্টাব্দ ৪১৮

অন্ধ্রবংশীয় দুইটি রাজার নাম যজ্ঞশ্রী ও পুলিমান্ *। মৎস্যপুরাণে এই শেষোক্ত নামটি পুলোমান্ বলিয়া লিখিত আছে। চীন গ্রন্থকারেরাও এই দুইটি নরপতির নাম লিখিয়া গিয়াছেন; তদনুসারে, যজ্ঞশ্রী ৪০৮ চারিশত আট ও পুলোমান্ ৬২১ ছয় শত একুশ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। যজ্ঞশ্রীর সময় বিষয়ে পুরাণ ও চীন গ্রন্থের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যাইতেছে। পুলোমার বিষয়ে যে প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা পুরাণ-সংগ্রহ-কারদের ভ্রমপ্রমাদ জন্য সংঘটিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু পুরাণ-শাস্ত্রোক্ত ও চীন-গ্রন্থলিখিত পুলোমা যে এক ব্যক্তি, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। চীন গ্রন্থকার পুলোমার রাজধানী কুসুমপুর ও পাটলিপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উহা যে মগধ রাজ্যের রাজধানী ছিল, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব বিষ্ণুপুরাণে খৃষ্টাব্দের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এই পুরাণে শক যবনাদি ম্লেচ্ছ জাতীয়দের ভারতবর্ষীয় রাজত্বেরও প্রসঙ্গ আছে †। শকাদি কতকগুলি অসভ্য জাতীয় লোকে খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করে ইহা স্থলান্তরে লিখিত হইয়াছে ‡। পশ্চাৎ গুপ্তনামক রাজবংশের বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে।

অনুগঙ্গাপ্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি।

বিষ্ণুপুরাণ। ৪। ২৪। ১৮।

---

* ততশ্চ গোমতীপুত্রঃ, তৎপুত্রঃ পুলিমান্, তস্যাপি শাতকর্ণী শিবশ্রীঃ, ততঃ শিবস্কন্ধঃ, তস্মাৎ যজ্ঞশ্রীঃ।

তাঁহার (অর্থাৎ শিবস্বাতির) পুত্র গোমতীপুত্র, গোমতীপুত্রের পুত্র পুলিমান্, পুলিমানের পুত্র শিবশ্রী শাতকর্ণী, শিবশ্রীর পুত্র শিবস্কন্ধ, শিবস্কন্ধের পুত্র যজ্ঞশ্রী।

† "ততঃ পৌড়শ্চ শকাভূভুজো ভবিতারঃ। ততশ্চ অষ্টৌ যবনাঃ চতুর্দ্দশ তুখারাঃ" ইত্যাদি।

মগধ-দেশীয় গুপ্তবংশীয়েরা গঙ্গা নদীর সমীপে প্রয়াগ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিবেন।

তাঁহারা খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর পর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন*। অতএব এই পুরাণ অথবা ইহার যে অংশে তাঁহাদের প্রসঙ্গ আছে, তাহা তদপেক্ষা অপ্রাচীন। ইহার কিছু পরেই লিখিত আছে, ম্লেচ্ছাদি নিকৃষ্ট জাতীয়েরা সিন্ধুতট, দার্ব্বিক-ভূমি, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর দেশ ভোগ করিবেন।

সিন্ধুতট-দাৰ্ব্বিকোৰ্ব্বী-চন্দ্ৰভাগা-কাশ্মীরবিষয়ান্ ব্রাত্যা ম্লেচ্ছাদয়: শূদ্রা: ভোক্ষ্যন্তি।

বিষ্ণুপুরাণ। ৪।২৪।১৮।

ব্রাত্য শূদ্র ও ম্লেচ্ছাদি জাতীয়েরা সিন্ধুতট, দার্ব্বিকভূমি, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর দেশ ভোগ করিবেন।

এই ম্লেচ্ছ শব্দ মোসল্‌মান হওয়াই সম্ভব। মোসল্‌মানেরা প্রথমে খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে পঞ্জাব দেশ আক্রমণ করে এবং ঐ শতাব্দীর শেষে অথবা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহার কিয়দংশ অধিকার করিয়া থাকে চীনদিগের গ্রন্থ-বিশেষে লিখিত আছে, আরবীয়দের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই কাশ্মীরের রাজা ৭১৩ সাত শত তের খ্রীষ্টাব্দে চীন-দেশীয় নৃপতির সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠান। অতএব বিষ্ণুপুরাণ অথবা তাহার উল্লিখি স্থল সমুদয় খৃষ্টাব্দের অষ্টম বা নবম শতাব্দীর পর বিরচিত হয় বলিতে হইবে।

বায়ু, মৎস্য ও ভাগবত পুরাণ।—সর্ব্বাপেক্ষা বায়ু‡ পুরাণে পঞ্চ-লক্ষণাক্রা

---

* Asiatic Researches, vol. XVII. pl I fig. 5,7,13 and 19; Journal the Asiatic Society of Bengal, Vol. III., pp. 262 and 339; Vol. V., 661; Vol. VI., pp I—17, 451—458 and 970—980; Vol. VII., pp. and 634 &c. Arina Antiqua, by H. H. Wilson. 1841 pp. 419, 422, 4 427, 410 &c.

† Wilson's Vishnu Purana, 1840, pp, 473—481 দেখ।

‡ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত পুরাণ-নামাবলীর মধ্যে কোন স্থলে বায়ু বা বায়বীয় এবং ে স্থলে বা তৎপরিবর্ত্তে শিব বা শৈব পুরাণের নাম সন্নিবেশিত আছে। ঐ উভয়ই এক পুরাণের ন

চতুর্থং বায়ুনা প্রোক্তং বায়বীয়মিতি স্মৃতম্।

শিবভক্তিসমাযোগাচ্ছৈবং তচ্চাপরাখ্যয়া॥

পুরাণের সমধিক লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার বিভাগের নাম পাদ। কেবল প্রাচীন গ্রন্থেই এই বিভাগসংজ্ঞাটি দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব এটিও ঐ পুরাণের প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। এই পুরাণখানি অন্যান্য সমুদায় পুরাণ অপেক্ষা পূর্ব্বতন বলিয়া অনুমিত হইলেও, ইহাতে এবং মৎস্য ও ভাগবত* পুরাণে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণোক্ত সমস্ত বংশাবলির বিবরণ ও শক যবনাদির রাজত্ব-প্রসঙ্গ বিদ্যমান আছে। অতএব এই সমস্ত পুরাণ বা এই সমুদায়ের ঐ সকল স্থল তাদৃশ অপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ভাগবতে যখন ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক সিন্ধুতট, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীরমণ্ডলাধিকারের প্রসঙ্গ আছে † তখন পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ঐ পুরাণ খৃষ্টাব্দের অষ্টম বা নবম শতাব্দীর পরে রচিত বলিতে হইবে। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে ঐ পুরাণ উহারও অনেক পরে প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ক্রমশঃ তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

রচনা-প্রণালী বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণু ও বায়ুপুরাণাদির সহিত ভাগবতের বিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। উহার ভাষা কোন মতেই প্রাচীন নয়। হিন্দুসমাজে ভাগবত ও মহাভারত এক গ্রন্থকারেরই প্রণীত বলিয়া প্রচলিত আছে। কিন্তু উভয়ের ভাষা পরস্পর বিস্তর বিভিন্ন। একের রচনা অত্যন্ত নব্য; অপরের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। মহাভারত সরল, ওজস্বী ও মধ্যে মধ্যে

বায়ু কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত চতুর্থ পুরাণের নাম বায়বীয় পুরাণ। তাহাতে শিবভক্তির উপদেশ আছে এই নিমিত্ত তাহার অন্য একটি নাম শৈব।

* ভাগবতে পূর্ব্বোক্ত গুপ্ত-কুলোদ্ভব রাজগণের প্রসঙ্গ-সংক্রান্ত শ্লোকটির বিস্তর বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে, বিশ্বস্ফূর্ত্তি নামে এক রাজা পদ্মাবতী নগরে অনুগঙ্গ-প্রদেশে (অর্থাৎ হরিদ্বার হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত গঙ্গা সমীপস্থ দেশে) রাজত্ব করেন। সেই শ্লোকে গুপ্ত শব্দটি মেদিনীর বিশেষণ-স্বরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

अनुगङ्गामाप्रयागं गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीम्।

ভাগবত। ১২। ১। ২০॥

কিরূপে এরূপ পাঠান্তর ঘটিয়াছে, বলিতে পারা যায় না।

† सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां कौन्तिं काश्मीरमण्डलम्।

भोक्ष्यन्ति शूद्रा व्रात्याद्या म्लेच्छा अब्रह्मवर्चसः॥

সমধিক গাম্ভীর্য্যশালী। কিন্তু ভাগবত অসরল, কঠিন, অলঙ্কৃত, বিবিধ ছন্দোবিশিষ্ট ও সমধিক চিন্তা-সমুদ্ভূত। শেষোক্ত গুণ গুলি নিতান্ত অপ্রাচীন রচনারই লক্ষণ *। ভাগবতেরই প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত আছে, ব্যাস প্রথমে পুরাণ ও ইতিহাস প্রস্তুত করেন †, তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া পশ্চাৎ এই ভাগবত রচনা করিয়া যান। অতএব ভাগবতেরই প্রমাণানুসারে, ভাগবত পুরাণ হইতে পারে না। উহা রচিত হইবার পূর্ব্বে পুরাণ সমুদায় প্রচলিত ছিল বলিয়াই, ভাগবত-রচয়িতাকে একথা লিখিতে হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নয়। বৈয়াকরণ বোপদেব ইহা রচনা করেন এইরূপ একটি প্রবাদও বহুকালাবধি চলিয়া আসিয়াছে। লোকসমাজে এই পুরাণ বিষয়ে যে সংশয় প্রচলিত ছিল, শ্রীধরস্বামীর টীকাতেও তাহা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তিনি লিখেন,

ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্।

প্রথম শ্লোকের টীকা।

ভাগবত নামে অন্য পুস্তক আছে এরূপ সংশয় করা কর্ত্তব্য নয়।

শ্রীধর স্বামী যে পুরাণের টীকা করেন, তাহাই অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রধান প্রচলিত ভাগবতই প্রকৃত ভাগবত এ বিষয়ে সংশয় না থাকিলে, তিনি কেনই বা এরূপ কথা উপস্থিত করিবেন? সেই গ্রন্থের অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ ও ঘটিয়া গিয়াছে। সেই বিবাদ কিরূপ বিদ্বেষসূচক ও বদ্ধমূল হয়, উভয়-পক্ষের বিরচিত দুর্জ্জন-মুখ-চপেটিকা, দুর্জ্জনমুখপদ্ম-পাদুকা ভাগবতস্বরূপবিষয়শঙ্কানিরাসত্রয়োদশ ইত্যাদি বহুতর গ্রন্থের নামেতেই তাহার

---

* তবে গ্রন্থকার যে যে স্থলে নিজের ভক্তিভাবাদি প্রকাশ করিয়াছেন, তথায় উল্লিখিত লক্ষণের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। আর যে যে স্থল প্রাচীনতর গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত, তথায় মধ্যে মধ্যে সেই গ্রন্থের পদ-সমূহও উদ্ধৃত হইয়াছে।

† ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে॥

ভাগবত। ১। ৪। ২০॥

স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে। কিছু মূল না থাকিলে, উক্তরূপ প্রবাদ কেনই প্রচারিত হইবে? বোপদেব যে সাতিশয় বিষ্ণু-ভক্ত ছিলেন ইহা তাঁহ ব্যাকরণেই সুস্পষ্ট প্রকাশিত আছে। অতএব ঐ প্রবাদ কোন রূপে অসঙ্গত নয়।

ভাগবত সংক্রান্ত উল্লিখিত কয়েক খানি গ্রন্থের দুই খানিতে লি আছে, বোপদেব হেমাদ্রির আশ্রিত ব্যক্তি ছিলেন। ঐ হেমাদ্রি দেবগি (অর্থাৎ দৌলতাবাদের) রাজা রামচন্দ্রের মন্ত্রী। অনেক গুলি গ্রন্থ হেমা কৃত বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে। সে সমুদায় তাঁহার অনুরোধে বোপদে কর্ত্তৃক বিরচিত এইরূপ জন প্রবাদ আছে; যেমন দানহেমাদ্রি, হেমাদ্রিশা হেমাদ্রিব্রতবিধি ইত্যাদি *। ভুবন-বিখ্যাত কোল্‌ব্রুক বোপদেব হরলীলাক্রমণী নামক গ্রন্থের প্রসঙ্গ মধ্যে লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থ দেব রাজ্যের রাজা রামচন্দ্রের মন্ত্রী হেমাদ্রির অনুরোধে বোপদেব কর্ত্তৃক বিরচি শ্রীমান্ ওয়াল্টর্ এলিয়ট্ দক্ষিণাপথের অন্তর্গত নানাস্থানের বহুসং খোদিত লিপির তাৎপর্য্যার্থ ব্যাখ্যা করেন। তন্মধ্যে দেবগিরির যদুব নৃপতিগণের দানপত্র বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়, উল্লিখিত রাজা রা ১১৯৩ এগার শত তিরনব্বই শকে অর্থাৎ ১২৭১ বার শত একাত্তর খ্রী দেবগিরির রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন †। অতএব তিনি, মন্ত্রী হেমাদ্রি ও হেমাদ্রির পণ্ডিত বোপদেব খৃষ্টাব্দের ত্রয়োদশ শতা শেষার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং বোপদেব-প্রণীত ভাগবতও ঐ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হয় বলিতে হইবে। ‡

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময়ে অতীব প্রবল হইয়া উঠে। প খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ক্ষীণ আইসে এবং অষ্টম শতাব্দী হইতে উত্তরোত্তর অতি শীঘ্র হ্রাস পাইয়া শতাব্দীর পরে ভারতবর্ষ হইতে একবারে অন্তরিত হইয়া যায়। যে ঐ ধর্ম্ম এখানে সমধিক ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, সেই সময়ে ও তা

* H. H. Wilson's Mackenzie collection, Vol. I., pp. 32 and 3

† Royal Asiatic Society's Journal, vol. IV., pp. 26—28.

উত্তর কালে পুরাণ সকল রচিত হয় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব এই ধর্ম্মকে দুর্ব্বল করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে সমধিক প্রবল করাই পুরাণকর্ত্তাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে। পুরাণে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ উপাখ্যান-বিশেষও দৃষ্ট হইয়া থাকে *। ঐ শাস্ত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের পর হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিতপ্রবর কুমারিল বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের একটি প্রবল বিপক্ষ এবং শঙ্কর ও রামানুজ এই পুনরুদ্দীপ্ত হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রণালীর প্রধান প্রবর্ত্তক। কুমারিল ভট্ট খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে † বিদ্যমান ছিলেন। তিনি নিজ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বৌদ্ধ-মতের প্রতিবাদ করেন এবং বৌদ্ধদের প্রতি যার পর নাই বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া যান ‡।

---

* বিষ্ণুপুরাণ। ১ অংশ, ৬ অধ্যায় এবং ৩ অংশ, ১৮ অধ্যায়।

† দক্ষিণাপথের অন্তর্গত মলয়বর দেশে কুমারিল ভট্টের বৃত্তান্ত বিষয়ক অনেক প্রমাণ প্রচলিত আছে এবং তদনুসারে ঐ [illegible] দেশীয় কেবল-উৎপত্তি নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হয় যে, তিনি শঙ্করাচার্য্যের এক শত বৎসর পূর্ব্বে মলয়বরে প্রাদুর্ভূত হন এবং তথা হইতে বৌদ্ধগণকে নিষ্কাশিত করিয়া দেন। দক্ষিণাপথের অন্য অন্য গ্রন্থেও এবিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। তুলবদেশীয় ব্রাহ্মণেরা প্রথমে ঐ কুমারিল ভট্টেরই সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের এইরূপ দৃঢ় সংস্কার আছে যে, কুমারিল ভট্ট শঙ্করাচার্য্যের কিছু পূর্ব্বে বৌদ্ধগণকে নিগ্রহ ও পরাভব করেন। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যে কুমারিলের নাম সুস্পষ্ট লিখিত না থাকুক, কিন্তু হ, ট, কোলব্রুক বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ গ্রন্থে তাঁহার মত প্রসঙ্গ বিদ্যমান আছে। অতএব তিনি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বতন লোক তাহার সন্দেহ নাই। শঙ্কর খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষ বা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব কুমারিলকে ঐ অব্দের সপ্তম শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কোন যুক্তি ও কোন প্রমাণই উপস্থিত হয় নাই। প্রত্যুত, তাঁহার সংক্রান্ত সকল কথাতেই ইহা সপ্রমাণ করিয়া আসিতেছে *

‡ [illegible] যে, বৌদ্ধদিগকে নৃশংসভাবে নিগ্রহ করেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ও বিস্তর [illegible] নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশীর সমীপস্থ সারনাথ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান স্থান ছিল। [illegible] বর্ত্তমান থাকিতেই সারনাথের বিহার প্রস্তুত হয়। তথায় বৌদ্ধদের অনেক দেবালয় ও দেবপ্রতিমূর্ত্তি এবং একটি অত্যুৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল। ঐ সারনাথ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার চারি দিকে এরূপ প্রভূত ভস্ম-রাশি বিদ্যমান আছে যে, দেখিয়া বোধ হয়, বৌদ্ধ-দ্বেষী শত্রু-পক্ষীয়েরা সমুদায় ভস্মীভূত করিয়াছে †।

---

* H. H. Wilson's Sanscrit and English Dictionery, 1819, Preface, pp. xviii and xix and Mackenzie Collection, Vol. I., p. LXV. H. T. Colebrooke's Miscellaneous Essays, 1873, Vol. I, p. 323. Buchanan's Mysore, Vol. III, p. 01

শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিদ্বেষী ছিলেন এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। তিনি নেপালবাসী বৌদ্ধগণের বিস্তর গ্রন্থ নষ্ট করিয়া ফেলেন এবং বৌদ্ধেরাও তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে *। শঙ্কর-শিষ্য আনন্দগিরি বৌদ্ধদের সহিত তাঁহার বিচার-প্রস্তাব বর্ণন করিয়াছেন †। বৌদ্ধেরা এখানে প্রাদুর্ভূত বা সচরাচর বিদ্যমান না থাকিলে, এরূপ প্রতিবাদিতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ সম্ভব হয় না। তাহারা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল। অতএব সে সময়ের পূর্ব্ব ভিন্ন উত্তরকালে শঙ্করাচার্য্যের জীবিত থাকা কোনরূপেই সঙ্গত হয় না।

মাধবাচার্য্যের ভ্রাতা সায়নাচার্য্য দক্ষিণাপথের সঙ্গম নামক নৃপতিবিশেষের মন্ত্রী ছিলেন। সায়নাচার্য্য ধাতুবৃত্তি নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে,

इतिपूर्ब्ब-दक्षिण-पश्चिमसमुद्राधीश्वरकम्पराजसुतसङ्गमराजमहा—मन्त्रिणा मायणपुत्त्रेण माधवसहोदरेण सायनाचार्य्येण विरचिता माधवीया धातुवृत्तिः।

জগৎসিং, কনিংহেম, কিটো, টমস্ ও হল ঐ স্থান খনন ও অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, অস্থি, লৌহ, অর্দ্ধদ্রব লৌহরাশি, পিত্তলপিণ্ড, কাষ্ঠ, প্রস্তর, প্রস্তুত রুটি, দগ্ধ শস্য ও অগ্নিদগ্ধ অন্ন একত্র রাশীকৃত রহিয়াছে। মনুষ্য, দেবালয় ও দেব-প্রতিমূর্ত্তি যে একত্র ধ্বংস করা হয়, ঐ সমুদয় তাহারই নিদর্শন। দক্ষিণাপথে কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধদিগকে অত্যন্ত পীড়ন ও সর্ব্বতোভাবে পরাভব করিয়া স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, কুমারিলের সহায়ভূত সুধন্বা রাজা বৌদ্ধ-সম্প্রদায় সংহার উদ্দেশে এই আদেশ দেন যে,

आसेतोरातुषाराद्रेः बौद्धानां वृद्धबालकः।

न हन्ति यः स हन्तव्यो भृत्यानित्यन्वशान्नृपः॥

রাজা স্বকীয় কর্ম্মচারিগণকে আদেশ করিলেন, এক দিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, অপর দিকে হিমালয় পর্ব্বত, ইহার মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে, সকলকে সংহার কর। যাহারা বধ করে না, তাহাদিগকে বধ কর।

* Asiatic Researches, Vol,, XVI., p. 423.

† শঙ্করবিজয়। ২৮ প্রকরণ।

---

chapter XII and also his Arhæological Survey Report published in the Supplementary Number of the Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1863, pp- xciv—cxix.

সেই সঙ্গম রাজার পুত্র বুক ও হরিহর বিজয় নগর পত্তন করেন। মাধবাচার্য্য স্বপ্রণীত গ্রন্থ সমুদায়ে এই সঙ্গম রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে চিত্র দুর্গে তিন খানি পিত্তলপত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় * তাহাতে দেবনাগর অক্ষরে সঙ্গম রাজা ও তাঁহার পুত্র হরিহর, বুক প্রভৃতির নাম ও রাজত্ব-কাল লিখিত আছে।

> अभूदस्य कुले श्रीमान् भूमौ गुरुगुणोदयः।
> अपास्तदुरितासङ्गः सङ्गमो नाम भूपतिः॥
> आसन् हरिहरः कम्पो वुक्करायो महीपतिः।
> मारपोमुद्गपश्चेति कुमारास्तस्य भूपतेः॥

তাঁহার বংশে পাপ-বর্জ্জিত এবং উৎকৃষ্ট-গুণ-যুক্ত শ্রীমান সঙ্গম রাজা উৎপন্ন হন; তাঁহার পাঁচ পুত্র; হরিহর, কম্প, বুক্করায়, মারপ এবং মুদ্গ

হরিহর রাজা কিছু ভূমি-দান করেন। ঐ পিত্তলপত্রে তাহার বিবরণ ও সময়-নিরূপণ আছে। সে সময় এই,

> ऋषिभूवह्निचन्द्रे तु गणिते धातवत्सरे।
> माघमासे शुक्लपक्षे पौर्णमास्यां महातिथौ।
> नक्षत्रे पितृदैवत्ये भानुवारेण संयुते॥

১৩১৭ শকে, (অর্থাৎ ১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে) ধাতবর্ষে, মাঘ মাসে, শুক্লপক্ষে, পৌর্ণমাসী তিথিতে, পিতৃদৈবত্য অর্থাৎ মঘানক্ষত্রে, রবিবারে †।

বেলিগোল পর্ব্বতের একখানি প্রস্তরে খোদিত আছে, ১২৯০ শকে বুক্ক রাজা জৈন এবং বৈষ্ণবদিগের বিবাদ-ভঞ্জন পূর্ব্বক পরস্পর সন্ধিস্থাপন করিয়া দেন ‡। অতএব যখন হরিহর রাজা ১৩১৭ শকে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় থাকেন এবং বুক্ক রাজা ১২৯০ শকে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তদীয় পিতা সঙ্গম রাজার মন্ত্রী সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য শকাব্দের ত্রয়োদশ ও খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন বলিতে পারা যায়। সেই মাধবাচার্য্য

---

* Asiatic Researches, London 1809, vol, IX., p. 416.

† Asiatic Researches London, 1809. vol. IX., pp. 417-421.

‡ Asiatic Researches, London, 1809, vol. IX., p. 270.

নিজ-কৃত শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থের উপক্রমে লিখিয়া যান, "প্রাচীনশঙ্করজয়ে সারঃসংগৃহ্যতে স্ফুটম্।" প্রাচীন শঙ্করজয় গ্রন্থের সার-সংগ্রহ হইল। এবং "স্তুতোঽপি সম্যক্ কবিভিঃ পুরাণৈঃ।" অন্য অন্য প্রাচীন কবি শঙ্করাচার্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন।

ন্যূন সংখ্যা তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বকার লোক না হইলে প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না। অতএব শঙ্করাচার্য্যের চরিত-রচয়িতা পণ্ডিতগণ যদি এইরূপ প্রাচীন হইলেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে ৮।৯ শত বৎসর অপেক্ষায় অপ্রাচীন বলিয়া কোনমতে স্বীকার করিতে পারা যায় না। যে রামানুজ আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদ করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মত সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বনাম-প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, তিনি খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে * প্রাদুর্ভূত হন। এ প্রমাণেও শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর লোক অপেক্ষা অপ্রাচীন হইতে পারেন না। তাঁহার সমকালবর্ত্তী আনন্দ গিরি শঙ্করবিজয়ে ভট্টের অর্থাৎ কুমারিল ভট্টের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন।

रुद्राख्यपुरात् ब्राह्मणाः समागम्य परमगुरुमिदमूचुः स्वामिन् भट्टाचार्य्याख्योद्विजवरः कश्चिदुदग्देशात्समागत्य दुष्टमतावलम्बिनो बौद्धान् जैनानसङ्ख्यातान् राजमुखादनेकविद्याप्रसङ्गभेदैर्निर्जित्य तेषां शीर्षाणि परशुभिश्छित्त्वा बहुषु उलूखलेषु निक्षिप्य कटभ्रमणैश्चूर्णीकृत्य चैवं दुष्टमतध्वंसमाचरन् निर्भयो वर्त्तते इति।

শঙ্কর বিজয়। ৫৫ প্রকরণ।

ব্রাহ্মণগণ রুদ্র নামক নগর-বিশেষ হইতে আগমন করিয়া পরম গুরু শঙ্করাচার্য্যকে বলিলেন, ভট্টাচার্য্য নামে কোন ব্রাহ্মণ উত্তর অঞ্চল হইতে সমাগত হইয়া অকুতোভয়ে উপস্থিত রহিয়াছেন। ইনি নৃপতিবিশেষের আদেশ ক্রমে অনেক রূপ বিদ্যা-প্রসঙ্গ দ্বারা দুষ্ট-মতাবলম্বী বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ী অসংখ্য ব্যক্তিকে পরাজয় করেন এবং পরশু প্রহার দ্বারা তাহাদের মস্তক সমুদায় ছেদন ও উদূখল সমূহে নিক্ষেপণ পূর্ব্বক চূর্ণীকৃত করিয়া দুষ্টমত বিনাশ করেন।

উল্লিখিত শঙ্করবিজয় গ্রন্থে ঐ ব্রাহ্মণের নাম কেবল ভট্ট বলিয়া লিখিত

* প্রথম ভাগ, রামানুজ-সম্প্রদায়, ৬ পৃষ্ঠা।

আছে ; কুমারিলের নাম স্পষ্ট নাই, কিন্তু ভট্ট-উপাধি-বিশিষ্ট যাবতীয় পণ্ডিতের মধ্যে কুমারিলই বিষম বৌদ্ধ দ্বেষী ও নৃশংস ভাবে বৌদ্ধদের পীড়নকারী ছিলেন ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। শঙ্করের সমকালবর্ত্তী আনন্দগিরি যখন তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, তখন শঙ্করকে কুমারিলের উত্তর-কালীন লোক বলিয়া অনুমান করিতে হয়। কিন্তু আনন্দগিরি ঐ উভয়কে পরস্পর সমকালবর্ত্তী বলিয়া বর্ণন করেন। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা শঙ্করের সহিত ভট্টের কেন ? কল্পনা বলে ব্যাসদেবের ও সাক্ষাৎকার ও বাধ্য-বাধকতা সংঘটন করাইয়া দেন *। সেটি স্বতন্ত্র কথা, বিচার-সহ নয়। শঙ্করাচার্য্য যেরূপ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্ থ্সঙ্গ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতবর্ষে অনেক বৎসর অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও অন্য অন্য নানা বিষয়ের যেরূপ সবিশেষ বর্ণন করেন, তাহাতে ঐ সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে যদি হিন্দু সমাজে তাদৃশ ধর্ম্ম-বিপ্লব সংঘটিত বা আন্দোলিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রমণবিবরণে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ না থাকা কোনরূপেই সঙ্গত নয়। যখন ঐ ভ্রমণ বিবরণে সেরূপ ধর্ম্মান্দোলনের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, তখন ঐ সময়ের উত্তরকালে কোন সময়ে শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। অতএব তিনি এক দিকে খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দী ও অপর দিকে উহার একাদশ শতাব্দী এই উভয় কালের মধ্যস্থলে কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠিল।

শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমি মলয়বর দেশীয় লোকের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, তিনি সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্রসিদ্ধ মত প্রচার করেন † এবং তেলগু ভাষায় বিরচিত কেরল-উৎপত্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, মলয়বর দেশের শাসনকর্ত্তা শিওরাম যে সময়ে কৃষ্ণরাওকে পরাজয় করেন, সে সময়ে শঙ্করাচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন। এই ব্যাপারটি ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। এ প্রমাণানুসারেও, শঙ্করাচার্য্য

---

* শঙ্করবিজয়, ৫২ প্রকরণ।

† Buchanan's Mysore, Vol. II., p. 424.

ন্যূনাধিক সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের লোক হইয়া পড়েন। রামমোহন রায় শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য-পরম্পরার সংখ্যা গণনা করিয়া বিবেচনা করেন, তিনি ঐ রূপ সময়েই প্রাদুর্ভূত হন।

কর্ণেল্ মেকেন্‌জি ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ড হইতে যে সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে একখানি গ্রন্থে কেরল-উৎপত্তির অনুবাদ আছে। তাহাতে লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্য মলয়বর রাজ্যের অধিপতি চেরুমন্ ও পেরুমল নামক নৃপতির সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। খৃষ্টিয়ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে সেই রাজার অনুরাগ থাকাতে, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা তাঁহার সংক্রান্ত অনেকানেক বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখিয়াছেন। একটি গ্রন্থকার * লেখেন, তিনি মলয়বরের অন্তর্গত, কলিকোড্ (Calicut) নগর পত্তন করেন। কেহ † বলেন, ৯০৭ ও অপর কেহ ‡ বলেন, ৮২৫ খৃষ্টাব্দে ঐ নগর নির্ম্মিত হয়। অতএব অপরাপর যুক্তি ক্রমে শঙ্করাচার্য্যের যে সময়ে বিদ্যমান থাকা বিবেচনা-সিদ্ধ বোধ হয়, ঐ শেষোক্ত সময়ের সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যাইতেছে। ¶

শঙ্করদিগ্বিজয়ে লিখিত আছে, তিনি কাশ্মীর দেশে গমন পূর্ব্বক বিপক্ষ দিগকে জয় করিয়া সরস্বতীপীঠে অবস্থিতি করেন। রাজতরঙ্গিণীতেও ইহার অনুরূপ একটি বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ললিতাদিত্যের রাজত্বের শেষ-কালে কতকগুলি তীর্থযাত্রী কাশ্মীরস্থ সরস্বতীপীঠ-সন্দর্শনার্থ আগমন করে এবং তদুপলক্ষে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন কারণ বশতঃ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়।

गौड़ोपजीविनामासीत् सत्त्वमत्यद्भुतं तदा।
जहुर्यै जीवितं धीराः परोक्षस्य प्रभोः कृते॥
सारदादर्शनमिषात् काश्मीरान् संप्रविश्य ते।
मध्यस्थदेवावसथं संहताः समवेष्टयन्॥

রাজতরঙ্গিণী। চতুর্থ তরঙ্গ। ৩২৪ ও ৩২৫ শ্লোক।

ললিতাদিত্যের সময়ে গৌড়-দেশীয় ব্যক্তিগণের অত্যদ্ভুত কার্য্য সংঘটিত হয়।

---

* Assemannus. † Scaliger. ‡ Vischerus,

¶ H. H. Wilson's Sanscrit and English Dictionary, Preface. xvii., note.

সেই পণ্ডিতগণ অপ্রত্যক্ষ দেবতার জন্য প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহারা সরস্বতী-সন্দর্শন উদ্দেশে কাশ্মীর প্রবেশ পূর্ব্বক একত্র হইয়া তন্মধ্যস্থিত দেবালয় পরিবেষ্টন করেন।

কাশ্মীর দেশ, তন্মধ্য-স্থিত সরস্বতীপাঠ, উভয় পক্ষের অবলম্বিত ধর্ম্ম-মতের অনৈক্য এই বিবাদের কারণ ইত্যাদি অনেক বিষয়ে রাজতরঙ্গিণী এবং শঙ্কর-দিগ্বিজয় উভয় গ্রন্থে সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যাইতেছে। অতএব শঙ্করাচার্য্য ও তদীয় সমভিব্যাহারী শিষ্য-সম্প্রদায় এই বিবাদের একপক্ষ থাকা নিতান্ত সম্ভব। রাজ-তরঙ্গিণীতে সেই সকল ব্যক্তি গৌড়োপজীবী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এই একটু বিশেষ দেখা যাইতেছে। হয়, শঙ্করাচার্য্যের সহিত অনেক গৌড়দেশস্থ শিষ্য ছিল, না হয়, অন্য কারণ বশতঃ তাঁহাদের জাতীয় নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রন্থকর্ত্তার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিণীর মতে, ললিতাদিত্য খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ * পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং তদনুসারে শঙ্করাচার্য্য সেই সময় বিদ্যমান ছিলেন বলিতে হয়। অন্যান্য প্রমাণেও তাঁহাকে যে সময়ের লোক বলিয়া প্রতীতি জন্মে, উল্লিখিত ব্যাপারের সংঘটন-কালের সহিত তাহার অধিক অন্তর দেখা যায় না। যাহা কিছু অন্তর, তাহা ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন গ্রন্থ-কারদিগের বিরচিত ইতিহাস-পুস্তকের পক্ষে কিছু মাত্র অসম্ভব নয়।

মলয়বর দেশে আচার্য্যবাগভেদ্য নামে একটি শক প্রচলিত আছে। ঐ শক শঙ্করাচার্য্য হইতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ঐ দেশে অভিনব প্রকার আচার ব্যবহার প্রণালী সংস্থাপন করেন বলিয়া ঐ শক প্রবর্ত্তিত হয় এইরূপ খ্যাতি আছে। এক্ষণে † ঐ শকের ন্যূনাধিক সাড়ে দশ শত বৎসর অতীত হইয়াছে ‡। ইহা হইলে, তিনি খ্রীষ্টাব্দের নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হন এইটিই প্রতি-পন্ন হইয়া উঠে। এই সিদ্ধান্তটি পূর্ব্বোক্ত অপরাপর সমুদয় যুক্তিরই অনুমোদিত।

শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টাব্দের নবম শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-ক্রমে শৈব-ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং রামানুজাচার্য্য উহার দ্বাদশ শতাব্দীতে রীতি-বিশেষ অনুসারে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত করিয়া যান। অতএব তাদৃশ অভিনব ধর্ম্ম-প্রণালীর উদ্দীপন-

* ৭১৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম মাস হইতে ৭৫১ খৃষ্টাব্দের অষ্টম মাস পর্য্যন্ত।—Asiatic Researches. Vol. XV., p. 81.

† ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে।

কারী বর্ত্তমান পুরাণ গুলি ঐ ঐ সময়ের পরে রচিত ও সঙ্কলিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। ইতিপূর্ব্বে ঐ সমস্ত পুরাণ রচনার সময় যেরূপ বিবেচিত ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই অভিপ্রায়ের সুন্দর সঙ্গতি দেখা যাইতেছে।

প্রচলিত পুরাণগুলি এরূপ অপ্রাচীন হইলেও, তদীয় রচয়িতারা সর্ব্বসাধারণের চির-প্রসিদ্ধ বাস্তবিক অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া সেই সমস্ত স্বরচিত গ্রন্থের মহিমা-বর্দ্ধন চেষ্টার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ কহেন, পুরাণ স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থ। কেহ কেহ বলেন, উহা বেদের অপেক্ষাও প্রাচীন; অগ্রে পুরাণ, পশ্চাৎ বেদ প্রবর্ত্তিত হয়। কেহ বা নির্ভয়ে ও নির্লজ্জভাবে বলিয়া যান, তাঁহার বিরচিত গ্রন্থখানিতে বেদের দোষ সমুদায় সংশোধন করিয়াছে।

পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।

পদ্মপুরাণ।

ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে পুরাণ-শাস্ত্র ব্যক্ত করেন।

প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরং চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ॥

বায়ুপুরাণ। ১। ৫৬।

ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে পুরাণ-শাস্ত্র প্রকাশ করেন। পরে বেদ সমুদায় তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হয়।

পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
নিত্যং শব্দময়ং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥
অনন্তরং চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ।
মীমাংসা ন্যায়বিদ্যা চ প্রমাণাষ্টকসংযুতা॥

মৎস্যপুরাণ। ৩। ৩ ও ৪।

ব্রহ্মা সমুদায় শাস্ত্রের মধ্যে প্রথমে শতকোটী শ্লোক-বিশিষ্ট, নিত্য, পবিত্র ও শব্দময় পুরাণ-শাস্ত্র প্রকটন করেন। পরে সমস্ত বেদ; মীমাংসা ও অষ্ট-[illegible] তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হয়।

भगवन् यत्त्वया पृष्टं ज्ञातं सर्व्वमभीप्सितम्।
सारभूतं पुराणेषु ब्रह्मवैवर्त्तमुत्तमम्॥
पुराणोपपुराणानां वेदानां भ्रमभञ्जनम्॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। ১। ৪৮।

ভগবন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ও যাহা ইচ্ছা করেন, আমি সেই সকল পুরাণের সার-স্বরূপ সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অবগত আছি। তাহাতে পুরাণ উপপুরাণ ও বেদ সমুদায়ের ভ্রম ভঞ্জন করিয়াছে।

যিনি বেদ-বেদান্তের অভ্রান্ততাবাদী হিন্দু-মণ্ডলীর অন্তর্গত হইয়াও অকুতোভয়ে ও অম্লান বদনে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার অপার সাহস।

পুরাণের বিষয় যাহা কিছু লিখিত হইল, সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বেদব্যাসকে প্রচলিত পুরাণ সমুদায়ের রচয়িতা বলিয়া কোন মতে বিশ্বাস করা যায় না; প্রত্যুত, স্বধর্ম্মানুরক্ত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব মতানুযায়ী ধর্ম্ম-প্রণালী-প্রচলন উদ্দেশে তাঁহার নামে সেই সমস্ত প্রচার করা হইয়াছে এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। আর এক রূপ প্রমাণেও তাহাই প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে পরস্পর এরূপ বিরুদ্ধ মত, ঘোরতর নিন্দাবাদ ও বিষময় বিদ্বেষভাব প্রকাশিত রহিয়াছে যে, সে সমুদায় এক মতাবলম্বী এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত হওয়া কোন রূপেই সম্ভব নয়। শিব-প্রধান সমুদায় পুরাণের প্রতি পদ্মপুরাণপ্রণেতার অভিসম্পাত-প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছে। পশ্চাৎ উল্লিখিত বিষয়ের আর দুই চারিটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে; দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

मोहाद्यः पूजयेदन्यं स पाषण्डी भविष्यति।
इतरेषान्तु देवानां निर्माल्यं गर्हितं भवेत्॥
सकृदेव हि योऽश्नाति ब्राह्मणो ज्ञानदुर्ब्बलः।
निर्माल्यं शङ्करादीनां स चाण्डालो भवेत् ध्रुवम्॥
कल्पकोटीसहस्राणि पच्यते नरकाग्निना॥

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে পাষণ্ড হইবে। বিষ্ণু ভিন্ন অন্যের নির্ম্মাল্য গর্হিত। যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ একবার মাত্রও শিবাদির প্রসাদ-সামগ্রী ভোজন করে, সে নিশ্চিত চণ্ডাল। সে নরকাগ্নিতে কোটিসহস্র কল্প দগ্ধ হয়।

সৌরস্য গাণপত্যস্য শৈবাদের্ভূরিমানিনঃ।
শাক্তস্য বৈষ্ণবোবারি হস্তেঽন্নং পরিত্যজেৎ॥
সঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ শৈবশাক্তাদীনান্তু বৈষ্ণবঃ॥
ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং দ্রব্যমমেধ্যবৎ।

পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। ১০০ অধ্যায়।

সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈবাদির হস্তে বৈষ্ণবে অন্নজল গ্রহণ করিবে না। বিষ্ণু-ভক্তে শৈব শাক্তাদির সংসর্গ করিবে না ও তাহাদিগের নিকট প্রার্থনাও করিবে না। তাহাদিগের দ্রব্য পুরীষ-তুল্য।

ধ্যানং হোমস্তপস্তপ্তং জ্ঞানং যজ্ঞাদিকোবিধিঃ।
তেষাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং যে নিন্দন্তি পিনাকিনম্॥

কূর্ম্মপুরাণ। ২ অধ্যায়।

যাঁহারা শিব-নিন্দা করেন, তাঁহাদিগের ধ্যান, হোম, তপ, জ্ঞান ও যজ্ঞাদি বিধি সমুদায় শীঘ্র নষ্ট হয়।

তথান্যদেবতাভক্তির্ব্রাহ্মণস্য বিগর্হিতা।
বিদূরমতিবিপ্রাণাং চাণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি॥
তস্য সর্ব্বাণি নশ্যন্তি পিতরং নরকং নয়েৎ॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। ১০৩ অধ্যায়।

বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে ভক্তি করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি গর্হিত। তাহা করিলে, দুর্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হয়, তাহার সমুদায় নষ্ট হইয়া যায় ও তাহার পিতা নরকে গমন করে।

ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥

कलौ केचित् दुरात्मानो धूर्त्ता वैष्णवमानिनः।
अन्यद्भागवतं नाम कल्पयिष्यन्ति मानवाः।

স্কন্দ পুরাণ।

যে গ্রন্থেতে অনেকানেক অসুর-বধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য-বর্ণন আছে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানেন। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্য-যুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবত কল্পনা করিবে।

येऽन्यदेवं परत्वेन वदन्त्यज्ञानमोहिताः।
नारायणाज्जगद्वन्द्यं ते वै पाषण्डिनस्तथा॥
रुद्राक्षेन्द्राक्षभद्राक्षस्फाटिकाक्षादिधारिणः।
जटिला भस्मलिप्ताङ्गास्ते वै पाषण्डिनः प्रिये॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। ৪২ অধ্যায়।

যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে শ্রেষ্ঠ ও জগৎ-পূজ্য বলিয়া ব্যক্ত করে এবং রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফাটিকাক্ষ, জটা, ভস্মাদি ধারণ করে, তাহারা নিশ্চিত পাষণ্ড।

তন্ত্রকারেরাও এই ধর্ম্ম (বা অধর্ম্ম)—যুদ্ধে শৈব ও শাক্ত পক্ষ অবলম্বন করিয়া বচন-বাণ নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

गोलोकाधिपतिर्देवीस्तुतिभक्तिपरायनः।
कालीपदप्रसादेन सोऽभवल्लोकपालकः॥

নির্ব্বাণতন্ত্র।

কালিকার স্তুতি-ভক্তি পরায়ণ গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, কালী পদপ্রসাদে লোকের পালনকর্ত্তা হন।

वेदाविनिन्दिता यस्मात् विष्णुना बुद्धरूपिणा।
हरेर्नाम न गृह्णीयात् न स्पृशेत् तुलसीदलम्॥
न स्पृशेत् तुलसीपत्रं शालग्राममञ्च नार्चयेत्।

কুলাবতীতন্ত্র।

বিষ্ণু বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া বেদের নিন্দা করিয়াছেন, অতএব হরিনাম গ্রহণ করিবে না, তুলসী-পত্র স্পর্শ করিবে না ও শালগ্রামশিলা পূজা করিবে না।

যিনি উল্লিখিতরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ পুরাণ-বচন ও বিদ্বেষ-সূচক অভিপ্রায় এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া প্রত্যয় যান, এমন অবাস্তব বিষয় কিছুই নাই যে, তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে না পারেন।

সামবিধান ব্রাহ্মণে ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ব্যাসের নাম সুস্পষ্ট লিখিত আছে এবং পরাশর-পুত্র বলিয়াও তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে *। বেদশাস্ত্রের মধ্যে সেই দুই গ্রন্থ সমধিক প্রাচীন না হউক, সেই উভয়ের প্রমাণানুসারে বোধ হয়, ব্যাস তদীয় রচয়িতাদের বহু পূর্ব্বের লোক। ইহা হইলে, তাঁহার সময়ের ভাষায় ও অধুনাতন প্রচলিত পুরাণের সংস্কৃতে বিস্তর বিভিন্নতা মানিতে হয়। বেদান্তর্গত ব্রাহ্মণ-বিশেষ-প্রনয়নের সমধিক পূর্ব্বকালীন মুনি-বিশেষ প্রচলিত পুরাণ, উপপুরাণ ও পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচার করেন, হিন্দু ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত-পটু বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মতে এটি একটি অসম্ভব, অসঙ্গত ও অলীক বাক্য।

পুরাণ ও উপপুরাণ কেবল মনঃ-কল্পিত অভিনব বিষয়েই পরিপূর্ণ এমন নয়। ঐ সমুদায় এবং তাদৃশ পুনরুদ্দীপ্ত ধর্ম্ম প্রণালীর অনুযায়ী অন্য অন্য গ্রন্থ-রচয়িতারা পূর্ব্বতন ঋষি, মুনি, রাজগণাদি সংক্রান্ত প্রাচীন বিষয় সমুদায় সঙ্কলন পূর্ব্বক নিজ নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন এবং শৈব-বৈষ্ণবাদি নূতন নূতন উপাসক-সম্প্রদায় সংক্রান্ত বহুবিধ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহাদের নানারূপ অভিনব বেশ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা প্রচার ও বিশেষতঃ শিব, বিষ্ণু ও তদীয় শক্তিগণের মহিমা-কীর্ত্তন ও আরাধনা-প্রচলন করাই সমস্ত পুরাণ

---

* সামবিধান ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকে এরূপ শিষ্য-প্রণালীর মধ্যে পরাশর পুত্র ব্যাসের নাম বিনিবেশিত আছে।

सोऽयं प्राजापत्यो विधिस्तमिमं प्रजापतिर्बृहस्पतये प्रोवाच;—बृहस्पतिर्नारदाय नारदो विष्वक्सेनाय विष्वक्सेनो व्यासाय पाराशर्याय व्यासः-पाराशर्यो जैमिनये जैमिनिः पौष्पिण्ड्याय पौष्पिण्ड्यः पाराशर्यायणाय पाराशर्यायणो बादरायणाय बादरायणस्ताण्डि-शाट्यायनिभ्यां ताण्डिशाट्यायनिनौ बहुभ्यः।

৩ প্রপাঠক। ৯ খণ্ড।

ও উপপুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য। মহাভারত ও পুরাণ কর্ত্তাদের নিজ নিজ মত-প্রভাব-প্রচার ও সম্প্রদায়-বর্দ্ধন-সাধন উদ্দেশে পুরাণ-বিশেষে ও উপাখ্যান-বিশেষে দেবতা-বিশেষের সমধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই হেতু, অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসী পরস্পর যেরূপ বিপরীত পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সেইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ মত সমুদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শৈব গ্রন্থকার মহাদেবকে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্রষ্টা, বৈষ্ণব গ্রন্থকার বিষ্ণুকে ব্রহ্মা ও মহাদেবের সৃজন-কর্ত্তা এবং শাক্ত গ্রন্থকার ভগবতীকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনেরই উৎপাদন কর্ত্রী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। লিঙ্গপুরাণের মতে, শিব ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর জন্মদাতা।

অথোবাচ মহাদেবঃ প্রীতোঽহং সুরসত্তমৌ।
পশ্যতং মাং মহাদেবং ভয়ং সর্ব্বং বিমুঞ্চতম্॥
যুবাং প্রসূতৌ গাত্রাভ্যাং মম পূর্ব্বং মহাবলৌ।
অয়ং মে দক্ষিণে পার্শ্বে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥
বামে পার্শ্বে চ মে বিষ্ণুর্বিশ্বাত্মা হৃদয়োদ্ভবঃ।

লিঙ্গপুরাণ। ১৭। ১—৩॥

পরে মহাদেব বলিলেন, সুরশ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মা ও বিষ্ণু)! আমি (নারায়ণের স্তবে) সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি মহাদেব; আমাকে নির্ভয়ে দর্শন কর। পূর্ব্বকালে, তোমরা দুই মহাবল (পুরুষ) আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। এই লোক-পিতামহ ব্রহ্মা আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও জগতের আত্মাস্বরূপ হৃদয়োদ্ভব বিষ্ণু আমার বাম পার্শ্বে প্রসূত হন।

এই সেই বিধি প্রজাপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রজাপতি তাহা বৃহস্পতিকে, বৃহস্পতি নারদকে, নারদ বিষ্বক্‌সেনকে, বিষ্বক্‌সেন পরাশর-পুত্র ব্যাসকে, পরাশর-পুত্র ব্যাস জৈমিনিকে, জৈমিনি পৌষ্‌পিণ্ডকে, পৌষ্‌পিণ্ড পারাশর্য্যায়ণকে, পারাশর্য্যায়ন বাদরায়ণকে, বাদরায়ন তাণ্ডি ও শাট্যায়নীকে এবং তাণ্ডী ও শাট্যায়নী অনেক অনেক ব্যক্তিকে উপদেশ দেন।

এই শিষ্য-প্রণালী অনুসারে বলিতে পারা যায়, যে সময়ে সামবিধান ব্রাহ্মণ বিরচিত হয়, সে সময়ে ব্যাসের পরও অনেকগুলি পুরুষ গত হইয়া গিয়াছে। তদনুসারে, ব্যাস সামবিধান ব্রাহ্মণের বহু পূর্ব্বের লোক। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও বজ্রাঘাত-মৃত্যুর কষ্টত্ব-প্রতিপাদন-প্রকরণে লিখিত আছে,

সহোবাচ ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ।

১ প্রপাঠক। ৯ অনুবাক।

ঐ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, নিকৃষ্ট সম্পর্কীয়কে যেরূপ সম্বোধন করিতে হয়, মহাদেব বিষ্ণুকে সেইরূপ বাছা! বাছা! বলিয়া সম্বোধন করেন।

वत्स वत्स हरे विष्णो पालयैतच्चराचरम्।

লিঙ্গপুরাণ। ১৭। ১১॥

বৎস! বৎস! হরি! বিষ্ণু! তুমি এই চরাচর জগৎ পালন কর।

ভাগবত কর্ত্তা ইহার বিপরীত কি লিখিয়াছেন দেখ;

सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः।

ভাগবত। ২। ৬। ৩০।

আমি (অর্থাৎ ব্রহ্মা) তাঁহা (অর্থাৎ বিষ্ণু) কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সৃজন করিতেছি এবং মহাদেব তাঁহার নিদেশক্রমে সংহার করিতেছেন।

भ्रुकुटीकुटिलात् तस्य ललाटात् क्रोधदीपितात्।
समुत्पन्नस्तदा रुद्रो मध्याह्नार्कसमप्रभः॥

বিষ্ণুপুরাণ। ১। ৭। ১০॥

তাঁহার (অর্থাৎ ব্রহ্মার) ক্রোধানলে প্রদীপ্ত ভ্রুকুটী-কুটিল ললাট-দেশ হইতে মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্য-প্রভার ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট রুদ্র উৎপন্ন হইলেন।

ब्रह्मा तस्योदरभवस्तथाचाहं शिरोभवः।

মহাভারত। অনুশাসনপর্ব্ব। ১৬৭। ৪॥

ব্রহ্মা কৃষ্ণের উদর হইতে উৎপন্ন হন এবং আমি (অর্থাৎ মহাদেব) তাঁহার শিরোদেশ হইতে জন্ম গ্রহণ করি।

अशक्तोऽहं गुणान् वक्तुं महादेवस्य धीमतः।
योहि सर्व्वगतो देवो न च सर्व्वत्र दृश्यते॥
ब्रह्मविष्णुसुरेशानां स्रष्टा च प्रभुरेव च।
ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते॥
प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः।
चिन्त्यते यो योगविद्भिर्ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः॥

অনুশাসনপর্ব্ব। ১৪। ৩—৫॥

যিনি সর্ব্বত্র-ব্যাপী অথচ কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর নন, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দেবরাজের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রভু এবং ব্রহ্মা অবধি পিশাচ পর্য্যন্ত দেবগণ যাঁহার উপাসনা করেন, আমি সেই ধীমান্ মহাদেবের গুণ-বর্ণনে অশক্ত।

वासुदेवात् परोब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः।

नारायणपरावेदा देवा नारायणाङ्गजाः।

* * * * * *

सृष्टं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः।

ভাগবত। ২। ৫। ১৪, ১৫ ও ১৭॥

ব্রহ্মন্। বাসুদেবের অপেক্ষায় কেহই বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ নাই। নারায়ণ হইতে বেদের উৎপত্তি হয় ও দেবগণ নারায়ণের অঙ্গ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। * * * * * * তিনি আমার (অর্থাৎ ব্রহ্মার) সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি তাঁহার কটাক্ষপাত মাত্র আদেশ পাইয়া তাঁহারই সৃষ্ট বস্তু সমুদায় পুনরায় সৃষ্টি করিতেছি।

ভগবতী শিব-ভার্য্যা একথা অনেক পুরাণেই লিখিত আছে, কিন্তু আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনেরই জননী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

विष्णुः शरीरग्रहण मह मीशान एव च।

कारिता स्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী। মধুকৈটভবধ-প্রকরণ। ৮৩ ও ৮৪ শ্লোক।

তুমি আমার (অর্থাৎ ব্রহ্মার), বিষ্ণুর ও মহাদেবের শরীর উৎপাদন করিয়াছ। অতএব কে তোমার স্তব করিতে সক্ষম হইতে পারে?

सर्व्वमन्त्रमयी त्वं हि ब्रह्माद्यास्त्वत्समुद्भवाः।

चतुर्व्वर्गात्मिका त्वं वै चतुर्व्वर्गफलोदया॥

কাশীখণ্ড।

তুমি সর্ব্বমন্ত্রময়ী, ব্রহ্মাদির উদ্ভব-কারিণী, চতুর্ব্বর্গাত্মিকা এবং চতুর্ব্বর্গ-ফল-দায়িকা।

এইরূপ, ভক্ত বিশেষের ভক্তি-প্রভাবে, কোন উপাখ্যানে শিব, কুত্রাপি বিষ্ণু ও কোথাওবা ভগবতী সর্ব্ব-প্রধান দেবতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। স্বমত-পক্ষপাতী পর-মত-দ্বেষী পণ্ডিতেরা প্রতিকূল পক্ষীয়দের উপাস্য দেবের মহিমা খর্ব্ব করিয়া নিজ নিজ উপাস্য দেবতার মহিমা-পরিবর্দ্ধন উদ্দেশে ঐ সমস্ত উপাখ্যান ও পরস্পর-বিরুদ্ধ পূর্ব্বোল্লিখিত মত সমুদায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। পশ্চাৎ দ্বেষবুদ্ধি-শূন্য অন্যান্য পণ্ডিতেরা সেই সমুদায় আপনাদের রুচি-বিরুদ্ধ দেখিয়া সামঞ্জস্য-সাধন উদ্দেশে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, যিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে প্রথম দেবতা ব্রহ্মার বিষয় পূর্ব্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে। অপর দুইটি দেবতা বিষ্ণু ও শিব। বেদসংহিতায় বিষ্ণু নামে একটি দেবতার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তিনি পুরাণোক্ত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু নন। তিনি আট্ আদিত্যের একটি আদিত্যমাত্র * ; না পরমেশ্বর, না গোকুল ও বৈকুণ্ঠ-বাসী। যদি ঐ বেদোক্ত আদিত্য-রূপী বিষ্ণু উত্তর কালে পৌরাণিক বিষ্ণুরূপে পরিণত হইয়া থাকেন, তথাচ সেটি ক্রমশঃ ঘটিয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে তাঁহার পদোন্নতির সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, দেবগণ বলিলেন,

যোনঃ শ্রমেণ তপসা শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনাহুতিভির্যজ্ঞস্য উদৃচং পূর্ব্বাবগচ্ছাত্ স নঃ শ্রেষ্ঠো সত্ তদ্ উ নঃ সর্ব্বেষাং সহেতি তথেতি। তদ্বিষ্ণুঃ প্রথমঃ প্রাপ। স দেবানাং শ্রেষ্ঠোঽভবত্। তস্মাদাহুর্বিষ্ণুর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি।

শতপথব্রাহ্মণ। ১৪। ১। ১। ৪ ও ৫॥

আমাদিগের মধ্যে যিনি শ্রম, তপস্যা, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ ও আহুতি দ্বারা প্রথমে যজ্ঞ-ফল জানিতে পারেন, তিনি শ্রেষ্ঠ। ইহাতে আমাদের সকলেরই অধিকার থাকিবে। তাঁহারা তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলেন। বিষ্ণু সর্ব্ব-প্রথমে ইহা সাধন করিলেন। তিনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ হইলেন। এই হেতু লোকে বলে বিষ্ণু সকল দেবতার প্রধান।

* পুরাণের মতেও আদিত্য-বিশেষের নাম বিষ্ণু।—বিষ্ণুপুরাণ।১।১৫।১৩১॥

যে সময়ের হিন্দু-শাস্ত্রে পৌরাণিক বিষ্ণুর আবির্ভাব হয় নাই, অথবা যে সময়ের শাস্ত্রে বিষ্ণু-দেবের পুরাণোক্ত প্রকৃতি-কুসুম বিকশিত হয় নাই, সেই সময়ের রচিত অনেক অনেক উপাখ্যান উত্তর কালে ঐ গোলক-বাসী ও বৈকুণ্ঠ-বাসী চতুর্ভুজ বিষ্ণু-দেবের গুণ-কীর্ত্তন অভিপ্রায়ে নিয়োজিত হইয়াছে। এমন কি পূর্ব্বতন দেবতা-বিশেষের নাম পর্য্যন্ত পরে বিষ্ণু-নামাবলি-মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে নারায়ণ-শব্দটি বিষ্ণু-বাচক বলিয়া প্রচলিত আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ পদের অর্থ লক্ষ্মী ও বিষ্ণু। কিন্তু ঐটি প্রথমে ব্রহ্মার নাম ছিল ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে *। শতপথ ব্রাহ্মণের একস্থলে বেদোক্ত পুরুষ-দেবতা নারায়ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

পুরুষো হ নারায়ণোঽকামযতাতিতিষ্ঠেয়ম্। সর্ব্বাণি ভূতান্যহমেবেদং সর্ব্বং স্যামিতি।

শতপথব্রাহ্মণ। ১৩। ৬। ৬। ১॥

পুরুষ-নারায়ণ কামনা করিলেন, আমি যেন যাবতীয় বস্তু অতিক্রম করি ও আমিই যেন এই সমস্ত বস্তু হই।

নারায়ণ শব্দের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে,প্রথমে বেদোক্ত পুরুষ, পরে ব্রহ্মা এবং সর্ব্বশেষে বিষ্ণু ঐ আখ্যাটি লাভ করেন। পুরাণের মতে, বিষ্ণু প্রলয়-কালে জলশায়ী থাকেন কিন্তু প্রাচীনতর গ্রন্থ-প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, বেদোক্ত পুরুষ (প্রজাপতি) ও ব্রহ্মা জলশায়ী ছিলেন এই মতই পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল †।

নাহ তর্হি কাচন প্রতিষ্ঠাস। তদেনমিদমেব হিরণ্ময়মাণ্ডং যাবৎ সম্বৎসরস্য বেলা আসীৎ তাবদ্বিভ্রৎপর্য্যপ্লবত।

শতপথব্রাহ্মণ। ১১। ১। ৬। ২॥

তখন তাঁহার (অর্থাৎ প্রজাপতি-সংজ্ঞক পুরুষের) অবস্থিতি করিবার স্থান ছিল না। এই হেতু তিনি এই হিরণ্ময় অণ্ডে অবস্থান পূর্ব্বক সম্বৎসর কাল সলিলে ইতস্ততঃ প্লবমান হইয়া ছিলেন।

---

* ৭১ পৃষ্ঠা।

† ৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

বাজসনেয়ীসংহিতায়, ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলে ও শতপথ ব্রাহ্মণে পুরুষ নামক বৈদিক দেবতা বিশেষের যে সমস্ত গুণ ও শক্তি বর্ণিত আছে, পরে মনুসংহিতায় যাহা ব্রহ্মার গুণ বলিয়া বর্ণিত হয় *, অবশেষে ভাগবতে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ স্বরূপে সেই সমুদায় আরোপিত হইয়াছে। পুরাণোক্ত বিষ্ণু সেই বেদোক্ত পুরুষের মত সহস্র-শীর্ষ, সহস্র-পাদ ও সহস্র-লোচন। পুরুষের ন্যায় বিষ্ণু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বস্তু। পুরুষের ন্যায় বিষ্ণু হইতেই বিরাটের সৃষ্টি এবং ঋক্ সামাদি বেদ ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের উৎপত্তি হয়। দেবগণাদি যেমন পুরুষকে বা পুরুষের অঙ্গ সমুদায়কে যজ্ঞ সামগ্রী করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেইরূপ, বিষ্ণুর অঙ্গ হইতে যজ্ঞসামগ্রী সকল আহরণ করিয়া তাঁহারই যজ্ঞ করা হয়। এই সমস্ত বিষয় বেদে বেদোক্ত পুরুষদেবের, এবং পরে ভাগবতে পুরাণোক্ত বিষ্ণুর, মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বেদোক্ত পুরুষ।	ভাগবতোক্ত বিষ্ণু ও বাসুদেব।
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ঋ-সং। ১০। ৯০। ১॥	सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्षः सहस्राननशीर्षवान्। ভাগবত। ২। ৫। ৩৫॥
বেদোক্ত পুরুষ।	ভাগবতোক্ত বিষ্ণু ও বাসুদেব।
पुरुष एवेदं सर्व्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। ঐ। ঐ। ঐ। ২॥	सर्व्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्। ভাগবত। ২। ৬। ১৫॥
स भूमिं विश्वतो वृत्वा- ऽत्यतिष्ठद् दशाङ्गुलम्। ঐ। ঐ। ঐ। ১॥	तेनेदमावृतं विश्वं वितस्ति† मधितिष्ठति। ভাগবত। ২। ৬। ১৫॥
तस्माद् विराळजायत विराजो अधिपूरुषः। ঐ। ঐ। ঐ। ৫॥	अण्डकोषे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते। वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान्धारणाश्रयः॥ ভাগবত। ২। ১। ২৫॥

* ৭২ ও ৭৩ পৃষ্ঠা।

† বিতস্তিমিতি দশাঙ্গুলস্য।
শ্রীধরস্বামী।

তস্মাদ্ যস্মাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ
সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে
তস্মাদ্ যজুঃ তস্মাদজায়ত।
ঐ। ঐ। ঐ। ৯॥

ঋচো যজূংষি সামানি
চাতুর্হোত্রঞ্চ সত্তম।
ভাগবত। ২। ৬। ২৪।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ
রাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ।
পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥
ঐ। ঐ। ঐ। ১২॥

পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য
বাহবঃ। ঊর্ব্বোর্বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং
শূদ্রোঽভ্যজায়ত॥
ভাগবত। ২। ৫। ৩৭॥

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা
যজ্ঞমতন্বত।
ঐ। ঐ। ঐ। ৬॥

পুরুষাবয়বৈরেতে
সম্ভারাঃ সম্ভৃতা ময়া।
ভাগবত। ২। ৬। ২৬॥

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং
জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত
সাধ্যাঃ ঋষয়শ্চ যে॥
ঐ। ঐ। ঐ। ৭ *।

ইতি সম্ভৃতসম্ভারঃ পুরুষাব-
য়বৈরহম্। তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেন-
বাযজমীশ্বরম্।
ভাগবত। ২। ৬। ২৭॥

উল্লিখিত উভয় গ্রন্থের বচনগুলি ঐক্য করিয়া দেখিলে, ঐ সমস্ত যে এক গ্রন্থ হইতে অন্য গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ থাকেনা। কে বা উত্তমর্ণ ও কে বা অধমর্ণ তাহা অপরিজ্ঞাত থাকিবার বিষয় নয়। বিষ্ণু ও কৃষ্ণকে সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা পরমেশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করা ভাগবত-প্রণেতার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গ্রন্থে লিখিত আছে, ব্রহ্মা সৃজনকর্ত্তা ও মহাদেব সংহারকর্ত্তা। ইহাতে ভাগবত-রচয়িতাকে অনেক সঙ্কটে পতিত হইতে ও বিস্তর কৌশল প্রকাশ করিতে হইয়াছে। তিনি এই বিরোধ-ভঞ্জন-উদ্দেশে লিখিলেন, বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ব্রহ্মা ও শিব সৃজন ও সংহার করেন। বিষ্ণু ভূমণ্ডলের ভার-মোচনার্থ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদিরূপে অবতীর্ণ হন, এ বিষয় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনতর

* এই শেষোক্ত দুই (অর্থাৎ ষষ্ঠ ও সপ্তম) ঋকের তাৎপর্য্যার্থ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২২ অবধি ২৯ পর্য্যন্ত কয়েক শ্লোকে পরিবর্দ্ধিত ও বহুলীকৃত করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে।

শাস্ত্র বা উপাখ্যান-বিশেষে ঐ গুলি ব্রহ্মা বা প্রজাপতির অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

মৎস্যাবতার।—শতপথ ব্রাহ্মণে মৎস্যাবতারের একটি অপূর্ব্ব উপাখ্যান আছে *। হিন্দুশাস্ত্রে ঐ বিষয়ের যত বৃত্তান্ত দেখা যায়, ঐ উপাখ্যানটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মৎস্য-অবতার কোন্ দেবের অবতার, ঐ উপাখ্যানে তাহা কিছুমাত্র উল্লিখিত নাই। কিন্তু বেদোক্ত উপাখ্যান বৈদিক দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক হওয়া কোন রূপেই সম্ভব ও সঙ্গত নয়। বিষ্ণু মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন একথা বেদের কোন অংশে দৃষ্ট হয় না। ঐ বৈদিক উপাখ্যান অপেক্ষায় অপ্রাচীন মহাভারতীয় উপাখ্যানে লিখিত আছে, মৎস্য ব্রহ্মার অবতার।

অহং প্রজাপতির্ব্রহ্মা যৎপরং নাধিগম্যতে।
মৎস্যরূপেণ যূয়ঞ্চ ময়াঽস্মান্মোক্ষিতা ভয়াৎ॥

বনপর্ব্ব। ১৮৭। ৫২॥

(মৎস্য ঋষিগণকে কহিলেন,) আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা; মৎস্যরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক তোমাদিগকে এই ভয় হইতে মুক্ত করিলাম।

যে সময়ে ব্রহ্মার উপাসনা প্রাদুর্ভূত ছিল, সেই সময়ে বনপর্ব্বের এই কথাটি বিরচিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। মহাভারত অপেক্ষায় অপ্রাচীন ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ মৎস্য বিষ্ণুর অবতার। হিন্দুদের জাতীয় ধর্ম্ম কেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে দেখ। এক উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মহিমা প্রকাশ উদ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে। ব্রহ্মার মহিমাকে খর্ব্ব করিয়া বিষ্ণু-উপাসনার প্রচার যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তদীয় উপাসকেরা ব্রহ্মাদি অন্য অন্য দেবতার মাহাত্ম্য-সূচক প্রাচীনতর উপাখ্যান সমুদায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া আপনাদের উপাস্য দেবের মহিমা-কীর্ত্তনে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। তদনুসারে, মহাভারতের অন্তর্গত ব্রহ্মার মাহাত্ম্য-বোধক ঐ উপাখ্যান ভাগবত আদি পুরাণে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রতি-

* শতপথব্রাহ্মণ। ১। ৮।

পাদক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে *। শতপথব্রাহ্মণের মত এই যে, জলপ্রলয়ের উপক্রম হইলে, মৎস্য মনুর সমীপে উপস্থিত হন। মনু তাঁহার সমীপে প্রলয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া এক খানি অতি বৃহৎ অর্ণবযানে আরোহণ করেন, কিন্তু তাহাতে পশু, পক্ষী, বীজাদি সঙ্গে লইবার প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু ভাগবতে লিখিত আছে, মৎস্যরূপী ভগবান রাজা সত্যব্রতসন্নিধানে উপনীত হন। প্রলয়-কাল উপস্থিত হইলে, তিনি ভগবানের আদেশ অনুসারে মুনিগণ সঙ্গে ওষধি ও বীজাদি সমভিব্যাহারে করিয়া একখানি বৃহৎ তরণীতে আরোহণ করেন। প্রলয়-কাল অতীত হইলে, বিশ্বপাতা ভগবান ব্রহ্মার সহিত প্রলয়-সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া হয়গ্রীব অসুরকে বিনাশ পূর্ব্বক বেদ সমগ্র উদ্ধার করেন †।

---

* ভাগবত। ৮ স্কন্ধ। ২৪ অধ্যায়।

† এই উপাখ্যান অনুসারে ব্রহ্মার নিশাকাল উপস্থিত হইলে, ভগবান বিষ্ণু বেদ-উদ্ধার জন্য মৎস্য-রূপ ধারণ করেন, তদনুসারে এই প্রলয় নৈমিত্তিক প্রলয় হইতে পারে *। কিন্তু এই পুরাণের প্রথম স্কন্ধে লিখিত আছে,

"রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে।" (ভাগবত।১।৩।১৫॥)

"চাক্ষুষ মনুর অধিকার-কালে সমুদ্র-বৃদ্ধি হইয়া জলপ্লাবন ঘটিলে পর, বিষ্ণু মৎস্য-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মার দিবাকালে চতুর্দ্দশ মনুর অধিকার হয়, তন্মধ্যে চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনুমাত্র, সুতরাং তৎকাল ব্রহ্মার নিশাকাল কি প্রকারে হইতে পারে? এবং তৎকালে নৈমিত্তিক প্রলয়ই বা কি প্রকারে সম্ভবে? অতএব ভাগবতের দুই স্থানের এই দুইটি কথা পরস্পর-বিরুদ্ধ।

এইরূপ একটি পৃথিবী-ব্যাপী জল-প্রলয়-বৃত্তান্ত অন্যান্য নানাদেশের নানাজাতীয় শাস্ত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেল্‌ডীয়া দেশের ইতিহাস মধ্যে লিখিত আছে, ঐ দেশীয় জিসথ্রস্ নামে এক নৃপতি দেবতা-বিশেষের আদেশক্রমে একখানি বৃহত্তর অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়া জল-প্রলয়ের সময়ে সপরিবারে ও সবান্ধবে পশু, পক্ষী ও খাদ্যসামগ্রী সমুদায় সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক প্রাণ-রক্ষা করেন। ঐ দেশীয় ওনিস্ নামক দেবতা-বিশেষ ভারতবর্ষীয় মৎস্যাবতারের মত অর্দ্ধাঙ্গ মৎস্যাকৃতি ও অপর অর্দ্ধাঙ্গ মনুষ্যাকৃতি।—Maurice's 'Hindustan. 1795, Vol. I. p. 543.

সীরিয়া দেশের শাস্ত্রেও ইহার অবিকল অনুরূপ একটি উপাখ্যান আছে। তথাকার যে রাজা জল-প্রলয়ের সময়ে স্বজন ও পশুপক্ষ্যাদি সঙ্গে উল্লিখিতরূপ একখানি অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া রক্ষা পান, তাহার নাম ডিউ্‌কেলিয়ন্ বলিয়া লিখিত আছে।—Lucian quoted in Maurice's Hindustan. Vol. I. p. 548.

---

* ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামী ইহাকে মায়িক প্রলয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

মৎস্য পুরাণের প্রারম্ভেই বিষ্ণুর মৎস্যাবতার-বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, তিনি মৎস্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া মনুকে এই পুরাণ উপ-দেশ দেন। ঐ বৃত্তান্ত মহাভারতীয় উপাখ্যানের অনুরূপ।

কূর্ম্মাবতার।—পুরাণাদি অপেক্ষা প্রাচীনতর শাস্ত্রের মতে, কূর্ম্ম প্রজাপতির অবতার।

খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের বাইবেল্ (অর্থাৎ 'গ্রন্থ') নামক ধর্ম্মশাস্ত্রে এবিষয়ের যে অবিকল এইরূপ একটি উপাখ্যান সবিস্তর বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। যিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ ক্রমে সপরিবারে পশু পক্ষী ও খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে সমুদ্রপোতে আরোহণ করিয়া রক্ষিত হন, তাঁহার নাম নোয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।—Bible Genesis. chap. 6. 7. 8.

আমেরিকাখণ্ডেও এবিষয়ের বিশেষ বিশেষ বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে। ব্রাজীল্-দেশীয় লোকের মধ্যে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এককালে সমস্ত লোক জলপ্লাবনে বিনষ্ট হয়; কেবল একটি পুরুষ ও তাহার গর্ভবতী ভগিনী রক্ষা পায়। তাহাদের হইতেই পুনরায় মনুষ্য-কুলের বৃদ্ধি হয়। কুবা-দ্বীপে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কোন সময়ে একটি প্রধান-পদস্থ বৃদ্ধ লোক প্রলয়-ঘটনার প্রসঙ্গ অগ্রে জ্ঞাত হইয়া একখানি সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বীয় পরিবার ও অন্য অন্য বহু প্রাণী সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করেন। টেরাফর্ম্মা-দেশীয় কতকগুলি লোকে কহে, প্রলয়-কালে সমস্ত নরকুল ধ্বংস হইয়া কেবল একটিমাত্র মনুষ্য সপরিবারে রক্ষা পায়; পশ্চাৎ তাহাদের হইতেই পুনরায় মনুষ্য-প্রবাহ বৃদ্ধি হইয়া আইসে। এই সমস্ত ব্যতিরেকেও, আমে-রিকাখণ্ডের অন্তর্গত মেক্সিকো, পেরুবিয়া প্রভৃতি নানাদেশে অসাধারণ বন্যা-ঘটনার নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে।—Encyclopœdia Britannica. 7th Edn. Article on Deluge

এসিরিয়া দেশের অন্তর্গত কৌযুঞ্জিক্ নামক স্থানে কেল্‌ডীয়া দেশীয় জল-প্রলয়-বৃত্তান্ত খোদিত ছিল। কয়েক বৎসর হইল, শ্রীমান্ বেয়ার্ড এবং স্মিথ্ তাহা অনুসন্ধান করিয়া আনেন এবং স্মিথ্ তাহার অর্থোদ্ভেদ করিয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর একটি সভায় * তাহা পাঠ করেন। ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত নানা উপাখ্যানের অনুরূপ। যিনি স্বগণ এবং পশু-পক্ষ্যাদি সম্বলিত অর্ণবযান আরোহণ করিয়া প্রাণ-রক্ষা পান, তাঁহার নাম হসিসত্র †।

গ্রীস্ দেশীয় শাস্ত্রেও এইরূপ একটি অসামান্য জলপ্লাবনের কথা বিনিবেশিত আছে, কিন্তু উল্লিখিত উপাখ্যান সমুদায়ের সহিত কোন কোন অংশে তাহার কিছু কিছু অসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, ডিউক্‌কেলিয়ন্ নামক নৃপতি-বিশেষের সময়ে মহাবন্যা উপস্থিত হইয়া মনুষ্য-কুল বিনষ্ট হইয়া যায়। জল-প্রলয় নিবৃত্ত হইয়া ভূমি প্রকাশ পাইলে, দেবগণ মৃত্তিকা দিয়া নর-মূর্ত্তি সমুদায় নির্ম্মাণ করেন এবং বায়ু-প্রবেশ দ্বারা সেই সমুদায়কে সজীব করিয়া দেন। ‡

---

* Society of Biblical Archæology.

† The Year book of Facts of Science and the arts, for 1875, p. 285 and 286.

‡ Encyclopœdia Britannica. 7th Edn. Vol. 7.

স যৎকূর্ম্মোনাম এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত যদসৃজতাকরোত্তদ্যদকরোত্তস্মাৎ কূর্ম্মঃ কশ্যপো বৈ কূর্ম্মস্তস্মাদাহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপ্যইতি। স যঃ স কূর্ম্মোঽসৌ স আদিত্যঃ।

শতপথ ব্রাহ্মণ। ৭। ৪। ৩। ৫॥

প্রজাপতি কূর্ম্ম-রূপ ধারণ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিলেন। যাহা তিনি সৃজন করিলেন, তাহা (অকরোৎ) অর্থাৎ করিলেন এই নিমিত্তই তাঁহাকে কূর্ম্ম বলে। কশ্যপ শব্দে কূর্ম্ম বুঝায় এই নিমিত্ত লোকে কহে, সকল জীব কশ্যপের সন্তান। সেই কূর্ম্মও যিনি, আদিত্যও তিনি।

এই বৈদিক উপাখ্যান অনুসারে, কূর্ম্ম আদিত্য-স্বরূপ ও প্রজাপতির অবতার। এটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কথা তাহার সন্দেহ নাই। পশ্চাৎ বিষ্ণুর উপাসনার প্রাদুর্ভাব হইলে, পুরাণে কূর্ম্ম বিষ্ণ্বতার বলিয়া প্রচারিত হয়। দেবাসুরে একত্র হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন, তাহাতে মন্দর মন্থন-দণ্ড ও বাসুকি রজ্জু হয় এবং বিষ্ণু কূর্ম্ম-রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পৃষ্ঠোপরি মন্দর ধারণ করেন। এ বিষয়ের পৌরাণিক উপাখ্যান হিন্দু-সমাজে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে এবং অনেকানেক বাঙ্গালা গ্রন্থেও তাহা প্রচারিত হইয়াছে। অতএব এ স্থলে সবিস্তর বিবরণ করিয়া গ্রন্থ বাহুল্য করিবার প্রয়োজন নাই। রামায়ণের বাল-কাণ্ডের ৪৫ সর্গে, আদিপর্ব্বের ১৭-১৯ অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণের ২৪৮-২৫০ অধ্যায়ে বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশের নবম অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে ও উত্তরখণ্ডের লক্ষ্ম্যুৎপত্তি নামক অধ্যায়ে, ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে ও অগ্নিপুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে এবিষয়ের উপাখ্যান সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। সেই সমস্ত উপাখ্যানের পরস্পর বিস্তর অনৈক্য ও বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ সে সমুদায়ই একমতাবলম্বী এক গ্রন্থকারের বিরচিত বলিয়া প্রচলিত আছে ইহা সামান্য কৌতুকের বিষয় নয়।

বরাহাবতার।—এইরূপ, বরাহও বেদ-শাস্ত্রে প্রজাপতির অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয়সংহিতার প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বোধ হয়।

আপোবাইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। তস্মিন্ প্রজাপতির্বায়ুর্ভূত্বা-চরৎ। স ইমাম্ অপশ্যৎ। তাং বরাহো ভূত্বাহরৎ।

তৈত্তিরীয়সংহিতা। ৭। ১। ৫॥

এই জগৎ প্রথমে জলময় ছিল। প্রজাপতি বায়ু স্বরূপ হইয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তিনি এই পৃথিবী দর্শন করিলেন ও বরাহরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক উদ্ধার করিলেন।

আপোবাইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। তেন প্রজাপতিরশ্রাম্যৎ। কথ-মিদং স্যাদিতি। সোঽপশ্যৎ পুষ্করপর্ণং তিষ্ঠৎ। সোঽমন্যত। অস্তি বৈ তৎ। যস্মিন্নিদমধিতিষ্ঠতীতি। স বরাহোরূপং কৃত্বো-পন্যমজ্জৎ। স পৃথিবীমধ আর্চ্ছৎ। তস্যা উপহত্যোদমজ্জৎ। তৎ পুষ্করপর্ণে প্রথয়ৎ। যদপ্রথয়ৎ তৎ পৃথিব্যৈ পৃথিবীত্বম্।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। প্রথমাষ্টক। প্রথমাধ্যায়। তৃতীয়ানুবাক।

এই জগৎ অগ্রে জলময় ছিল। প্রজাপতি সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া বিবেচনা করিলেন *, কিরূপে ইহাতে জগৎ নির্ম্মিত হইবে? তিনি দেখিলেন, একটি পদ্মপত্র রহিয়াছে। মনে করিলেন, অবশ্যই ইহার আধার-স্বরূপ কোন বস্তু বিদ্যমান আছে। তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া সলিলে নিমগ্ন হইলেন এবং নিম্নে গিয়া পৃথিবী প্রাপ্ত হইলেন। তাহা হইতে দন্ত দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া লইয়া উত্থিত হইলেন †। ঐ মৃত্তিকা পদ্মপত্রে প্রথিত অর্থাৎ প্রসারিত করিয়া রাখিলেন। সেই মৃত্তিকা প্রথিত হয় বলিয়া তাহার নাম পৃথিবী হইল ‡।

---

* "অশ্রাম্যৎ" পর্য্যালোচনরূপং তপোঽকুরুত।—সায়ন-ভাষ্য।

† "উপহত্যোদমজ্জৎ" কিয়তীমপ্যার্দ্রাং মৃদং স্বদংষ্ট্রয়া পৃথক্‌কৃত্য সলিলস্যোপর্য্যুন্মজ্জনং কৃতবান্।—সায়ন-ভাষ্য।

‡ শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যেও এইরূপ বরাহ কর্তৃক পৃথিবী-উদ্ধারের প্রসঙ্গ আছে।

ইয়তীহ বৈ ইয়মগ্রে পৃথিব্যাস প্রাদেশমাত্রী। তামেমূষ ইতি বরাহ উজ্জঘান।

শতপথ ব্রাহ্মণ। ১৪।১।২।১১॥

অগ্রে এই পৃথিবী এক প্রাদেশমাত্র ছিল। একটি এমূষ নামক বরাহ তাহাকে উদ্ধার করে। এই উপাখ্যানেরও সহিত প্রজাপতির সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, কেননা এই কথার পরেই লিখিত আছে,—

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বরাহ অবতারের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণে বরাহ ব্রহ্মার অবতার বলিয়া স্পষ্ট লিখিত আছে।

सर्व्वं सलिलमेवासीत् पृथिवी तत्र निर्म्मिता ।
ततः समभवद् ब्रह्मा स्वयम्भूर्दैवतैः सह ॥
स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुन्धराम् ।
असृजच्च जगत् सर्व्वं सह पुत्रैः कृतात्मभिः ॥

রামায়ণ। ২। ১১০। ৩ ও ৪॥

প্রথমে সমুদয় জলময় ছিল; তাহাতেই পৃথিবী নির্ম্মিত হয়। পরে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে উৎপন্ন হন। অনন্তর তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করেন ও আপনার কৃতাত্মা পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া ফেলেন।

रात्रौ चैकार्णवे ब्रह्मा नष्टे स्थावरजङ्गमे ।
सुष्वापाम्भसि यत्तस्मान्नारायण इति स्मृतः ॥
शर्व्वर्य्यन्ते प्रबुद्धो वै दृष्ट्वा शून्यं चराचरम् ।
स्रष्टुं तदा मतिं चक्रे ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः ॥
उदकैराप्लुतां क्ष्मां तां समादाय सनातनः ।
पूर्व्ववत् स्थापयामास वाराहं रूपमास्थितः ॥

লিঙ্গপুরাণ। ৪। ৪৫—৪৮॥

सोऽस्याः पतिः प्रजापतिस्तेनैव एनमेतन्मिथुनेन प्रियेण धाम्ना समर्द्धयति कृत्स्नं करोति ।

পৃথ্বী-পতি প্রজাপতি এই এমূষকে ইহার এই প্রীতি-নিকেতন মিথুন প্রদান দ্বারা সমৃদ্ধ ও সম্পূর্ণ করিয়া দেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে মৃত্তিকাভিমন্ত্রণ-প্রকরণে লিখিত আছে,

भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी । उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना ।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।১০।১।৮॥

(মৃত্তিকা)! তুমি পৃথিবী-স্বরূপা ও ধেনু (অর্থাৎ কামধেনু-সদৃশী) এবং সত্য ও প্রাণিগণের ধারণকর্ত্রী। একটি কৃষ্ণবর্ণ শতবাহু বরাহ তোমাকে উদ্ধার করে।

---

* वराहावतारेण ।—সায়নাচার্য্য।

রাত্রিকালে স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তু একার্ণবে নষ্ট হইলে পর, ব্রহ্মা সলিলোপরি শয়ন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি নারায়ণ * বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। রাত্রি-শেষে ব্রহ্মবিত্তম ব্রহ্মা জাগরিত হইলেন এবং চরাচর জগৎ শূন্য দেখিয়া সৃষ্টি করিতে মানস করিলেন। ধরণীমণ্ডল জলে পরিপ্লুত ছিল; সনাতন ব্রহ্মা বরাহ-রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিলেন।

তৈত্তিরীয়সংহিতা, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ও রামায়ণোক্ত উল্লিখিত উপাখ্যান এবিষয়ের নানা পৌরাণিক উপাখ্যান অপেক্ষা প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই। ঐ উভয়ে বরাহ প্রজাপতি ও ব্রহ্মার অবতার বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। লিঙ্গপুরাণ শিব-প্রধান; বিষ্ণু-মহিমা প্রচার করা তাহার উদ্দেশ্য নয়; অতএব তাহাতে প্রাচীনতর উপাখ্যানানুসারে, বরাহ ব্রহ্মারই অবতার বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। পশ্চাৎ বিষ্ণুপুরাণ, বহ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও হরিবংশে ঐ উপাখ্যান পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিষ্ণুর মহিমা-প্রতিপাদন বিষয়ে নিয়োজিত করা হইয়াছে। এই সকল পুরাণ ও হরিবংশের মতে, বরাহ বিষ্ণুরই অবতার। মূলোপাখ্যান এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, অবতীর্ণ হইবার মূল উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত উপাখ্যান দুই প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে; এক প্রকার এই যে, বিষ্ণু রসাতল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশে বরাহ-রূপ ধারণ করেন, আর দ্বিতীয় এই যে, তিনি দৈত্যবধ দ্বারা ভূমণ্ডলের ভার মোচন করিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণু ও পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে রসাতল হইতে পৃথিবী-উদ্ধারের বিবরণ আছে, আর মহাভারতে এবং লিঙ্গ, বহ্নি প্রভৃতি পুরাণে বরাহ দ্বারা দৈত্য-বধেরই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। হরিবংশে এবং মৎস্যপুরাণে ঐ উভয় প্রকার উপাখ্যানই কিয়দংশে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ঐ উভয়ে বরাহ দ্বারা রসাতল-মগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার আখ্যানও আছে এবং তন্মধ্যে পৃথিবী-কৃত বিষ্ণু-স্তবে এইরূপ উক্তিও

---

* ৭১ পৃষ্ঠায় এই শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখ।

আছে যে, "ভগবন্! আমি দানবগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; আমাকে পরিত্রাণ কর" *।

বিষ্ণুভাগবতাদি পুরাণে যজ্ঞবরাহ নামক একটি বরাহ-প্রসঙ্গ আছে। সেটি যজ্ঞের রূপক বই আর কিছুই নয়। তদীয় বর্ণনায় চারি বেদ তাঁহার চারি পাদ, যূপ তাঁহার দংষ্ট্রা, অগ্নি জিহ্বা, কুশ গাত্রলোম, অহোরাত্র নেত্র-যুগল, পরব্রহ্ম মস্তক, বৈদিক সূক্ত সমুদায় জটারাশি, বেদচ্ছন্দ গাত্র-ত্বক্, যজ্ঞ-ঘৃত নাসিকা, চমস-পাত্র কর্ণ-রন্ধ্র, সামগান গভীর নাদ, যজ্ঞসমূহ অঙ্গ-সন্ধি ইত্যাদি রূপক বর্ণনাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবিষয়ে ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে পরস্পর কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় †।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বের ২০৯ অধ্যায়ে, ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ১৮ ও ১৯ অধ্যায়ে, লিঙ্গপুরাণের ১৭ অধ্যায়ে, অগ্নিপুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশের চতুর্থ অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণের সৃষ্টি-খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে, হরিবংশের ২২৪ অধ্যায়ে, কালিকা উপপুরাণের ২৮ ও ২৯ অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণের ২৪৬ ও ২৪৭ অধ্যায়ে এবং বহ্নি ও গরুড়পুরাণে বিষ্ণুর বরাহ-রূপ-ধারণ বিষয়ের নানাপ্রকার উপাখ্যান বিদ্যমান আছে।

বামন।—ঋগ্বেদের এক স্থলে লিখিত আছে, বিষ্ণু অর্থাৎ আদিত্যবিশেষ এই জগন্মণ্ডলে ত্রিপদ বিক্ষেপ করেন।

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा निदधे पदं। समूढ़मस्य पांसुरे।

ঋ-সং। ১। ২২। ১৭॥

বিষ্ণু এই জগতে তিন পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন; সমুদায় জগৎ তাঁহার ধূলি যুক্ত পদ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। अतो धर्म्माणि धारयन्।

ঋ সং। ১। ২২। ১৮॥

---

* दानवैस्तेजसाक्रान्तो रसातलतलं गताम्।
त्रायस्व मां सुरश्रेष्ठ त्वामेव शरणं गताम्॥

হরিবংশ। ২২৪। ২৩॥

† বিষ্ণুপুরাণ, ১, ৪ এবং ভাগবত, ৩, ১৩ দেখ।

দুর্দ্ধর্ষ ও সকল জগতের রক্ষাকারী বিষ্ণু ধর্ম্মের পুষ্টি-সম্পাদন পূর্ব্বক পৃথিবী প্রভৃতি স্থানে তিন পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

নিরুক্তকার যাস্ক ঋষি এই দুই ঋকের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

यदिदं किञ्च तद्विचक्रमे विष्णुः। त्रिधा निधत्ते पदं त्रेधा-भावाय पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः। समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीत्यौर्णनाभः।

নিরুক্ত। ১২। ১৯॥

বিষ্ণু এই সমগ্র জগৎ পরিক্রম করেন। তিনি তিন প্রকার ভাব গ্রহণার্থ তিনবার পদ-বিক্ষেপ করেন। শাকপূণি বলেন, (বিষ্ণু) ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকে পদ-বিক্ষেপ করেন। ঔর্ণনাভ কহেন, উদয়স্থানে, মধ্যাকাশে ও অস্ত-গমন-স্থলে পদার্পণ করেন।

অতএব ঔর্ণনাভের মতে, এই বিষ্ণু সূর্য্য ও তাঁহার ত্রিপাদ নিক্ষেপ উদয়, অস্ত ও মধ্যাহ্নকালের গতি বই আর কিছুই নয়। দুর্গাচার্য্য নিরুক্তভাষ্যে এই কথাটি সুস্পষ্ট লিখিয়াছেন।

विष्णुरादित्यः। कथमिति यत आह त्रेधा निदधे पदम्। निधत्ते पदम्। निधानं पदैः। क्व तत्र तावत्। पृथिव्यामन्तरीक्षे दिवीति शाकपूणिः॥ पार्थिवोऽग्निर्भूत्वा पृथिव्यां यत्किञ्चिदस्ति तद्विक्रमते तदधितिष्ठति अन्तरीक्षे वैद्युतात्मना दिवि सूर्य्यात्मना॥ यदुक्तम् "तमू अकृण्वन् त्रेधा भुवे कम्"। (ঋ—সং। ১০। ৮৮। ১০।)

समारोहणे उदयगिरावुद्यन् पदमेकन्निधत्ते॥ विष्णुपदे मध्यन्दिनेऽन्तरीक्षे। गयशिरस्यस्तं गिराविल्यौर्णनाभ आचार्य्यो मन्यते।

দুর্গাচার্য্য।

বিষ্ণু সূর্য্য, কেননা তিনি তিনবার পদ-নিক্ষেপ করেন। কোথায়?—শাক-পূণি বলেন, ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষে। তিনি পার্থিব অগ্নিস্বরূপ হইয়া পৃথিবীতে যৎকিঞ্চিৎ গমন ও অধিষ্ঠান করেন। অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ-স্বরূপ ও

দ্যলোকে সূর্য্য-স্বরূপ হইয়া গমন ও অধিষ্ঠান করেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, দেবগণ সেই (সূর্য্য-স্বরূপ) অগ্নিকে তিন প্রকার ভাবে বিদ্যমান করিয়া দেন।' ঊর্ণনাভ আচার্য্য বিবেচনা করেন, উদয়কালে উদয়াচলে উদয়-স্থানে এক পাদ বিক্ষেপ করেন, মধ্যাহ্ন কালে বিষ্ণুপাদে অর্থাৎ মধ্যাকাশে অপর একপাদ এবং অস্তাচলে গয়শিরে * অর্থাৎ অস্তগমন-স্থলে অন্য একপাদ বিক্ষেপ করেন।

পুরাণে বামনাবতারের উপাখ্যান মধ্যে লিখিত আছে, বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক বলি রাজাকে ছলনা করিতে গিয়া ভূতলে একপাদ, অন্তরীক্ষে একপাদ ও অবশেষে বলির মস্তকোপরি একপাদ অর্পণ করেন। এই নিমিত্ত এই অবতারকে ত্রিবিক্রমাবতারও বলে। সায়নাচার্য্য উল্লিখিত দুই ঋকের ব্যাখ্যায় পৌরাণিক বিষ্ণুর ঐ অবতারের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু বেদোক্ত বিষ্ণু বলি-বঞ্চক পৌরাণিক বিষ্ণু নন, মূলেও কোন অবতারের প্রসঙ্গ নাই এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরাও তাহার সেরূপ অর্থ করেন নাই। বরং বেদোক্ত বিষ্ণু নামক আদিত্য-বিশেষের উল্লিখিত ত্রিপাদ-বিক্রমের প্রসঙ্গ হইতেই পৌরাণিক বিষ্ণুর বামনাবতারের উপাখ্যান উদ্ভাবিত হইয়াছে এই কথাই সর্ব্বতোভাবে সম্ভব।

শতপথব্রাহ্মণে এক যজ্ঞ-বাচক বামন-রূপী বিষ্ণুর উপাখ্যান আছে; তিনি অসুরগণের নিকট হইতে কৌশলক্রমে সমস্ত ভূমণ্ডল অধিকার করিয়া লন। সেই উপাখ্যানটি এই স্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে।

দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চ উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ পস্পৃধিরে। ততো দেবা অনুব্যমিবাসুরথহাসুরা মেনিরেঽস্মাকমেবেদং খলু ভুবনমিতি ॥ ১ ॥ তে হোচুর্হন্তেমাং পৃথিবীং বিভজামহৈ তাং বিভজ্যোপজীবামেতি। তামৌক্ষ্ণৈশ্চর্মভিঃ পশ্চাত্প্রাঞ্চো বিভজমানা অভীয়ুঃ ॥ ২ ॥ তদ্ বৈ দেবাঃ শুশ্রুবুর্বিভজন্তে হ বা ইমামসুরাঃ পৃথিবীং প্রেত তদেষ্যামো যত্রে-

---

* এই গয়শির শব্দ পাইয়াই কি গয়া-মাহাত্ম্য ও গয়াসুরের উপাখ্যান বিরচিত হইয়াছে? যখন বিষ্ণু নামক আদিত্য-বিশেষের অর্থাৎ সূর্য্যের গয়শিরে (অর্থাৎ অস্তগমন-স্থলে) পদ-বিক্ষেপের প্রসঙ্গ আছে এবং যখন পৌরাণিক বিষ্ণুরও গয়শিরে (অর্থাৎ গয়াসুরের মস্তকে) পদার্পণের কথা লিখিত রহিয়াছে, তখন এ অনুমান কোন রূপেই অসম্ভব ও অসঙ্গত নয়।

मामसुरा विभजन्ते। के ततः स्याम यदस्यै न भजेमहीति। ते यज्ञमेव विष्णुं पुरस्कृत्येयुः ॥ ३ ॥ ते होचुः अनुनोऽस्यां पृथिव्यामाभजतास्त्वेव नोऽप्यस्यां भाग इति। तेऽसुरा असूयन्त इवोचुर्यावदेवैष विष्णुरभिशेते तावद्वोदद्म इति ॥ ४ ॥ वामनो ह विष्णुरास। तद्देवा न जिहीडिरे महद्वै नोऽदुर्ये नो यज्ञसम्मितमदुरिति ॥ ५ ॥ ते प्राञ्चं विष्णुं निपाद्य छन्दोभिरभितः पर्यगृह्णन् गायत्रेण त्वाच्छन्दसा परिगृह्णामीति दक्षिणतस्त्रैष्टुभेन त्वाच्छन्दसा परिगृह्णामीति पश्चाज्जागतेन त्वाच्छन्दसा परिगृह्णामीत्युत्तरतः ॥ ६ ॥ तं छन्दोभिरभितः परिगृह्य अग्निं पुरस्तात् समाधाय तेनार्चन्तः श्राम्यन्तश्चेरुस्तेनेमां सर्व्वां पृथिवीं समविन्दन्त।

শতপথব্রাহ্মণ। ১। ২। ৫। ১—৭॥

দেবগণ ও অসুরগণ উভয়ে প্রজাপতির সন্তান। তাঁহারা পরস্পর বিরোধ করিয়াছিলেন; তাহাতে দেবতারা পরাস্ত হন। অসুরেরা বিবেচনা করিল, এই পৃথিবী নিশ্চয় আমাদেরই। তৎপরে তাহারা বলিল, এস আমরা এই পৃথিবী ভাগ করি; করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকি। তদনুসারে, তাহারা বৃষ-চর্ম্ম দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিভাগ করিতে লাগিল। দেবগণ শুনিয়া কহিলেন, অসুরেরা পৃথিবী বিভাগ করিতেছে, অতএব এস আমরা বিভাগ-স্থলে গমন করি। যদি আমরা উহার অংশ না পাই, তাহা হইলে, আমাদের কি হইবে? তাঁহারা যজ্ঞরূপী বিষ্ণুকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তথায় চলিলেন এবং বলিলেন, আমাদিগকে পৃথিবীর অধিকারী কর; আমাদিগকেও ইহার অংশ দান কর। অসুরেরা অসূয়া-পরবশ হইয়া প্রত্যুত্তর করিল, বিষ্ণু যে প্রমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারেন, তাহাই দিব! বিষ্ণু বামন ছিলেন। দেবগণ তাহাতে অস্বীকার করিলেন না; কিন্তু আপনাদের মধ্যে এইকথা বলিলেন, অসুরেরা আমাদিগকে যজ্ঞ-পরিমিত স্থান দান করিয়াছে। তাহারা যথেষ্ট দিয়াছে। পরে তাঁহারা (অর্থাৎ দেবগণ) বিষ্ণুকে পূর্ব্বদিকে স্থাপিত করিয়া ছন্দসমূহে পরিবেষ্টিত করিলেন; বলিলেন, তোমাকে দক্ষিণ দিকে গায়ত্রীচ্ছন্দে পরিবেষ্টিত করি, পশ্চিম দিকে ত্রিষ্টুভচ্ছন্দে পরিবেষ্টিত করি এবং উত্তর দিকে জগতীচ্ছন্দে

পরিবেষ্টিত করি। এইরূপে তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে ছন্দে পরিবেষ্টিত করিয়া, তাঁহারা অগ্নিকে পূর্ব্ব দিকে স্থাপিত করিলেন, এবং অর্চ্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা সমস্ত ভুবন প্রাপ্ত হইলেন।

এবিষয়ের বৈদিক প্রমাণ যাহা কিছু উদ্ধৃত হইল, তাহার ফলিতার্থ এই যে, ঋগ্বেদসংহিতানুসারে, আদিত্য বিশেষ বিষ্ণু অর্থাৎ সূর্য্য উদয়-কালে উদয় গিরিতে মধ্যাহ্নকালে অন্তরীক্ষে, এবং অস্ত-কালে অস্ত-গমন স্থলে পদ-বিক্ষেপ করেন; আর শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে, যজ্ঞ-স্বরূপ বামন-রূপী বিষ্ণু কৌশলক্রমে অসুর গণকে ছলনা পূর্ব্বক অবনিমণ্ডল অধিকার করিয়া লন। এই সৌর-কীর্ত্তি ও যজ্ঞ মহিমা-প্রতিপাদক বৈদিক উপাখ্যান হইতে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বৈকুণ্ঠ-বাসী পৌরাণিক বিষ্ণুর বামনাবতার-বিষয়ক কি অদ্ভুত উপাখ্যানই উদ্ভাবিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজে তাহা সুপ্রসিদ্ধই আছে, অতএব বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে আর লিখিত হইল না। ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধের সপ্তদশ অবধি ত্রয়োবিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত, পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের আটচল্লিশ ও ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় এবং বামনপুরাণের পঁচাত্তর অধ্যায় পাঠ করিলেই সবিশেষ জানিতে পারা যাইবে। সেই উপাখ্যা-নের মধ্যে বৈদিক ও পৌরাণিক বিষ্ণুর অভেদ-প্রতিপাদন উদ্দেশে একটি কৌশ-লও প্রকাশ করা হইয়াছে। বৈদিক বিষ্ণু আদিত্য-বিশেষ। বামন-রূপী পৌরা-ণিক বিষ্ণু অদিতির পুত্র, সুতরাং তিনিও আদিত্য। ইহা হইলে, উভয় বিষ্ণুতে এ অংশে সুন্দর ঐক্য রহিয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত বিষ্ণুর বিষয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, সমস্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীনতর শাস্ত্র-প্রমাণে, পুরুষ ও ব্রহ্মার নামই নারায়ণ, পশ্চাৎ অপ্রাচীনতর গ্রন্থে তাহা বিষ্ণুর নামাবলী মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে; প্রাচীনতর শাস্ত্রের মত এই যে, ব্রহ্মা ও প্রজাপতি-সংজ্ঞক পুরুষ জলশায়ী ছিলেন; তৎপরিবর্ত্তে অপ্রাচীনতর গ্রন্থে বিষ্ণুই সমুদ্রশায়ী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; প্রাচীনতর শাস্ত্রানুসারে, বেদ, বিরাট্ ও বর্ণের সৃষ্টি প্রভৃতি যে কতকগুলি বিষয় ব্রহ্মা ও পুরুষ দেবের ক্রিয়া বলিয়া হিন্দুমণ্ডলীর সংস্কার ছিল, অপ্রাচীনতর গ্রন্থে তাহাও বিষ্ণুর ক্রিয়া বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, এবং প্রাচীনতর শাস্ত্র প্রমাণে, পূর্ব্বতন হিন্দুরা মৎস্য কূর্ম্মাদি কতকগুলি দেবাবতারকে ব্রহ্মা ও প্রজাপতির অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, অপ্রাচীনতর শাস্ত্রানুসারে, ইদানীন্তন হিন্দুরা,

সে সমুদায়কে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রত্যয় যাইতেছেন। ফলতঃ পূর্ব্বতন দেবতা বিশেষের অনেকানেক উপাখ্যান পশ্চাৎ রূপান্তরিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পৌরাণিক বিষ্ণুর মহিমা প্রকাশ উদ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে ইহা হিন্দু শাস্ত্রের বহুতর স্থলে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্ত জনেরা অন্যদীয় সুশোভন অলঙ্কার অপহরণ করিয়া আপন আপন ইষ্টদেবের মনোমত সজ্জা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে 'উদোর পিণ্ড বুধোর স্কন্ধে' স্থাপন করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের অভিনব রূপ উৎপাদন করা হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্র ক্রমশঃ কতই পরিবর্ত্তিত ও কি বিপর্য্যস্তই হইয়া গিয়াছে!

রাম-পরশুরামাদি।—বিষ্ণ্বতারের মধ্যে হিন্দুসমাজে এখন রাম ও কৃষ্ণের উপাসনাই প্রচলিত ও প্রবল। পূর্ব্ব কালে অসাধারণ বীর-পুরুষদের অর্চ্চনা নানাদেশে প্রচারিত হয়। সেইরূপ ভারতবর্ষেও রাম-পরশুরামাদি বীর-পুরুষ দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত ও পূজিত হইয়া আসিয়াছেন। রামচন্দ্র দক্ষিণাপথে ও লঙ্কায় অর্থাৎ সিংহল দ্বীপে * গমন করিয়া শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশ করেন ইহাই কীর্ত্তন করা রামায়ণ-রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। পরশুরামও ঐ অঞ্চলে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কেরলরাজ্য সংস্থাপন ও তথায় বারংবার আর্য্য-বংশ ও আর্য্য-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন এইরূপ বর্ণিত আছে †। হয়ত, ইনি ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডে আর্য্য বাস ও আর্য্য ধর্ম্ম-সংস্থাপনের সূত্রপাত করিয়া যান। ফলতঃ রাম পরশুরাম উভয়েরই উল্লিখিত রূপ পরিকীর্ত্তিত বীরত্ব-গুণ-প্রাচুর্য্যেই তাঁহাদিগকে বিষ্ণ্বতার করিয়া তুলিয়াছে।

---

* পূর্ব্বে সিংহল দ্বীপেরই নাম লঙ্কা ছিল একথাটি নিতান্ত আধুনিক অনুমান নয়। পালিভাষায় বিরচিত একখানি পুরাতন গ্রন্থে এ বিষয়ের একটি প্রবাদ লিপিবদ্ধ আছে।

সীহবাহু নরিন্দোসো যেন সীহ সমাগতো। তেন তস্সম্বজানন্তা সীহলানিপবুচ্চরে॥
সীহলে ন অয়ং লঙ্কা গহিতা তেন বাসিতা। তেনৈব সীহলন নাম সঞ্জিত সীহলন্ন তা॥
মহাবংশ। সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সীহবাহু রাজা সিংহ বধ করেন, এই হেতু তদীয় পুত্রগণ সীহল বলিয়া উল্লিখিত হয়। সেই সীহলেরা এই লঙ্কা অধিকার করিয়া তাহাতে অধিবাস করেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম সীহল।

পালিভাষার সীহল শব্দ সংস্কৃতভাষার সিংহল শব্দের রূপান্তর।

† পরশুরাম বারংবার ক্ষত্রিয়-কুলধ্বংস করেন এ প্রবাদ অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। তদ্ভিন্ন, তাঁহার দক্ষিণাপথ সংক্রান্ত কীর্ত্তি বিষয়ক অন্য একটি কথাও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি যে ঐ অঞ্চলে গিয়া অবস্থিতি করেন, মহাভারতের স্থল-বিশেষে তাহার সূচনা আছে।

কৃষ্ণ।—বেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রায়ই নাই; কেবল উহার সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রাচীন অংশে অর্থাৎ উপনিষদ্-ভাগে তাঁহার নাম উল্লিখিত আছে *। তদ্ভিন্ন, ঐ শাস্ত্রের কোন স্থানে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা পরমেশ্বর অথবা একটি প্রধান দেবতা বলিয়া বর্ণিত হন নাই। রামায়ণের প্রথম প্রণয়ন-কালে রাম ও

গচ্ছ তীরং সমুদ্রস্য দক্ষিণস্য মহামুনে।
ন তে মদ্বিষয়ে রাম বস্তব্যমিহ কর্হিচিৎ॥
ততঃ শূর্পারকং দেশং সাগরস্তস্য নির্ম্মমে।
সহসা জামদগ্ন্যস্য সোঽপরান্তমহীতলং॥

শান্তিপর্ব্ব। রাজধর্ম্ম। ৪৯—৬৬—৬৮॥

মহামুনি রাম। আমার অধিকারে বাস করা কদাচ তোমার উচিত নয়। অতএব তুমি দক্ষিণসমুদ্র তীরে গমন কর। তৎপরেই সাগর তাঁহার নিমিত্তে শূর্পারক দেশ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তিনি পৃথিবীর অপরান্ত দেশে গমন করিলেন।

স্কন্দ পুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে লিখিত আছে,

অব্রাহ্মণ্যং তদা দেশং কৈবর্ত্তান্ প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ।
... ... যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ॥
স্থাপয়িত্বা স্বক্ষেত্রে স তদা বিপ্রান্ প্রকল্পিতান্।
জামদগ্ন্যস্তদোবাচ সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা॥ ইত্যাদি।

স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডের উত্তর কাণ্ড।

তখন পরশুরাম সেই ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত দেশে কৈবর্ত্তদিগকে দেখিয়া যজ্ঞসূত্র প্রদান করিলেন এবং সেই কৃত-ব্রাহ্মণদিগকে নিজ ক্ষেত্রে স্থাপন করিয়া সুপ্রীত মনে বলিলেন, (ইত্যাদি)।

কেরল-উৎপত্তি নামক গ্রন্থে পরশুরামের দক্ষিণাপথ-সংক্রান্ত কীর্ত্তি সমুদয় সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। Taylor's Oriental Manuscripts, Vol. 2 ও Wilson's Mackenzie Collection, Vol. 2. এই দুই পুস্তক পাঠ করিলে এবিষয়ের অনেক কথা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

* তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতত্ত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি॥

ছান্দোগ্যোপনিষদ্। ৩ প্রপাঠক। ১৭ খণ্ড॥

অঙ্গিরার বংশোদ্ভব ঘোর ঋষি দেবকী-পুত্রকৃষ্ণকে তাহা উপদেশ দিয়া বলিলেন। তিনি (শ্রবণ করিয়া) তৃষ্ণা-রহিত অর্থাৎ কামনা-শূন্য হইলেন। তাহা এই, অন্ত কালে অর্থাৎ মৃত্যু-সময়ে এই তিন বাক্য অবলম্বন করিবে. অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি ও প্রাণসংশিতমসি।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বাসুদেবের প্রসঙ্গ আছে বটে *, কিন্তু তাহাও কৃষ্ণবিষয়ের অধিক

---

* তৈত্তিরীয় আরণ্যক। ১০। ১। ৬॥

মহাভারতের * প্রথম রচনা-কালে কৃষ্ণ বিষ্ণুবতার বলিয়া পরিগণিত ছিলেন না এই অনুমানের বিষয় ইতি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে †। এক সময়ে যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল না, মহাভারতের মধ্যে তাহার বহুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি শ্রীকৃষ্ণকে

প্রাচীনত্বের পরিচায়ক নয়। একেতো, বেদের সমস্ত আরণ্যকভাগ অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন *; তাহাতে আবার যে কাল পর্য্যন্ত কেবল বৈদিক ধর্ম্মই ভারতবর্ষীয় আর্য্যবংশীয়দের জাতীয় ধর্ম্ম ছিল, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে তাহার উত্তরকালীন ধর্ম্ম-কথাদি বিনিবেশিত রহিয়াছে †। অতএব ঐ আরণ্যক সমধিক অপ্রাচীন। উহার যে অংশে বাসুদেবের নাম লিখিত আছে, তাহার নাম যাজ্ঞিকী উপনিষদ্। তাহা পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ দশোপনিষদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদ্ অপেক্ষা আধুনিক তাহার সন্দেহ নাই ‡।

* অর্থাৎ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের।

† ৯৮ ও ৯৯ পৃষ্ঠা।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদক অনেক স্থলই যে পশ্চাৎ বিনিবেশিত হয়, ইহা একরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতীয় মূল উপাখ্যানের সহিত কৃষ্ণ-প্রধান ভগবদ্গীতার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ঘোরতর যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে একখানি পরমার্থ-প্রধান সঙ্কলিত দর্শন-শাস্ত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। প্রকৃত, "হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান"। ঐ প্রবন্ধ-রচনার উদ্দেশ্য কি জান? জীবাত্মার ধ্বংস হয় না, অতএব যত ইচ্ছা নর হত্যা কর, তাহাতে কিছুমাত্র পাতক নাই। শান্তিপর্ব্বের ২০৭ অধ্যায়ের উপাখ্যানটি কেবলই বিষ্ণু-মহিমা-কীর্ত্তন, তাহার মধ্যে কয়েকটি স্থলে কৃষ্ণবাচক শব্দ বিদ্যমান আছে এবং সর্ব্বশেষের দুইটি শ্লোকে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের অভেদ বর্ণন করা হইয়াছে। পাঠ করিলে, ঐ শেষ টুকু পশ্চাৎ সংযোজিত বলিয়া সহজেই অনুমান হয়। এই স্থল গুলি রহিত করিলে, উল্লিখিত উপাখ্যানের কিছুমাত্র অপচয় হয় না। শান্তিপর্ব্বের ২৮০ অধ্যায়ে বিষ্ণুর মহিমা-কীর্ত্তনই চলিতেছে, প্রথমে তাহার মধ্যে কোন স্থলে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ উপস্থিত নাই; সর্ব্বশেষে যুধিষ্ঠির কোন উপলক্ষ বা প্রয়োজন সূচনা ব্যতিরেকে ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ। এই কৃষ্ণই কি সেই ভগবান্ নারায়ণ? এই শেষ অংশ টুকু পরিত্যাগ করিলে ঐ উপাখ্যানের কিছুমাত্র হানি হয় না। ঐ উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন কৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশেই এই অংশ টুকু পশ্চাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

† তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠক পাঠ করিলেই একরূপ অনেক বিষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

‡ যাজ্ঞিকী উপনিষদের নানাপ্রকার পাঠ আছে; দ্রাবিড়, আন্ধ্র, কার্ণাটক ইত্যাদি। ঐ কয়েকটি দেশ দক্ষিণাপথের অন্তর্গত। অতএব এ বিষয়টিও ঐ উপনিষদের বা ঐ আরণ্যকের অতিমাত্র আধুনিকত্বের পরিচায়ক। বেদের প্রাচীনতর অংশ-সমুদায়-রচনার সময়ে দক্ষিণাপথে আর্য্যবংশীয়দের বাসবিস্তার হয় নাই। সেই সমস্ত অংশে ঐ দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গত কোন স্থান ও কোন বস্তুর কিছুমাত্র নামগন্ধ নাই।——এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৭৩ পৃষ্ঠা।

বন্ধন করিতে কৃত-সংকল্প হন *। কর্ণ মদ্ররাজ শল্যকে কৃষ্ণ অপেক্ষা গুণবান্, বলবান ও বীর্য্যবান বলিয়া বর্ণন করেন †। দুর্য্যোধন শল্যকে কৃষ্ণ অপেক্ষা গুণশালী, বল-বীর্য্য-সম্পন্ন ও অশ্ববিদ্যায় নৈপুণ্যশালী বলিয়া প্রশংসা করেন‡। যুধিষ্ঠির রাজসূয় সভায় কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করাতে, শিশুপাল যুধিষ্ঠিরাদিকে যার পর নাই ভর্ৎসনা করেন এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণকে একটি নিতান্ত নিকৃষ্ট সামান্য লোক বলিয়া অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে থাকেন ¶। এই সমস্ত বিষয় যে সময় প্রথম কথিত, রচিত বা প্রচারিত হয়, সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেবাবতার বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস থাকা কোনমতেই সঙ্গত নয়। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণু অর্থাৎ পরাৎপর পরমেশ্বর বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" §। এমন কি, তাঁহারে অবতারের মধ্যে গণ্য করিলে, তাঁহার অবমাননা করা হয়। এজন্য বিষ্ণ্বতারের চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিরূপ চিত্রিত হয় না। কিন্তু তিনি একেবারেই এরূপ উন্নত পদ প্রাপ্ত হন নাই। স্বয়ং বিষ্ণু দূরে থাকুক, প্রথমে তদীয় অংশ বলিয়াও পরিগৃহীত ছিলেন না। বিষ্ণু-প্রধান বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশের একটু অংশমাত্র।

মৈত্রেয় শ্রূয়তামেতদ্ যৎ পৃষ্টোঽহমিদং ত্বয়া।
বিষ্ণোরংশাংশসম্ভূতিচরিতং জগতো হিতম্॥

* বিষ্ণুপুরাণ। ৫। ১। ৪॥

মৈত্রেয়! বিষ্ণুর অংশের অংশ স্বরূপ (শ্রীকৃষ্ণ) জন্ম গ্রহণ করিয়া জগতের যে সমস্ত হিতকর কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তুমি আমার নিকট তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ; শ্রবণ কর।

মহাভারতের স্থল-বিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি এক সময়ে বিষ্ণুর অষ্টমাংশ মাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন।

---

* উদ্যোগ পর্ব্ব। ১২৯। ৫ ইত্যাদি।

† কর্ণপর্ব্ব। ৩১। ৬১—৬৬॥

‡ কর্ণপর্ব্ব। ৩২। ৬১—৬৪॥

¶ সভাপর্ব্ব। ৩৬॥

§ ভাগবত। ১ স্কন্ধ। ৩ অধ্যায়। ২৮ শ্লোক॥

तुरीयार्द्धेन तस्येमं विद्धि केशवमच्युतम्।
तुरीयार्द्धेन लोकांस्त्रीन् भावयत्येव बुद्धिमान्॥

শান্তিপর্ব্ব। ২৮১। ৬৪॥

এই অবিনশ্বর কেশব তাঁহারই অষ্টম অংশ স্বরূপ জানিবে। সেই বুদ্ধিমান পুরুষের অষ্টমাংশ হইতে লোকত্রয় উৎপন্ন হয়।

শ্রীভাগবতের সমুদায় কথা কিছু তদীয় প্রণেতার স্বকপোল-কল্পিত নয়। অন্যান্য পুরাণকর্ত্তার ন্যায় তাঁহাকেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়া তাহার অভিনবরূপ বেশ-বিন্যাস করিতে হইয়াছে। অতএব, শ্রীকৃষ্ণকে পরাৎপর-পূর্ণস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রচার করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, কৃষ্ণ যে বিষ্ণুর অংশ মাত্র এই অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বতন কথাও ভাগবতের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

संस्थापनाय धर्म्मस्य प्रशमायेतरस्य च।
अवतीर्णोहि भगवानंशेन जगदीश्वरः॥

ভাগবত। ১০। ৩৩। ২৭॥

অধর্ম্ম-দমন ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন উদ্দেশে ভগবান্ পরমেশ্বর অংশাবতার (অর্থাৎ নিজ অংশস্বরূপ কৃষ্ণাবতার) হইয়াছেন।

স্থলান্তরে লিখিত আছে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর একগাছি কেশ মাত্র।

एवं संस्तूयमानस्तु भगवान् परमेश्वरः।
उज्जहारात्मनः केशौ सितकृष्णौ महामुने॥
उवाच च सुरानेतौ मत्केशौ वसुधातले।
अवतीर्य्य भुवोभारक्लेशहानिं करिष्यतः॥

× × × × × ×

वसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा।
तस्यायमष्टमो गर्भो मत्केशो भविता सुराः॥
अवतीर्य्य च तत्रायं कंसं घातयिता भुवि।
कालनेमिं समुद्भूतमित्युक्त्वान्तर्दधे हरिः॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৫। ১। ৫৯, ৬০, ৬৩ ও ৬৪॥

মহামুনি! ভগবান্ পরমেশ্বর (দেবগণ কর্ত্তৃক) এইরূপ স্তূয়মান হইয়া আপনার শুক্ল ও কৃষ্ণ দুইগাছি কেশ উৎপাটন করিলেন এবং দেবগণকে বলিলেন, আমার এই কেশদ্বয় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ভূলোকের ভার ও ক্লেশ মোচন করিবে। × × × × × × × দেবগণ! বসুদেবের দেবকী নামে দেবতা-সদৃশী যে এক ভার্য্যা আছে, আমার এই কেশ তাহার অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। এই কেশ তথায় অবতীর্ণ হইয়া কংসরূপে সমুৎপন্ন কালনেমিকে সংহার করিবে। এই কথা বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন।

এক সময়ে যিনি এইরূপ বিষ্ণুর অংশের অংশমাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন, পশ্চাৎ ভক্তগণের ভক্তি প্রভাবে উত্তরোত্তর তাঁহার অতিমাত্র উন্নত পদ প্রকল্পিত হইয়া আসিয়াছে। মহাভারতে তিনি সচরাচর রাজা ও বীর-পুরুষ, কুত্রাপি উপাস্য এবং কোথাও বা কঠোর তপস্যায় অনুরক্ত উপাসক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। উহার কোন স্থানে তাঁহা কর্ত্তৃক শিবোপাসনা-বৃত্তান্ত *, কুত্রাপি শিব-কৃষ্ণের বিবাদ-প্রসঙ্গ †, এবং কোথাও বা ঐ উভয়ের অভেদ ভাব‡-বর্ণন সন্নিবেশিত আছে। নরনারায়ণের অবতার-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, নারায়ণ মহাদেবের গলা টিপিয়া ধরেন, ইহাতেই তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া যায়।

ততএনং সমুদ্‌ভূতং কণ্ঠে জগ্রাহ পাণিনা।
নারায়ণঃ স বিশ্বাত্মা তেনাস্য শিতিকণ্ঠতা॥

শান্তিপর্ব্ব। ৩৪৪। ৮৬ ও ৮৭॥

পরে সেই বিশ্বের আত্মাস্বরূপ নারায়ণ এই অদ্ভুতস্বরূপ মহাদেবের কণ্ঠদেশ হস্ত দ্বারা ধারণ করেন, ইহাতে তাঁহার গলদেশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়।

শান্তিপর্ব্বের উক্ত অধ্যায়েরই ১০৭ শ্লোকে লিখিত আছে, মহাদেব নারায়ণের বক্ষঃস্থলে শূল-প্রহার করেন, তাহাতে একটি চিহ্ন হয়, সেই চিহ্নের নাম শ্রীবৎস চিহ্ন। দেবতা-বিশেষের ভক্ত-বিশেষের ভক্তি-ভাব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই সমস্ত বিরচিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

---

* দ্রোণপর্ব্ব। ৮০। ৪৩॥ শান্তিপর্ব্ব। ৩৪৩। ২৪—২৯॥

† শান্তিপর্ব্ব। ৩৪৪। ৮৫—১০৭॥ হরিবংশ। ১৮৩। ১৭ ইত্যাদি।

‡ শান্তিপর্ব্ব। ৩৪৩। ২৬ ও ২৭॥ হরিবংশ। ১৮৪। ১১।

কৃষ্ণ বৈদিক দেবতা নন এ কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কোন কোন পুরাণকর্ত্তার গুণের পরিসীমা নাই। তাঁহারা কৃষ্ণ দূরে থাকুক, রাধাকেও বৈদিক দেবতা এবং বেদ-শাস্ত্রকে ঐ উভয়ের মহিমা-বর্ণনায় পরিপূর্ণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। রাধার বিষয় বেদের মধ্যে থাকা দূরে থাকুক, হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এই সমস্ত বিষ্ণু-প্রধান শ্রেষ্ঠ পুরাণাদিতেও বিদ্যমান নাই, বেদ-শাস্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রাচীন (উপনিষদ্) ভাগের মীমাংসাকারী শঙ্করাচার্য্য রাধার বিষয় জানিতেন না। ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর হইল, তদীয় শিষ্য আনন্দ-গিরি শঙ্করবিজয় নামে শঙ্করাচার্য্যের জীবন-বৃত্তান্ত রচনা করেন; তাহাতে সে সময়ে প্রচলিত বলিয়া উল্লিখিত শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সমুদায় প্রকার উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ আছে *; তন্মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি বিষ্ণু-শক্তি ও বাসুদেবের কথাও সন্নিবেশিত রহিয়াছে †. কিন্তু রাধার নাম-গন্ধ কিছুই নাই। যদি সে সময় রাধার বিষয় প্রচারিত থাকিত, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থে তাহার প্রসঙ্গ না থাকা কোন মতেই সম্ভব ও সঙ্গত নয়। ফলতঃ রাধার উপাখ্যানটি নিতান্ত আধুনিক। অথচ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের রচয়িতা মহাশয় লজ্জা-ভয় পরি-ত্যাগ করিয়া অম্লান বদনে বলিয়াছেন,

> राधाशब्दस्य व्युत्पत्तिः सामवेदे निरूपिता।
> × × × × × ×
> रेफोहि कोटिजन्माघं कर्म्मभोगं शुभाशुभम्।
> आकारो गर्भवासञ्च मृत्युञ्च रोगमुत्सृजेत्॥
> धकारमायुषोहानिमाकारो भववन्धनम्।
> श्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः॥
> रेफोहि निश्चलां भक्तिं दास्यं कृष्णपदाम्बुजे।
> सर्व्वेप्सितं सदानन्दं × × ×
> धकारः सहवासञ्च तत्तुल्यकालमेव च।
> ददाति सार्ष्टिं सारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरिः स्वयम्॥

* শঙ্করবিজয়। ৪—৫১ প্রকরণ। † শ, বি, ৬, ২০ ও ২১ প্রকরণ।

আকারস্তেজসোরাশিং দানশক্তিং হরৌ যথা।
যোগশক্তিং যোগমতিং সর্ব্বকালহরিস্মৃতিম্॥
শ্রুত্যুক্তিঃ স্মরণাদ্যোগান্মোহজালঞ্চ কিল্বিষম্।
রোগশোকমৃত্যুমযা বেপন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ১৩ অধ্যায়।

সামবেদে রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপিত আছে। × × × × রাধা শব্দ উচ্চারণ, শ্রবণ ও স্মরণ করিলে, উহার অন্তর্গত রকারে কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ ও শুভাশুভ কর্ম্মভোগ নিবৃত্ত করে, আকারে গর্ভবাস অর্থাৎ পুনর্জন্ম এবং রোগ ও মৃত্যু নিবারণ করে এবং ধকারে আয়ুক্ষয় ও আকারে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রকারে শ্রীকৃষ্ণের পদ-কমলে নিশ্চলা ভক্তি, দাস্যভাব, সমস্ত অভীষ্ট বিষয় ও সদানন্দ × ×× প্রদান করে। ধকারে স্বয়ং হরির সহিত সহবাস সার্ষ্টি ও সারূপ্য মুক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে। আকারে হরিসদৃশ তেজোরাশি, দান-শক্তি, যোগ-শক্তি, যোগ-মতি ও নিরন্তর হরি-স্মরণ সম্পাদন করে। রাধা শব্দ স্মরণ ও মনন করিলে, মোহ, পাপ, রোগ, শোক ও মৃত্যু কম্পিত হইতে থাকে ইহাতে সংশয় নাই, এই বেদের উক্তি।

যে দেশ হইতে বেদ-বিদ্যা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য দেশে এরূপ অভিপ্রায় প্রচার করা কোন রূপেই সম্ভব নয়। কোন বেদ-বিদ্যা-বিশারদ নিরপেক্ষ পণ্ডিত এবিষয়টি পর্য্যালোচনা করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের রচয়িতাকে কি বিশেষণে বিশেষিত করিবেন বলিতে পারি না।

শঙ্করবিজয় খৃষ্টাব্দের নবম শতাব্দীতে বিরচিত হয়; তাহাতে বাসুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম ও তদীয় উপাসনা-প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট আছে। তিনি ভক্ত নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপাস্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

আদৌ ভক্তা ঊচুঃ। স্বামিন্ বাসুদেবঃ পরমপুরুষঃ সর্ব্বদা জগদবনপরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বৈককারণঃ সএব রামকৃষ্ণাদ্যবতারবিশেষৈর্ভূভারং নিবর্ত্তয়িতুং শিষ্টাবনমশিষ্টসংহারং চ কুর্ব্বন পুণ্যস্থলেষু নিজাবির্ভাবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠামাচকার। মূঢা বযং কিল তদীযপাদপঙ্কজসেবযা বিগতপাপাস্তল্লোকবাসং প্রাপ্স্যামঃ।

শঙ্করবিজয়। ষষ্ঠপ্রকরণ।

বরাহমিহিরের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ অবস্থা ছিল, তিনি সে বিষয়ের একখানি গ্রন্থ লিখিয়া যান এবং একটি আরবী গ্রন্থকার আরবী ভাষায় তাহার অনুবাদ করেন। সেই পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, সে সময়ে এক্ষণকার ন্যায় শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি সাকার দেবতার আরাধনা প্রচলিত ছিল; কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণোপাসনার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই *। অতএব এই প্রমাণানুসারে, সে সময় পর্য্যন্ত কোন কৃষ্ণোপাসক-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয় নাই বলিতে হয়। ফা-হিয়ন্ নামক চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রী খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-তীর্থ দর্শন করিতে আসিয়া মথুরায় বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব দেখিতে পান †। তিনি স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন, শাক্য মুনির মৃত্যু-ঘটনার পর বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিনা ব্যাঘাতে প্রবল হইয়া আসিয়াছে। ঐ নগরীতে বৌদ্ধদের বিরচিত কয়েকখানি খোদিত-লিপি পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ‡। অতএব যে মথুরা এখন কৃষ্ণোপাসনার আকর-ভূমি, সে সময়ে তাহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। হিউএন্ থ্সঙ্ও খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে তথায় বিংশতিটি বৌদ্ধ-বিহার ও দুই সহস্র বৌদ্ধ উদাসীন দর্শন করেন। এই সমস্ত কথা বরাহমিহিরের উক্ত গ্রন্থের পোষক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার বহু পূর্ব্বে কৃষ্ণ হিন্দুদের দেবমণ্ডলী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। উক্ত জ্যোতির্ব্বিদের সমকালবর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত কবীন্দ্র কালিদাস দুই এক স্থলে শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব-প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন। এই পুস্তকের ১২১ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবে, ঐ কবি-কেশরী কখনই খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তরকালীন লোক ছিলেন না।

রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতত্ পুরস্তাদ্
বল্মীকাগ্রাত্ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ॥

মেঘদূত। পূর্ব্বমেঘ। ১৫ শ্লোক॥

---

* Journal Asiatique, Tom. 8, IV. Serie, p. 305.

† Pilgrimage of Fa Hian, 1848, pp. 99 and 102.

‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal. for 1878, p. 130.

একত্র-মিলিত বহুবিধ রত্ন-প্রভার সদৃশ পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রধনুঃ-খণ্ড ঐ সম্মুখ-স্থিত বল্মীকের শিরোদেশ হইতে প্রকাশ পাইতেছে। গোপ-রূপধারী বিষ্ণু (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) যেমন উজ্জ্বল-কান্তি ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা সুশোভিত হন, সেইরূপ, তোমার কৃষ্ণবর্ণ শরীর সেই ইন্দ্রধনু দ্বারা সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইবে।

খ্রীষ্টাব্দের নানা শতাব্দীর খোদিতলিপিতে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ আছে *, তন্মধ্যে চতুর্থ শতাব্দীতে খোদিত গুর্জ্জর-বংশীয় নৃপতি-বিশেষের একখানি দানপত্র অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। তাহাতে উপমাস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসংক্রান্ত লক্ষ্মী ও কৌস্তুভ মণির নাম উল্লিখিত রহিয়াছে †।

শ্রীসহজন্মা কৃষ্ণহৃদয়াশ্রিতাস্পদঃ কৌস্তুভমণিরিব।

লক্ষ্মীসহকারে উৎপন্ন ও কৃষ্ণ-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কৌস্তুভ মণির সদৃশ।

অতএব লিপিতে যখন লক্ষ্মী ও কৌস্তুভ মণির নাম সহকারে কৃষ্ণের নাম বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তিনি ঐ সময়ের পূর্ব্বে এক্ষণকার মত একটি প্রধান দেবতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন বলিতে হইবে। যত সময়ের খোদিত-লিপিতে কৃষ্ণনাম সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের খোদিতলিপি খানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঐ লিপির তাৎপর্য্যার্থ-প্রকাশক উহাতে উল্লিখিত কৃষ্ণ শব্দটি ‡ হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণের নাম বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। ইহা হইলে, ঐ সময়ে হিন্দু সমাজে তাঁহার দেবত্ব-প্রবাদ প্রচলিত ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না।

বাসুদেব নামক একটি নৃপতি খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। তাঁহার কতকগুলি মুদ্রাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ¶। বসুদেবপুত্র বাসুদেব দেবের উপাখ্যান পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তদনুসারে প্রচলিত রীতি ক্রমে ঐ রাজার নাম রাখা হয় ইহাই সম্ভব।

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IV., pp. 376 and 377 Vol. V., p. 725; Vol. VI., p. 88 &ca.

† Journal of the Royal Asiatic Society, New Series, 1865, Vol.I., Part 2., p. 273.

‡ "কৃষ্ণযসস আরাম" "কৃষ্ণযসস্য আরাম"—
Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1854, pp. 57 and 58.

¶ Indian Antiquary, August 1881, pp. 213—217.

রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রদর্শন করিয়াছেন, খৃ, পূ, দ্বিতীয় শতাব্দীতে কৃষ্ণোপাখ্যান হিন্দু-সমাজে প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ ঐ সময়ে বিরচিত মহাভাষ্যের মধ্যে উদাহরণ-স্থলে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ সংক্রান্ত অক্রূর শঙ্কর্ষণাদির নাম এবং কৃষ্ণ কর্তৃক, কংস-বধের উপাখ্যান যেরূপ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে উল্লিখিত অভিপ্রায়ে সংশয় হইবার বিষয় থাকে না।

কংসবধমাচষ্টে কংসং ঘাতয়তি।

পাণিনি। ৩। ১। ২৬ সূত্রের ভাষ্য।

কংস বধ বর্ণন করিতেছে এই অর্থে 'কংসং ঘাতয়তি' হয়।

জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ।

পাণিনি। ৩। ২। ১১১ সূত্রের ভাষ্য।

বাসুদেব কংসকে নিশ্চিত বধ করেন।

বক্তা যে ঘটনা দর্শন করেন নাই, উল্লিখিত বাক্যটি তাহারই উদাহরণ। অতএব পতঞ্জলির সময়ে উটি একটি প্রাচীন উপাখ্যান বলিয়া প্রচলিত ছিল।

অসাধুর্মাতুলে কৃষ্ণঃ।

পাণিনি। ২।৩। ৩৬ সূত্রের ভাষ্য।

কৃষ্ণ মাতুলের প্রতি বিরূপ ছিলেন।

সঙ্কর্ষণদ্বিতীয়স্য বলং কৃষ্ণস্য বর্দ্ধতাম্।

পাণিনি। ২। ২। ২৩ সূত্রের ভাষ্য।

শঙ্কর্ষণ-সহকৃত কৃষ্ণের বল বৃদ্ধি হউক।

অক্রূরবর্গ্যঃ অক্রূরবর্গীণঃ।

বাসুদেববর্গ্যঃ বাসুদেববর্গীণঃ।

পাণিনি। ৪। ৩। ৬৪ সূত্রের ভাষ্য।

অক্রূর-পক্ষীয়। বাসুদেব-পক্ষীয়।।

জনার্দ্দনস্ত্বাত্মচতুর্থ এব।

পাণিনি। ৬। ৩। ৬ সূত্রের ভাষ্য।

জনার্দ্দন (অর্থাৎ কৃষ্ণ) নিজে চতুর্থ ব্যক্তি। অর্থাৎ তাঁহার আর তিনটি সঙ্গী ছিল।

এই সমস্ত উদাহরণের কোনটি অনুষ্টুপ্ ও কোনটি উপেন্দ্রবজ্র ছন্দে বিরচিত। অতএব বলিতে হয়, পতঞ্জলি বিশেষ বিশেষ পদ্য গ্রন্থ হইতে ঐ সমস্ত উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এইটি প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে, পতঞ্জলির সময়ে অর্থাৎ খৃ, পূ, দ্বিতীয় শতাব্দীতে হিন্দু সমাজে কৃষ্ণোপাখ্যান সচরাচর প্রচলিত ছিল; এমন কি, ঐ সময়ের পূর্ব্বে কৃষ্ণ বিষয় অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কাব্য গ্রন্থও প্রচারিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। কেবল উপাখ্যান ও গ্রন্থ প্রচলিত নয়, তাদৃশ সময়ে এবং তাহারও পূর্ব্বেই কৃষ্ণের উপাসনাও প্রচলিত ছিল বোধ হয়। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, * পাণিনি নিজেই একটি সূত্রে বাসুদেব ভক্তের উল্লেখ করিয়াছেন †। যে পাণিনি-সূত্রে বাসুদেবভক্ত বাচক বাসুদেবক পদ সিদ্ধ করা হয়, পতঞ্জলি তদীয় ভাষ্যের মধ্যে যুক্তি-প্রসঙ্গে বাসুদেব ভগবানের একটি নাম বলিয়া উল্লেখকরিয়াছেন।

অথবা নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা সংজ্ঞৈষা তত্রভগবতঃ।

অথবা ইহা ক্ষত্রিয়ের নাম নয়; ভগবানের নাম।

গ্রীক্ গ্রন্থকারেরা ভারতবর্ষীয় দেবতাগণকে গ্রীক্ দেবতার নাম দিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহাদের দেশে হেরাক্লিজ্ নামে একটি দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল। খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে মিগেস্থিনিজ্ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া যে সমস্ত বিষয় বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখেন, তাহার মধ্যে একটি ভারতবর্ষীয় প্রধান দেবতাকে সেই দেবতার নাম দিয়া তৎসংক্রান্ত কতকগুলি উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বহুদারপরিগ্রহ পূর্ব্বক বহুপুত্র উৎপাদন করেন, বলবীর্য্য বিষয়ে সকল লোককে অতিক্রম পূর্ব্বক দৈত্য বধ করিয়া পৃথিবীর ভার মোচন করিয়া যান, মথুরা-প্রদেশীয় লোক কর্ত্তৃক বিশেষ রূপ শ্রদ্ধা-ভাজন হন, সেই প্রদেশ দিয়া একটি প্রবল নদী প্রবাহিত হয়, মিগেস্থিনিজ কর্ত্তৃক লিখিত এই সমস্ত কথা ‡ কৃষ্ণবিষয়ে যেমন সম্ভব ও সঙ্গত হয়, অন্য কোন দেবতার বিষয়ে সেরূপ হয় না।

---

* উপক্রমণিকা ১২৪ পৃষ্ঠা।

† ১ অ, ৪ পা, ৯২ ও ৪ অ, ১ পা, ১৪৪ সূত্রের উদাহরণে কৃষ্ণ এবং বৃষ্ণি-বংশীয় বাসুদেবের নাম উল্লিখিত আছে। আর ৫ অ, ৩ পা, ৯৯ সূত্রের উদাহরণে শিব ও আদিত্যের সহিত বাসুদেবের নাম উক্ত হইয়াছে।

‡ Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian, by J. W. McCrindle, 1877, pp. 39 and 201.

উল্লিখিত গ্রীক্ পণ্ডিত ঐ হেবাব্রিজ্ এবং পাণ্ডিয়া ও পাণ্ডিয়া রাজ্য সম্বন্ধীয় অপর কতকগুলি বিষয়ের বিবরণ করেন *। এরিয়ন্, প্লিনি, টলেমি প্রভৃতি গ্রীক্ গ্রন্থকারদের গ্রন্থে সেই সমুদায় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। শ্রীমান্ লেসেন্ সেই সমস্ত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক মহাভারতোক্ত কৃষ্ণ-পাণ্ডবের সম্বন্ধ-বিজ্ঞাপক বলিয়া অনুমান করেন ; সুতরাং মিগেস্থিনিজের সময়ে অর্থাৎ খৃ, পূ. চতুর্থ শতাব্দীতে ঐ বিষয়ের সুপ্রসিদ্ধ উপাখ্যান প্রচলিত ছিল এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন †।

বৌদ্ধ-শাস্ত্র মধ্যে সূত্রপীটক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাতে কৃষ্ণ নামে অসুর বা দৈত্য-বিশেষের পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ আছে ‡। বেদেতেও অসুর কৃষ্ণের নাম সন্নিবেশিত রহিয়াছে। শ্রীমান্ বেবের্ বিবেচনা করেন, হয়তো ঐ অসুর কৃষ্ণই হিন্দু-সমাজের কৃষ্ণ-দেব ¶। কিন্তু অনেকে তাঁহার সে মতে অনুমোদন করেন না §। সেই বেদোক্ত অসুর কৃষ্ণ দশ সহস্র দল বল সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতে ভয়ানক উপদ্রব করিতে থাকে, পরে ইন্দ্র তাহাকে পরাভব ও সংহার করেন। অন্যান্য সূক্তে লিখিত আছে, তাহার বংশ লোপ উদ্দেশ তদীয় গর্ভবতী স্ত্রীগণকেও নষ্ট করা হয়। অপর এক সূক্তে পঞ্চাশ সহস্র কৃষ্ণের প্রাণ নাশ করিবার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী কৃষ্ণবর্ণ লোকই এই কৃষ্ণ শব্দের প্রতিপাদ্য বোধ হয়। বেদসংহিতায় কৃষ্ণ নামে একটি ঋষিরও প্রসঙ্গ আছে। তিনি বাসুদেব অর্থাৎ বসুদেব পুত্র নন ; আঙ্গিরস কুলে জন্ম গ্রহণ ‖ করিয়া ঋগ্বেদসংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮৫—৮৭ ও দশম মণ্ডলের ৪২—৪৪ সূক্ত প্রণয়ন করেন। এসমুদায় কৃষ্ণের সহিত যদুপতি ও রাধাপতি কৃষ্ণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। ফলতঃ বহু কালাবধি বৌদ্ধ-শাস্ত্রে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ না দেখিয়া অনেকে বিবেচনা

---

* Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, by J. W. McCrindle. pp. 158 and 201—203.

† Lassen's Indischen Alterthumskunde i. 647 ff., alluded to and remarked on in Weber's History of Indian Literature, 1878, p. 136.

‡ ললিতবিস্তর। ২১ অধ্যায় (মু, পু, ৪৩৫ পৃষ্ঠা)।

¶ Weber's History of Indian Literature, 1878, p, 304.

§ F. Max Muller in the Indian Antiquary, November 1880, p. 289.

‖ কৃষ্ণো নামাঙ্গিরসঋষি.।
(ঋ-সং, ৮ম, ৮৫ সূ, অনুক্রম)

করিয়াছেন, কৃষ্ণোপাসনাটি আধুনিক ধর্ম্ম। বিওর্ন্ফ স্পষ্টই লিখিয়াছেন, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে কৃষ্ণ-নাম না পাইলে, ঐ শাস্ত্র-প্রচারের উত্তর কালে কৃষ্ণোপাসনা প্রবর্ত্তিত হয় বিবেচনা করিতে হইবে।

বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধ-গ্রন্থে কণ্হ, মহাকণ্হ অর্থাৎ কংস, মহাকংস, কেশব প্রভৃতি নাম সন্নিবিষ্ট আছে *। পূর্ব্বজন্ম-বিশেষে বুদ্ধের নাম কণ্হ অর্থাৎ কংস ছিল এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। রথপালসূত্রসন্নে নামক এক খানি গ্রন্থে লিখিত আছে, রাজা কোরবা ভিক্ষাশ্রম-প্রবেশোন্মুখ রথপালকে বলিতেছেন, তুমি প্রাচীন নও; অদ্যিও তরুণবয়স্ক; তোমার কেশ কৃষ্ণের কেশ-সদৃশ †। কিন্তু শ্রীমান্ বেবের্ এই সমুদায় নামের সহিত হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ আছে এরূপ মনে করেন না ‡। সে যাহা হউক, কিছু দিন হইল, এ বিষয়ের সমস্ত সংশয় দূরীকৃত হইয়াছে। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ-শাস্ত্রে কৃষ্ণের নাম সুস্পষ্ট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ললিতবিস্তর নামক বুদ্ধ-চরিতে ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের রুদ্রাদি দেবগণের সহিত কৃষ্ণের নাম উল্লিখিত আছে। সে স্থলে কৃষ্ণ দেবতা ভিন্ন কদাচ অসুর-বাচক হওয়া সম্ভব নয়। ললিতবিস্তরের অন্তর্গত গাথাগুলি সমধিক প্রাচীন। সেই গাথার মধ্যেই ঐ নাম সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

> रूपं वैश्रवणातिरेकसदृशं व्यक्तं कुबेरो ह्ययम्
> आहो वज्रधरस्य वैष प्रतिमा चन्द्रोऽथ सूर्यो ह्ययम्।
> कामोऽङ्गाधिपतिश्च वा प्रतिकृती रुद्रस्य कृष्णस्य वा
> श्रीमान् लक्षणचिह्निताङ्ग अनघो बुद्धोऽथवा स्यादयम्॥

ললিতবিস্তর। ১১ অধ্যায়।

ঐ গাথার অব্যাহিত পূর্ব্বেই তিনি মহোৎসাহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

> अथ कृष्णमहोत्साहः।

এ বিশেষণটি কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অপেক্ষা মহাভারতোক্ত চরিতবর্ণনার-সহিতই সম্পূর্ণ সঙ্গত হয়। রাধা-ঘটিত উপাখ্যান ও বর্ত্তমান কৃষ্ণোপাসক-সম্প্র

---

* Westergaard's Catalogue of the Copenhagen Indian MSS. 1846, pp. 10 and 41.

† Hardy's Eastern Monachism, 1850, p. 41.

‡ Weber's History of Indian Literature, 1878, p. [illegible]

দায় সমুদায় তাদৃশ প্রাচীন নয় বটে, কিন্তু কৃষ্ণের দেবত্ব-কথা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ না দেখিয়া, অনেকে বিবেচনা করিতেন, মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্‌গীতাদি কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রবন্ধ বৌদ্ধ-শাস্ত্র প্রণয়নের অর্থাৎ খৃ, পূ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তর-কালীন গ্রন্থ *। কিন্তু এখন আর উক্ত কারণে সেরূপ নিশ্চয় করিবার সম্ভাবনা রহিল না। †

কৃষ্ণ-বিষয় ভারতবর্ষীয়দের নানা অংশে একটি পরম সুখের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বৃন্দাবন-লীলার উপাখ্যানটি ভারতবর্ষীয় কবিত্বরসের একটি অপূর্ব্ব প্রস্রবণ। উহা পুরাণ, সাহিত্য, কীর্ত্তন, কবি, যাত্রাদি নানারূপ ধারণ করিয়া সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্যাদি ভাবে ভারতভূমি মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ভূমণ্ডলের অন্য কোন দেশের কোন একটি উপাখ্যানে এরূপ বিভিন্ন ভাব-প্রবাহ ও বিচিত্র রস তরঙ্গিনী একত্র প্রবাহিত করিয়াছে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। রস-ভাব-পরিপূর্ণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে যাহার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইয়া অশ্রুজলে পরিণত না হয়, তাহার চিত্ত পাষাণ অপেক্ষায় কঠিনতর পদার্থে বিনির্ম্মিত তাহার সন্দেহ নাই। ভাব-প্রবীণ পাঠকগণ! একটি সখ্যভাবের সঙ্গীত শ্রবণ কর। এইরূপ উপাখ্যান আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ একবার কালীয়দহে মগ্ন হন। ছিদাম তথায় দ্রুতবেগে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে মৃত বা মুমূর্ষু জ্ঞান করিয়া বলিতেছেন,

"একবার আয়, ভাই! নফর ছিদাম ডাকে, দেখা দেরে, রাখালের জীবন কানাই!

নানাবন বুলে বুলে, বনফল এনেছি তুলে, রেখেছি ধড়ার অঞ্চলে, মেঠো বলি খাই নাই।"

কালিদাস-কৃত সুমধুর শ্লোকের শেষাঙ্ক-সন্নিবিষ্ট উপমা-জ্যোতিতে যেমন পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্মান্ করিয়া দেয় উল্লিখিত সঙ্গীতটির অন্তর্গত 'মেঠো বলি খাই নাই'' এই সদ্ভাব-পরিপূর্ণ সুমধুর পদ-চতুষ্টয়ে সমগ্র সঙ্গীতটি অতিমাত্র মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

* কিছু পরেই বুদ্ধাবতারের প্রসঙ্গ মধ্যে দেখিতে পাইবে, তাদৃশ সময়ে বৌদ্ধ-শাস্ত্র সঙ্কলিত হয়।

† Indian Antiquary, November 1880, pp, 288-290

বুদ্ধ। এখন হিন্দু-সমাজে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিষয় সবিশেষ প্রচারিত নাই। অতএব হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত বুদ্ধাবতারের প্রস্তাব লিখিতে হইলে, প্রথমে উল্লিখিত বিষয় কিছু অবগত করা আবশ্যক

ভারতবর্ষীয় আর্য্য-বংশীয়দের ইতিহাস দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত; হিন্দু ও বৌদ্ধ। হিন্দুধর্ম্ম আবহমান কাল প্রচলিত ছিল, ইতিমধ্যে একটি মহার্থকরী মহীয়সী ঘটনা উপস্থিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেয়। তাহাতে ধর্ম্ম বিষয়ের একটি বিষম বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে বলিলে হয়। সেইটি বেদ ও বর্ণাভিমানের মস্তকোপরি পদাঘাতকারী বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রকাশ বই আর কিছু নয়। অসাধারণ মানসিক বীর্য্য কেবল ইয়ুরোপেই উৎপন্ন হয় এমন নয়; এক কালে ভারতভূমিতেও আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় মানবীয় মনের অন্তর্ভূত প্রজ্জলিত অগ্নি-রাশি সতেজে বিনির্গমন পূর্ব্বক চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিকম্প উৎপাদন করিয়াছিল। সেই মহাপ্রবল বৌদ্ধধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া হিন্দুধর্ম্মকে কম্পিত করিয়া দেয়। বৌদ্ধ-বিহার, বৌদ্ধ-চৈত্য, বৌদ্ধ-স্তূপ, বৌদ্ধ-তীর্থ, বুদ্ধাদির প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ প্রভৃতি চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রীরা যে সময়ে এখানে আগমন ও পরিভ্রমণ করেন, সে সময়ের পূর্ব্বে ঐ ধর্ম্মের অনেক হ্রাস হয়। তথাপি সে সময়েও তাঁহারা ভারতবর্ষের সকল খণ্ডেই বৌদ্ধতীর্থাদি-দর্শন করিয়া যান। অদ্যাপি বুদ্ধগয়াদি বৌদ্ধতীর্থ প্রভৃতির নষ্টাবশেষও দৃষ্ট হইয়া থাকে। খৃ. পূ, ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে নেপালের সমীপস্থ কপিলবস্তু-নিবাসী ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব শাক্য মুনি বৌদ্ধ-মত প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার অন্য একটি নাম গোতম। তিনি রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র, তাঁহার মাতা মায়াদেবী, ভার্য্যা যশোধরা ও পুত্র রাহুল। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও অনুধ্যানশীল ছিলেন। সংসার দুঃখময় ও এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ-সাধন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এবং উদাসীনদিগের শান্তভাব ও বিষয়ে-বৈরাগ্য দৃষ্টি করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি প্রথমে মগধ রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে, পরে বুদ্ধগয়ায়, তদনন্তর বারাণসীতে গমন করিয়া সাধনা ও উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি প্রয়াগের পূর্ব্ব, গৌড়ের পশ্চিম হিমালয়ের দক্ষিণ ও গন্দোয়ানার উত্তর এই চারি সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থলে অর্থাৎ অযোধ্যা,

মিথিলা, বারাণসী, মগধ এই সমস্ত রাজ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক স্বমতানুযায়ী ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত থাকেন। তিনি পরমপুরুষার্থ সাধনাকাঙ্ক্ষী একরূপ উদাসীন-সম্প্রদায় * প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাদের ও অপরাপর লোকের ধর্ম্মোপদেশার্থ ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রকার ব্যবস্থা সংস্থাপন করেন এবং সত্য, অস্তেয়, অহিংসাদি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মনীতির প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া দেন। পশ্চাৎ সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইবে। শাক্যমুনি বেদ শাস্ত্রের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন ও তদ্বিরুদ্ধ মত প্রকটন করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বসম্প্রদায় মধ্যে বর্ণ-বিচার প্রথা রহিত করেন এরূপ কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

* বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ী উদাসীনের নাম ভিক্ষু। ইহারা দল-বদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থিতি করে। ইহাদের বাসগৃহের নাম বিহার, কিন্তু বৎসরে কয়েক মাস বনবাস করিয়া বৃক্ষ-তলে কাল যাপন করিতে হয়। ইহারা স্বহস্তে স্যূত চীর-পুঞ্জ পরিধান করিয়া তাহার আবরণস্বরূপ একটি পীতবর্ণ আল্‌খেল্লা ব্যবহার করে। শ্মশ্রু ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া রাখে। স্ত্রীসহবাস ও নৃত্য গীতাদি অন্য অন্য যাবতীয় ইন্দ্রিয়-সুখ-ব্যাপার পরিত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হয়। ইহারা একাহারী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা-পর্য্যটন পূর্ব্বক আহার-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বাহ্ন কালেই এক স্থানে একত্র ভোজন করে ও একরূপ উপবিষ্ট হইয়াই নিদ্রা যায়। গৃহস্থ লোককে উপদেশ দান এবং মধ্যে মধ্যে চিকিৎসা করিয়া তাহাদের উপকার সাধন করে। এই সম্প্রদায়ের মতে, অহিংসা পরম ধর্ম্ম। কি জানি কোন ক্ষুদ্র কীট উদরস্থ হয় এই আশঙ্কায় ইহারা সন্ধ্যার পর ভোজন করে না। কি জানি কোন ক্ষুদ্র জীবের প্রাণ নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় ইহারা উপবেশন-স্থল মার্জ্জিত করিয়া উপবেশন করে। কি জানি নিশ্বাস সহকারে কোন কীট পতঙ্গ উদরস্থ হয় এই আশঙ্কায় কেহ কেহ মুখে একরূপ বস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখে। দান, ধ্যান, শীল, তিতিক্ষা, বীর্য্য, প্রজ্ঞা এই কয়েকটি পরমোৎকৃষ্ট প্রধান বিষয়ের অনুষ্ঠান করা ইহাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অন্য দুইটি নাম শ্রমণ ও শ্রাবক। গৃহীদের নাম উপাসক ও উপাসিকা।

বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ী স্ত্রীলোকেরাও ধর্ম্ম-ব্রত পালন-উদ্দেশে ইচ্ছানুসারে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষ-সংসর্গে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে ভিক্ষুণী ও শ্রমণা বলে। রোমান্ কেথলিক নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের নন্ এবং বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের কুমার শ্রমণা প্রায় তুল্যরূপ। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শাক্যমুনির সময়েই ঐ শ্রমণা-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রমণারা সর্ব্বতো-ভাবেই শ্রমণদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহাদিগকে সম্ভ্রম ও ভক্তি শ্রদ্ধা করা ও তাহাদের উপদেশ-গ্রহণ ও আদেশ-পালন করা শ্রমণাদের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। শ্রমণদিগকে উপদেশ দান, তাহাদের নিন্দা ও তাহাদিগের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ এবং স্বেচ্ছানুসারে কুত্রাপি গমনাগমন করা শ্রমণাদের পক্ষে বিধেয় নয়। তাহাদিগকে উপদেশ-গ্রহণ বা ধ্যানাদি-সাধনার্থ কুত্রাপি গমন করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতে হয়।—Transactions of the Royal Asiatic Society, Vol. ii., p. 491 and 495; Vol. iii, p. 273 and 277. Asiatic Researches, Vol. VII, p. 42, Turner's Tibet. Hardy's Eastern Monachism, pp. 6-165. Chambers's Encyclopædia, Buddhism, পশ্চাৎ প্রসঙ্গক্রমে এই ভিক্ষু [illegible] সাধনাদি অন্য অন্য বিষয় প্রস্তাবিত হইবে।

তবে বর্ণাভিমান খর্ব্ব করিয়া কি ইতর, কি ভদ্র, কি ম্লেচ্ছ সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। এমন কি, অতীব অন্ত্যজ জাতি পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের ন্যায় ভিক্ষু-দলে প্রবেশ করিতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যে জনসমাজে পূর্ব্বে বর্ণভেদ প্রচলিত ছিল, অদ্যাপি সেইরূপ আছে। কেবল ব্রাহ্মণবর্ণটি রহিত হইয়া গিয়াছে *। তিনি নিজে প্রথমে কঠোর তপস্যা ও কঠোর ব্যবহার অবলম্বন করেন, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে বিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার পাঁচটি পরম ভক্ত প্রিয় শিষ্য তাঁহাকে উদর-পরায়ণ বিবেচনা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হন †। শাক্যমুনি দীর্ঘজীবী হন; অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমের সময়েও উৎসাহ ও ওজস্বিতা-সহকারে অনর্গল উপদেশ প্রদান করিতেন। এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে, তিনি অপরিমিত বরাহ-মাংস ভোজন করিয়া পীড়িত হন এবং সেই পীড়াতেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। ইহার পূর্ব্বেও তিনি শূকর-মাংস ভোজন করেন এরূপ লিখিত আছে। তিনি অনশন ব্রত পরিত্যাগ করিলে পর, কতকগুলি গ্রাম্য স্ত্রীলোক ভক্তিসহকারে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া তিল, তণ্ডুল ও শূকর-মাংস রন্ধন করিয়া দেয়।

একক্রোলতিলতণ্ডুলপ্রদানেন চ প্রতিপাদিতোঽভূৎ॥

ললিতবিস্তর। অষ্টাদশ অধ্যায়।

গ্রামস্থ স্ত্রীলোকেরা একটি শূকর এবং তিল ও তণ্ডুল প্রদান দ্বারা তাঁহার পূজা করিল।

Weber's History of Indian Literature, 1878, p 306.

† অথ খলু ভিক্ষব, পঞ্চকানা ভদ্রবর্গীয়াণামেতদভূৎ। তথাপি তাবচ্চর্য্যয়া তথাপি প্রতিপদা অনয়েন শ্রমণ গৌতমেন ন শক্তিতং * কিঞ্চিদুত্তরিমনুষ্যধর্ম্মাদলমার্য্যজ্ঞানদর্শনবিশেষং সাক্ষাৎ কর্ত্তুম্। কিং পুনরেতর্হ্যৌদারিকমাহারমাহরন্ সুখল্লিকানুযোগমনুযুক্তো বিহরন্নব্যক্তো বালো ঽয়মিতি চ মন্যমানা বোধিসত্ত্বসকাশাৎ প্রক্রান্তাস্তে বারাণসী গত্বা ঋষিপতনে মৃগদাবে ব্যাহার্ষুঃ॥

ললিতবিস্তর। অষ্টাদশ অধ্যায়। মুদ্রিত পুস্তকের ৩৩১ পৃষ্ঠা।

---

* "ন শক্তিতং" ন শক্তমিত্যর্থঃ।

আভি: কুমারিকাভির্বোধিসত্ত্বায় সর্ব্বে তে যূষবিধয়: ক্রত্বোপনামিতা অভূবন্। তাশ্চাভ্যবহৃত্য বোধিসত্ত্ব: ক্রমেণ গোচরগ্রামে পিণ্ডপাতমভ্যাচরন্ বর্ণরূপবলবানভূত্।

ললিতবিস্তর। অষ্টাদশ অধ্যায়।

তাহারা অর্থাৎ গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা সেই সমস্ত শূকর, তিল তণ্ডুলাদির যূষ প্রস্তুত করিয়া বোধিসত্ত্বের অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শাক্যমুনির সমীপে উপস্থিত করিল। বোধিসত্ত্ব সেই সমুদায় ভক্ষণ করিলেন এবং ক্রমে গোচর গ্রামে অবস্থিতি পূর্ব্বক অন্ন ভোজন করিয়া রূপবান্ ও বলবান্ হইলেন।

কিন্তু একথাগুলি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ অহিংসা-ধর্ম্মের বিপরীত কথা। অতএব, তাঁহার সময়ে ঐ অহিংসা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। এখনও জৈনেরা যত অহিংসা পরায়ণ, বৌদ্ধেরা তত নয়। চীন-দেশীয় বৌদ্ধেরা সচরাচর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

শাক্য কোন লিখিত গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর বৌদ্ধদের চারিটি মহাসভা হয়। খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে মগধরাজ্যাধিপতি অজাতশত্রু, উহার এক শতাব্দী পরে কালাশোক, খৃ পূ, ২৪৬ বা ২৪৭ অব্দে অশোক এবং খৃ, পূ, ১৪৩ অব্দে কাশ্মীরের তুরস্ক রাজা কনিষ্ক যথাক্রমে এক একটি সভা করেন *। ইহার প্রথম সভাতে বুদ্ধের উপদেশ ও কথাবার্ত্তা সঙ্কলিত হইয়া বৌদ্ধ-শাস্ত্র প্রস্তুত হয়। ঐ শাস্ত্র তিন প্রকার; সূত্র-পিটক, বিনয়-পিটক ও অভিধর্ম্ম-পিটক। এই তিনের সমবেত নাম ত্রিপিটক। ইহাতে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মত, নীতি, উপাখ্যান, আধ্যাত্মিকবিদ্যাদি বিনিবেশিত আছে। নেপালে এই সমস্ত পিটকের নানাবিধ ভাষ্য ও অন্যান্য ব্যাখ্যা-পুস্তক বিদ্যমান রহিয়াছে। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের দ্বাদশপ্রকার বিভাগ আছে, তাহার নাম অঙ্গ, যথা সুত্ত, গেয়, বেয়াকরণ, গাথ, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অব্ভুত, বেদল্ল, নিদান, অবদান ও উপদেস। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত নয় অঙ্গ প্রাচীন। বৌদ্ধ-গ্রন্থকার বুদ্ধঘোষ ৪৫০ খৃষ্টাব্দে সুমঙ্গল-বিলাসিনী নামক গ্রন্থে ঐ নয় অঙ্গের প্রসঙ্গ করিয়া গিয়া-

* Turnour's Mohawanso, pp 11, 19 and 42, Weber's History of Indian Literature, pp. 287—290 and Monier Williams's Indian Wisdom, p. 60 দেখ।

ছেন *। এই অঙ্গগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের নাম; যেমন ইতিবৃত্তের অর্থাৎ ইতিহাসের নাম ইতিবুত্তক, গাথার নাম গাথ, ব্যাকরণের নাম বেয়্যাকরণ ইত্যাদি। এই সমস্ত অঙ্গ স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়; পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিপিটকের মধ্যেই সন্নিবেশিত আছে †। তদ্ভিন্ন তন্ত্র নামে কতকগুলি শাস্ত্র আছে। হিন্দুদের তন্ত্রে যেমন হিন্দু-দেবতাগণের উদ্দেশে মন্ত্র সমস্ত বিরচিত হইয়াছে, বৌদ্ধদের তন্ত্রে সেইরূপ বিভিন্ন বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব তদীয় শক্তি সমূহ এবং সেই সঙ্গে কোন কোন হিন্দু দেবতারও উদ্দেশে বহুতর মন্ত্র বিনিবেশিত রহিয়াছে। হিন্দু-তন্ত্রে যেমন দেবতাগণের মন্ত্র প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে, ঐ সমস্ত বৌদ্ধ-তন্ত্রে বুদ্ধাদিরও সেইরূপ আছে।

বৌদ্ধ-শাস্ত্র সমুদায় প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও পশ্চাৎ ভোটভাষায় অনুবাদিত হয় ‡। ঐ উভয়েই অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ঐ ভোট-শাস্ত্রের নাম কহ্-গ্যুর্ ও তন্-গ্যুর্। এই উভয়ই অতি প্রকাণ্ড। কহ্-গ্যুরের মধ্যে ১০৮৩ খানি গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট আছে। সে সমুদায় কখন ১০০, কখন ১০২ ও কখন ১০৮ বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া মুদ্রিত করা হয়। তন্-গ্যুর্ বৃহৎ বৃহৎ ২২৫ খণ্ডে বিভক্ত। তাহার এক একখণ্ড ⁄২ দুই সের বা ⁄২॥ আড়াই সের পরিমিত। তদ্ভিন্ন, বৌদ্ধ-শাস্ত্র চীন, মোগল, কালমুখ প্রভৃতি উত্তরদেশীয় অন্য অন্য ভাষাতেও অনুবাদিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছে। দক্ষিণ অঞ্চলের বৌদ্ধেরা উহা পালি ¶ ও সিংহলীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং পরে তাহা

* এই নামগুলি পালি। মহাজান নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গুণকরণ্ডব্যূহ নামক গ্রন্থে এই সমস্ত অঙ্গের সংস্কৃত নাম লিখিত আছে; যথা সূত্র গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবৃত্তক, জাতক, অদ্ভুত, বৈপুল্য, নিদান, অবদান, উপদেশ।

† R. Morris and Max Muller, in the Indian Antiquary, November 1880, pp. 288 and 289

‡ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সাতশত বৎসরে ঐ ভোটীয় অনুবাদ সম্পন্ন হয়।

¶ মহাবংস, জাতক, দশরথজাতক, ধর্ম্মপদ, অত্তনগলুবংস, পাটিমোকখসুত্ত, দহরসুত্ত, বুদ্ধোদয়, সুত্তনিপাত ইত্যাদি অনেকগুলি পালিগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ-শাস্ত্রগুলি সমধিক প্রাচীন। শ্রীমান্ ম, মুলর সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়াছেন, বুদ্ধঘোষের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে * ঐ শাস্ত্রের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি

* মহাবংসে লিখিত আছে, বুদ্ধঘোষ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর ৯৫৩ বৎসর হইতে ৯৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সিংহলীয় ভাষায়

ব্রহ্মদেশাদির ভাষাতে অনুবাদিত হয়। ললিতবিস্তর নামক বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্তে গাথা নামে কতকগুলি শ্লোক আছে, তাহা সংস্কৃতেরই অনুরূপ, কিন্তু কিছু কিছু ভিন্ন। কথোপকথন ক্রমে সংস্কৃত ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে, গাথা তাহারই একটি প্রাচীনরূপ বোধ হয়।

প্রাচীনতম বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে, জড় পদার্থ নিত্য ও সেই জড় পদার্থের শক্তিতেই সমুদায় সৃষ্ট হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে প্রলয় ঘটিলেও, ঐ জড়ের অন্তর্ভূত গুণপ্রভাবেই পুনর্বার সৃষ্টি হয়।

উত্তরকালে নেপালপ্রদেশে এই ধর্ম্মের সম্প্রদায়-বিশেষ উৎপন্ন হয়; সেই সম্প্রদায়ীরা একটি আদি বুদ্ধের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন *। তিনি নিত্য, নিরাকার, জ্ঞানবান, ন্যায়বান ও দয়াবান। তিনি স্বতন্ত্র-স্বরূপ। স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়কে আস্তিক বৌদ্ধ বলিলে অসঙ্গত হয় না। ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত। এক দলস্থ ব্যক্তিরা বলেন, প্রথমে কেবল একমাত্র তিনিই ছিলেন; অন্য বস্তু কিছুই ছিল না। অপর দলস্থেরা ঐ আদি বুদ্ধের সহিত নিত্য জড় পদার্থের সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন।

বিদ্যমান ছিল এবং রাজা বট্টগামনির * সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ প্রবর্ত্তনের ৮০ আশী বৎসর পূর্ব্বেও তাহা প্রচলিত ছিল; আর ধম্মপদের বচনগুলি যদিও বুদ্ধ-বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার প্রমাণ না পাওয়া যায়, কিন্তু অশোক রাজার অধিকার-কালে বৌদ্ধদিগের যে সভা হয়, তদীয় সভ্যেরা ঐ বচনগুলিকে বুদ্ধ-বাক্য বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; এবং খৃ, পূ ৩৭৭ অব্দে বেসালী নগরীতে বৌদ্ধদের যে সভা হয়, তাহার পূর্ব্বে যেরূপ বিনয়পিটক বিদ্যমান ছিল এখন তাহার সমগ্র সারাংশই বর্ত্তমান আছে। †

* Asiatic Researches, Vol. XVI p. 441 and Burnouf, Buddhisme Indien I., p. 119.

বিরচিত অথকথ পালিভাষায় অনুবাদ করেন। পিতকত্তয় অর্থাৎ পিটকত্রয়ের ভাষ্য সংগ্রহ করেন এবং নানোদয়, অত্থশালিনি প্রভৃতি আর কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।——মহাবংস, সাঁইত্রিশ, পরিচ্ছেদ। টর্ণুরকর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের ২৫০——২৫৩ পৃষ্ঠা।

মহাবংস-রচয়িতা মহানাম সিংহল রাজ্যের রাজা ধাতুসেনের পিতৃব্য। ঐ রাজা ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অতএব বুদ্ধঘোষের কার্য্যগুলি মহানামের সময়েই সম্পন্ন হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। যে সমস্ত বিষয় গ্রন্থকর্ত্তার সময়ে সংঘটিত তাহার ইতিবৃত্ত অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়।—Max Muller's Introduction to Buddhaghosha's Parables translated by Captain T. Rogers, pp. X—XXIV.

* বট্টগামনি পূ ৮৮ হইতে ৭৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।—মহাবংস।

† Indian Antiquary, December, 1181, p. 372.

এই আদি বুদ্ধ ইচ্ছানুসারে আত্ম-স্বরূপ হইতে অন্য পাঁচটি বা সাতটি বুদ্ধ উৎপাদন করেন, তাঁহাদের নাম ধ্যানীবুদ্ধ। এই সমস্ত ধ্যানীবুদ্ধ হইতে আর পাঁচটি বা সাতটি উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের নাম বোধিসত্ত্ব। ইহাঁরা প্রত্যেকে পর্য্যায়ক্রমে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এখন অবলোকিতেশ্বর নামক চতুর্থ বোধিসত্ত্বের অধিকার যাইতেছে। তিনি অমিতাভ নামক বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন *।

নেপালি বৌদ্ধেরা আস্তিক ও সিংহলস্থ বৌদ্ধেরা সর্ব্বতোভাবে নাস্তিক। নেপাল, ভোট ও চীন-দেশীয় বৌদ্ধেরা আদিবুদ্ধ, জ্ঞানীবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও অন্য অন্য বিবিধ সংজ্ঞাবিশিষ্ট দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; কেবল দেবদেবী কেন? তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত নাগ, কিন্নর, গন্ধর্ব্বাদি উৎকৃষ্ট জীবগণেরও অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্তে ও অন্য অন্য স্থলে পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ আছে। সিংহল ও ব্রহ্মদেশীয়েরা তাহার কিছুই মানে না।

বৌদ্ধেরাও হিন্দুদের ন্যায় আপন আপন কর্ম্মানুসারে পুনঃ পুনঃ যোনি-ভ্রমণ ও স্বর্গ-নরক-ভোগ বিশ্বাস করেন। দুই প্রকার অনুষ্ঠান ক্রমে ইহাদের দুইটি বিভাগ ঘটিয়াছে; হীনযান ও মহাযান। হীনযান-সম্প্রদায়ীরা সাংসারিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অনুশীলন পূর্ব্বক স্বর্গকামনায় সংযম উপবাসাদির অনুষ্ঠান করে এবং মহাযানস্থ বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা নির্ব্বাণ-লাভ প্রত্যাশায় অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন ও ধ্যানযোগের†

---

* Asiatic Researches, Vol. XVI., pp 435—445

† ইহাদের ভাবনা নামে একরূপ শুভচিন্তা করিবারও ব্যবস্থা আছে। সিংহল-দেশীয় একখানি গ্রন্থে ভিক্ষুদের পাঁচ প্রকার ভাবনার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়; মৈত্রী, করুণা, মুদিত, অশুভ ও উপেক্ষা। কি মনুষ্য, কি দেবতা সকল জীবই সুখী হউক, সকলেই রোগ, শোক ও অসৎ প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হউক, নরকবাসীরা পর্য্যন্ত ও সুখী হউক এই ভাবনাকে মৈত্রী ভাবনা বলে। দুঃখী লোকের দুঃখ হরণ হউক, তাহাদের যথেষ্ট অন্ন-বস্ত্র লব্ধ হউক এইরূপ ভাবনার নাম করুণা ভাবনা। ভাগ্যবান ব্যক্তির সৌভাগ্য-সম্পন্ন স্থায়ী হউক, প্রত্যেকেই আপন আপন শুভ-কর্ম্মানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হউক এইরূপ ভাবনাকে মুদিত ভাবনা কহে। শরীর বিদ্যুল্লতাদির ন্যায় অস্থায়ী, মরীচিকাদির ন্যায় অসৎস্বরূপ এবং মূত্র পুরীষে পরিপূর্ণ ঘৃণিত বস্তু এইরূপ ভাবনাকে অশুভ ভাবনা বলিয়া থাকে। এই ভাবনা নির্ব্বাণনগরীর দ্বারস্বরূপ। সকল জীবই সমান, কেহই কোন প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি বা অধিকতর ঘৃণার আস্পদ নয় এইরূপ ভাবনা উপেক্ষা ভাবনা বলিয়া উল্লিখিত হয়। ভিক্ষুরা উষা ও সায়ং কালে নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া এই পাঁচপ্রকার ভাবনা করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা আছে।—Hardy's Eastern Monachism, 1850, pp. 243—252. কেবল ভাবনা দ্বারা লোকের হিতসাধন হয় না সত্য বটে, তথাচ যে মন হইতে এই কয়েকটি ভাবনাবিধির অধিকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সে মনটি নরলোক অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর লোকের উপযুক্ত।

অনুষ্ঠান করে *। সংসার যন্ত্রণাময়; স্নেহ মমতাদি এই যন্ত্রণার মূল; অতএব ঐ দুঃখ-মূল স্নেহ-মমতা ধ্বংস করাই নিতান্ত আবশ্যক। ধ্যান দ্বারা ঐ সমস্ত বিনষ্ট হইতে পারে। হইলেই, নির্ব্বাণরূপ পরম পুরুষার্থ লব্ধ হয়। ইহাই মহাযানস্থ সাধুগণের পরমপুরুষার্থ। ইহাঁরাই এ সম্প্রদায়ের প্রধান লোক। বৌদ্ধ-মতে, ধ্যান-বল সকল বলের প্রধান বল। বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে, শাক্যমুনি নিজে এরূপ অত্যুৎকট ধ্যান-যোগে সমারূঢ় হন যে, কি দেবতা কি মনুষ্য, কেহ কখন সেরূপ ঘোরতর ধ্যান অর্থাৎ তপস্যা করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি সেই ধ্যানযোগে সিদ্ধ হইয়া অপার আনন্দ লাভ করেন।

---

* জীবাত্মার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের সোপান-পরম্পরার নাম যান। চীন ভাষায় যানের নাম চিঙ্গ। চীন দেশীয় বৌদ্ধসমাজে সচরাচর তিন প্রকার যান গণিত হইয়া থাকে। শ্রাবকেরা প্রথম যানস্থ, প্রত্যেক বুদ্ধেরা দ্বিতীয় যানস্থ ও বোধিসত্ত্বেরা তৃতীয় যানস্থ। ইঁহারা এক এক যানোচিত সাধনা দ্বারা উত্তরোত্তর ঐ ঐ পদ প্রাপ্ত হন। মতান্তরে পঞ্চ যানের কথাও দেখিতে পাওয়া যায়: মনুষ্যেরা প্রথম যানস্থ, দেবতারা দ্বিতীয় যানস্থ, শ্রাবকেরা তৃতীয় যানস্থ, প্রত্যেক বুদ্ধেরা চতুর্থ যানস্থ এবং বোধিসত্ত্বেরা পঞ্চম যানস্থ। গ্রন্থ-বিশেষে ঐ পঞ্চম যানের কিঞ্চিৎ বিশেষও দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্য ও দেবতারা প্রথম অর্থাৎ হীনযানস্থ, শ্রাবকেরা দ্বিতীয় যানস্থ, প্রত্যেক বুদ্ধেরা তৃতীয় যানস্থ, বোধিসত্ত্বেরা চতুর্থ যানস্থ এবং বুদ্ধেরা পঞ্চম অর্থাৎ মহাযানস্থ।

দেবগণ ও মনুষ্যগণ উল্লিখিত হীনযান-সাধনা দ্বারা নরক-বাস এবং অসুর, দৈত্য ও ইতর জন্তুর যোনি-প্রাপ্তি-সম্ভাবনা হইতে উত্তীর্ণ হন। শ্রাবক, প্রত্যেক বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বেরা নিজ নিজ পদোচিত বিশেষ বিশেষ সাধনা দ্বারা ত্রিলোক-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পান। চরম অর্থাৎ মহাযান দ্বারা জীবের আত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধ-পদ লাভ করে। * বুদ্ধগণকেই এ সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা বলিতে হয়। হিন্দু-শাস্ত্রের মতে দেবগণ রাম কৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন; বৌদ্ধ-মতে মনুষ্যগণ সাধনাপ্রভাবে উত্তরোত্তর দেবত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যাঁহারা এরূপ সাধনা দ্বারা বুদ্ধ-পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম মানুষি-বুদ্ধ। সচরাচর সাত জন মানুষি-বুদ্ধ পরিগণিত হইয়া থাকে; বিপশ্যী, শিখী, বিশ্বভূ, ককুৎসন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ, শাক্যমুনি। কাশ্যপ নামটি হিন্দু শাস্ত্র হইতে গৃহীত স্পষ্টই বোধ হইতেছে। + সপ্তবুদ্ধস্তোত্র নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে এই সপ্ত মানুষি-বুদ্ধের স্তব আছে? বৌদ্ধেরা তাহা আবৃত্তি করিয়া থাকে। এক এক বুদ্ধের এক এক প্রকার মন্ত্র আছে। তাহা উচ্চারণ করিলে, রোগ, শোক, বিপদাদি খণ্ডন হয়। এস্থলে উল্লিখিত কাশ্যপ বুদ্ধের প্রকাশিত মন্ত্র উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

নমো বুদ্ধায়। নমো ধর্ম্মায়। নমো সঙ্ঘায়। নমো কাশ্যপায়। ওঁ। হুং, হুং, হুং। হ্রীঁ, হ্রীঁ, হ্রীঁ। নমো কাশ্যপায়। অর্হতে। সম্যক্ সম্বুদ্ধায় × × স্বাহা। ‡

---

* Pilgrimage of Fa Hian, 1848, pp. 9 and 11.

+ Asiatic Researches, Vol. XVI., pp. 440 and 447.

‡ Pilgrimage of Fa Hi , 1848, p. 181

দেহ-ভঙ্গ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ইহ-লোকেও মানুষের একরূপ নির্ব্বাণ-লাভের অধিকার আছে। বৌদ্ধ-শাস্ত্রকারেরা বলেন, গৌতম নিজেই সেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেবল ধ্যানই এই অবস্থা-লাভের একমাত্র উপায়। এ অবস্থায় রাগ, দ্বেষ, স্নেহ, মায়া প্রভৃতি সকলই নষ্ট হয়; মনের সকল ভাবই তিরোহিত হইয়া যায়; মনের কোন রূপ ভাব-জ্ঞানও থাকে না, সমস্ত ভাবের অভাব-জ্ঞানও থাকে না *।

হিন্দুধর্ম্মের মত এ ধর্ম্মে যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা নাই। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, বৌদ্ধ-মতে দান, দয়া, ন্যায়, সত্যাদি স্বভাব-সিদ্ধ হিত কার্য্যেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হয়। সেই সমুদায়ের পারিভাষিক নাম 'ধর্ম্ম'।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নাম ত্রিমূর্ত্তি এবং খৃষ্টীয় শাস্ত্রানুসারে যেমন জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বরের নাম ত্রিমূর্ত্তি;

আর এক প্রকার বুদ্ধের নাম ধ্যানী; তাহার বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সমুদায়ে কত বুদ্ধ, স্থির করা কঠিন। এক এক স্থলে সহস্র বুদ্ধের সংখ্যা লিখিত আছে। শ্রীমান্ হজসন্ ললিতবিস্তর, ক্রিয়াসংগ্রহ ও রক্ষাভগবতী গ্রন্থ হইতে উল্লিখিত সাত মানুষি-বুদ্ধ সম্বলিত ১৪৩ এক শত তেতাল্লিশ জন তথাগতের অর্থাৎ বুদ্ধের নাম সংগ্রহ করেন *।

বেদান্ত মতানুসারে, পরমাত্মাতে জীবাত্মা লীন হওয়াকে নির্ব্বাণ মুক্তি বলে। বৌদ্ধেরা পরমাত্মার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন না। সুতরাং তাহাদের মতানুযায়ী নির্ব্বাণের অর্থ সেরূপ হওয়া সম্ভব নয়। সে মতে, আত্মার অস্তিত্ব-ধ্বংসই নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ শব্দের যেরূপ ব্যুৎপত্তি তাহার সহিত বৌদ্ধমতানুযায়ী নির্ব্বাণই সঙ্গত হয়। কাশ্যপের মতোপদেশে ও বিশেষতঃ প্রজ্ঞা-পারমিতা গ্রন্থে নির্ব্বাণ-পদের ঐরূপ তাৎপর্য্যার্থই প্রদর্শিত হইয়াছে †। কিন্তু কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক নিজের কল্যাণ-প্রত্যাশায় একেবারে আপনার ধ্বংস কামনা করিবেন ও জনসমাজে আত্ম-ধ্বংসই পরম পুরুষার্থ বলিয়া উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রচারে কৃতকার্য্য হইবেন এটি কোন মতেই সম্ভব নয়। ধর্ম্মপদের নানা বচনে নির্ব্বাণ শব্দ-স্থলে শান্তম্ পদম্ ‡ অর্থাৎ শান্ত পদ, অচ্যুতম্ স্থানম্ ¶ অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় স্থান, অমৃতম্ পদম্ § অর্থাৎ অনশ্বর পদ ইত্যাদি পদের প্রয়োগ আছে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীমান্ মক্ষমূলর্ বিবেচনা করিয়াছেন, জীবাত্মার শান্তি-প্রবেশ সমুদায় কামনা ও সমুদায় স্পৃহা পরাভব শুভাশুভ ও সুখ দুঃখে সমভাব, জন্মমৃত্যু-চক্র হইতে পরিত্রাণ, আত্মাতে আত্মার লয়-প্রাপ্তি এই সমুদায় নির্ব্বাণের লক্ষণ। সাধারণ লোকে নির্ব্বাণকে নিরবচ্ছিন্ন সুখময় স্বর্গ-ভোগ বলিয়াই বিশ্বাস করে ‖।

* Asiatic Researches, Vol. XVI., pp 446—449.

† Max Muller's Chips from a German Workshop, Vol. I., p. 284.

‡ ধম্মপদ। ৩৬৮ ও ৩৮১। ¶ ২২৫ § ১১৪ ও ৩৭৪।

‖ Max Muller's Translation of Dhammapada, Introduction, p. xiv.

সেইরূপ, বৌদ্ধদের ত্রিমূর্ত্তি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ*। যদিও এই তিনটি আপাততঃ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ-বাচক, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা একই পদার্থ। তাহাদের প্রকৃতি ও এক; পরস্পর কোন অংশে ভিন্ন নয়।

বৌদ্ধ-মতানুযায়ী পশ্চাল্লিখিত চারিটি প্রধান তত্ত্ব বৌদ্ধ-সমাজে ধর্ম্ম চক্র† বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তাহাই বৌদ্ধ-মত-প্রণালীর মূলীভূত। তাহারই বিস্তার ও পর্য্যালোচনা দ্বারা নির্ব্বাণের উপায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

১।—জীবলোকে দুঃখ ও যন্ত্রণা সর্ব্বত্র ব্যাপী।

২।—স্নেহ, মমতা, কামনা, রাগ, দ্বেষাদি হইতে দুঃখ-যন্ত্রণার উৎপত্তি হয়। মনঃ-কল্পিত বিষয়-বাসনা সেই সমুদায়ের মূল।

৩।—দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ ধ্বংস হইলেই দুঃখ-যন্ত্রণার ধ্বংস হয়, অর্থাৎ স্নেহ, মমতাদির বন্ধন হইতে আত্মাকে মুক্ত করিলেই, দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান হইয়া যায়।

৪।—নির্ব্বাণ-লাভের যে চারিটি পথ আছে, তাহাতে প্রবেশ করিলে আত্মার মুক্তি-সাধন সম্পন্ন হইতে পারে। সে চারিটি এই; পূর্ণ শ্রদ্ধা, পূর্ণ চিন্তা, পূর্ণ বাক্য ও পূর্ণ ক্রিয়া।

গৌতম বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-কর্ম্ম স্বরূপ ন্যায় সত্যাদি স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্মনীতির

---

* সচরাচর সমাজ-বদ্ধ ভিক্ষু-দলকে সঙ্ঘ বলে। গ্রন্থ-বিশেষে চারি প্রকার সঙ্ঘ শ্রেণীর প্রসঙ্গ আছে, ঐ ভিক্ষু দল তাহার এক প্রকার। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, প্রত্যেক বুদ্ধ ও শ্রাবক প্রথম শ্রেণী ভুক্ত। উল্লিখিত ভিক্ষু দল দ্বিতীয় শ্রেণী। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম *-জ্ঞানবিবর্জ্জিত, তাহারা তৃতীয় শ্রেণী। যে সমুদায় নির্লজ্জ লোক ভিক্ষ্বাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক তদুচিত বিধি নিষেধ পালন করিয়া চলে না এবং লজ্জা ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধর্ম্মের চিরদিন-ব্যাপী পরিণাম-ফলের প্রতি ক্রক্ষেপও করে না, তাহারাই চতুর্থ শ্রেণী।

† চক্র শব্দটি বৌদ্ধ-সমাজের বড় প্রিয়। ইহার একটি অর্থ ধর্ম্ম-প্রচার বিজ্ঞাপক। বুদ্ধ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-প্রচারের বিষয় বিজ্ঞাপন করিতে হইলে, তদীয় শিষ্যেরা কহিত, তিনি ধর্ম্মচক্র ঘূর্ণিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উহার অপর একটি অর্থ, জীবের যোনিভ্রমণ-বিজ্ঞাপক; কেননা চক্রের ন্যায় তাহার আদি অন্ত নাই। বৌদ্ধেরা জপ-মন্ত্র লিখিয়া চক্র-বিশেষের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয় এবং তাহা অত্যন্ত বেগে ঘূর্ণায়মান করিতে থাকে। জপ-মন্ত্র উচ্চারণ করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, উহার এক এক বার ঘূর্ণন দ্বারা সেইরূপ ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে সমস্ত নৃপতি সর্ব্বত্র আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন বলিয়া প্রবাদ আছে, তাহাদের সেই সর্ব্ব-প্রধান রাজ শক্তির নাম চক্র। এনিমিত্ত তাহাদের উপাধি চক্রবর্ত্তী।

---

* মিথ্যা, চৌর্য্য, ব্যভিচার, নরহত্যা এই চারিটি মূল অধর্ম্ম।

প্রাধান্য প্রদর্শন করেন ও সেই সমুদায়ই মানব-কুলের সদগতিসাধক বলিয়া তদীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেন। তদনুসারে, অপর সাধারণ সকলের উপদেশার্থ পশ্চা-ল্লিখিত পাঁচটি ধর্ম্মনীতি নির্দ্দেশিত হয়; বধ করিও না, অপহরণ করিও না, ব্যভিচার-দোষ করিও না, মিথ্যা বলিও না ও সুরাপান করিও না *। এই পাঁচটি মাত্র নীতি পাঠ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ভাবগ্রহ করিতে পারিলে এরূপ মনে করিও না। পশ্চাৎ অশোক রাজার অনুশাসনপত্রের বিবরণে অপেক্ষাকৃত বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে। হিন্দুশাস্ত্রের মতে, প্রায়শ্চিত্ত ও যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপের বিমোচন হয়। কিন্তু শাক্য বুদ্ধ তাহা অস্বীকার করিয়া উপদেশ দেন, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বজীবে দয়া-প্রকাশ ও তদীয় হিতা-নুষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই সদগতি-লাভ হয় না।

ভারতবর্ষীয় ভূপতিগণের মধ্যে প্রথমে মগধাধিপতি অশোক রাজা খৃ পূ, তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ভূমণ্ডলে যে সমস্ত ব্যক্তি উত্তর কালে অসামান্য ক্ষমতাপন্ন হইয়া বা জগতের অসাধারণ হিত-সাধন করিয়া যশস্বী ও চিরস্মরণীয় হন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি প্রথম বয়সে সাতিশয় দুঃশীল ও নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-কুল তিলক অশোকও তাঁহাদের মধ্যে পরিগণিত। তিনি প্রথম বয়সে না সুদৃশ্য না সুশীল ছিলেন। প্রিয়-দর্শন ছিলেন না বলিয়াই পিতার স্নেহ-ভাজন হন নাই এইরূপ প্রবাদ আছে। এমন দুরন্ত ও অবাধ্য ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে চণ্ড বলিয়া উল্লেখ করিত। এইরূপ লিখিত আছে যে, একটি পর্ব্বত-বাসী লোক সমুদ্র নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রাণ-বধার্থ নানাবিধ চেষ্টা পায়; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময়া-পন্ন হইয়া এবিষয়টি অশোক রাজার কর্ণগোচর করে। তিনি ভিক্ষুর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ পর্ব্বত-বাসী ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করেন এবং ঐ ভিক্ষুকে অসাধারণ দৈবশক্তি-সম্পন্ন বিবেচনা করিয়া নিজে

---

* এই পাঁচটি সাধারণ ধর্ম্মনীতি অপর সাধারণ সকলের পক্ষেই বিধেয়। তদ্ভিন্ন, ভিক্ষুদের নিমিত্ত অপর পাঁচটি নিয়ম নিরূপিত আছে; অসময়ে ভোজন করিও না, গীত, বাদ্য, নৃত্য ও নাটকে প্রবৃত্ত হইও না, সুগন্ধি গ্রহণ ও অলঙ্কার ব্যবহার করিও না, স্বর্ণ ও রজত গ্রহণ করিও না এবং উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিও না।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বনে প্রবৃত্ত হন।* তাঁহার উৎসাহ-প্রভাবে ঐ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এত প্রাদুর্ভূত হয় ও তিনি এত চৈত্য, এত স্তূপ ও অন্য অন্য এত প্রকার কীর্ত্তি-নিকেতন প্রস্তুত করেন যে, লোকে তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত চণ্ড নামের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মাশোক বলিয়া বিখ্যাত করিল। † তিনি কতকগুলি অনু-শাসনপত্র খোদিত করিয়া 'ধর্ম্ম' প্রচার করিয়া দেন ‡। এই ধর্ম্মের অর্থ

---

* Dr Rajendra Lal Mitra in the Proceedings, Asiatic Society of Bengal for January 1878.

† অশোক রাজার এত কীর্ত্তি ও এত নিদর্শন এত স্থানে বিদ্যমান আছে যে, বহুকালাবধি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তাহার সমস্ত জানিতে পারা গিয়াছে কি না সন্দেহ। সম্প্রতি কিছু দিন হইল বুদ্ধগয়াতে অশোক রাজার সিংহাসন, তাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি স্তূপ ও চৈত্য, বোধিবৃক্ষের বৃতি প্রভৃতি অশোক সংক্রান্ত বিবিধ প্রকার সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে স্থানে অশোক রাজার সিংহাসন সংস্থাপিত ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে, সেই স্থান খনন করিয়া ঐ সিংহাসনের ভগ্নাবশেষ স্বরূপ স্বর্ণ, রত্ন মুক্তাদি বহুমূল্য দ্রব্য সংযুক্ত নানা অংশ শ্রীমান বেবর কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয় এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে এদেশীয় এশিয়াটিক সোসাইটির একটি বিশেষ সভায় শ্রীমান ফ, র, হর্‌নলি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়। তদনন্তর আরও অন্য অন্য অনেক বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ সময়ে অশোক ও অন্য অন্য বিবিধ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত সহস্র সহস্র পুরাতন বস্তু ঐ স্থানে একত্র আবিষ্কৃত হওয়াতে, ঐ ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত-জিজ্ঞাসু পণ্ডিতগণের উৎসাহ নবীভূত ও কৌতূহল-শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। চীন দেশীয় তীর্থযাত্রীরা বুদ্ধগয়ায় যে স্থানে যে বস্তুর অবস্থিতি প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন অবিকল সেই স্থানেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।—The Indian Daily News—May II & 26, 1881.

‡ কিন্তু সেই সমস্ত অনুশাসনপত্রের কোন স্থানে অশোকের নাম বিদ্যমান নাই, সেই সমুদায় পত্র রাজা পিয়দসি অর্থাৎ প্রিয়দর্শী কর্ত্তৃক প্রকাশিত বলিয়া লিখিত আছে। বৌদ্ধ সমাজে অশোক রাজার যেরূপ অসাধারণ খ্যাতি ও অপূর্ব্ব ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে, তাহার সহিত ঐ খোদিত পত্র সমুদায়ের ভাবার্থ যেরূপ সঙ্গত হয়, অন্য কোন রাজার বৃত্তান্তের সহিত সেরূপ সঙ্গত হয় না। অতএব সেগুলি ঐ বৌদ্ধ কুল-তিলক অশোকের অনুশাসন পত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। বিশেষতঃ দীপবংস নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে পিয়দসন নামে একটি রাজার অভিষেক বৃত্তান্ত লিখিত আছে, ঐ পিয়দসন বিন্দুসরের পুত্র ও চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। তিনি বুদ্ধের নির্ব্বাণের ২১৮ অব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রে অশোকের বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার সহিত দীপবংসের উল্লিখিত কথাগুলির কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এমন কি যদি সেই পালি-গ্রন্থে পিয়দসন নামটি না থাকিত, তাহা হইলে ঐগুলি অশোকেরই পরিচায়ক বলিয়া অবধারণ করিতে পারা যাইত। ঐ উভয় শাস্ত্রানুসারেও চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসর ও বিন্দুসরের পুত্র অশোক। দীপবংসে পিয়দসনের রাজ্যাভিষেকের সময় যেরূপ লিখিত আছে হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রে অশোকেরও সেইরূপ। কিন্তু ঐ সমস্ত খোদিতপত্রে অশোকের নাম একবারমাত্র ও লিখিত নাই বলিয়া, হ, হ, উইলসন্ এ বিষয়ে কিছু সংশয় প্রকাশ করিয়া যান *। তাহার পরেও ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্তবিদ পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই একবাক্যে অশোক ও প্রিয়দর্শী এক ব্যক্তির নাম বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

---

* Journal of the Royal Asiatic Society, Vol, VIII, p. 309.

বুদ্ধদেবের অর্চ্চনাও নয়; ব্রত, নিয়ম, উপবাসাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াও নয়। ইহা স্নেহ, বাৎসল্য, ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্য, অহিংসাদি ধর্ম্মনীতিমাত্র। কেবল এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা কি হিন্দু কি মোসলমান্, কি য়িহুদি কি খৃষ্টান্, কি জৈন কি পারসী, সকল ধর্ম্ম-সম্মত এবং সকল জাতির অভিমত ও সমাদৃত, তাহাই এই 'ধর্ম্ম'। এবিষয়ে নাস্তিকতাবাদী বৌদ্ধেরা আস্তিকতাবাদী হিন্দুদের অপেক্ষা মহত্তর মত প্রকাশ করিয়া জগতের শ্রদ্ধাস্পদ ও পূজাস্পদ হইয়া রহিয়াছেন। অশোক রাজা পূর্ব্বোল্লিখিত অনুশাসনপত্রে পিতৃ-ভক্তি, মাতৃ-ভক্তি, গুরু-ভক্তি, জ্ঞাতি, প্রতিবাসী ও আত্মীয়গণকে দয়া ও আশ্রয় প্রদানকরা, ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান করা, ভৃত্য ও অধীনস্থ লোকদিগের প্রতি অনুকূলতা-প্রকাশ প্রভুর আজ্ঞাবহ ও তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ থাকা, মিতব্যয় ও হিতাচরণ, নিন্দা ও অসৎ কথা পরিবর্জ্জন ইত্যাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায়ের ব্যবস্থা প্রচার করেন। মানুষ ও ইতর জন্তু উভয়ের প্রতি সদয় ও সানুকূল ভাব প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে, এ সমস্তই পরম পরিশুদ্ধ পারমার্থিক ক্রিয়া। তিনি কেবল মত প্রচার করিয়া নিরস্ত হন নাই, নিজে তদনুরূপ কার্য্য সাধন করিয়া প্রজাগণের কুশলোন্নতি চেষ্টা পান। তিনি পশুহিংসা নিবারণ করেন, পশু ও মনুষ্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিকিৎসা-ব্যবস্থা সংস্থাপন করেন এবং রাজ্য মধ্যে ধর্ম্মোপদেশ-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করেন। সর্ব্বজীব বিষয়েই অব্যভিচরিত অবারিত, অহিংসা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কি হিন্দু, কি মোসল্মান কি খৃষ্টান, সকলকেই এবিষয়ে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টাব্দের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক্ দূত মিগোস্থিনিজ লিখিয়া যান, কতকগুলি শ্রমণ অর্থাৎ বৌদ্ধ উদাসীন কেবল দয়া-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান উদ্দেশে লোকের চিকিৎসা করিয়া বেড়ান; কাহার নিকট কিছু গ্রহণ করেন না। অপর কতকগুলি ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রমণ লোকদিগকে নরক-ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন *।

ভূমণ্ডলে স্বমত-পক্ষপাতী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বিদ্বেষ প্রভাবে অতীব ভয়ঙ্কর নৃশংস কাণ্ড সমুদায়, এমন কি সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ নরবধ পর্য্যন্ত

* অদ্যাপি এই দুই রীতি প্রচলিত আছে।—Hardy, p. 368.

ঘটিয়া গিয়াছে। অশোক রাজা এবিষয়েও অপার ঔদার্য্য ও অপরিসীম মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া যান।

পূর্ব্বোক্ত অনুশাসনপত্রে তিনি কি গৃহী কি উদাসীন যে ব্যক্তি যে ধর্ম্ম পালন করুক না কেন, তাহাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রকাশ ও তাহাদের সকলেরই ধর্ম্ম-রক্ষায় যত্ন-প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দান ও অন্য অন্য সৎক্রিয়া সহকারে তাহাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, ঐ সকল ক্রিয়া অপেক্ষায় তদীয় সার স্বরূপ ধর্ম্মনীতির প্রাদুর্ভাব-দৃষ্টির অভিলাষ অধিক গৌরবের বিষয়। তিনি সুস্পষ্ট প্রচার করিয়া দেন, মনুষ্যের নিজ ধর্ম্মে শ্রদ্ধা করা উচিত, কিন্তু কদাচ পর-ধর্ম্মের নিন্দা ও অনিষ্টাচরণ কর্ত্তব্য নয়। সকল স্থলেই পরধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে উচিতমত শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। যে ধর্ম্মের যে রূপ নিয়ম, তাহার প্রতি তদনুযায়ী শ্রদ্ধা করা বিধেয়। এরূপ আচরণ করিলে, নিজ ধর্ম্মের উন্নতি ও পর-ধর্ম্মের হিত সাধন করা হয়। যে ইহার অন্যথাচরণ করে, সে আপন ও পর উভয় ধর্ম্মেরই অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম সম্প্রদায়ে অনুরাগ বশতঃ পর ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নিন্দা করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের গৌরব প্রকাশ করে, তাহার এরূপ আচরণ দ্বারা নিজ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপরেই অতিমাত্র কঠিন আঘাত করা হয়। * অশোক রাজার এক খানি অনুশাসনপত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, যাহাদের বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, তাহারাও আমার রাজ্য মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে বাস করুক।

দেবানম্ পিয়ী পিয়দসি রাজা সবত ইছতি সবি পাষণ্ড বসেযু সবি তে সয়মঞ্চ ভাব-সুদ্ধিন্‌চ ইছতি।

দেবগণ-প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা ইচ্ছা করিতেছেন, সমস্ত পাষণ্ড (অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্মে আস্থাশূন্য ব্যক্তি সমুদায়) সর্ব্বত্র (নির্ব্বিঘ্নে) বাস করুক, কেন না তাহারাও ভাবশুদ্ধি ও ধর্ম্মশাসন ইচ্ছা করে †।

অবনিমণ্ডলের অপরাপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীরা এ অংশে যদি অশোকের পদ-রেণু-

---

* Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. VII. pp.240-241 and pp. 259-260. The Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. XII. pp. 215-222. The Indian Antiquary, 1876, p. 267 and 1881, p. 211.

† H. H. Wilson in the Journal of the Royal Asiatiy Society, Vol. VIII. pp, 306 and 314.

কণামাত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অসংখ্য লোকের ধর্ম্ম দ্বেষ নিবন্ধন অকালে কালগ্রাস প্রবেশ নিবারিত হইত। বৌদ্ধগণ-সংহারক * আস্তিকপ্রবর ব্রাহ্মণকুল! এই নাস্তিক নরপতির সুপবিত্র গুণগ্রাম শ্রবণ কর, আর লজ্জায় অধোমুখ হইয়া ধরণী-গর্ভে প্রবিষ্ট হইতে থাক! উগ্র-মূর্ত্তি শৈব ও বৈষ্ণব জমাতের ভয়াবহ তীর্থস্নানে ধিক্! ধিক্ ধিক্। খ্রীষ্টানদিগের শোণিতাক্ত মুণ্ড-মালা-বিভূষিত ভয়ঙ্কর ক্রুসেড্ যুদ্ধের ক্রুস্-চিহ্নেও ধিক্! স্বসম্প্রদায়ের পক্ষপাতমদে উন্মত্ত দুর্দ্দান্ত মোসলমান্ সম্প্রদায়ের কর-সঞ্চালিত চাকচিক্যশালী সুতীক্ষ্ণ তরবারেও † ধিক্!

অশোক প্রচারিত ধর্ম্মপ্রণালীর যৎকিঞ্চিৎ স্থূল তাৎপর্য্যমাত্র লিখিত হইল। ইহা মনুষ্য কুলের স্বভাব-সিদ্ধ সাধারণ ধর্ম্ম; মনঃকল্পিত নয়। জাতি-ভেদ ও বর্ণ-প্রভেদও ইহার বৈরী ও বিদ্বেষী নয়। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মোসলমান্ কেহই এ ধর্ম্মের বিরোধী নয়। বেদ, কোরান্ ও বাইবল্ এই ধর্ম্মকে যতদূর লালন-পালন ও পরিপোষণ করিয়া আসিয়াছে, প্রধানতম বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের নিকট ততদূর আদরণীয় ও পূজনীয়। ঋষি, মুনি, পীর, পয়্গম্বর, সেণ্ট, সেবিয়র ইহাঁরা যে পরিমাণে এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও মহিমা প্রচার করিয়াছেন, সেই পরিমাণে প্রকৃত-পুণ্য-কীর্ত্তি লাভে অধিকারী হইয়া রহিয়াছেন। অধুনাতন মানব কুলের বুদ্ধি বিদ্যার পথপ্রদর্শক কোম্ত ও হিউম্, ডারুইন্ ও হক্স্লি, মিল ও স্পেন্সর্ ইহাঁদেরও এই ধর্ম্মকে ‡ আপনাদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয়-দান এবং তাহাতে উৎসাহ ও আহ্লাদ প্রকাশ না করিবার বিষয় নয়।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভূপতিগণ অকাতরে দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যান। পশ্চাৎ তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। উত্তর কালে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ে যেরূপ গুরু-সান্নিধানে আত্ম-দোষ স্বীকারের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, পূর্ব্বকালে বৌদ্ধ সমাজে সেই প্রথাটি অবিকল প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক ভিক্ষুকে অর্থাৎ বৌদ্ধ উদাসীনকে প্রতি মাসে দুইবার অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিবসে আত্ম-পাপ অঙ্গীকার করিতে হইত। ক্রমশঃ গৃহী লোকের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত হয়, কিন্তু তাহার অসুবিধা সংঘটন প্রযুক্ত, অশোক রাজা

* উপক্রমণিকা ২২২ ও ২২৩ পৃষ্ঠা।

† এক হস্তে কোরান অপর হস্তে তরবার।

‡ অতিমাত্র অহিংসাটি পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত-সাধনার্থ একটি মহোৎসব প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে প্রথমে আত্ম-দোষ স্বীকার ও দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান উভয়ই প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরে গৃহস্থ লোকের পাপ-স্বীকারের নিয়মটি একেবারেই উঠিয়া যায়। ঐ দানোৎসবটি পাঁচ বৎসরান্ত সম্পন্ন হইত। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে প্রয়াগ-ক্ষেত্রে একবার ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়; চীন দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউ এন্ থ্ সঙ্, তাহা দর্শন করিয়া যান।

ঐ সুবিস্তৃত উৎসব-ক্ষেত্র একটি আনন্দ-ক্ষেত্র ছিল; চারি দিকে সহস্র সহস্র গোলাব গাছের সুরম্য বৃতি, তাহাতে অপর্য্যাপ্ত মনোহর পুষ্পশ্রেণী অহরহ প্রস্ফুটিত এবং মধ্যস্থলে স্বর্ণ, রজত, পট্টবস্ত্র ও অপরাপর বহুমূল্য দান-দ্রব্যতে পরিপূর্ণ সুসজ্জ গৃহশ্রেণী। তাহার সমীপে সারি সারি একশত এরূপ বিস্তৃত ভোজন-গৃহ ছিল যে, তাহার প্রত্যেকে একশত ব্যক্তি একত্র ভোজন করিতে পারিত। মহারাজ শিলাদিত্যের আহ্বানক্রমে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, দরিদ্র, পিতৃ-হীন, মাতৃ-হীন, বান্ধব-হীন প্রভৃতি পঞ্চাশ সহস্র লোক তথায় আগমন করে। সার্দ্ধ দুই মাস ব্যাপিয়া দান-ভোজনাদি সহকারে ঐ উৎসব-ব্যাপার সম্পন্ন হয়। উহাতে হিন্দু বৌদ্ধের বিদ্বেষ ভাব দূরে থাকুক, সমধিক সদ্ভাবই প্রদর্শিত দেখা যায়। তথায় বুদ্ধ, বিষ্ণু, শিব তিনেরই প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সমস্ত সমাগত ব্যক্তিদিগকে বহুমূল্য সামগ্রী দান করা এবং চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ সুস্বাদ সামগ্রী ভোজন করান হয়। উক্ত রাজা ঐ উৎসবে হস্তী, অশ্ব ও অপরাপর যুদ্ধ-সামগ্রী ব্যতিরেকে রাজকোষের সমস্ত ধনই বিতরণ করিতেন। এমন কি, তাঁহার নিজের পরিচ্ছদ, কর্ণকুণ্ডল, রত্নমালা প্রভৃতি বেশভূষা সমুদায়ও শরীর হইতে উন্মোচন করিয়া দিতেন। অবশেষে পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে উচ্চৈঃস্বরে দানধর্ম্ম বিষয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন।

বৌদ্ধেরাও হিন্দুদের ন্যায় মৃত্যুর পর নানারূপ যোনি-ভ্রমণ স্বীকার করে। যিনি ইহকালে যেরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম করেন, পরকালে তিনি তদনুরূপ যোনি-প্রাপ্ত হন। কেবল পশু পক্ষী কীটাদি নিকৃষ্ট জন্তু নয়, পাতকের পরিমাণানুসারে মৃৎপিণ্ডাদি জড়বস্তু হইয়াও জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যদি কেহ এরূপ ঘোরতর কুকর্ম্ম করে যে, উক্তরূপ নিকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিলেও তাহার উচিতমত শাস্তি

হয় না, তাহা হইলে তাহাকে নরকস্থ হইতে হয়। বৌদ্ধ-মতে, ১৩৬ একশত ছত্রিশটি নরক বিদ্যমান আছে। যে যেরূপ পাপ-কর্ম্ম করে, তাহাকে তদনুরূপ কঠিন নরকে তাদৃশ পরিমিত কাল বাস করিতে হয়। কাহার নরক-ভোগের সময় কোটি বৎসরের অপেক্ষা ন্যূন নয়। পুণ্য কর্ম্মেরও এইরূপ পুরস্কার আছে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি, হয় মর্ত্ত্যলোকে উত্তম জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সুখ ভোগ করে, নয়, বিবিধপ্রকার স্বর্গলোকের কোন স্বর্গে দেবাদি-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সুখ-সম্ভোগ করিতে থাকে। কাহারও স্বর্গ-ভোগের সময় শত কোটি বৎসর অপেক্ষায় অল্প নয়। বৌদ্ধেরা বলেন, শাক্যমুনি নিজে উল্লিখিত শুভাশুভ সমুদায়,জন্মেরই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি পশুপক্ষ্যাদি কোন্ যোনিতে কিরূপ কার্য্য করিয়াছেন, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আছে।

অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় বৌদ্ধদিগেরও মতান্তর ঘটিয়া ক্রমে ক্রমে চারিটি দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে; মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিক-মতে, কোন পদার্থই বাস্তবিক বিদ্যমান নাই; সকলই শূন্যময়। যোগাচার-মতও ইহার অনুরূপ; এই মতস্থ ব্যক্তিরা অভ্যন্তরস্থ বিজ্ঞান ব্যতি-রেকে অপরাপর সমুদায় পদার্থেরই অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে কেবল বিজ্ঞানই আছে; জল, বায়ু, পৃথিব্যাদি বাহ্য বস্তু কিছুই নাই। ইহাঁরা ঐ বিজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন; প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ও আলয়-বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বলে ও সুষুপ্তি দশায় যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম আলয়-বিজ্ঞান। অপর দুই সম্প্রদায়ীরা বাহ্য পদার্থ ও অভ্যন্তরস্থ পদার্থ উভয়েরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। বাহ্য পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত; ভূত ও ভৌতিক। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু এই চারিটির নাম ভূত এবং চক্ষু শ্রোত্রাদি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহার জ্ঞেয় নদী, পর্ব্বতাদি বিষয় সমুদায়ের নাম ভৌতিক। সেই সমুদায়ই পরমাণু-সমষ্টি। এই জগৎ ও জগতের সমুদায় পদার্থই পরমাণুপুঞ্জ বই আর কিছুই নয়।

শেষোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মতে পরস্পর কিছু বিশেষ আছে। এক সম্প্রদায়ীরা কহেন, বাহ্য বস্তু সমুদায় কেবল প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তাঁহাদের নাম বৈভাষিক। অপর সম্প্রদায়ীরা বলেন, বাহ্য বস্তু সত্য বটে, কিন্তু অনুমান-সিদ্ধ; একেবারেই

প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হয় না। চিত্তমধ্যে বাহ্য বস্তু সমুদায়ের প্রতিরূপ উৎপন্ন হয়, এবং সেই প্রতিরূপ-জ্ঞান দ্বারাই তাহাদের জ্ঞান জন্মে। এই সম্প্রদায়ের নাম সৌত্রান্তিক। উভয় মতেই, যে সময়ে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, সেই সময়েই তাহার অস্তিত্ব থাকে। প্রত্যক্ষ না হইলেই বিদ্যুল্লতার ন্যায় ধ্বংস হইয়া যায়। এই নিমিত্ত হিন্দু পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে পূর্ণ বৈনাশিক অথবা সর্ব্ব বৈনাশিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বৌদ্ধেরা হিন্দুবৈদান্তিকের ন্যায় আকাশকে একটি ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না এবং চিত্ত ও জীবাত্মা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করেন না।*

অন্য অন্য সমুদায় উপাসক-সম্প্রদায়ের ন্যায় বৌদ্ধেরাও ক্রমে ক্রমে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। বসুমিত্র একখানি গ্রন্থে সে সমুদায়ের বিবরণ করেন এবং চীন-দেশীয় তিন জন পণ্ডিত তাহা চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়া রাখেন। সেই সমুদায় সম্প্রদায়ের নাম মহাসাঙ্ঘিক, স্থবির, একব্যবহারিকা, কুক্কুলিকা, বাহুশ্রুতিয়, চৈতিয়বাদা, পূর্ব্বশৈলা, উত্তরশৈলা, সর্ব্বাস্তিবাদ, হৈমবতা, বাৎসিপুত্রীয়, ধর্ম্মোত্তরায়, ভদ্রায়ণীয়, সম্মতীয়, ষান্নগরিক, মহীশাসক, ধর্ম্মগুপ্তা, কাশ্যপীয় এবং সঙ্কান্তিকা বা সৌত্রান্তিকা। প্রথমোক্ত মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায় স্থবিরাদি সাত সম্প্রদায়ে এবং ঐ স্থবির সম্প্রদায় সর্ব্বাস্তিবাদ প্রভৃতি একাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। সমুদায়ে অষ্টাদশ সম্প্রদায়।†

বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারই করুন, আর অন্য অন্য নানা বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধি-প্রাখর্য্যই প্রকাশ করুন, কিন্তু অনেকানেক নিকৃষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ন্যায় পৌত্তলিক হইয়া রহিয়াছেন বলিতে হইবে। প্রতিমা-পূজা, বুদ্ধ প্রভৃতির অস্থি দন্তাদির অর্চ্চনা এবং নানাবিধ যাত্রা মহোৎসব অবাধে চলিয়া আসিতেছে ‡। ফাহিয়ন্ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে অনেকানেক বুদ্ধ-

* Colebrooke's Miscellaneous Essays Vol, I, 1873, pp. 413—426 দেখিলে সবিশেষ জানিতে পারা যাইবে।

† Indian Antiquary, December 1880, pp. 299-301.

‡ দেবার্চ্চনা সংক্রান্ত পশ্চাল্লিখিত বিষয়টিতে হিন্দু ও বৌদ্ধের পরস্পর বিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু প্রভৃতির ন্যায় বৌদ্ধদের ঋত্বিক অর্থাৎ পুরোহিত নাই। প্রত্যেক বৌদ্ধ আপনই আপনার পুরোহিত ও আপনিই আপনার যজমান।

প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া যান। কেবল শাক্যবুদ্ধ নয়, এক এক দেবালয়ে অন্য অন্য বৌদ্ধ দেবতার প্রতিমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত ও অর্চ্চিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে বুদ্ধগয়ায় তারা দেবী ও বাগীশ্বরী দেবী, বৈসালীতে অর্থাৎ বেসার্ গ্রামে ধ্যানী-বুদ্ধ অমিতাভ ও বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, নলন্দবিহারে অবলোকি-তেশ্বর, তারা বোধিসত্ত্ব, ত্রিশিরা বজ্রবরাহী, বাগীশ্বরী, কপত্যদেবী ইত্যাদি অনেক স্থানে অনেকানেক বৌদ্ধ দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। * সিংহল দ্বীপের মহারাজবিহার নামক বিহারে পঞ্চাশৎ অপেক্ষায় অধিক বুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সেই সঙ্গে নাথ, বিষ্ণু ও সামনদেব, পত্তিনে দেবী এবং বলগম্বাহু ও কীর্ত্তিনিস্সঙ্গ নামক দুইটি নৃপতির প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। ঐ বলগম্বাহু খৃ, পূ. ৮৬ অব্দে ঐ বিহার প্রস্তুত করেন। †

অশিক্ষিত বৌদ্ধদের মধ্যে সাকার উপাসনা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু চীন-দেশীয় জ্ঞানাপন্ন বৌদ্ধেরা প্রতিমা-পূজা ও শান্তি স্বস্ত্য-য়ন দ্বারা বৌদ্ধ দেবগণের প্রসাদ লাভ প্রভৃতি চলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান সমুদায় স্বীকার করেন না। চুহি নামে একটি বৌদ্ধমত-প্রবর্ত্তক স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন, বৌদ্ধেরা স্বর্গ মর্ত্ত্যাদি বাহ্য বস্তু ও প্রত্যক্ষ ব্যাপার সমস্ত গ্রাহ্য করেন না; আপনাপন আত্মাতেই অভিনিবেশ করেন; পারলৌকি সুখদুঃখ মনঃকল্পিত ও দোষাবহ। ‡

বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবাদির অস্থি, কেশ, দন্ত, বস্ত্র, যষ্টি প্রভৃতি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একটি পূর্ণ-গর্ভ ঘণ্টাকার বস্তু নির্ম্মাণ করে ও ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারে বিহিত-বিধানে তাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে এবং তীর্থযাত্রীরা সেই সমস্তকে পবিত্র তীর্থ-ভূমি জ্ঞান করিয়া দর্শনাদি করিতে যায়। ন্যূনাধিক দুই শত খৃষ্টাব্দে এলেগজেণ্ড্রিয়া-নিবাসী ক্লেমেন্স্ নামক গ্রীক্ পণ্ডিত ¶ বৌদ্ধদের অস্থি দন্তাদি-পূজার প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। ফাহিয়ন্ যে সময়ে ভারতবর্ষ

* Cunningham's Archaeological Survey of India, Vol. I. pp. 11, 31-36, 58 &c.

† Forbes' Ceylon Almanac, 1834, extracted in R, Spence Hardy's Eastern Monachism, p. 203.

‡ Indian Antiquary, December 1880, pp. 316 and 317.

¶ তিনি ২০৬ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন।